স্তালিন রচনাবলী

একাদশ খণ্ড

রচনাকাল

১৯২৮—মার্চ ১৯২৯

এ-৬৪ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২

দুনিয়ার শ্রমিক, এক হও!

সম্পাদকমণ্ডলী

পীযূষ দাশগুপ্ত

কল্পতরু সেনগুপ্ত

প্রভাস সিংহ

শঙ্কর দাশগুপ্ত

সুদর্শন রায় চৌধুরী

প্রকাশকের নিবেদন

'স্তালিন রচনাবলী'র একাদশ খণ্ডটির বাংলা সংস্করণ প্রকাশিত হল। রচনাবলী প্রকাশের এই দুরূহ কাজ হাতে নেবার সময়ে যে দুশ্চিন্তায় পড়েছিলাম—একে একে এতগুলি খণ্ড প্রকাশনার কাজ সমাপ্ত করতে পারায় আমার এখন এ আত্মপ্রত্যয় জন্মেছে যে সহৃদয় পাঠক-পাঠিকা ও গ্রাহকবৃন্দের সহযোগিতায় বাকী খণ্ডগুলিও খুব শীঘ্রই তাঁদের হাতে তুলে দিতে পারব। যে উদ্দেশ্যে এই রচনাবলী বাংলা ভাষায় প্রকাশনার দায়িত্ব নিয়েছিলাম তা সিদ্ধ হলেই আমাদের সকল শ্রম সার্থক জ্ঞান করব।

অভিনন্দনসহ!

২রা জুন, ১৯৭৫ মজহারুল ইসলাম

নবজাতক প্রকাশন

বাঙলা সংস্করণের ভূমিকা

স্তালিন রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে ১৯২৮ সালের জানুয়ারি থেকে ১৯২৯ সালের মার্চ পর্যন্ত স্তালিনের বিভিন্ন নিবন্ধ ও ভাষণগুলি সংকলিত হয়েছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট (বলশেভিক) পার্টির পঞ্চদশ কংগ্রেস যা 'কৃষির যৌথীকরণ কংগ্রেস' এই অভিধাযুক্ত হয়ে পার্টির ইতিহাসে বিধৃত হয়েছে তার সিদ্ধান্ত অনুসারে সোভিয়েত অর্থনীতিতে ব্যক্তিকেন্দ্রিক কৃষি থেকে যৌথীকৃত কৃষিতে উত্তরণের সময়পর্বে এই নিবন্ধ ও ভাষণগুলি রচিত। বস্তুতঃ এই সময়পর্বে পার্টির সামনে বুখারিন ও তাঁর উপদলীয় গোষ্ঠী পার্টির কর্মনীতির প্রকাশ্য বিরোধিতা নিয়ে হাজির হয়। বুখারিনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে পার্টির নিরলস তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক সংগ্রামের ইতিবৃত্ত ও গুরুত্ব স্পষ্ট বিবৃত হয়েছে এই খণ্ডে সংকলিত একাধিক নিবন্ধ ও ভাষণে। এর মধ্যে আছে: 'কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটব্যুরোর সদস্যদের প্রতি', 'দেশের শিল্পায়ন এবং সি. পি. এস. ইউ (বি)তে দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতি', 'বুখারিন গোষ্ঠী এবং আমাদের পার্টিতে দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতি', 'তারা গভীরে ডুবেছে' ইত্যাদি।

এইসব নিবন্ধ ও বক্তৃতামালায় দক্ষিণপন্থী ভ্রষ্টাচারীদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে ও সেই সঙ্গে গুরুত্ব দিয়ে বলা হয়েছে যে লেনিনবাদীদের পক্ষে দুটি রণাঙ্গনেই এক সংগ্রাম চালানো আবশ্যক—দক্ষিণপন্থী ভ্রষ্টাচার এবং 'বামপন্থী' ভ্রষ্টাচার উভয়েরই বিরুদ্ধে। কমরেড স্তালিন এই প্রসঙ্গে পার্টির বিরুদ্ধে 'মধ্যপন্থা'র যে অভিযোগ ট্রট্‌স্কিপন্থীরা দায়ের করে তারও জবাব দিয়েছেন, বলেছেন যে মধ্যপন্থার মতাদর্শ লেনিনবাদের সম্পূর্ণ বিরোধী। মধ্যপন্থা হল বিষম স্বার্থের জোটের একটি পার্টির মতাদর্শ, একশিলা সর্বহারা পার্টির তা চারিত্র্য নয়।

এ ছাড়াও উল্লেখযোগ্য হল 'আত্মসমালোচনার স্লোগান-

টিকে অমার্জিত করার বিরুদ্ধে' নিবন্ধটি। কমরেড স্তালিন এখানে আত্মসমালোচনার হাতিয়ারটির প্রকৃত গুরুত্ব অনুধাবন করে তাকে ব্যবহার করতে নির্দেশ দিয়েছেন ও সেই সঙ্গে তার কোনওরকম বিকৃতাচারের বিরুদ্ধে সতর্ক করে দিয়েছেন। কমরেড স্তালিন পরিষ্কার বলেছেন যে আত্মসমালোচনা হল পার্টির বিকাশের একটি বিকল্পহীন মাধ্যম, কোনও অবস্থাতেই একে পরিহার করা চলে না।

দেশের শস্য-সংকটের, যৌথ ও রাষ্ট্রীয় কৃষি খামার গঠনের সমস্যার সমাধান প্রসঙ্গে এই খণ্ডে অনেকগুলি নিবন্ধ ও ভাষণ স্থান পেয়েছে। কৃষিক্ষেত্রে পার্টির কেন্দ্র-নীতি হল দরিদ্র কৃষকদের ওপর আস্থা রাখা, মধ্য কৃষকদের সঙ্গে একটি দৃঢ় মৈত্রী গড়ে তোলা এবং মুহূর্তের জন্যও কুলাকদের বিরুদ্ধে লড়াইকে স্থগিত না রাখা। এই কেন্দ্র-নীতির পরিপ্রেক্ষিতেই রচিত হয়েছে ঐসব নিবন্ধ ও বক্তৃতামালা। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য হল: 'শস্য-সংগ্রহ এবং কৃষি উন্নয়নের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাসমূহ', 'কেন্দ্রীয় কমিটি ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের যুগ্ম এপ্রিল প্লেনামের কাজ', 'সি. পি. এস. ইউ (বি)র কেন্দ্রীয় কমিটির জুলাই মাসের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের ফলাফল', 'শস্য ফ্রন্টে', 'সি. পি. এস. ইউ (বি)র কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনাম', 'লেনিন এবং মধ্য কৃষকের সঙ্গে মৈত্রীর প্রশ্ন'।

এই খণ্ডে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ নিবন্ধ হল 'জাতিগত প্রশ্ন ও লেনিনবাদ'। এই নিবন্ধে কমরেড স্তালিন জাতিগত প্রশ্নে লেনিনবাদের অবস্থান বিবৃত করেছেন। এ প্রসঙ্গে রচনাবলীর দ্বিতীয় খণ্ডে 'মার্কসবাদ ও জাতিসমস্যা' শীর্ষক নিবন্ধমালাটি স্মরণীয়।

এ ছাড়া বর্তমান খণ্ডে আরও কতকগুলি নিবন্ধ, ভাষণ ও চিঠিপত্র স্থান পেয়েছে। আশা করি পাঠকবর্গের কাছে এগুলিও আদৃত হবে।

অভিনন্দনসহ;

২রা জুন, ১৯৭৫ সম্পাদকমণ্ডলী

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয়		পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

জানুয়ারি ১৯২৮—মার্চ ১৯২৯

শস্য-সংগ্রহ এবং কৃষি উন্নয়নের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাসমূহ

(সাইবেরিয়ার নানা অঞ্চলে ১৯২৮ সালের জানুয়ারি মাসে প্রদত্ত বিবৃতি থেকে[১]) (সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট)

আপনাদের কাছে সাইবেরিয়ায় আমাকে সংক্ষিপ্ত সফরে পাঠানো হয়েছে। আপনাদের শস্য-সংগ্রহ পরিকল্পনা পূরণে আমাকে সাহায্য করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আপনাদের অঞ্চলে কৃষি-উন্নয়নের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা, যৌথ খামার, রাষ্ট্রীয় খামারের উন্নতি বিষয়ে আপনাদের সঙ্গে আলোচনার জন্যও আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, এ বছর আমাদের দেশের শস্য-উৎপাদন কম হয়েছে, ১০০,০০০,০০০ পুডের বেশি ঘাটতি আছে। সেইহেতু সরকার ও কেন্দ্রীয় কমিটি সব অঞ্চলে ও এলাকায় শস্য-সংগ্রহ অভিযানে কড়াকড়ি করতে বাধ্য হয়েছে যাতে শস্য-ঘাটতি সামলে নেওয়া যায়। যে-সব এলাকায় ও অঞ্চলে ভাল ফসল হয়েছে প্রাথমিকভাবে সেখান থেকেই ঘাটতি পূরণ করা হবে, শুধু পূরণ করা নয় শস্য-সংগ্রহের পরিকল্পনার লক্ষ্য-মাত্রার বেশিও পূরণ করতে হবে।

আপনারা অবশ্য জানেন যে, ঘাটতি পূরণ না হলে তার ফলাফল কি হবে। ফলাফল দাঁড়াবে এই যে, আমাদের শহর ও শিল্পাঞ্চলগুলি এবং লালফৌজ ভীষণ অসুবিধায় পড়বে; তাদের সরবরাহ খুব কমে যাবে, অনাহারের আশংকা দেখা দেবে। আমরা কখনই তা হতে দিতে পারি না।

আপনারা এ বিষয়ে কি ভেবেছেন? আপনারা দেশের প্রতি কর্তব্যের তাগিদে কি উপায় গ্রহণীয় বলে ভেবেছেন? আপনাদের প্রদেশের জেলা-গুলিতে আমি সফর করেছি এবং আমার চাক্ষুষ দেখার সুযোগ হয়েছে যে শস্য-সংকট থেকে দেশের পরিত্রাণে সাহায্য বিষয়ে আপনারা মোটেই গুরুত্ব দেননি। আপনাদের খুব ভাল ফসল হয়েছে, বলা যায় রেকর্ড উৎপাদন হয়েছে। আগের বছরগুলির তুলনায় আপনাদের উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য এ বছর আরও বেশি। তবু শস্য-সংগ্রহের পরিকল্পিত লক্ষ্য এখনো পূরণ হয়নি। কেন? কারণটা কি?

আপনারা বলছেন, সংগ্রহ অভিযানের পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা বড় বেশি

হয়েছে এবং তা পূরণ করা যেতে পারে না। কেন পূরণ করা যাবে না? কোথা থেকে আপনারা এ ধারণা পেলেন? এ বছর আপনাদের রেকর্ড উৎপাদন হয়েছে এটা কি সত্য নয়? এটা কি সত্য নয় যে সাইবেরিয়ার শস্য-সংগ্রহ পরিকল্পনার এবারের লক্ষ্যমাত্রা প্রায় গতবারের সমান? তাহলে কেন আপনাদের ধারণা হল যে লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করা যাবে না? কুলাক খামার-গুলির দিকে চেয়ে দেখুন: তাদের গোলা ও ছাউনিগুলি শস্যে গাদাগাদি হয়ে আছে; রাখার জায়গার অভাবে ছাদের নীচে খোলা জায়গায় খাদ্যশস্য পড়ে আছে; বীজ, খাদ্য এবং গবাদিপশুর খাদ্য বাদ দিয়েই প্রতিটি কুলাক খামারে ৫০,০০০-৬০,০০০ পুড উদ্বৃত্ত শস্য আছে। তবু আপনারা বলছেন যে খাদ্য-সংগ্রহের লক্ষ্য পূরণ করা যাবে না। আপনারা এত নৈরাশ্যবাদী কেন?

আপনারা বলছেন, কুলাকেরা খাদ্যশস্য দিতে চায় না, তারা দাম বাড়ার অপেক্ষায় আছে এবং তারা বল্গাহীন ফাট্‌কাবাজিতে লিপ্ত। সেকথা সত্য। কিন্তু কুলাকেরা কেবল দাম বাড়ার অপেক্ষাতেই নেই, সরকার-নির্ধারিত দামের তিনগুণ বেশি দাবি করছে। কুলাকদের তুষ্ট করতে সেটা কি মেনে নেওয়া যায় বলে আপনারা মনে করেন? গরিব কৃষকেরা এবং মাঝারি সম্পন্ন কৃষকদের উল্লেখযোগ্য অংশ সরকারী দামেই রাষ্ট্রকে খাদ্যশস্য দিয়েছে। এটা কি অনুমোদনযোগ্য যে সরকার গরিব ও মাঝারি কৃষকদেরকে শস্যের যে দাম দিয়েছে কুলাকদেরকে তার চেয়ে তিনগুণ বেশি দেবে? এ প্রশ্ন নিজেদের করুন, তাহলেই বুঝবেন কুলাকদের দাবি মেটানো কতটা অননুমোদনীয়।

যদি খাদ্যশস্যের দাম নিয়ে কুলাকরা অবাধ ফাট্‌কাবাজিতে লিপ্ত থাকে, আপনারা কেন তাদের ফাট্‌কাবাজির দায়ে অভিযুক্ত করছেন না? আপনারা কি জানেন না ফাট্‌কাবাজির বিরুদ্ধে আইন আছে—আর. এস. এফ. এস. আর-এর ফৌজদারী বিধির ১০৭ ধারায় ফাট্‌কার অপরাধে অপরাধী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা যায় এবং তাদের মালপত্র সরকারে বাজেয়াপ্ত হয়? কেন আপনারা খাদ্যশস্যের ফাট্‌কাবাজদের বিরুদ্ধে এই আইন প্রয়োগ করছেন না? আপনারা কি কুলাক মহোদয়দের শান্তিভঙ্গ করতে ভয় পান?!

আপনারা বলছেন, কুলাকদের বিরুদ্ধে ১০৭ ধারা প্রয়োগ করাটা জরুরী অবস্থার সামিল হবে, তাতে কিছু ভাল ফল হবে না, বরং গ্রামাঞ্চলে পরিস্থিতি

আরও খারাপ হয়ে পড়বে। কমরেড জাগুমেদ্বি বিশেষভাবে এ কথা জোর দিয়ে বলছেন। ধরা যাক, এটা একটা জরুরী ব্যবস্থাই হবে—তাতে কি? দেশের অন্যান্য অঞ্চলে ও এলাকায় ১০৭ ধারার প্রয়োগে যখন চমৎকার ফল পাওয়া গেছে, মেহনতী কৃষকরা সোভিয়েত সরকারের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, গ্রামাঞ্চলে তাতে পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে, তখন সাইবেরিয়ায় আপনাদের মধ্যে এরকম ধারণা কেন হল যে, এখানে ঐ আইনে খারাপ ফল হবে এবং পরিস্থিতির আরও অবনতি হবে? কেন, কোন্ ভিত্তিতে?

আপনারা বলছেন যে আপনাদের অভিশংসক ও বিচার বিষয়ক কর্তা-ব্যক্তিরা এই ধরনের পদক্ষেপ নিতে প্রস্তুত নন। কিন্তু এটা কেন হচ্ছে যে, অন্যান্য অঞ্চলে ও এলাকায় অভিশংসক ও বিচার বিষয়ক কর্তাব্যক্তিরা প্রস্তুত ছিলেন, এখনো সক্রিয়ভাবে কাজ করে যাচ্ছেন, তবু এখানে তাঁরা ফাট্‌কা-বাজদের বিরুদ্ধে ১০৭ ধারা প্রয়োগে প্রস্তুত নন?—কে এর জন্য দায়ী? স্পষ্টতঃই আপনাদের পার্টি-সংগঠনকেই দায়ী করতে হবে; তারা স্পষ্টতঃই ভালভাবে কাজ করছে না এবং দেশের আইন যাতে ঠিকমত প্রযুক্ত হয়, সেদিকে দৃষ্টি দিচ্ছে না। আমি আপনাদের কয়েক ডজন অভিশংসক ও বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের দেখেছি। তাঁরা প্রায় সবাই কুলাকদের বাড়িতেই বাস করেন, তাদের সঙ্গে থাকেন, ওঠা-বসা করেন; এবং তাঁরা নিশ্চিতই কুলাকদের সঙ্গে শান্তি বজায় রেখে বাস করতেই আগ্রহী। আমার প্রশ্নের জবাবে তাঁরা বলেছেন, কুলাকদের বাড়ি বেশ পরিচ্ছন্ন, ওদের খাদ্যও অপেক্ষাকৃত ভাল। স্পষ্টতঃই এই ধরনের অভিশংসক ও বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের কাছ থেকে সোভিয়েত সরকার কিছু কার্যকর ব্যবস্থা আশা করতে পারে না। কেবল একটি জিনিসই স্পষ্ট নয় যে কেন এই মহোদয়দের এখনো বিদায় দেওয়া হয়নি এবং সে জায়গায় অন্য, সৎ কর্মকর্তা নেওয়া হয়নি।

আমার প্রস্তাব হচ্ছে:

(ক) কুলাকদের এখনি নির্দেশ দেওয়া হোক যে, তারা তাদের সব বাড়তি খাদ্যশস্য সরকার-নির্ধারিত দামে এখনি দিয়ে দিক;

(খ) কুলাকরা আইন মান্য না করলে আর. এস. এফ. এস. আর-এর ফৌজদারী বিধির ১০৭ ধারা অনুযায়ী তাদের অভিযুক্ত করা হোক আর তাদের বাড়তি শস্য সরকারে বাজেয়াপ্ত করে তার শতকরা পঁচিশভাগ গরিব কৃষক ও আর্থিকভাবে দুর্বল মাঝারি কৃষকদের মধ্যে সরকারী কম দামে

বিলি করা হোক অথবা দীর্ঘমেয়াদী ঋণ হিসেবে দেওয়া হোক।

আপনাদের অভিশংসক ও বিচার বিভাগীয় যেসব কর্মকর্তা তাদের পদের অযোগ্য, তাদের বরখাস্ত করে সে-সব পদে সৎ বিবেকবান সোভিয়েত-মনস্ক ব্যক্তিদের নিয়োগ করতে হবে।

আপনারা শীঘ্রই দেখতে পাবেন যে এই ব্যবস্থা কী চমৎকার ফল দেবে এবং আপনারা শুধু লক্ষ্য তো পূরণ করবেনই, এমনকি খাদ্যশস্য সংগ্রহের পরিকল্পনাকেও ছাপিয়ে যাবেন।

কিন্তু এতেই সব সমস্যার শেষ হবে না। এইসব উপায় এ বছরকার পরিস্থিতি উন্নয়নের পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু সামনের বছর কুলাকরা যে আবার খাদ্যশস্য-সংগ্রহ বানচাল করে দেবে না তার কোন গ্যারান্টি নেই। নিশ্চিতভাবেই আরও বলা যায়, যতদিন কুলাকরা আছে ততদিন সংগ্রহ অভিযান বানচাল হবেই। শস্য-সংগ্রহ ব্যাপারটিকে কমবেশি একটা সন্তোষজনক ভিত্তিতে দাঁড় করাতে হলে অন্য উপায়ও নেওয়া প্রয়োজন। ঠিক কি কি পদ্ধতি নেওয়া উচিত? আমার মনে হয় যৌথ ও রাষ্ট্রীয় খামারের উন্নতি করা উচিত।

আপনারা জানেন যে যৌথ ও রাষ্ট্রীয় খামার বৃহদায়তন খামার বলেই ট্র্যাক্টর এবং যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে পারে। জমিদার ও কুলাক খামারগুলির চাইতে তারা আরও বেশি বাজারযোগ্য উদ্বৃত্ত উৎপাদন করে। মনে রাখতে হবে, আমাদের শহর ও শিল্পগুলি বেড়ে উঠছে, বছরে বছরেই এদের বৃদ্ধি হবে। দেশের শিল্পায়নের পক্ষে সেটা আবশ্যক। ফলে বছর বছর খাদ্যশস্যের চাহিদা বাড়বে; তার অর্থ খাদ্যশস্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রাও বাড়তে থাকবে। আমরা আমাদের শিল্পকে কুলাকদের খামখেয়ালের ওপর ছেড়ে দিতে পারি না। সুতরাং আমাদের অবশ্যই দেখা উচিত যেন আগামী তিন-চার বছরের মধ্যে যৌথ ও রাষ্ট্রীয় খামারগুলি শস্যদাতা হিসেবে অন্ততঃ প্রয়োজনীয় খাদ্যের এক-তৃতীয়াংশ সরবরাহ করার সামর্থ্য অর্জন করতে পারে। এতে কুলাকরা কোণঠাসা হয়ে পড়বে এবং শ্রমিক ও লালফৌজদের মোটমুটি উল্লেখযোগ্য সরবরাহের একটা ভিত্তি স্থাপন হবে। কিন্তু এই লক্ষ্যে পৌছাতে গেলে কোন শক্তি, কোন উপাদান ছাড় না দিয়েই আমাদের অবশ্যই যৌথ ও রাষ্ট্রীয় খামারগুলির যথাসাধ্য উন্নতি বিধান করতে হবে। এটা করা যায় এবং আমরা অবশ্যই তা করব।

কিন্তু তাও সব কিছু নয়। শুধু আজকের প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রাখলে আমাদের দেশ বাঁচবে না। কালকের কথাও—আমাদের ভবিষ্যৎ কৃষিসম্ভাবনার কথাও আমাদের অবশ্যই ভাবতে হবে এবং পরিশেষে ভাবতে হবে আমাদের দেশে সমাজতন্ত্রের ভাগ্যের কথা। শস্যের সমস্যা হল কৃষি-সমস্যারই একটা অংশ এবং কৃষি-সমস্যা অচ্ছেদ্যভাবেই আমাদের দেশে সমাজতন্ত্র গঠনের সমস্যার একটি অঙ্গ। কৃষিতে আংশিক যৌথীকরণ যে সম্বন্ধে এইমাত্র আমি বললাম তা শ্রমিকশ্রেণী ও লালফৌজের মধ্যে কমবেশি চলনসই সরবরাহ বজায় রাখতে যথেষ্ট হবে, কিন্তু সামগ্রিকভাবে এ-ব্যবস্থা নিম্নরূপ ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত নয়:

(ক) রাষ্ট্রের হাতে প্রয়োজনীয় খাদ্য-মজুত সুনিশ্চিত করার পাশাপাশি গোটা দেশের পক্ষে এক পূর্ণ পর্যাপ্ত খাদ্য যোগানের একটা দৃঢ় ভিত্তি তৈরী করা, এবং

(খ) গ্রামাঞ্চলে কৃষিতে সমাজতান্ত্রিক কর্মকাণ্ডের বিজয়লাভ সুনিশ্চিত করা।

আজকের সোভিয়েত ব্যবস্থা দুটি বিষম ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে: ঐক্যবদ্ধ সমাজতন্ত্রীকৃত শিল্প এবং উৎপাদনের উপাদানসমূহের ব্যক্তিগত মালিকানাভিত্তিক ব্যক্তিকেন্দ্রিক ক্ষুদ্র-কৃষি অর্থনীতি। এই বিষম ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে সোভিয়েত ব্যবস্থা কি বেশিদিন টিঁকে থাকতে পারে? না, তা পারে না।

লেনিন বলেছেন, পুঁজিপতিদের ও পুঁজিবাদের জন্মদাতা ব্যক্তিকেন্দ্রিক কৃষি-অর্থনীতি যতদিন একটি দেশে প্রধান ভূমিকা নেয়, ততদিন পুঁজিবাদের পুনরুত্থানের বিপদ থেকে যায়। স্পষ্টতঃই যতদিন এই বিপদ আছে, ততদিন আমাদের সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যের কথা গুরুত্ব দিয়ে বলা চলে না।

সুতরাং সোভিয়েত ব্যবস্থার সুসংহতির জন্য এবং আমাদের দেশে সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যের বিজয়ের জন্য কেবল শিল্পের সমাজতন্ত্রীকরণ পুরো-পুরি যথেষ্ট নয়। তার জন্য প্রয়োজন শিল্পের সমাজতন্ত্রীকরণ থেকে গোটা কৃষিব্যবস্থার সমাজতন্ত্রীকরণে পৌঁছানো।

তার অন্তর্নিহিত অর্থ কি?

তার প্রথম অর্থ, আমরা ধীরে ধীরে কিন্তু সঠিকভাবে কৃষকদের যে ব্যক্তিগত খামারগুলি বাজারযোগ্য ন্যূনতম উদ্বৃত্তমাত্র উৎপন্ন করে, তাদের যৌথ

খামারে, কোলখোজে অবশ্যই ঐক্যবদ্ধ করব যেগুলি বাজারযোগ্য বৃহত্তম উদ্বৃত্ত উৎপন্ন করতে পারে।

তার দ্বিতীয় অর্থ, সারা দেশ, অঞ্চল নির্বিশেষে, যৌথ খামার (এবং রাষ্ট্রীয় খামার) দিয়ে ঢেকে দিতে হবে যা শুধু কুলাকদের নয়, একক চাষীদেরকেও সরিয়ে দিয়ে রাষ্ট্রের খাদ্যশস্য যোগানদার হয়ে উঠতে পারে।

তার তৃতীয় অর্থ, পুঁজিপতি ও পুঁজিবাদের সব উৎসের বিনাশ এবং পুঁজিবাদের পুনরুত্থানের সম্ভাবনার অবসান।

তার চতুর্থ অর্থ, রাষ্ট্রের জন্য প্রয়োজনীয় মজুত ভাণ্ডারকে সুনিশ্চিত করার পাশাপাশি শুধু খাদ্যশস্য নয়, সারাদেশে অন্যবিধ খাদ্যেরও নিয়মিত এবং পর্যাপ্ত সরবরাহের একটা দৃঢ় ভিত্তি তৈরী করা।

তার পঞ্চম অর্থ, সোভিয়েত ব্যবস্থা, সোভিয়েত শক্তির জন্য একটিমাত্র এবং সুদৃঢ় সমাজতান্ত্রিক ভিত্তি তৈরী করা।

আর শেষ অর্থ, আমাদের দেশে সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যের বৈজয়ন্তীকে সুনিশ্চিত করা। আমাদের কৃষি-উন্নয়নের এইসবই হল ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা।

আমাদের দেশে বিজয় গৌরবে সমাজতন্ত্র নির্মাণের পথে এই হচ্ছে কর্তব্য।

এটি জটিল এবং কঠিন কাজ, কিন্তু এ কাজ সম্পন্ন করা খুবই সম্ভব; কেননা বাধা উত্তরণের, জয়ের জন্যই তো কঠিনতার অস্তিত্ব।

আমাদের অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে যে ক্ষুদ্র ব্যক্তিকেন্দ্রিক কৃষি-অর্থনীতির ভিত্তিতে আমরা আর অগ্রসর হতে পারব না, আমাদের কৃষিতে এখন চাই বড় বড় খামার যাতে যন্ত্রপাতি নিয়োগ করা যাবে, সর্বাধিক বাজার-যোগ্য উদ্বৃত্ত উৎপন্ন হবে। কৃষিতে বড় খামার সৃষ্টির দুটি পথ আছে: পুঁজি-বাদী পথ—কৃষককুলের সামগ্রিক সর্বনাশের এবং শ্রম-শোষণকারী বড় বড় পুঁজিপতি তালুকের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে; এবং সমাজতান্ত্রিক পথ—কৃষকদের সর্বনাশ এবং শ্রম-শোষণ ছাড়াই ছোট ছোট কৃষি খামারগুলিকে বড় বড় যৌথ খামারে মিলিত করার মাধ্যমে। আমাদের পার্টি কৃষিতে বড় খামার সৃষ্টির ব্যাপারে সমাজতান্ত্রিক পথই গ্রহণ করেছে।

এমনকি অক্টোবর বিপ্লবের বিজয়ের পূর্বে এবং তার অব্যবহিত পরে, লেনিন আমাদের কৃষি উন্নয়নের সম্ভাবনা হিসেবে এবং গ্রামাঞ্চলে কৃষিতে সমাজতন্ত্রের বৈজয়ন্তী সুনিশ্চিত করার চূড়ান্ত পথ হিসেবে ছোট ছোট কৃষি খামারকে বড় যৌথ খামারে পরিণত করাকেই পার্টি-কর্তব্য বলে নির্দেশ করেন।

লেনিন নির্দেশ করেছিলেন যে :

(ক) 'পণ্য-উৎপাদনের অধীন ছোট খামার ব্যবস্থা মানুষকে দারিদ্র্য এবং জনশোষণ থেকে বাঁচাতে পারে না' (**রচনাবলী**, ২০তম খণ্ড[২])।

(খ) 'যদি আমরা মুক্ত জমির ওপর স্বাধীন নাগরিক হিসেবেও পুরানো পদ্ধতিতেই ছোট খামারে চাষ করে যেতে থাকি, তাহলেও আমাদের অনিবার্য ধ্বংসের মুখোমুখি হতে হবে' (**রচনাবলী**, ২০তম খণ্ড[৩])।

(গ) 'কেবল সাধারণ, আর্টেল ও সমবায়ী শ্রমের দ্বারাই আমরা সেই কানাগলি থেকে মুক্ত হতে পারি যার দিকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ আমাদের ঠেলে দিয়েছে' (**রচনাবলী**, ২৪তম খণ্ড)।

লেনিন আরও বলেছিলেন :

'আমরা যদি সাধারণ, যৌথ, সমবায়ী, আর্টেল প্রথার চাষের সুযোগ-সুবিধাগুলি কৃষকদের হাতে-কলমে **দেখিয়ে দিতে** সফল হই, আমরা যদি কৃষকদের সমবায় ও আর্টেল খামার দ্বারা সাহায্য করতে সফল হই, কেবল তাহলেই ক্ষমতাসীন শ্রমিকশ্রেণী কৃষকদের কাছে তার নীতির নির্ভুলতার বিষয়ে প্রকৃত প্রমাণ দিতে পারবে এবং সত্যসত্যই বিশাল কৃষকসমাজের মধ্যে যথার্থ এবং স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করবে। সেজন্যই কৃষিতে সমবায় ও আর্টেল প্রথার উন্নয়নের সর্বপ্রকার প্রচেষ্টাকে প্রাধান্য দিতে হবে, কোন প্রচেষ্টাকেই অতিশয়িত বলা যাবে না। দেশের গ্রামাঞ্চলের অভ্যন্তরে বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত অবস্থায় লাখ লাখ ছোট খামার আমাদের রয়েছে।···যখন এটা **বাস্তবে প্রমাণিত হবে,** কৃষকেরা **অভিজ্ঞতার মাধ্যমে** সহজে বুঝবেন যে সমবায় ও আর্টেল পদ্ধতির চাষবাসে রূপান্তর অপরিহার্য এবং তা সম্ভবও, কেবল তখনই আমরা বলতে পারব—এই বিশাল কৃষিপ্রধান দেশ রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক কৃষিব্যবস্থার দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা গেছে' (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন) (**রচনাবলী**, ২৪তম খণ্ড)

এই হল লেনিনের নির্দেশনা।

এই নির্দেশনার সূত্র ধরেই আমাদের পার্টির পঞ্চদশ কংগ্রেসে[৪] গৃহীত 'গ্রামাঞ্চলে কাজ' শীর্ষক প্রস্তাবে বলা হয়েছে :

'বর্তমান মুহূর্তে কৃষকদের ছোট ছোট ব্যক্তিগত খামারগুলিকে বড় বড়

যৌথ খামারে ঐক্যবদ্ধ ও রূপান্তরিত করার কাজকেই গ্রামাঞ্চলে পার্টির প্রধান কাজ করে তুলতে হবে।'[৫]

কমরেডগণ, আমাদের দেশের কৃষির সমাজতন্ত্রীকরণ বিষয়ে এই হল পরিস্থিতি।

এই নির্দেশগুলি পালন করা হল আমাদের কর্তব্য।

এই সর্বপ্রথম প্রকাশিত।

সংগ্রহ অভিযানের প্রথম ফলাফল
এবং পার্টির পরবর্তী কর্তব্যসমূহ

(সি. পি. এস. ইউ (বি)র সমস্ত সংস্থার প্রতি)

প্রায় দেড়মাস আগে, ১৯২৮ সালের জানুয়ারি নাগাদ শস্য-সংগ্রহ সম্পর্কে আমাদের খুব তীব্র এক সংকটের অভিজ্ঞতা হয়েছে। যেখানে ১৯২৭ সালের জানুয়ারি নাগাদ আমরা ৪২৮,০০০,০০০ পুড দানাশস্য সংগ্রহ করে ফেলতে পেরেছি, ১৯২৮-এর জানুয়ারিতে সেখানে সংগৃহীত মোট দানাশস্য হয়েছে কোনক্রমে ৩০০,০০০,০০০ পুড। অর্থাৎ ১৯২৭-এর জানুয়ারির তুলনায় ১৯২৮-এর জানুয়ারিতে আমাদের ঘাটতি দাঁড়াচ্ছে ১২৮,০০০,০০০ পুড। এই ঘাটতি হচ্ছে শস্য-সংগ্রহ সংকটের মোটামুটি একটা পরিসংখ্যানগত প্রতিফলন।

শস্য-সংগ্রহ সংকটের নিহিতার্থ কি? তার তাৎপর্য কি? তার সম্ভাব্য ফলাফলই-বা কি?

এর নিহিতার্থ হল, সর্বোপরি শ্রমিকশ্রেণীর এলাকাগুলিতে যোগানের সংকট, এইসব এলাকায় রুটির মূল্য বৃদ্ধি এবং শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরি হ্রাস।

এর দ্বিতীয় অর্থ, লালফৌজের যোগানে সংকট, লালফৌজের সদস্যদের মধ্যে অসন্তোষ।

এর তৃতীয় অর্থ, শন-উৎপাদন ও তুলো-উৎপাদনকারী এলাকাগুলিতে যোগানের সংকট, এই এলাকাগুলিতে খাদ্যদ্রব্যের মুনাফামূলক দাম, খাদ্যশস্য উৎপাদনের জন্য শন ও তুলো উৎপাদন বর্জন—সুতরাং তুলো ও শনের উৎপাদন হ্রাস, তার ফলে বস্ত্রশিল্পের সম্পূরক শাখাগুলিতে উৎপাদন হ্রাস।

এর চতুর্থ অর্থ, নিজেদের জন্য (অজন্মার সময়ে) এবং রপ্তানীর জন্য—যা সরঞ্জাম এবং কৃষি যন্ত্রপাতির আমদানীর জন্য প্রয়োজনীয়—সেই উভয়ক্ষেত্রেই মজুত খাদ্য রাষ্ট্রের হাতে না থাকা।

এর সর্বশেষ অর্থ, আমাদের সমগ্র মূল্যনীতি ভেঙে পড়বে, ভেঙে পড়বে খাদ্যশস্যের স্থির মূল্য নির্ধারণের নীতি, কারখানাজাত দ্রব্যের নিয়মাবদ্ধ দাম-হ্রাসের নীতি।

এইসব অসুবিধার মোকাবিলা করতে হলে যে সময় নষ্ট হয়েছে তার পরি-

পূরণ দরকার এবং ১২৮,০০০,০০০ পুড সংগ্রহ-ঘাটতি পূরণের ব্যবস্থা কর দরকার। এই ঘাটতি পূরণ করতে হলে পার্টি ও সরকারের সকল কেন্দ্রকে সক্রিয় করে তুলতে হবে, আমাদের সংগঠনকে আলস্য ঝেড়ে ফেলতে হবে, পার্টির সর্বোচ্চ থেকে সর্বনিম্ন পর্যায়ের সেরা শক্তিকে সংগ্রহ-ফ্রন্টে কাজে লাগাতে হবে এবং বসন্তের তুষার-গলনে পথঘাট দুর্গম হয়ে পড়ার আগেই এখনো যে স্বল্প সময় আছে, সেইটুকুর যথাসাধ্য সুযোগ নিয়ে সর্বপ্রকারে খাদ্য-সংগ্রহ বাড়াতে হবে।

এইসব উদ্দেশ্য মনে রেখেই সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটি খাদ্য-সংগ্রহ বিষয়ে দুটি নির্দেশনামা জারি করেছিল (প্রথমটি ১৪ই ডিসেম্বর, ১৯২৭, দ্বিতীয়টি ২৪শে ডিসেম্বর, ১৯২৭)। এই নির্দেশনামা জারি করেও প্রত্যাশিত ফল যেহেতু মেলেনি তাই পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ১৯২৮ সালের ৬ই জানুয়ারি তৃতীয় নির্দেশনামা জারি করা আবশ্যক মনে করেছিলেন—বাচনভঙ্গী ও উত্থাপিত দাবি এই উভয়ক্ষেত্রেই সেটি খুবই ব্যতিক্রম গোত্রের। খুব অল্প সময়ের মধ্যে খাদ্য-সংগ্রহ অভিযানে উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটাতে ব্যর্থ হলে এই নির্দেশনামায় পার্টি-সংগঠনগুলির নেতাদের প্রতি হুমকিও ছিল। স্বাভাবিকভাবেই এই ধরনের হুমকির আশ্রয় খুব ব্যতিক্রম ক্ষেত্রেই নেওয়া যেতে পারে; বিশেষতঃ পার্টি-সংগঠনের সম্পাদকদের বেলায়—কারণ তাঁরা চাকরি হিসেবে কাজ করেন না, করেন বিপ্লবের জন্য। তৎসত্ত্বেও কেন্দ্রীয় কমিটি উপরিউক্ত ব্যতিক্রম পরিস্থিতির জন্য এই ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া যথাযথ বলে গণ্য করেছেন।

শস্য সংগ্রহ-সংকটের নিয়ামক বিধির কারণের মধ্যে নিচেরগুলি বিশেষ-ভাবে লক্ষণীয়।

প্রথমতঃ, গ্রামাঞ্চল বেশি শক্তিশালী ও ধনী হচ্ছে। সর্বোপরি, কুলাকরাই বেশি শক্তিশালী ও ধনী হয়ে উঠেছে। পরপর তিন বছরের ভাল ফসল নিষ্ফলা যায়নি। এবছর উদ্বৃত্ত শস্যের পরিমাণ গত বছরের চেয়ে কম নয়, ঠিক যেমন গত বছরের তুলনায় কারখানাজাত দ্রব্যের পরিমাণ এবছর কম তো নয়ই, বরং বেশি হয়েছে। কিন্তু এবছর গ্রামাঞ্চলের মানুষের মধ্যে যারা সম্পন্ন তারা শিল্প-শস্য থেকে, মাংসজাত দ্রব্য ইত্যাদি থেকেও আয় করেছে এবং তাদের উৎপন্ন খাদ্যশস্য দাম বাড়ানোর জন্য ধরে রেখেছে। এ কথা সত্য যে কুলাকদেরই খাদ্যশস্যের প্রধান মজুতদার বলা যায় না, কিন্তু গ্রামাঞ্চলে

অর্থনৈতিক বিষয়াদিতে তারাই বিশেষ সম্মানলাভ করে এবং শহরের যে ফাট্‌কাবাজরা বেশি দাম দেয় তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করে ও খাদ্য-শস্যের দাম বাড়ানোর ব্যাপারে মাঝারি কৃষকদের তাদের পন্থা অনুসরণে বাধ্য করে—এইভাবেই সোভিয়েত মূল্যনীতিকে ভেতর থেকে বিপর্যস্ত করে কারণ আমাদের সংগ্রহ সংস্থাগুলির কাছ থেকে তারা কোন প্রতিরোধই পায় না।

দ্বিতীয়তঃ, আমাদের সংগ্রহ সংস্থাগুলি কর্তব্য পালনের পক্ষে অনুপযোগী। বোনাস ব্যবস্থা এবং মূল্যের সঙ্গে আরও নানারকম 'বৈধ' সংযোজনের অপব্যবহার করে আমাদের সংগ্রহ সংস্থাগুলি ফাট্‌কাবাজি বন্ধ করার বদলে একে অপরের সঙ্গে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালিয়ে গেছে, সংগ্রহ-বিভাগের কর্মচারীদের যুক্তফ্রন্টকে খেলো করেছে, শস্যের দাম বাড়িয়েছে এবং অজান্তেই সোভিয়েত মূলনীতি বিপর্যস্ত করতে, বাজার নষ্ট করতে ও সংগ্রহের পরিমাণ হ্রাস করতে ফাট্‌কাবাজও কুলাকদের সাহায্য করেছে। এ কথা সত্য যে পার্টি যদি হস্তক্ষেপ করত, এইসব দোষত্রুটি বন্ধ করতে পারত। কিন্তু গত বছরের সংগ্রহ-সাফল্যে মোহগ্রস্ত এবং আলোচনায়[৬] মগ্ন থাকায় এই ভরসায় তা দোষত্রুটিগুলিকে উপেক্ষা করেছে যে সব জিনিসই আপনা-আপনি ঠিক হয়ে যাবে। তাছাড়া, কিছু সংখ্যক পার্টি-সংগঠন সংগ্রহ বিষয়ে অনান্তরিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বসেছিল যেন সংগ্রহ-ব্যাপারটা তাদের কিছু ব্যাপার নয়, তারা ভুলে গিয়েছিল যে সংগ্রহ অভিযানের দোষত্রুটির জন্য শ্রমিকশ্রেণীর কাছে জবাব-দিহির দায়িত্ব প্রথমতঃ পার্টিরই; ঠিক যেমন অন্য সব অর্থনৈতিক ও সমবায়ী সংগঠনের দোষত্রুটির বেলায় হয়ে থাকে।

তৃতীয়তঃ, অনেকগুলি এলাকায় আমাদের গ্রামাঞ্চলের কাজের পদ্ধতি সম্পূর্ণ বিকৃত করা হয়েছে। পার্টির যে মূল শ্লোগান—'গরিব কৃষকদের ওপর আস্থা রাখ, মাঝারি কৃষকদের সাথে একটা স্থায়ী মৈত্রী গড়ে তোল, এক মুহূর্তের জন্যও কুলাকদের বিরুদ্ধে লড়াই বন্ধ কর না' সেটির প্রায়ই ভুল প্রয়োগ করা হয়েছে। আমাদের পার্টি-সংগঠনগুলি যদিও মাঝারি কৃষকদের সঙ্গে একটি মৈত্রী গড়ে তুলতে শিখেছে—যেটা পার্টির পক্ষে একটা বিরাট কীর্তি—তবু গরিব কৃষকদের সঙ্গে তারা সর্বত্র এখনো ঠিকমত কাজ করছে না। কুলাক-ভীতির বিরুদ্ধে এবং কুলাকদের বিরুদ্ধে লড়ার ব্যাপারে এখানে আমাদের পার্টি-সংগঠনগুলির যতটা করা উচিত ছিল, এখনো তার চেয়ে তারা অনেক পেছিয়ে আছে। প্রসঙ্গক্রমে এ থেকেই বোঝা যায় যে কেন এখন পার্টি-বিরোধী

ব্যক্তিরা আমাদের পার্টির মধ্যে এবং আমাদের অন্যান্য সংগঠনে উভয়তঃই সম্প্রতি বেড়ে উঠেছে যারা দেখতেই পায় না যে গ্রামাঞ্চলেও শ্রেণী আছে, যারা আমাদের শ্রেণীনীতির মূল নিয়মগুলি বোঝে না, এবং যারা এমনভাবে কাজ করতে চায় যাতে গ্রামাঞ্চলে কেউ না অসন্তুষ্ট হয়, কুলাকদের সঙ্গেও শান্তিতে থাকা যায় এবং 'সর্বস্তরের' গ্রামীণ মানুষের কাছেই নিজেদের জনপ্রিয়তা সাধারণভাবে রক্ষা করা যায়। স্বভাবতঃই গ্রামাঞ্চলে এই ধরনের 'কমিউনিস্টদের' উপস্থিতি সেখানে আমাদের কাজকর্মের উন্নতির পক্ষে কাজ করতে পারে না, তারা কুলাকদের শোষণ প্রবণতা দমাতে পারে না এবং গরিব কৃষকদেরও পার্টির চারিদিকে জমায়েত করতে পারে না।

তাছাড়া জানুয়ারি পর্যন্ত অ-খাদ্যশস্য ফলন, পশুপালন ও মরশুমী পেশা থেকে কৃষকদের বেশি আয় হওয়ায় তাদের কার্যকরী চাহিদা গতবছরের তুলনায় বেশি ছিল। তদুপরি, গ্রাম এলাকায় বিরাটতর পরিমাণে শিল্পজাত জিনিস-পত্র পাঠানো সত্ত্বেও মূল্যের দিক থেকে বিচার করলে জিনিসপত্র যোগানের ক্ষেত্রে কিছুটা অভাব ঘটেছে অর্থাৎ কার্যকরী চাহিদার বৃদ্ধির পেছনেই যোগান পড়ে গেছে।

এইসবের সঙ্গে মিলেছে আমাদের কাজের কয়েকটা মারাত্মক ভুল—যেমন গ্রামাঞ্চলে শিল্পজাত দ্রব্যের বিলম্বিত সরবরাহ, অপর্যাপ্ত কৃষি কর, গ্রামাঞ্চল থেকে নগদ-উদ্বৃত্ত আদায়ে অক্ষমতা ইত্যাদি—তাতেই অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যাতে শস্য-সংগ্রহে সংকটের উদ্ভব হয়েছে।

এ কথা বলাই বাহুল্য যে এইসব ভুলের দায়িত্ব কেবল আঞ্চলিক পার্টি-সংগঠনগুলির নয়, প্রথমতঃ কেন্দ্রীয় কমিটির ওপরেই বর্তায়।

এই সংকটের অবসান ঘটাতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন পার্টি সংগঠনগুলিকে চেতিয়ে তোলা এবং বোঝানো যে শস্য-সংগ্রহের ব্যাপারটা গোটা পার্টিরই ব্যাপার।

দ্বিতীয় প্রয়োজন হল, ফাটকাবাজি দমন করা এবং কুলাক ও ফাটকাবাজ যারা দাম নিয়ে ছিনিমিনি খেলে, তাদের জব্দ করে বাজারের পুনর্বাসন করা, জনসাধারণের ভোগ্যপণ্য বিষয়ে সোভিয়েত আইনবিধি প্রয়োগ করা।

তৃতীয় প্রয়োজন হল, স্বকীয় কর প্রথা, কৃষি-ঋণ, বে-আইনী চোলাই কারবারের ওপর আইন প্রয়োগ করে গ্রামাঞ্চল থেকে নগদ-উদ্বৃত্ত আদায় করা।

চতুর্থ প্রয়োজন হল, আমাদের সংগ্রহ-সংস্থাগুলিকে পার্টি-সংগঠনের নিয়ন্ত্রণে

আনা, তাদের নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা বন্ধ করতে বাধ্য করা এবং সোভিয়েত মূল্যনীতি পালন করা।

সর্বশেষে, প্রয়োজন হল কুলাকভীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব দিয়ে, 'কুলাকদের বিরুদ্ধে আক্রমণকে আরও বিকশিত করা'কে আমাদের পার্টি-সংগঠনের প্রতি বাধ্যতামূলক করে গ্রামাঞ্চলের ব্যবহারিক কাজে পার্টি-লাইনের অপপ্রয়োগ বন্ধ করা ('গ্রামাঞ্চলে কাজকর্ম' সম্পর্কে পঞ্চদশ পার্টি কংগ্রেসের প্রস্তাব দ্রষ্টব্য)।[৭]

কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশনা থেকে আমরা জানি যে সংগ্রহ বাড়ানোর লড়াইয়ে পার্টি ঠিক এই পন্থাগুলিরই আশ্রয় নিয়েছিল এবং সেই নীতি অনুসারে সারা দেশে এক অভিযান চালিয়েছিল।

ভিন্ন অবস্থায়, ভিন্ন পরিস্থিতিতে এছাড়া পার্টি অন্যরকম লড়াইয়ের পদ্ধতিও গ্রহণ করতে পারত, যেমন লক্ষ লক্ষ পুড খাদ্যশস্য বাজারে ছাড়া এবং যে-সব ধনী গ্রামবাসীরা বাজারে শস্য না ছেড়ে আগলে রেখেছে, তাদের শিক্ষা দেওয়া। কিন্তু সেজন্য রাষ্ট্রের হয় যথেষ্ট খাদ্যশস্যের মজুত ভাণ্ডার থাকা প্রয়োজন অথবা বিদেশ থেকে লক্ষ লক্ষ পুড খাদ্যশস্য আমদানী করার মতো বেশকিছু বিদেশী মুদ্রার সঞ্চয় থাকা প্রয়োজন। কিন্তু আমরা জানি, রাষ্ট্রের সে-রকম কোনও সঞ্চয় নেই। এবং যেহেতু সে-রকম সঞ্চয় সম্ভব নয়, ঠিক তাই পার্টিকে সেইসব জরুরী পন্থা গ্রহণ করতে হয়েছে যেগুলি কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশনামায় প্রতি-ফলিত, অধুনা বিকশিত সংগ্রহ অভিযানে যে পন্থাগুলি প্রকাশ পেয়েছে এবং যেগুলির অধিকাংশই এই সংগ্রহ-বছরের জন্যই কেবল কার্যকর থাকবে।

আমরা নয়া অর্থনৈতিক নীতি (**নেপ**) বিনষ্ট করছি ধরনের গুজব, আমরা উদ্বৃত্ত বাজেয়াপ্তীকরণ পদ্ধতি চালু করছি, কুলাকশূন্য করছি ইত্যাদি কথা হল প্রতিবিপ্লবী প্রচার যেগুলির বিরুদ্ধে তীব্র লড়াই চালানো উচিত। **নেপ** হচ্ছে আমাদের অর্থনৈতিক নীতির ভিত্তি, এবং দীর্ঘ ঐতিহাসিককালের জন্য এটাই চালু থাকবে। **নেপ**-এর অর্থ হচ্ছে সর্বহারার একনায়কত্বের স্বার্থে রাষ্ট্রের ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের অধিকার ও সুযোগের শর্তে বাণিজ্য এবং পুঁজিবাদ সহ্য করা। এছাড়া **নেপ**-এর অর্থ নিছক দাঁড়াবে পুঁজিবাদের পুনরুত্থান— যেটা প্রতিবিপ্লবী বুর্জনিবাজরা যারা **নেপ**-এর বিলুপ্তির কথা বলে তারা বুঝতে চায় না। এখন আমাদের জোর দিয়ে বলার যথেষ্ট কারণ আছে যে যেসব পন্থা গৃহীত হয়েছে এবং যে শস্য-সংগ্রহ অভিযান বিকশিত হয়েছে তা

এরই মধ্যে পার্টির প্রথম চূড়ান্ত পর্যায়ের বিজয় এনে দিয়েছে। সংগ্রহের হার সর্বত্রই ভালমত বৃদ্ধি পেয়েছে। ডিসেম্বরে সংগ্রহের দ্বিগুণ সংগৃহীত হয়েছে জানুয়ারিতে। ফেব্রুয়ারিতে সংগ্রহের হার আরও বেড়েছে। সংগ্রহ অভিযানটি আমাদের সব সংগঠনের—পার্টি এবং সোভিয়েত ও সমবায়ী সংগঠনগুলির পক্ষে একটা পরীক্ষা; তা তাদেরকে অধঃপতিত শক্তিগুলি থেকে বাঁচিয়েছে এবং নতুন বিপ্লবী ব্যক্তিদের পুরোভাগে এনে দিয়েছে। সংগ্রহ-সংস্থাগুলির কাজের ত্রুটিবিচ্যুতি সামনে তুলে ধরা হচ্ছে এবং সংগ্রহ অভিযানের মধ্য দিয়ে তাদের সংশোধনের পথও চিহ্নিত হচ্ছে। গ্রামাঞ্চলে পার্টির কাজের উন্নতি হচ্ছে এবং তাতে এসেছে নতুন উদ্দীপনা, আর পার্টি-লাইনের বিকৃতিগুলি দূরীভূত হচ্ছে। গ্রামাঞ্চলে কুলাকদের প্রভাব কমে যাচ্ছে, গরিব কৃষকদের মধ্যে কাজে প্রাণ সঞ্চার হচ্ছে, গ্রামাঞ্চলে সোভিয়েত জনজীবনকে আরও দৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড় করানো হচ্ছে এবং মাঝারি কৃষক সমেত কৃষকসমাজের মূল বিশাল অংশের কাছে সোভিয়েত সরকারের মর্যাদা বেড়ে চলছে।

আমরা নিঃসন্দেহে শস্য-সংগ্রহের সংকট কাটিয়ে উঠছি।

কিন্তু, পার্টি নির্দেশনামার ব্যবহারিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে এইসব কৃতিত্বের পাশাপাশি এমন সব বিকৃতি ও বাড়াবাড়ি আছে যেগুলি দূর না হলে নতুন বাধাবিপত্তির সৃষ্টি হতে পারে। এই ধরনের বিকৃতি ও বাড়াবাড়ির দৃষ্টান্ত হচ্ছে কোন কোন জেলায় সরাসরি বিনিময় প্রথা চালু করার চেষ্টা, কৃষি ঋণের বাধ্যতামূলক চাঁদা, পুরানো আটকদার বাহিনীর বদলী কিছু সংগঠন গড়া এবং পরিশেষে গ্রেপ্তারী ক্ষমতার অপপ্রয়োগ, অবৈধভাবে উদ্বৃত্ত শস্য বাজেয়াপ্তীকরণ ইত্যাদি।

এই ধরনের কাজকর্ম অবশ্যই চিরতরে বন্ধ করতে হবে।

কেন্দ্রীয় কমিটি সমস্ত স্থানীয় কমিটি ও সোভিয়েত সংগঠনগুলিকে নির্দেশ দিচ্ছে যে শস্য-সংগ্রহ পরিকল্পনাকে পরিপূর্ণ মাত্রায় সফল করার জন্য সব রকম সংস্কার কাজকর্ম জোরদার করা ছাড়াও বসন্তকালীন বপন-অভিযানের জন্য এমন প্রস্তুতি নিতে হবে যাতে বসন্তকালীন শস্য-এলাকা বৃদ্ধি পায়।

যৌথ খামারগুলিকে বিশেষ সাহায্য দিয়ে গ্রামীণ জনগণের দরিদ্রতর অংশ ও মাঝারি কৃষকদের আবাদী এলাকা বাড়ানোর জন্য এক দৃঢ়, সংহত ও সংগঠিত অভিযানের দ্বারা একক কুলাক-ফাট্‌কাবাজদের যে আবাদী এলাকা হ্রাসের লড়াই তাকে অবশ্যই মোকাবিলা করতে হবে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে সোভিয়েত বলশেভিক পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি সুপারিশ করে যে :

(১) আরও শস্য-সংগ্রহের অভিযান অব্যাহতভাবে চালাতে হবে এবং এ বছরের সংগ্রহ পরিকল্পনা সর্বতোভাবে সফল করতেই হবে।

(২) সমস্ত প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে চুক্তিবদ্ধ দাম বৃদ্ধির বিরুদ্ধে লড়াই জোরদার করতে হবে।

(৩) রাষ্ট্রীয় ও যৌথ সংগ্রহ-সংস্থাগুলির মধ্যে পারস্পরিক প্রতিযোগিতা সম্পূর্ণ দূর করতে হবে যাতে বেসরকারী ব্যবসাদার ও কুলাকদের দাম বৃদ্ধির ফাট্‌কাবাজির বিরুদ্ধে তাদের একটি সত্যকারের যুক্তফ্রণ্ট সুনিশ্চিত হয়।

(৪) বিপণনযোগ্য উদ্বৃত্ত শস্যের প্রকৃত আড়তদার কুলাকদের ওপর চাপ অব্যাহত রাখতে হবে, সোভিয়েত আইনের ভিত্তিতেই এই চাপ চালু রাখতে হবে (বিশেষতঃ দুহাজার পুড বা তার বেশি উদ্বৃত্ত বিপণনযোগ্য শস্য সঞ্চয় যারা করে সেই দুষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আর. এস. এফ. এস. আর-এর ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১০৭ ধারা বলে, এবং ইউক্রেনের দণ্ডবিধির অনুরূপ ধারা প্রয়োগ করে); কিন্তু এগুলি বা এই ধরনের নিয়মগুলি কোন অবস্থাতেই মাঝারি কৃষকদের ওপর প্রযোজ্য হবে না।

(৫) ফাটকাবাজ ও কুলাক-ফাটকাবাজদের কাছ থেকে আইন বলে বাজেয়াপ্ত করা উদ্বৃত্ত শস্যের পঁচিশ শতাংশ দীর্ঘমেয়াদী ঋণ হিসেবে গরিব কৃষকদেরকে তাদের বীজের চাহিদা এবং প্রয়োজনমত খাদ্যাভাব মেটানোর জন্য দিতে হবে।

(৬) শস্য-সংগ্রহ বৃদ্ধি অভিযানের যে বাড়াবাড়ি ও বিকৃতিগুলি—যা কয়েকটি ক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত বাজেয়াপ্তীকরণ ব্যবস্থার পদ্ধতিগুলি প্রয়োগের আকার নিয়েছে, যেমন ভিন্ন ভিন্ন খামারে শস্য সরবরাহের বরাদ্দ নির্ধারণ, জেলাসীমান্তে আটকদার বাহিনী মোতায়েন করা ইত্যাদি—এগুলি দৃঢ়হস্তে বন্ধ করতে হবে।

(৭) কৃষকদের কাছ থেকে রাষ্ট্রীয় ঋণ পরিশোধ আদায়ের বেলায় (বকেয়া কৃষি কর, বীমা, ঋণ ইত্যাদি) যখন সম্পন্নতরদের, বিশেষতঃ কুলাকদের ওপর চাপ অব্যাহত রাখতে হবে তখন গরিব কৃষক এবং প্রয়োজনমত আর্থিকভাবে দুর্বল মাঝারি কৃষকদেরকে পক্ষপাতমূলক ব্যবস্থা ও ছাড় দিতে হবে।

(৮) স্বকীয় করের বেলায় কুলাক ও গ্রামাঞ্চলের বিত্তবান অংশের ওপর কৃষি করের তুলনায় উচ্চতর প্রগতিশীল হার প্রয়োগ করতে হবে। গরিব

কৃষকদের ক্ষেত্রে স্বকীয় কর থেকে অব্যাহতি এবং আর্থিকভাবে দুর্বল মাঝারি কৃষক এবং লালফৌজের পরিবারবর্গের জন্য নিম্নহার কর অবশ্যই চালু করতে হবে। স্বকীয় কর ব্যবস্থার অভিযানকে সর্বত্র বিকশিত করার জন্য জনগণের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করতে হবে এবং গরিব কৃষক, যুব কমিউনিস্ট লীগ, মহিলা প্রতিনিধি ও বুদ্ধিজীবীদের সহযোগিতা ব্যাপকভাবে গ্রহণ করতে হবে। স্বকীয় কর বাবদ সংগৃহীত অর্থ কেবল নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হবে, তা যন্ত্রপাতি সংরক্ষণের জন্য ব্যয় করা চলবে না; বিশেষ ক্ষেত্রের বিনিয়োগ, ব্যয়বরাদ্দের হিসেবনিকেশ ইত্যাদিকে কৃষক সভাগুলির দ্বারা আলোচিত ও অনুমোদিত করতে হবে এবং ব্যাপক জনগণের নিয়ন্ত্রণাধীনে ব্যয় করতে হবে।

(৯) কৃষিঋণ উপস্থাপনের শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতি (কৃষকদের দ্বারা সরবরাহকৃত শস্যের দরুণ ঋণপত্রের টাকা, খামারগুলির বাধ্যতামূলক বরাদ্দ ঋণের চাঁদার হার ইত্যাদি) সুস্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ করতে হবে; কৃষিঋণের সর্বরকম উপকারিতা সম্পর্কে কৃষকদের কাছে ভাল করে ব্যাখ্যা করতে হবে, গ্রামীণ জনগণের বিত্তবান অংশের মধ্যেও ঋণ উপস্থিত করার জন্য গ্রামের গণ-সংগঠনগুলির শক্তি ও প্রভাবকে ব্যবহার করতে হবে।

(১০) শস্য-সংগ্রহ এলাকায় শিল্পজাত পণ্যের চাহিদা পূরণের দিকে মনোযোগ কোনক্রমেই শিথিল করা চলবে না। শিল্পজাত পণ্যের সঙ্গে শস্যের সবরকম প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বিনিময় রীতি বন্ধ করার সাথে সাথে যে-সব পণ্যের সরবরাহ খুব কম, সেগুলি সম্পর্কে সমবায়ের সদস্যরা যে সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেন, সেগুলি ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে সমবায়ের অ-সদস্য কৃষক শস্যবিক্রেতাদেরও দেওয়া যেতে পারে।

(১১) সংগ্রহ অভিযানের সময় পার্টি, সোভিয়েত এবং সমবায় সংগঠনগুলিতে পুনর্বিচারণ এবং দৃঢ়পণ বিশুদ্ধীকরণ চালানোর সঙ্গে সঙ্গে সর্বরকম বিরোধী ও সুবিধাবাদী লোকদের এই ধরনের সংগঠন থেকে বহিষ্কার করতে হবে এবং তার বদলে পার্টির বিশ্বস্ত লোক বা পরীক্ষিত পার্টি-বহির্ভূত লোক নিতে হবে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশ অনুসারে রচিত।

১৩ই ফেব্রুয়ারি, ১৯২৮ — জে. স্তালিন

এই সর্বপ্রথম প্রকাশিত

লালফৌজের দশম বার্ষিকী উপলক্ষে অভিনন্দন

যে লালফৌজ অক্টোবর বিপ্লবের অর্জিত সাফল্যসমূহকে বিরাট সব লড়াইয়ে তুলে ধরেছে, তাকে অভিনন্দন জানাই !

সর্বহারার স্বার্থে যে-সৈন্যরা মৃত্যুবরণ করেছেন, তাঁদের জন্য গৌরব বোধ করি !

যে-সৈন্যরা সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের মহান উদ্দেশ্যকে রক্ষারত, তাঁদের জন্য গৌরব বোধ করি !

ক্র্যাসনায়া জ্ভেজ্দা, সংখ্যা ৭৬
২৩শে ফেব্রুয়ারি, ১৯২৮

জে. স্তালিন

লালফৌজের তিনটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য

(লালফৌজের দশম বার্ষিকীর সম্মানে আয়োজিত মস্কো-সোভিয়েতের এক প্লেনামে প্রদত্ত বক্তৃতা, ২৫শে ফেব্রুয়ারি, ১৯২৮)

কমরেডগণ, আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে আমাদের লাল-ফৌজের সদস্যদের, লাল নৌবাহিনীর সদস্যদের ও লাল বিমানবাহিনীর সদস্যদের এবং সর্বশেষে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের সশস্ত্র শ্রমিক যারা আমাদের সম্ভাব্য সৈনিক তাদের প্রতি অভিনন্দন জানাই।

পার্টি গর্বিত যে শ্রমিক ও কৃষকের সহযোগিতায় তা দুনিয়ায় প্রথম লাল-ফৌজ গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে—যে ফৌজ অনেক বড় বড় সংগ্রামে শ্রমিক ও কৃষকের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছে ও তাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছে।

পার্টি গর্বিত যে লালফৌজ আমাদের দেশের শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষক-সমাজের ভেতর ও বাইরের শত্রুর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড লড়াইয়ের কঠোর পথ সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছে, পার্টি গর্বিত যে শ্রমিকশ্রেণীর শত্রুদের বুকে ভয় এবং সকল নিপীড়িত দাসত্ববন্ধনে আবদ্ধ মানুষের মনে হর্ষ জাগিয়ে লালফৌজ একটি শক্তিশালী জঙ্গী বিপ্লবী বাহিনীরূপে পরিণত হতে সফল হয়েছে।

পার্টি গর্বিত যে লালফৌজ জমিদার ও পুঁজিপতিদের কবল থেকে শ্রমিক ও কৃষকের মুক্তির দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে পরিশেষে তার দশম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে জয়ন্তী অনুষ্ঠান পালনের অধিকার অর্জন করেছে।

কমরেডগণ, কোথায় নিহিত এর শক্তি, আমাদের লালফৌজের শক্তির উৎস কি?

কী কী বিশেষ লক্ষণে দুনিয়ার আর সব সেনাবহিনীর তুলনায় আমাদের লালফৌজ মৌলিকভাবে পৃথক?

কী কী বিশেষিত লক্ষণে আমাদের লালফৌজের শক্তির ও ক্ষমতার উৎস গড়ে উঠেছে?

আমাদের লালফৌজের প্রথম মৌলিক বৈশিষ্ট্য হল, তা শৃংখলমুক্ত শ্রমিক ও কৃষকের বাহিনী, তা হল অক্টোবর বিপ্লবের সেনাবাহিনী, সর্বহারার একনায়কত্বের বাহিনী।

পুঁজিবাদের অধীনে অদ্যাবধি বিদ্যমান সব সেনাবাহিনী, তার গঠন যেমনই হোক না কেন, পুঁজির শক্তিকে বাড়ানোর কাজেই নিয়োজিত ফৌজ। তারা পুঁজিবাদী শাসনেরই সেনাবাহিনী ছিল এবং তা-ই আছে। সব দেশের বুর্জোয়ারাই মিথ্যা কথা বলে—যখন তারা বলে যে তাদের সৈন্যবাহিনী রাজনীতি-নিরপেক্ষ। সেটা সত্য নয়। বুর্জোয়া দেশগুলিতে সেনাবাহিনী রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত, রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে তাদের প্রবেশাধিকার নেই। সেটা সত্য। কিন্তু এর দ্বারা মোটেই বোঝায় না যে তা রাজনীতি-নিরপেক্ষ। বরং সর্বদেশে এবং সর্ব সময় সকল পুঁজিবাদী দেশেই সেনাবাহিনীকে মেহনতী মানুষের নিপীড়নের যন্ত্ররূপে রাজনৈতিক লড়াইয়ে টেনে আনা হয়েছিল এবং আজও তা-ই হয়। এটা কি সত্য নয় যে সেইসব দেশে সেনাবাহিনী শ্রমিকদের দমন করে এবং তাদের প্রভুদের সহায়ক ঠেক্‌না হিসেবে কাজ করে?

সেইসব বাহিনীর বিপরীতে, আমাদের লালফৌজ এই ঘটনার দ্বারা বিশেষিত যে তা হল শ্রমিক ও কৃষকদের ক্ষমতাকে বাড়ানোর একটি হাতিয়ার, সর্বহারার একনায়কত্বের অগ্রগতির এক হাতিয়ার, জমিদার ও পুঁজিপতিদের কবল থেকে শ্রমিক ও কৃষকের মুক্তির এক হাতিয়ার।

আমাদের সেনাবাহিনী হচ্ছে মেহনতী মানুষের মুক্তিবাহিনী।

কমরেডগণ, আপনারা কি ভেবে দেখেছেন যে আগেকার দিনে মানুষ সেনাবাহিনীকে ভয় করত, যেমন পুঁজিবাদী দেশগুলিতে এখনো পেয়ে থাকে, যে জনগণ ও সেনাবাহিনীর মধ্যে আছে একটা প্রাচীর যা পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন করেছে? কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে সম্পর্কটা কেমন? বরং আমাদের জনগণ ও সেনাবাহিনী মিলে একটি অখণ্ড সমগ্র, একটি একক পরিবার গড়ে তোলে। দুনিয়ার আর কোনো দেশে সেনাবাহিনীর প্রতি জনগণের এই ধরনের ভালবাসা ও উৎকণ্ঠার বোধ নেই, যেমন আমাদের দেশে আছে। আমাদের দেশে সেনাবাহিনীকে ভালবাসা হয় ও সম্মান করা হয়। তাকে নিয়ে সাধারণের উৎকণ্ঠা বিদ্যমান। কেন? কারণ এইজন্য যে, দুনিয়ার ইতিহাসে এই প্রথম শ্রমিক ও কৃষক তাদের নিজেদের এমন সেনাবাহিনী গঠন করেছে যারা প্রভুদের সেবা করে না, বরং পূর্বে যারা ছিল দাস আর এখন বন্ধনমুক্ত শ্রমিক ও কৃষক, তাদেরই কাজ করে।

সেখানেই আমাদের লালফৌজের শক্তির উৎস খুঁজে পাবেন।

সেনাবাহিনীর জন্য জনগণের ভালবাসার তাৎপর্য কি? তাৎপর্য হচ্ছে, *এই ধরনের সেনাবাহিনীরই দৃঢ়তম পশ্চাদ্‌ভূমির শক্তি থাকে, এই ধরনের বাহিনীই অজেয়।*

কোনও সেনাবাহিনীর শক্ত পশ্চাদ্‌ভূমি না থাকার মানে কি? মানে, তার কিছুই নেই। বৃহত্তম, উন্নততম অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত সেনাবাহিনীও ধ্বংস হয়েছে, ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে যেহেতু তাদের শক্তিশালী পশ্চাদ্‌ভূমি নেই, মেহনতী জনগণের, পশ্চাদ্‌বাহিনীর সমর্থন ও সহানুভূতি তারা পায়নি বলেই। আমাদের সেনাবাহিনীই হচ্ছে দুনিয়ার একমাত্র বাহিনী যার প্রতি আছে শ্রমিক ও কৃষকের সমর্থন ও সহানুভূতি। এখানেই নিহিত এর শক্তি, এখানেই এর বল।

সর্বোপরি, এই বৈশিষ্ট্যগুণেই, দুনিয়ায় যত ফৌজ এতাবৎ ছিল ও রয়েছে তার থেকে আমাদের লালফৌজ পৃথক।

পার্টির ইচ্ছা, তার কর্তব্য হল লালফৌজের এই বিশেষ লক্ষণ, শ্রমিক ও কৃষকের সঙ্গে এর ভ্রাতৃপ্রতিম সম্বন্ধ ও অন্তরঙ্গতা যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে এবং চিরস্থায়ী হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখা।

আমাদের লালফৌজের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যসূচক লক্ষণ হল যে, তা হচ্ছে দেশের নানা জাতির মধ্যে ভ্রাতৃত্বসূচক বাহিনী, দেশের নিপীড়িত জাতিগুলির মুক্তিবাহিনী, আমাদের দেশের জাতিগুলির মুক্তি ও স্বাধীনতা রক্ষার বাহিনী।

আগেকার দিনে সাধারণতঃ সেনাবাহিনীকে বৃহৎ জাতিদম্ভের চিন্তাধারাতেই প্রশিক্ষিত করা হতো, বিজয়ের মনোভাবে, দুর্বলতর জাতিকে পদানত রাখা প্রয়োজন এই বিশ্বাসে তারা শিক্ষা পেত। বস্তুতঃ এতেই বোঝা যায় যে কেন পুরানো ধরনের সেনাবাহিনী, পুঁজিবাদী সেনাবাহিনী মানেই ছিল জাতিগত, ঔপনিবেশিক নিপীড়নের সৈন্যবাহিনী। সেখানেই নিহিত পুরানো সেনাবাহিনীগুলির অন্যতম প্রধান দুর্বলতা। আমাদের সেনাবাহিনী ঔপনিবেশিক নিপীড়নের সেনাবাহিনীগুলি থেকে মৌলিকভাবেই পৃথক। এর সমগ্র প্রকৃতি, এর সমগ্র বনিয়াদ নির্ভর করে আছে আমাদের দেশের জাতিগুলির বন্ধুত্ব বন্ধন শক্তিশালী করার ওপরে, নিপীড়িত জনগণের মুক্তির আদর্শ ও সোভিয়েত ইউনিয়নকে যারা গড়ে তুলতে চলেছে সেই সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রগুলির মুক্তি ও স্বাধীনতা রক্ষার আদর্শের ওপরে।

এটিই হচ্ছে আমাদের লালফৌজের বল ও শক্তির দ্বিতীয় ও মৌলিক একটি উৎস। এখানেই এই অঙ্গীকারটি নিবদ্ধ যে কোনও সংকট-মুহূর্তে আমাদের সেনাবাহিনী আমাদের সীমাহীন স্বদেশভূমির সর্বজাতির ও জাতিসত্তার বিপুল জনগণের পূর্ণতম সমর্থন পাবে।

পার্টির ইচ্ছা, তার কর্তব্য হল, লালফৌজের এই বৈশিষ্ট্যসূচক লক্ষণকে অনুরূপভাবে রক্ষা করা এবং তাকে চিরস্থায়ী রাখা।

আর, পরিশেষে, লালফৌজের তৃতীয় বৈশিষ্ট্যসূচক লক্ষণ। সেটি হল এই যে আমাদের সেনাবাহিনী আন্তর্জাতিকতার ভাবমন্ত্রে প্রশিক্ষিত ও লালিত, আন্তর্জাতিকতার ভাবমন্ত্র আমাদের লালফৌজের পরতে পরতে সঞ্চারিত হয়েছে।

পুঁজিবাদী দেশের সেনাবাহিনীকে সাধারণতঃ অপর দেশের জনগণকে, অপর রাষ্ট্রকে, অপর দেশের শ্রমিক ও কৃষককে ঘৃণা করতে শেখানো হয়। কেন এমন করা হয়? কারণ দুটি রাষ্ট্র, দুই দেশ, দুই শক্তির মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষের ক্ষেত্রে সেনাবাহিনীকে যাতে একটি বশংবদ দলে পরিণত করা যায়। এটি হল সব পুঁজিবাদী সেনাবাহিনীরই দুর্বলতার একটি উৎস।

আমাদের সেনাবাহিনী সম্পূর্ণ ভিন্নতর নীতিসমূহের ভিত্তিতে গঠিত। আমাদের লালফৌজের উৎস হল—এর জন্মলগ্ন থেকেই এই বাহিনী আন্তর্জাতিকতার ভাবমন্ত্রে প্রশিক্ষিত, এই বাহিনী অপর দেশের জনগণকে সম্মান দেখাতে, সকল দেশের শ্রমিককে ভালবাসতে ও সম্মান দেখাতে, এবং নানাদেশের মধ্যে শান্তি অক্ষুণ্ণ ও উন্নত রাখার মনোভাবে প্রশিক্ষিত। আর বিশেষতঃ আমাদের বাহিনী এই আন্তর্জাতিকতার ভাবমন্ত্রে প্রশিক্ষিত বলেই তারা বুঝতে শিখেছে যে সকল দেশের শ্রমিকদের একই স্বার্থ, ঠিকমত বলতে গেলে এই কারণেই আমাদের সেনাবাহিনী সকল দেশের শ্রমিকদেরই একটি সেনাবাহিনী। আর এখানেই যে আমাদের সেনাবাহিনীর শক্তি ও বলের এক উৎস নিহিত তা সকল দেশের বুর্জোয়ারা জানতে পারবে যদি আমাদের দেশকে আক্রমণ করার দুঃসাহস তাদের হয়, তখন তারা দেখবে যে, আন্তর্জাতিকতার ভাবমন্ত্রে দীক্ষিত বলে আমাদের লালফৌজের দুনিয়ার সর্বত্রই—সাংহাই থেকে নিউইয়র্ক, লণ্ডন থেকে কলকাতায়—অগণিত বন্ধু ও সহযোগী রয়েছে।

কমরেডগণ, এটিই হল তৃতীয় এবং মৌলিক বৈশিষ্ট্যসূচক লক্ষণ যা

আমাদের লালফৌজকে উজ্জীবিত করেছে এবং এই লক্ষণই আমাদের বাহিনীর শক্তি ও বলের উৎস।

পার্টির ইচ্ছা, তার কর্তব্য হল যে আমাদের বাহিনীর এই তৃতীয় বৈশিষ্ট্য-সূচক লক্ষণটিও যেন অনুরূপভাবে অক্ষুণ্ণ থাকে এবং চিরস্থায়ী হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা।

এই তিনটি বৈশিষ্ট্যসূচক লক্ষণ থেকেই আমাদের সেনাবাহিনী বল ও শক্তি পায়।

এর দ্বারা এটাও বোঝা যাচ্ছে যে, আমাদের সেনাবাহিনী জানে কি তাদের লক্ষ্য, কারণ এরা কেউ টিনের সেপাই নয়, এরা সুশিক্ষিত মানুষ যারা জানে কোন্‌দিকে তারা এগোচ্ছে আর কেন তারা লড়ছে।

কমরেডগণ, যে সৈন্যবাহিনী জানে যে কেন তা লড়ছে, সে অভেদ্য।

এইজন্যই আমাদের লালফৌজ দুনিয়ার সর্বোত্তম সেনাবাহিনী হবার সর্বপ্রকারেই যোগ্য।

আমাদের লালফৌজ দীর্ঘজীবী হোক!

এর সৈনিকরা দীর্ঘজীবী হোক!

এর নেতারা দীর্ঘজীবী হোন!

সর্বহারার সেই একনায়কত্ব দীর্ঘজীবী হোক যা লালফৌজকে গড়ে তুলেছে, তাকে দিয়েছে বিজয় এবং তাকে গৌরবমণ্ডিত করেছে! (**তুমুল ও দীর্ঘ হর্ষধ্বনি।**)

প্রাভদা, সংখ্যা ৫০

২৮শে ফেব্রুয়ারি, ১৯২৮

কেন্দ্রীয় কমিটি ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের যুগ্ম এপ্রিল প্লেনামের কাজ

(সি. পি. এস. ইউ (বি)র মস্কো সংগঠনের কর্মী-সভায় উপস্থাপিত রিপোর্ট, ১৩ই এপ্রিল, ১৯২৮)

কমরেডগণ, সদ্য সমাপ্ত কেন্দ্রীয় কমিটি ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের যুগ্ম প্লেনাম[৮] একটি বিশেষ লক্ষণে গত দুবছরের অনুষ্ঠিত সমস্ত প্লেনারি অধিবেশন থেকে পৃথক। এই বিশেষ লক্ষণটি হচ্ছে,এবারের প্লেনামের প্রকৃতি ছিল পুরোপুরি ব্যবসায়িক ধরনের সুশৃংখল ও চটপটে, এই প্লেনামে কোন অন্তঃপার্টি সংঘাত ছিল না, এই প্লেনামে ছিল না কোন অন্তঃপার্টি মতান্তর।

এর আলোচ্য বিষয়সূচীতে ছিল বর্তমানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, যথা শস্য-সংগ্রহ, শাখ্‌তির ঘটনা[৯] এবং সর্বশেষে কেন্দ্রীয় কমিটি ও পলিটব্যুরোর প্লেনামের কাজের পরিকল্পনা। আপনারা বুঝতেই পারছেন যে এগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। তথাপি প্লেনামের বিতর্কগুলি ছিল বিশুদ্ধ ব্যবসায়িক ধরনের সুশৃংখল ও চটপটে এবং প্রস্তাবগুলি সর্বসম্মতিক্রমেই গৃহীত হয়েছিল।

তার কারণ প্লেনামে কোন বিরোধীপক্ষ ছিল না। তার কারণ উপদলীয় আক্রমণ, উপদলীয় বাক্‌চাতুরি ছাড়াই সমস্যাগুলিকে পুরোপুরি ব্যবসায়িক ভঙ্গীতে দেখা হয়েছে। তার কারণ কেবলমাত্র পঞ্চদশ কংগ্রেসের পরেই, বিরোধীপক্ষকে উৎসাদনের পরেই পার্টির পক্ষে ব্যবহারিক সমস্যাগুলিকে সমগ্রভাবে এবং গুরুত্ব দিয়ে নজর দেওয়া সম্ভব হয়েছিল।

এটা ভাল দিক, এবং আপনারা বলতে পারেন যে, বিরোধীদেরকে উৎসাদনের পরে পঞ্চদশ পার্টি কংগ্রেসের পরে আমরা উন্নয়নের যে পর্যায়ে প্রবেশ করেছি এটি হল তার অপরিমেয় সুবিধা।

১। আত্মসমালোচনা

এই প্লেনামের বিতর্ক ও প্রস্তাব ইত্যাদি কর্মসূচীর একটি চারিত্রিক লক্ষণ এই যে গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত তার মূল সুর ছিল কঠোরতম আত্মসমালোচনা। তাছাড়া, প্লেনামে একটিও প্রশ্ন, এমন একটিও বক্তৃতা ছিল না, যাতে আমাদের

কর্মধারার দোষত্রুটির সমালোচনা হয়নি, যাতে আমাদের সংগঠনগুলির আত্ম-সমালোচনা করা হয়নি। আমাদের দোষত্রুটির সমালোচনা—পার্টি, সোভিয়েত এবং অর্থনৈতিক সংগঠনগুলির সৎ ও বলশেভিক আত্মসমালোচনা—এটাই ছিল প্লেনামের সাধারণ সুর।

আমি জানি পার্টি-সদস্যদের মধ্যে এমন লোক আছেন যাঁরা সাধারণতঃ সমালোচনা, বিশেষতঃ আত্মসমালোচনা, পছন্দ করেন না। সেইসব সদস্য যাঁদেরকে আমার 'ভাসা-ভাসা' কমিউনিস্ট বলতে ইচ্ছা হয় (**হাসি**), তাঁরা প্রায়ই আত্ম-সমালোচনার ব্যাপারে অভিযোগ করেন এবং বিরক্তিভরে কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে যেন বলতে চান: আবার সেই অভিশপ্ত আত্মসমালোচনা, আবার সেই ব্যর্থতার ছিদ্রান্বেষণ—আমরা কি শান্তিতে বাস করতে পারব না? নিঃসন্দেহ যে, ঐ সব 'ভাসা-ভাসা' কমিউনিস্টরা আমাদের পার্টির ভাবাদর্শ, এর বলশেভিক আদর্শের সঙ্গে সম্পূর্ণ অপরিচিত। বেশ, যাঁরা আত্মসমালোচনাকে কখনো উৎসাহের সঙ্গে অভিনন্দন জানান না, তাঁদের মধ্যে এই রকম মানসিকতার উপস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্নটি তোলা যায়: আমাদের কি আত্ম-সমালোচনা প্রয়োজন? কোথায় এর উৎস? আর কি এর মূল্য?

কমরেডগণ, আমি মনে করি বাতাস অথবা জলের মতোই আমাদের কাছে আত্মসমালোচনা দরকারী। আমি মনে করি যে এটা ছাড়া, আত্মসমালোচনা ছাড়া আমাদের পার্টি কোনও উন্নতি করতে পারে না, আমাদের দুষ্ট ক্ষত-গুলিকে প্রকট করতে পারে না, আমাদের ত্রুটিগুলিকে দূর করতে পারে না। আর আমাদের ত্রুটি রয়েছে প্রচুর। তা খোলাখুলি আর সৎভাবেই স্বীকার করতে হবে।

আত্মসমালোচনার শ্লোগানকে কিছু নতুন শ্লোগান বলে গণ্য করা যেতে পারে না। বলশেভিক পার্টির একেবারে ভিত্তিতেই তা আছে। সর্বহারার একনায়কতন্ত্রী শাসনব্যবস্থার ভিত্তিতেই তা বর্তমান। যেহেতু আমাদের দেশ সর্বহারার একনায়কত্বের দেশ, এবং যেহেতু সেই একনায়কত্ব একটি পার্টি—কমিউনিস্ট পার্টির দ্বারা পরিচালিত, যে পার্টি অন্য পার্টির সঙ্গে ক্ষমতা ভাগ করে নেয় না, নিতে পারেও না, তাই এটা কি স্পষ্ট নয় যে আমরা যদি অগ্রসর হতে চাই তাহলে আমাদের ভুলত্রুটি আমাদেরকেই প্রকট এবং সংশোধন করতে হবে? এটা কি পরিষ্কার নয় যে আমাদের দোষত্রুটির প্রকাশ এবং সংশোধনের জন্য আর কেউ নেই? কমরেডগণ, এটা কি পরিষ্কার নয়

যে আমাদের উন্নয়নের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তিগুলির মধ্যে অন্যতম হল আত্মসমালোচনা ? আত্মসমালোচনার স্লোগানটি পঞ্চদশ পার্টি কংগ্রেসের পরেই বিশেষ করে শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। কেন ? যেহেতু পঞ্চদশ কংগ্রেস যা বিরোধীপক্ষের অবসান ঘটায়, তারপরে পার্টির মধ্যে একটি নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, সেই পরিস্থিতিকে আমাদের বিবেচনা করতে হবে।

এই পরিস্থিতির নতুনত্ব কিসে রয়েছে ? রয়েছে এইখানে যে এখন আমাদের কোন বিরোধীপক্ষ নেই, কিংবা তেমন প্রায় কেউই নেই; এইখানে যে বিরোধীদের যেহেতু সহজেই জয় করা গেছে—পার্টির পক্ষে এই বিজয়টি এমনিতে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ লাভ—সেইজন্যই একটি বিপদ থেকে যায় যা হল জয়পত্রমণ্ডিত হয়ে পাছে পার্টি সমস্যাগুলিকে সহজভাবে গ্রহণ করে এবং আমাদের কাজের দোষত্রুটি বিষয়ে চোখ বুঁজে থাকে।

বিরোধীদের ওপর সহজ বিজয় আমাদের পার্টির পক্ষে একটি খুবই প্রয়োজনীয় লাভ। কিন্তু এরই মধ্যে একটি ত্রুটির সম্ভাবনা নিহিত আছে, এতে পার্টি আত্মসন্তুষ্টি ও আত্মপ্রশংসার শিকার হতে পারে, বিজয়পত্রের ওপরেই বিরাম নিতে আরম্ভ করতে পারে। আর আমাদের এই বিজয়পত্রের ওপর বিরাম নেওয়ার অর্থ কি ? এর অর্থ হল আমাদের অগ্রগমন রুদ্ধ করা। আর এটা যাতে না হয়, সেজন্যই আমাদের প্রয়োজন আত্মসমালোচনা—সেই বিদ্বেষপূর্ণ এবং প্রতিবিপ্লবী সমালোচনা নয় বিরোধীরা যাতে প্রশ্রয় পেয়েছিল—সৎ, স্পষ্ট, বলশেভিক আত্মসমালোচনার প্রয়োজন।

পঞ্চদশ পার্টি কংগ্রেস এ বিষয়ে পূর্ণমাত্রায় সচেতন ছিল, এবং সেখান থেকেই আত্মসমালোচনার স্লোগান উত্থাপিত হয়। তার পর থেকেই আত্মসমালোচনার তরঙ্গ ক্রমশঃ বাড়ছে, এবং তা কেন্দ্রীয় কমিটি এবং কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের এপ্রিল প্লেনামের কার্যক্রমের ওপরে তার ছাপ ফেলেছে।

এরকম ভয় পাওয়া অদ্ভুত যে আমাদের শত্রুরা, আমাদের ভিতরকার এবং বাইরের শত্রুরা আমাদের দোষত্রুটির সমালোচনাকে কাজে লাগাবে ও চিৎকার করে বলবে: অহো! এই বলশেভিকদের সবকিছুই ভাল নয়! আমরা বলশেভিকরা যদি এরকম ভয় পাই—সেটা অদ্ভুত হবে। বলশেভিকবাদের শক্তি বিশেষভাবে এখানেই যে তা ভুল স্বীকারে ভয় পায় না। পার্টি, বলশেভিকরা, দেশের সব সৎ শ্রমিক ও মেহনতী মানুষ প্রকাশ্যে দেখিয়ে দিন আমাদের কাজের ত্রুটি, আমাদের গঠনমূলক প্রয়াসের ত্রুটিবিচ্যুতি এবং

নির্দেশ করুন সেইসব ত্রুটিবিচ্যুতি নিরাকরণের পন্থা, যাতে আমাদের কাজে *এবং গঠনকর্মে কোন জড়ত্ব, কোন জাড্য, কোন ক্ষয় বা প্রশ্রয় পায়, যাতে* আমাদের সব কাজ, আমাদের সকল গঠনমূলক প্রয়াস দিনে দিনে উন্নতিলাভ করে এবং সাফল্য থেকে নতুন সাফল্যে উত্তীর্ণ হয়। এটাই এখন প্রধান জিনিস। আর আমাদের শত্রুরা আমাদের দোষত্রুটি নিয়ে সোরগোল করুক— এই ধরনের তুচ্ছ ব্যাপার বলশেভিকদের নিরুৎসাহ করতে পারে না, নিরুৎসাহ হওয়া তাদের উচিতও নয়।

পরিশেষে, আর একটি পরিস্থিতিও আমাদের আত্মসমালোচনায় উদ্বুদ্ধ করে। আমি জনগণ ও নেতাদের সমস্যার কথা বলছি। সম্প্রতি জনগণ ও নেতাদের মধ্যে একটা অদ্ভুত সম্পর্ক গড়ে উঠতে শুরু করেছে। একদিকে, ঐতিহাসিকভাবেই তৈরী হয়েছে আমাদের মধ্যে এক ধরনের নেতৃবর্গ, যাঁদের মর্যাদা বাড়ছে, কেবলি বাড়ছে এবং যাঁরা জনগণের পক্ষে দুর্গমপ্রায় হয়ে পড়ছেন। অপরদিকে, প্রথমতঃ শ্রমিকশ্রেণীর জনগণ এবং সাধারণভাবে সব মেহনতী মানুষ অত্যন্ত ধীরে ধীরে জাগছে, নীচে থেকে, নেতাদের দিকে উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করেছে, তাঁদেরকে সমালোচনা করতে প্রায়শঃই ভীত থাকছে।

অবশ্য আমাদের যে একটি নেতৃগোষ্ঠী আছে যাঁরা অনেক উচ্চ পর্যায়ে উঠে গেছেন এবং একটি বিশেষ মর্যাদা ভোগ করছেন, সেটি স্বয়ং আমাদের পার্টির পক্ষে একটি বড় কীর্তি। নিঃসংশয়ে এরকম কর্তৃত্বসম্পন্ন নেতৃগোষ্ঠী ছাড়া এত বড় একটি দেশের পরিচালনা অচিন্তনীয়। কিন্তু যেই নেতারা ওপরে ওঠেন, তাঁরা জনগণ থেকে আরও দূরে চলে যান, এবং জনগণ নীচে থেকে তাঁদের দিকে তাকিয়ে দেখতে শুরু করে ও তাঁদেরকে সমালোচনা কবতে সাহস পায় না। এই ঘটনাটি থেকে একটি বিপদ না দেখা দিয়ে পারে না যে নেতারা জনগণ থেকে সংযোগ হারাচ্ছেন এবং জনগণ নেতাদের সংস্পর্শ থেকে দূরে চলে যাচ্ছে।

এই বিপদের আরও ফল দাঁড়াতে পারে এইরকম যে নেতারা আত্মম্ভরী হয়ে পড়ছেন এবং নিজেদের সম্বন্ধে ভাবছেন যে তাঁরা কখনো ভুল করতে পারেন না। যখন ওপর দিকের নেতারা আত্মম্ভরী হয়ে পড়েন এবং জনসাধারণকে অবজ্ঞা করতে শুরু করেন, তখন আর কি ভাল আশা করা যেতে পারে? স্পষ্টতঃই বলা যায় যে, পার্টির সর্বনাশ ছাড়া এর থেকে কিছুই বেরিয়ে আসতে

পারে না। কিন্তু আমরা তো পার্টির সর্বনাশ চাই না, বরং আরও আগে বাড়তে চাই, উন্নত করতে চাই আমাদের কাজ। আর যাতে আমরা আরও এগোতে পারি, জনগণ ও নেতাদের মধ্যে সম্পর্কের উন্নতি করতে পারি, ঠিক সেজন্যই আমরা সর্বদাই আত্মসমালোচনার দুয়ার অবশ্যই খোলা রাখব, সোভিয়েত জনগণ যাতে তাদের নেতাদের 'কাছে পেতে' পারে, তাঁদেরকে সমালোচনা করতে পারে আমাদের তা অবশ্যই সম্ভব করতে হবে যাতে নেতারা আত্মম্ভরী না হয়ে উঠতে পারেন এবং জনসাধারণও নেতাদের সঙ্গে সংযোগ না হারিয়ে ফেলতে পারে।

জনসাধারণ ও নেতাদের প্রশ্নটি অনেক সময় পদোন্নতির প্রশ্নের সঙ্গে অভিন্ন করে দেখা হয়। কমরেডগণ, সেটা ভুল। এটা নতুন নেতাদের সামনে আনার ব্যাপার নয়, যদিও সেদিকে পার্টির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনোযোগ দেওয়া উচিত। এটা হল সেই নেতাদের রক্ষা করার প্রশ্ন যাঁরা ইতিমধ্যেই সামনে এসে গেছেন এবং যাঁরা জনসাধারণের সঙ্গে চিরকালীন এবং অচ্ছেদ্য সংযোগ সংগঠিত করার মাধ্যমে মহত্তম মর্যাদা পেয়েছেন। এটা হল আমাদের দোষ-ত্রুটির সমালোচনা এবং আত্মসমালোচনার পথের দ্বারা পার্টির ব্যাপক জনমত, শ্রমিকশ্রেণীর ব্যাপক জনমতকে নীতিগত নিয়ন্ত্রণের এক প্রখর, সজাগ মাধ্যমরূপে সংগঠিত করা যার প্রতি সর্বাধিক কর্তৃত্বসম্পন্ন নেতারাও অবশ্যই মনোযোগ দেবেন যদি তাঁরা পার্টির এবং শ্রমিকশ্রেণীর আস্থাভাজন থাকতে চান।

এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সংবাদপত্রের মূল্য, আমাদের পার্টি ও সোভিয়েত সংবাদপত্রের মূল্য সত্যই অপরিমেয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমরা **প্রাভদার** পক্ষে **শ্রমিক ও কৃষকদের পরিদর্শন বিষয়ক পুস্তিকা**[১০] প্রকাশের উদ্যোগকে অভিনন্দন না জানিয়ে পারি না—তাতে আমাদের কাজের দোষত্রুটির রীতিবদ্ধ সমালোচনা করা হয়েছে। আমাদের কেবল দেখা উচিত যে এই সমালোচনা যেন গুরুত্বপূর্ণ এবং গভীর হয়, নিছক ওপর-ওপর না হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমাদের কাজের দোষত্রুটিকে জোরালো এবং বলিষ্ঠভাবে আক্রমণ করার দিকে **কমসোমোলস্কায়া প্রাভদা**[১১] যে উদ্যোগ নিয়েছে, তাকেও আমাদের অভিনন্দন জানাতে হবে।

অনেক সময় সমালোচকদের কটূক্তি করা হয় তাঁদের সমালোচনার খুঁতের জন্য, তাঁদের সমালোচনা সর্বদা শতকরা ১০০ ভাগ নিখুঁত নয় বলে। প্রায়শঃই দাবি করা হয় যে সমালোচনা সবদিক দিয়ে নির্ভুল হওয়া উচিত এবং সবদিক

থেকে যদি তা নির্ভুল না হয়, তবে তাঁরা সেটাকে নিন্দা করেন, অবজ্ঞা করেন।

কমরেডগণ, এটা ভুল, এটা একটা বিপজ্জনক ভুল ধারণা। এই ধরনের দাবি পেশ করার শুধু প্রয়াস নিন, দেখবেন যে শত-সহস্র শ্রমিক, শ্রমিক-সংবাদদাতা ও গ্রাম্য-সংবাদদাতা যারা আমাদের দোষত্রুটি সংশোধন করতে চান অথচ নিজেদের ধারণাকে ঠিকভাবে প্রকাশ করতেও মাঝে মাঝে পারেন না—তাঁদের কণ্ঠ আপনারা রুদ্ধ করবেন। আমরা আত্মসমালোচনা পাব না, পাব কবরের শান্তি।

আপনারা নিশ্চয় জানেন যে শ্রমিকরা অনেক সময় আমাদের কাজের দোষত্রুটি সম্পর্কে সত্য বলতে ভয় পায়। তারা ভয় পায় কেবল এইজন্য নয় যে তারা সেক্ষেত্রে 'ঝঞ্চাটে' পড়ে যাবে, সেই সঙ্গে এই কারণেও যে তাদের অগোছালো সমালোচনার জন্য তাদের 'হাস্যাস্পদ' করা হবে। আমাদের কাজের ও আমাদের পরিকল্পনার দোষত্রুটিগুলি সম্বন্ধে যার নিজের যন্ত্রণাময় অভিজ্ঞতা আছে সেই একজন সাধারণ শ্রমিক বা একজন সাদামাটা কৃষকের কাছ থেকে কী করে আশা করা যায় যে সে সকল রীতিসম্মতভাবে তার সমালোচনা তৈরী করবে? যদি দাবি করেন যে তাদের সমালোচনা হবে শতকরা ১০০ ভাগ নির্ভুল, তাহলে আপনারা নীচের থেকে সমালোচনার সব সম্ভাবনা, আত্মসমালোচনার সকল সম্ভাবনাকেই হত্যা করবেন। সেজন্যই আমি মনে করি, সমালোচনা যদি শতকরা ৫ বা ১০ ভাগও সত্য হয়, তাহলেই সেই সমালোচনাকে স্বাগত জানানো উচিত, মনোযোগ দিয়ে তা শোনা উচিত এবং এর মধ্যের উত্তম সার কথাটিকে বিবেচনা করা উচিত। অন্যথায়, আমি আবার বলছি যে, যে-সব শত-সহস্র মানুষ সোভিয়েতের স্বার্থে তন্নিষ্ঠ, যারা সমালোচনার কলাকৌশলে এখনো যথেষ্ট নিপুণ নয়, কিন্তু তথাপি যাদের মুখে সত্য স্বতঃপ্রকাশমান, আপনারা তাদের কণ্ঠরোধ করবেন।

ঠিক কথা বলতে কী আত্মসমালোচনাকে বিনাশ করতে নয় তাকে গড়ে তুলতে, সোভিয়েত জনগণের সবরকম সমালোচনাই আমাদের মনোযোগ দিয়ে শোনা উচিত এমনকি সেগুলি যদি সময়ে সময়ে সকল খুঁটিনাটি ব্যাপারে এবং সম্পূর্ণভাবে নির্ভুল না-ও হয়। কেবল তাহলেই জনসাধারণ নিশ্চিতভাবে আশ্বস্ত হবে যে তাদের সমালোচনা যদি যথার্থ না-ও হয় তবু তারা 'ঝঞ্চাটে' পড়বে না, তাদের সমালোচনায় ভুল থাকলেও তাদেরকে 'হাস্যাস্পদ' করা হবে

না। একমাত্র তাহলেই আত্মসমালোচনা একটা যথার্থ গণ-চরিত্র লাভ করবে এবং যথার্থ জনগণের সাড়া পাবে।

বলাই বাহুল্য যে আমাদের মনে ঠিক 'যে-কোনরকম' সমালোচনা ঠাঁই পায়নি। প্রতিবিপ্লবীর সমালোচনাও তো সমালোচনা। কিন্তু তার উদ্দেশ্য হচ্ছে সোভিয়েত জমানার অবমাননা করা, আমাদের শিল্পকে হেয় করা, আমাদের পার্টির কাজকর্মকে বানচাল করা। আমরা নিশ্চয়ই সে-ধরনের সমালোচনা বোঝাতে চাইছি না। আমি সে-ধরনের সমালোচনার কথা বলছি না, বলছি সেই সমালোচনার কথা যা সোভিয়েত জনগণের কাছ থেকে আসছে, যার লক্ষ্য সোভিয়েত শাসনের হাতিয়ারগুলির উন্নতি, আমাদের শিল্পের উন্নতি, আমাদের পার্টি ও ট্রেড ইউনিয়ন কাজকর্মের উন্নতি। আমরা সমালোচনা চাই সোভিয়েত জমানার শক্তি বৃদ্ধি করতে, তাকে দুর্বল করতে নয়। আর ঠিক আমাদের কাজের উন্নতি ও শক্তি বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্য নিয়েই পার্টি সমালোচনা ও আত্মসমালোচনার শ্লোগান উপস্থিত করেছে।

আত্মসমালোচনার শ্লোগান থেকে প্রাথমিকভাবে আমরা কি আশা করি, যথার্থ এবং সৎভাবে আত্মসমালোচনা পরিচালিত হলে তা থেকে কোন্ ফল পাওয়া যায়? অন্ততঃ দুটি ফল তা থেকে পাওয়া উচিত। প্রথমতঃ, এতে শ্রমিক-শ্রেণীর সতর্কতাবোধ তীক্ষ্ণতর হয়, আমাদের দোষত্রুটির দিকে তারা আরও নজর দিতে পারে, সেগুলির সংশোধন সহজসাধ্য হয়, এবং আমাদের গঠনমূলক কাজে কোনরকম 'অপ্রত্যাশিত চমক' সৃষ্টি অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। দ্বিতীয়তঃ, এতে শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক সংস্কৃতির উন্নতি ঘটে এবং তাদের মধ্যে এই অনুভূতি জন্মায় যে তারাই দেশের কর্তা এবং তা প্রশাসনকার্যে শ্রমিকশ্রেণীর প্রশিক্ষণ সহজসাধ্য করে তোলে।

আপনারা কি লক্ষ্য করেছেন যে, কেবল শাখ্‌তির ঘটনাই নয়, ১৯২৮ সালের জানুয়ারির সংগ্রহ-সংকটও আমাদের অনেকের কাছে 'আকস্মিকভাবে' হাজির হয়েছিল? এই বিষয়ে শাখ্‌তির ঘটনা বিশেষতঃ উল্লেখযোগ্য। আন্তর্জাতিক পুঁজির সোভিয়েত-বিরোধী সংস্থাগুলির নির্দেশে এই প্রতিবিপ্লবী বুর্জোয়া বিশেষজ্ঞ দল পাঁচ বছর তাদের কাজ চালিয়ে গেছে। সেই পাঁচ বছর ধরে আমরা সব রকম প্রস্তাব ও সিদ্ধান্ত লিখেছি এবং প্রচার করেছি। আমাদের কয়লাশিল্প অবশ্য সব সময়েই অগ্রসর হয়েছে, কারণ আমাদের সোভিয়েত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এমন পৌরুষদৃঢ় এবং শক্তিশালী যে আমাদের মূর্খতা ও

আমাদের ভুলত্রুটি সত্ত্বেও, সেই বিশেষজ্ঞদের নাশকতামূলক কার্যকলাপ সত্ত্বেও তার অগ্রগতি ঘটেছে। পাঁচ বছর ধরে এই প্রতিবিপ্লবী বিশেষজ্ঞ দল কখনো বয়লার বিস্ফোরণ, কখনো টারবাইন ধ্বংস ইত্যাদির মাধ্যমে আমাদের শিল্পে অন্তর্ঘাতমূলক কাজ চালিয়ে গেছিল। আর এই সমস্ত সময় ধরেই আমরা সমস্ত কিছুর প্রতি বিস্মরণশীল হয়েছিলাম। তারপর 'হঠাৎই' বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মতো এসে পড়ল শাখ্‌তির ঘটনা।

কমরেডগণ, এটা কি স্বাভাবিক? আমি করি যে অবস্থা মোটেই স্বাভাবিক নয়। কর্তৃত্বে অধিষ্ঠিত থাকে ও সামনে দৃষ্টি বাড়িয়ে দেখে, অথচ যতক্ষণ না পরিস্থিতি কোন-না-কোনও বিপর্যয় নিয়ে মুখোমুখি এসে দাঁড়াচ্ছে ততক্ষণ কিছুই না দেখা—একে নেতৃত্ব বলে না। বলশেভিকবাদে নেতৃত্ব বলতে এটা বোঝায় না। নেতৃত্ব দিতে হলে ভবিষ্যৎ দৃষ্টি থাকা চাই। আর, কমরেডগণ, ভবিষ্যৎ দৃষ্টি সর্বদা সহজ নয়।

শ্রমজীবী জনগণ যখন আমাদের দোষত্রুটিতে নজর রাখতে এবং তা ধরিয়ে দিতে হয় অনিচ্ছুক অথবা অক্ষম তখন জনা বারো নেতৃস্থানীয় কমরেড আমাদের কাজের দোষত্রুটি সম্পর্কে সতর্ক এবং তা ধরিয়ে দিতে নিয়োজিত—এ এক জিনিস। এখানে কিছু এড়িয়ে যাওয়ার, সবকিছুই ধরিয়ে না দেওয়ার নিশ্চিত সম্ভাবনা আছে। আরেকটা জিনিস হচ্ছে, জনা বারো নেতৃস্থানীয় কমরেডের সঙ্গে হাজার হাজার লাখ লাখ শ্রমিক যখন সাধারণ গঠনকার্যে নিজেরা ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তার উন্নতির পথের ইংগিত দিয়ে আমাদের কাজের দোষত্রুটি ধরিয়ে দিতে, আমাদের ভুল প্রকাশ করে দিতে নজর রাখে। এখানেই আরও বড় গ্যারান্টি থাকে যে কোন 'অপ্রত্যাশিত চমক' আসবে না, আপত্তিকর লক্ষণগুলি দ্রুত লক্ষ্য করা হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে তার নিরাকরণের উপায় গ্রহণ করা হবে।

আমাদের অবশ্য দেখা উচিত যে শ্রমিকশ্রেণীর সতর্কতার ভাবটি যেন ঝিমিয়ে না পড়ে, বরং তা উৎসাহিত হয়; হাজার হাজার লাখ লাখ শ্রমিকদের যেন সমাজতান্ত্রিক নির্মাণযজ্ঞের সাধারণ কাজে টেনে আনা হয়; এবং কেবল জনা বারো নেতাই নয়, হাজার হাজার লাখ লাখ শ্রমিক ও কৃষক আমাদের গঠনমূলক কাজকর্মের ওপর প্রখর দৃষ্টি রাখে, আমাদের ভুলগুলিকে লক্ষ্য করে এবং সেগুলিকে প্রকাশ্য দিবালোকে টেনে আনে। কেবল তখনই আমরা 'অপ্রত্যাশিত চমকগুলি' থেকে মুক্ত হব। কিন্তু সে-রকম পেতে হলে নীচের

তলা থেকে আমাদের দোষক্রটির সমালোচনাকে বিকশিত করতে হবে, আমরা অবশ্যই সমালোচনাকে জনগণের ব্যাপার করে তুলব, আমরা অবশ্যই আত্মসমালোচনার শ্লোগানকে আত্তীকৃত করব এবং তা কাজে লাগাব।

পরিশেষে, আত্মসমালোচনার শ্লোগানকে কার্যকরী করার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রমিকশ্রেণীর সাংস্কৃতিক ক্ষমতা উন্নয়নের ব্যাপারে, তাদের মধ্যে দেশ শাসনের কর্মশক্তি বিকশিত করে তোলা সম্পর্কে লেনিন বলেছেন :

'যে প্রধান জিনিসটির আমাদের অভাব তা হচ্ছে সংস্কৃতি, দেশ শাসনের সামর্থ্য।…রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে নেপ একটি সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির ভিত্তি স্থাপনের সম্ভাবনা বিষয়ে আমাদেরকে পুরোপুরি সুনিশ্চিত করেছে। "কেবল" সর্বহারাশ্রেণীর এবং তার অগ্রণী অংশের সাংস্কৃতিক শক্তির সমস্যাই বিদ্যমান।'[১২]

এর অর্থ কি? এর অর্থ এই যে আমাদের গঠনকার্যের অন্যতম প্রধান কর্তব্য হল শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে দেশ শাসনের, অর্থনীতি পরিচালনের, শিল্প পরিচালনের গুণ ও যোগ্যতাকে বিকশিত করে তোলা। আমরা কি শ্রমিক-শ্রেণীর মধ্যে সেই গুণ ও যোগ্যতা বিকশিত করে তুলতে পারব, আমাদের ভুলগুলি সমালোচনার, আমাদের দোষক্রটি ধরিয়ে দেবার, আমাদের কাজকে এগিয়ে দেবার জন্য আমরা যদি শ্রমিকদের শক্তি ও সামর্থ্যের, শ্রমিকশ্রেণীর সর্বোত্তম ব্যক্তিদের শক্তি ও সামর্থ্যের বিকাশের পূর্ণ সুযোগ না দিই? অবশ্যই আমরা তা পারব না।

শ্রমিকশ্রেণীর এবং সাধারণভাবে মেহনতী মানুষের শক্তি ও সামর্থ্যকে পূর্ণ সুযোগ দেবার জন্য এবং দেশ পরিচালনার যোগ্যতা যাতে তারা অর্জন করতে পারে সেজন্য কি প্রয়োজন? এর জন্য সবার ওপরে প্রয়োজন হল আত্ম-সমালোচনার শ্লোগানের সৎ ও বলশেভিক রূপায়ণ, আমাদের কাজের ভুল ও দোষক্রটিকে নীচে-থেকে-আসা সমালোচনার শ্লোগানের সৎ ও বলশেভিক রূপায়ণ। যদি শ্রমিকরা আমাদের কাজের দোষক্রটি খোলাখুলি ও স্থূলভাবে সমালোচনা করার, আমাদের কাজকে উন্নত ও অগ্রসর করার সুযোগ পায়, তার অর্থ কি দাঁড়ায়? তার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, দেশের প্রশাসনে, অর্থনীতি ও শিল্প পরিচালনের কাজে শ্রমিকরা সক্রিয় অংশীদার হয়ে উঠছে। এর দ্বারা শ্রমিকদের মধ্যে এই ধারণা বৃদ্ধি পাবেই যে তারাই হল দেশের নিয়ন্তা, এতে তাদের সক্রিয়তা, তাদের সতর্কতা, তাদের সংস্কৃতি বৃদ্ধি পাবেই।

শ্রমিকশ্রেণীর এই সাংস্কৃতিক সামর্থ্যের প্রশ্নটা হল এক চূড়ান্ত প্রশ্ন। কেন? কারণ আজ পর্যন্ত বিদ্যমান সকল শাসকশ্রেণীর মধ্যে, শাসকশ্রেণী হিসেবে শ্রমিকশ্রেণী ইতিহাসে এক ধরনের বিশেষ ভূমিকা অধিকার করে থাকে যদিও তা সর্বাংশে অনুকূল অবস্থান নয়। আজ পর্যন্ত বর্তমান সব শাসক শ্রেণীই—দাস-মালিক, জমিদার, পুঁজিপতি—তারা সম্পদশালী শ্রেণীও বটে। তারা সরকার চালানোর জন্য আবশ্যক জ্ঞান ও যোগ্যতায় তাদের সন্তানদেরকে প্রশিক্ষিত করতে পারত। শ্রমিকশ্রেণী এ বিষয়ে তাদের থেকে অন্যান্য অনেক কিছুর সঙ্গে এই অর্থেও পৃথক যে, তারা কোনও সম্পদশালী শ্রেণী নয়, তারা সরকার চালনায় প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও যোগ্যতায় তাদের সন্তানদেরকে প্রশিক্ষিত করতে পূর্বে সক্ষম ছিল না এবং নেহাৎই সম্প্রতিকালে ক্ষমতায় আসার পর তারা এখন সেটা করতে সক্ষম হয়েছে।

প্রসঙ্গতঃ বলা যায় যে, সেইজন্যই সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রশ্নটি আমাদের কাছে এত তীব্র। এটা সত্য যে তার দশ বছরের শাসনে ইউ. এস. এস. আর-এর শ্রমিকশ্রেণী এই ব্যাপারে জমিদার ও পুঁজিপতিরা শত শত বছরে যা করেছে তারচেয়ে অনেক বেশি সম্পন্ন করেছে। কিন্তু আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় পরিস্থিতি এমনি যে, যে ফল অর্জিত হয়েছে তা আদৌ যথেষ্ট নয়। সুতরাং, শ্রমিকশ্রেণীর সাংস্কৃতিক শক্তি বিকাশে সক্ষম প্রত্যেকটি পন্থা, শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে দেশ এবং শিল্প পরিচালনার শক্তি ও যোগ্যতার বিকাশকে সহজ করে তুলতে সক্ষম এমন প্রতিটি পন্থা—এ ধরনের সকল উপায়কেই আমাদের পুরোপুরি কাজে লাগাতে হবে।

কিন্তু উপরে যা বলা হয়েছে তা থেকে এই দাঁড়ায় যে, আত্মসমালোচনার শ্লোগান হচ্ছে সর্বহারাশ্রেণীর সাংস্কৃতিক শক্তি বিকাশের, শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে সরকার পরিচালনারযোগ্যতা বিকাশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পন্থাগুলির অন্যতম। এ থেকে আত্মসমালোচনার শ্লোগানকে কার্যকরী করা আমাদের পক্ষে কেন একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য তার একটি কারণও অনুমিত হয়।

সাধারণভাবে, এই কারণগুলির জন্যই আত্মসমালোচনার শ্লোগানটি আজকের শ্লোগান হিসেবে অবশ্য গ্রহণীয়।

সুতরাং এটা মোটেই বিস্ময়ের ব্যাপার নয় যে কেন্দ্রীয় কমিটি এবং কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের এপ্রিল প্লেনামের মূল সুর হল আত্মসমালোচনা।

এখন শস্য-সংগ্রহের প্রশ্নে আসা যাক।

২। শস্য-সংগ্রহের সমস্যা

সর্বাগ্রে এ বছরের জানুয়ারি মাসে এখানে শস্য-সংগ্রহের যে সংকট গড়ে উঠেছে তার প্রকৃতি সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলা যাক। বিষয়টির সার কথা হল, গত বছর অক্টোবরে আমাদের সংগ্রহ কমতে শুরু করেছিল, ডিসেম্বরে খুবই কমে গিয়েছিল, এ বছর জানুয়ারিতে আমাদের ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় ১৩০,০০০,০০০ পুড। এ বছরের ফলন সম্ভবতঃ গতবারের তুলনায় কিছু বেশি খারাপ নয়; তা কিছু কমই হতে পারত। গতবারের তুলনায় এবার আগের ফলনের জেরটা বেশিই এবং সাধারণভাবে এটা মনে করা হয়েছিল যে এ বছর বাজারে বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্ত শস্য গত বছরের তুলনায় কিছু কম নয়, বরং বেশিই।

এইসব কথা বিবেচনা করেই গত বছরের পরিকল্পনার থেকে সামান্য কিছু উচ্চ সীমাতেই এবারের সংগ্রহ পরিকল্পনা নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও সংগ্রহ হ্রাস পেয়েছে এবং ১৯২৮ সালের জানুয়ারিতে আমাদের ঘাটতি হয় ১৩০,০০০,০০০ পুড। এটা একটা 'অদ্ভুত' পরিস্থিতি : দেশে প্রচুর শস্য আছে, অথচ সংগ্রহ হ্রাস পাচ্ছে এবং শহরে ও লালফৌজের মধ্যে 'ক্ষুধার আতংক' সৃষ্টি করছে।

এই 'অদ্ভুত অবস্থা'কে কিভাবে ব্যাখ্যা করা যায়? কতকগুলি আপতিক কারণই কি এর জন্য দায়ী নয়? অনেকের মধ্যে এই রকম একটা ব্যাখ্যা দেবার ঝোঁক আছে যে আমরা যেন অসতর্ক অবস্থায় আক্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম, বিরোধীপক্ষ নিয়ে বড় বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম এবং আমাদের নজর এড়িয়ে গেছে। আমরা যে সত্যসত্যই অসতর্ক অবস্থার ফাঁদে পড়েছিলাম এ কথা ঠিক। কিন্তু দৃষ্টি এড়িয়ে যাওয়াকেই এর জন্য দায়ী করা চরম ভুল হবে। কোন আপতিক কারণকে সংগ্রহ সংকটের জন্য দায়ী করা হবে আরও অনুচিত। এই ধরনের ঘটনা হঠাৎ ঘটে না। এ ব্যাখ্যা খুবই শস্তা ধরনের।

তাহলে কি কি কারণে সংগ্রহ সংকটের উদ্ভব হয়েছিল?

আমার মনে হয় কমপক্ষে এরূপ তিনটি কারণ আছে।

প্রথমতঃ, আমাদের আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির মধ্যে আমাদের সমাজতান্ত্রিক গঠনকর্মের অসুবিধা। আমি প্রথমতঃ শহরভিত্তিক শিল্পগুলির উন্নয়নের অসুবিধার কথাই উল্লেখ করছি। সব রকমের দ্রব্যই গ্রামাঞ্চলে ঢালা দরকার যাতে সেখান থেকে সর্বোচ্চ পরিমাণে কৃষিজাত পণ্য পাওয়া যায়।

এর জন্য বর্তমান অবস্থার চেয়ে আমাদের শিল্পের উন্নতির হার দ্রুততর হওয়া দরকার। কিন্তু শিল্পকে আরও দ্রুত উন্নত করতে হলে আমাদের সমাজতান্ত্রিক সঞ্চয়ের হারকে আরও দ্রুততর করা চাই। আর কমরেডগণ, সেইরকম সঞ্চয়ের হারে উপনীত হওয়া সহজ ব্যাপার নয়। ফলে গ্রামাঞ্চলে জিনিসপত্রের ঘাটতি হয়।

আমি পুনরায় গ্রামাঞ্চলে আমাদের গঠনমূলক কাজকর্মের অসুবিধাগুলির উল্লেখ করছি। কমরেডগণ, কৃষি মন্থরগতিতে এগোচ্ছে। প্রচণ্ডবেগে কৃষি-উন্নয়ন হওয়া উচিত, শস্যের দাম সুলভতর এবং ফলন বিপুলতর হওয়া উচিত, সারের প্রয়োগ হওয়া উচিত চূড়ান্ত মাত্রায় এবং যন্ত্রসাহায্যপুষ্ট শস্য উৎপাদন তীব্র গতিতে উন্নীত করা উচিত। কিন্তু কমরেড, ব্যাপারটা তদনুরূপ ঘটেনি এবং তাড়াতাড়ি তা সম্ভবও হবে না।

কারণ ?

কারণ, আমাদের কৃষি হচ্ছে ক্ষুদ্র কৃষক-অর্থনীতি-নির্ভর যা চট্ করে যথেষ্ট মাত্রায় উন্নয়নের সঙ্গে খাপ খেয়ে ওঠে না। পরিসংখ্যান আমাদের বলে যে, যুদ্ধের আগে আমাদের দেশে প্রায় ১৬,০০০,০০০টি স্বতন্ত্র কৃষক খামার ছিল। এখন আমাদের আছে ২৫,০০০,০০০টি স্বতন্ত্র কৃষক খামার। এর অর্থ এই যে আমাদের দেশ হচ্ছে মূলতঃ ক্ষুদ্র কৃষক-অর্থনীতির দেশ। আর ক্ষুদ্র কৃষক-অর্থনীতি বলতে কি বোঝায় ? তা হল সবচেয়ে নিরাপত্তাহীন, সবচেয়ে আদিম, সবচেয়ে অনুন্নত ধরনের অর্থনীতি—যাতে বিক্রয়যোগ্য ন্যূনতম বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্ত উৎপন্ন হয়। কমরেডগণ, সমস্ত ব্যাপারটার মূল হচ্ছে এই। সার, যন্ত্রপাতি, বৈজ্ঞানিক কৃষি এবং অন্যান্য উন্নত ব্যবস্থা—এইসবই কার্যকরীভাবে প্রযুক্ত হতে পারে বড় খামারে, ক্ষুদ্র কৃষক-অর্থনীতিতে তা অপ্রযোজ্য, প্রায় অপ্রযোজ্য। সেটাই হল ক্ষুদ্রায়তন অর্থনীতির দুর্বলতা ; আর সেজন্যই বড় কুলাক খামারের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সেগুলি এঁটে উঠতে পারে না।

গ্রামাঞ্চলে আমাদের কি আদৌ কোন বড় খামার আছে যাতে যন্ত্রপাতি, সার, বৈজ্ঞানিক কৃষি ইত্যাদি প্রয়োগ করা হয় ? হাঁ, আমাদের তা আছে। প্রথমতঃ, আছে যৌথ খামার ও রাষ্ট্রীয় খামার। কিন্তু কমরেডগণ, আমাদের তা নগণ্য সংখ্যায় আছে। দ্বিতীয়তঃ, কুলাকদের (পুঁজিপতিদের) বড় বড় খামার আছে। আমাদের দেশে—এই ধরনের খামার সংখ্যায় আদৌ কম নয় এবং আমাদের কৃষিতে আজও তারা একটি বড় উপাদান।

আমরা কি ব্যক্তিগত মালিকানাধীন বড় পুঁজিতান্ত্রিক খামার ব্যবস্থাকে গ্রামাঞ্চলে উৎসাহিত করার পন্থা গ্রহণ করতে পারি? আমরা তা নিশ্চিত-ভাবেই পারি না। এর থেকে তাহলে দাঁড়ায় এই যে, গ্রামাঞ্চলে যৌথ খামার ও রাষ্ট্রীয় খামার ধরনের বড় খামার গড়ে তুলতে আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে এবং সেগুলিকে গ্রামাঞ্চলের জন্য এক আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মতভাবে সংগঠিত শস্য কারখানায় রূপান্তরিত করতে হবে। বস্তুতঃ, এতেই বোঝা যায় যে কেন আমাদের পার্টির পঞ্চদশ কংগ্রেস যৌথ ও রাষ্ট্রীয় খামার গঠনে সর্বোচ্চ উন্নয়নের শ্লোগান তুলেছিল।

এটা মনে করা ভুল হবে যে কৃষকদের মধ্যে বেশি গরিবদের নিয়েই কেবল যৌথ খামার গঠন করা উচিত। কমরেডগণ, সেটা ভুল হবে। আমাদের যৌথ খামার গরিব ও মাঝারি কৃষকদের উভয়কে নিয়েই গড়ে তোলা উচিত, কেবল ব্যক্তিগত গোষ্ঠী বা পুঞ্জ নয়, গোটা গ্রামকেই তাতে আনতে হবে। মাঝারি কৃষকের সামনে একটা সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ তুলে ধরতে হবে, তাকে দেখাতে হবে যে যৌথ খামারের মাধ্যমেই সে সবচেয়ে ভালভাবে, সবচেয়ে দ্রুত তার কৃষিকাজকে বিকশিত করতে পারবে। যেহেতু মাঝারি কৃষক কুলাক গোষ্ঠীতে উঠতে পারে না এবং আরও ছোট হওয়াও তার পক্ষে বোকামি, তাই যৌথ খামার গঠনের মধ্য দিয়ে সে তার কৃষিকাজের উন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম হবে এই সম্ভাবনা তাকে দিতে হবে।

কিন্তু আমাদের যৌথ ও রাষ্ট্রীয় খামার এখনো সংখ্যায় খুব নগণ্য, লজ্জাজনকভাবেই নগণ্য। সেজন্যই গ্রামাঞ্চলে আমাদের গঠনমূলক কাজে এত অসুবিধা। সেজন্যই আমাদের শস্য উৎপাদন এত অপ্রচুর।

দ্বিতীয়তঃ, এইসব থেকে এই দাঁড়ায় যে, গ্রাম ও শহরের আমাদের গঠন-মূলক কাজের অসুবিধাগুলির ভিত্তিতেই একটি শস্য-সংগ্রহ সংকট দানা বেঁধে উঠতে পারে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে ঠিক এই বছরেই সংগ্রহ-সংকট অবশ্যম্ভাবী। আমরা জানি, এইসব অসুবিধা কেবল এই বছরেই নয়, গত বছরেও বর্তমান ছিল। তাহলে কেন ঠিক এই বছরেই সংগ্রহ-সংকট এমন পেকে উঠল?, এর গোপন কারণটি কি?

গোপন কারণটি এই যে এবছর কুলাকরা এইসব অসুবিধাগুলিকে কাজে লাগিয়ে শস্যের দাম বাড়িয়ে তুলতে, সোভিয়েত মূল্য নীতির ওপর আক্রমণ চালাতে এবং এইভাবে আমাদের সংগ্রহ অভিযানকে বিলম্বিত করতে সক্ষম

হয়েছে। অন্ততঃ দুটি কারণে কুলাকরা এইসব অসুবিধাকে ব্যবহার করতে পেরেছে :

প্রথম—যেহেতু ক্রমান্বয়ে তিন বছরের ভাল ফসল কিছু প্রভাব না ফেলেই পারে না। ঐ সময়ে কুলাকরা শক্তিশালী হয়ে ওঠে, সাধারণভাবে গ্রামাঞ্চলে, বিশেষতঃ কুলাকদের মধ্যে, শস্যের ভাণ্ডার ঐ সময়ে পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠে, এবং কুলাকদের পক্ষে ইচ্ছামত দাম নির্ধারণ সম্ভব হয় ;

দ্বিতীয়—যেহেতু কুলাকরা শহরের সেই ফাট্‌কাবাজদের সমর্থন পেয়েছিল যারা শস্যের মূল্য বৃদ্ধির ওপর ফাট্‌কা করে এবং এইভাবে জোর করে দাম বাড়ায়।

তার অর্থ অবশ্য এই নয় যে কুলাকরাই প্রধান শস্য মজুতকারী। সব দিক বিবেচনায় মাঝারি কৃষকদের হাতেই রয়েছে বেশীর ভাগ শস্য। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে কুলাকদের একটা বিশেষ অর্থনৈতিক মর্যাদা আছে, এবং দামের ব্যাপারে তারা মাঝে মাঝেই মধ্য কৃষকদের অনুগামী হিসেবে পেতে সক্ষম হয়। এইভাবে গ্রামাঞ্চলে কুলাক শক্তি ফাট্‌কাবাজির উদ্দেশ্যে কৃত্রিমভাবে দাম বাড়ানোর জন্য আমাদের গঠনমূলক কাজের অসুবিধাগুলি থেকে একটা সুযোগ আদায় করার অবস্থায় রয়েছে।

কুলাকদের ফাট্‌কাবাজির দরুণ শস্যের দাম যে শতকরা ৪০-৫০ ভাগ বেড়ে গেছে, তার ফল কি? প্রথম ফল হল শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরি হ্রাস। ধরা যাক, আমরা এই সময়ে শ্রমিকদের মজুরি বাড়িয়েছি। কিন্তু সেক্ষেত্রে আমাদের কারখানাজাত পণ্যেরও দাম বাড়াতে হয়েছে, তাতে শ্রমিকশ্রেণী এবং গরিব ও মাঝারি কৃষক—সকলেরই জীবনযাত্রার মানের ওপর আঘাত আসবে। তার প্রতিক্রিয়া কি হবে? নিঃসন্দেহে তার প্রতিক্রিয়া দাঁড়াবে সরাসরি আমাদের গোটা অর্থনীতিকেই আহত করা।

কিন্তু সেটাও শেষ কথা নয়। ধরা যাক, আমরা এবছর জানুয়ারি মাসে বা বসন্তকালে শস্য বপনের প্রস্তুতির ঠিক আগে শস্যের দাম শতকরা ৪০-৫০ ভাগ বৃদ্ধি করেছি। এর ফলটা কি দাঁড়ায়? আমরা তাহলে আমাদের শিল্পের কাঁচামালের ভিত্তিকে বিশৃংখল করে ফেলব। যারা তুলো উৎপাদন করছে, তারা তুলো চাষ ছেড়ে দিয়ে খাদ্যশস্য উৎপাদন শুরু করবে। যারা শন উৎপাদন করে, তারা শন চাষ ছেড়ে দিয়ে খাদ্যশস্য উৎপাদন করবে। বীট উৎপাদনকারীরাও তাই করবে। এইরকমই সব চলবে।

সংক্ষেপে বলা যায়, গ্রামাঞ্চলের পুঁজিবাদী শক্তিসমূহের মুনাফার ক্ষুধা মেটাতে গিয়ে আমরা আমাদের শিল্পের কাঁচামালের ভিত্তিকেই বিনষ্ট করব।

কিন্তু এটাও সব কথা নয়। যদি আমরা ধরা যাক এই বসন্তে জোর করে শস্যের দাম বাড়াই, তার অর্থ হবে এই যে, আমরা নিশ্চিতভাবেই সেই গরিব কৃষকদের দুর্দশায় ফেলেছি, যারা বসন্তকালে খাদ্যের জন্য এবং নিজেদের জমিতে বপনের জন্য শস্য কেনে। গরিব ও নিম্ন-মধ্য কৃষকেরা আমাদের এ কথা বলার সব অধিকারই রাখে: 'আপনারা আমাদের ঠকিয়েছেন, কেননা গত শরতে আমরা আপনাদের কম দামে খাদ্যশস্য বিক্রি করেছি আর এখন আপনারা আমাদের চড়া দামে শস্য কিনতে বাধ্য করছেন। সোভিয়েতের ভদ্রোমহদয়গণ, আপনারা কাদের রক্ষা করছেন, গরিব কৃষকদের, না কুলাকদের?'

সেজন্যই কুলাক ফাট্‌কাবাজ যারা শস্যের দাম জোর করে বাড়াতে আগ্রহী তাদের উপর পার্টির একটা প্রত্যাঘাত হানতে হয়েছে যাতে শ্রমিকশ্রেণী ও আমাদের লালফৌজের মধ্যে কুলাক ও ফাট্‌কাবাজের তরফে বুভুক্ষার বিপর্যয় আনার সব ঝোঁক বানচাল হয়ে যায়।

তৃতীয়—এ বিষয়ে কোন সংশয় নেই যে গ্রামাঞ্চলে পুঁজিপতি শক্তিসমূহ আমাদের গঠনমূলক কাজের অসুবিধাগুলি থেকে যতটা সুযোগ আদায় করেছে ততটা কিছুতেই পারত না এবং শস্য-সংগ্রহ সংকট এমন এক বিপর্যয়ের আকার ধারণ করত না যদি এক্ষেত্রে তারা অন্য একটি পরিস্থিতি থেকে মদৎ না পেত। কি সেই পরিস্থিতি?

সেটি হচ্ছে আমাদের সংগ্রহ সংস্থাগুলির শৈথিল্য, সেগুলির পরস্পরের মধ্যে একটি যুক্তফ্রন্টের অভাব, তাদের পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা এবং শস্যের দাম বাড়ানোর ফাট্‌কাবাজির বিরুদ্ধে দৃঢ়বদ্ধ সংগ্রামে তাদের অনীহা।

পরিশেষে হল সংগ্রহ অভিযান এলাকাগুলিতে আমাদের পার্টি-সংগঠনগুলির জড়তা, শস্য-সংগ্রহ অভিযানে যে ধারনের হস্তক্ষেপ করা তাদের উচিত ছিল তা করতে অনীহা, সংগ্রহ ফ্রন্টের সাধারণ ঢিলেমিতে হস্তক্ষেপ করায় এবং তার অবসান সাধনে অনিচ্ছা।

গত বছরের সংগ্রহ অভিযানের সাফল্যে মাতোয়ারা হয়ে এবং এ বছরেও আপনা-আপনি সংগ্রহ হয়ে যাবে এইরকম বিশ্বাস করে আমাদের সংগ্রহ সংস্থা ও পার্টি-সংগঠনগুলি সবকিছুই 'ঈশ্বরের ইচ্ছা'র ওপর ছেড়ে দিয়েছিলেন এবং

কুলাক ফাট্‌কাবাজদের জন্য একটি পরিষ্কার ক্ষেত্র ছেড়ে দিয়েছিলেন। আর *ঠিক এই অবস্থাটির জন্য কুলাকরা অপেক্ষা করেছিল। এ বিষয়ে সামান্যতম* সন্দেহ নেই যে পরিস্থিতি এইরকম না হলে সংগ্রহ-সংকট এমন এক বিপর্যয়ের চেহারা ধারণ করতে পারত না।

এ কথা ভুললে চলবে না যে আমরা অর্থাৎ আমাদের সংগ্রহ বিষয়ক এবং অন্য সংস্থাগুলি গ্রামাঞ্চলে শিল্পজাত দ্রব্য সরবরাহের প্রায় ৮০ ভাগ সেখানকার সকল সংগ্রহের প্রায় ৯০ ভাগ নিয়ন্ত্রণ করি। এ কথা বলাই বাহুল্য, আমাদের সংগঠনগুলি এই অনুকূল অবস্থাকে কাজে লাগাতে জানলে এই পরিস্থিতিই আমাদেরকে গ্রামাঞ্চলে কুলাকদের নির্দেশ দিতে সক্ষম করে। কিন্তু আমরা এই অনুকূল অবস্থা কাজে লাগানোর বদলে সব জিনিস আপনা-আপনি এগোতে দিয়েছি এবং তদ্দ্বারা অবশ্যই আমাদের নিজেদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই সোভিয়েত সরকারের বিরুদ্ধে গ্রামাঞ্চলের পুঁজিপতি শক্তিগুলির লড়াইকে সুগম করে দিয়েছি।

কমরেডগণ, এইসব অবস্থাই গত বছরের শেষে যে সংগ্রহ-সংকট তাকে নিরূপিত করে।

সুতরাং আপনারা দেখছেন যে সংগ্রহ-সংকটকে কোনও আপতিক ব্যাপার বলে গণ্য করা যেতে পারে না।

আপনারা জানেন যে শস্য-সংগ্রহ সংকট হল আমাদের নির্মাণকার্যের অন্যতম সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ একটি সমস্যা—শস্য-সংগ্রহের সমস্যা বিষয়ে সোভিয়েত সরকারের বিরুদ্ধে গ্রামাঞ্চলে নেপ পরিবেশাধীনে পুঁজিদার শক্তিগুলির প্রথম গুরুতর আঘাতেরই একটি বহিঃপ্রকাশ।

কমরেডগণ, এটাই হল শস্য-সংগ্রহ সংকটের শ্রেণী-পটভূমি।

আপনারা জানেন যে সংগ্রহ-সংকট সমাধানে এবং কুলাকদের ফাট্‌কা-বাজির ক্ষুধা দমনে পার্টি ও সোভিয়েত সরকার কয়েকটি কার্যকর পন্থা গ্রহণে বাধ্য হয়েছে। আমাদের কাগজগুলিতে এই পন্থাগুলি সম্পর্কে যথেষ্ট লেখা হয়েছে। কেন্দ্রীয় কমিটি ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের যুক্ত প্লেনামের প্রস্তাবে এ বিষয়ে বেশ বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে। তাই আমার মনে হয় যে এখানে তার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই।

আমি শুধু এখানে কয়েকটি জরুরী পন্থার কথা বলতে চাই যেগুলি জরুরী পরিস্থিতির দরুণ গ্রহণ করতে হয়েছে, আর অবশ্যই সেই জরুরী পরিস্থিতির

অবসান হলে সেই পন্থাগুলিও লোপ পাবে। আমি ফাট্‌কাবাজির বিরুদ্ধে ১০৭ ধারার আইন বলবৎ করার কথা বলছি। ১৯২৬ সালে কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদে এই ধারা গৃহীত হয়েছে। গত বছর এই ধারাটি প্রয়োগ করা হয়নি। কেন করা হয়নি? যেহেতু বলা হয় যে শস্য-সংগ্রহ স্বাভাবিকভাবেই এগোচ্ছিল সুতরাং এই ধারাটি প্রয়োগের কোন ভিত্তিই ছিল না। কেবল এ বছরেই—১৯২৮ সালের গোড়াতেই এই ধারাটিকে স্মরণ করা হয়েছে। আর এই ধারাটিকে যে স্মরণ করতে হয়েছে তার কারণ হল কুলাকদের ফাট্‌কাবাজি চক্রান্তের ফলে আমাদের দেশে কতকগুলি জরুরী পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল যা খাদ্যাভাবের বিপদকে হাজির করেছিল। এটা স্পষ্ট যে আগামী সংগ্রহ-বছরে যদি কোনও জরুরী পরিস্থিতি না থাকে এবং শস্য-সংগ্রহ যদি স্বাভাবিক-ভাবেই অগ্রসর হয় তাহলে ১০৭ ধারা প্রযুক্ত হবে না। আর পক্ষান্তরে যদি জরুরী অবস্থার উদ্ভব হয় এবং পুঁজিবাদী শক্তিগুলি আবার তাদের 'কৌশল' শুরু করে, তবে ১০৭ ধারার পুনরাবির্ভাব হবে।

এইসব কারণে এটা বলা বোকামি হবে যে নয়া অর্থনৈতিক নীতিকে 'বিনষ্ট' করা হচ্ছে, আবার উদ্বৃত্ত বাজেয়াপ্তিকরণ পদ্ধতিতে 'প্রত্যাবর্তন' হচ্ছে ইত্যাদি। কেবল সোভিয়েত জমানার শত্রুরাই নয়া অর্থনৈতিক নীতির বিনাশের কথা এখন ভাবতে পারে। নয়া অর্থনৈতিক নীতি থেকে এখন সোভিয়েত সরকারই সবার চেয়ে বেশি উপকৃত। কিন্তু কিছু লোক আছে যাদের ধারণা এই যে, নেপের অর্থ কুলাকসমেত সকল পুঁজিবাদী শক্তির বিরুদ্ধে তাদেরকে পরাস্ত করার জন্য লড়াই জোরদার করা নয় পক্ষান্তরে তা হল কুলাক ও অন্য পুঁজিবাদী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইকে বন্ধ করা। এ কথা বলাই বাহুল্য যে এই ধরনের লোকদের সঙ্গে লেনিনবাদের কোন সম্পর্কই নেই কারণ তাদের জন্য আমাদের পার্টিতে কোন জায়গা নেই, কোন জায়গা থাকতেও পারে না।

পার্টি ও সোভিয়েত সরকার খাদ্য-সংকট সমাধানে যেসব পন্থা গ্রহণ করেছেন সেগুলির ফলাফলও আপনাদের কাছে জানা। সংক্ষেপে সেগুলি নিম্নরূপ।

প্রথমতঃ, আমরা যে সময় নষ্ট হয়েছে তার ক্ষতিপূরণ করেছি, এবং গত বছর যে হারে শস্য-সংগ্রহ হয়েছিল তার সমান বেগে, এবং কোথাও কোথাও তার থেকেও অধিক বেগে শস্য-সংগ্রহ করেছি। আপনারা জানেন যে, জানুয়ারি থেকে মার্চ এই তিন মাসের মধ্যে আমরা ২৭০,০০০,০০০ পুডেরও

বেশি শস্য সংগ্রহ করতে পেরেছি। অবশ্য এতেই আমাদের সব প্রয়োজন মিটবে না। আমাদের এখনো ১০০,০০০,০০০ পুডেরও বেশি সংগ্রহ করতে হবে। তৎসত্ত্বেও, এই সংগ্রহ সেই প্রয়োজনীয় সাফল্য এনে দিয়েছে যা সংগ্রহ-সংকটের অবসান ঘটাতে আমাদেরকে সক্ষম করেছে। আমরা এখন পুরোপুরি সংগতভাবেই বলতে পারি যে পার্টি ও সোভিয়েত সরকার এই ফ্রণ্টে একটি প্রতীকী বিজয় অর্জন করেছে।

দ্বিতীয়তঃ, আমরা এলাকাগুলিতে আমাদের সংগ্রহ সংস্থা এবং পার্টি-সংগঠনগুলিকে তাদের সংগ্রামের প্রস্তুতির পরখ করে একটি দৃঢ় অথবা প্রায় দৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়েছি, এবং এই সংগঠনগুলি থেকে সেই চরম দুর্নীতি-গ্রস্ত ব্যক্তিদেরকে আমরা বহিষ্কার করে দিয়েছি যারা গ্রামাঞ্চলে শ্রেণীসমূহের অস্তিত্বকে স্বীকার করে না এবং কুলাকদের সঙ্গে 'কলহে' অনিচ্ছুক থাকে।

তৃতীয়তঃ, আমরা গ্রামাঞ্চলে আমাদের কাজের উন্নতি করেছি, গরিব কৃষকদেরকে আমরা আমাদের আরও কাছে এনেছি এবং মাঝারি কৃষকদের ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠের আনুগত্যলাভ করেছি, আমরা কুলাকদের বিচ্ছিন্ন করেছি এবং মাঝারি কৃষকদের ওপরতলার ধনী স্তরকে কিঞ্চিৎ বিরূপ করেছি। এই কাজ করতে গিয়ে আমরা আমাদের পুরানো সেই বলশেভিক শ্লোগানকেই বাস্তবে রূপায়িত করেছি যা আমাদের পার্টির সেই অষ্টম কংগ্রেসে[১৩] স্বয়ং লেনিন ঘোষণা করেছিলেন: গরিব কৃষকদের ওপর বিশ্বাস রাখ, মাঝারি কৃষকদের সঙ্গে এক দৃঢ় মোর্চা গড়ে তোল, এক মুহূর্তের জন্যও কুলাকদের বিরুদ্ধে লড়াই বন্ধ কোর না।

আমি জানি যে কিছু কমরেড এই শ্লোগানকে খুব স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেননি। এখন যেহেতু সর্বহারার একনায়কত্ব দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত, তাই এখন শ্রমিক-কৃষক জোট বলতে কুলাক সমেত সমগ্র কৃষকসমাজের সঙ্গে শ্রমিকদের জোটের কথা ভাবাটা অদ্ভুত হবে। না, কমরেডগণ, এই ধরনের জোটের পক্ষে আমরা ওকালতি করি না, করতে পারিও না। সর্বহারার একাধিপত্যের অধীনে যখন শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষমতা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত, তখন কৃষকসমাজের সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর জোটের অর্থ হল গরিব কৃষকদের ওপর বিশ্বাস রাখা, মাঝারি কৃষকদের সঙ্গে জোটবদ্ধ হওয়া এবং কুলাকদের বিরুদ্ধে লড়াই করা। যারা মনে করে আমাদের পরিস্থিতিতে কৃষকদের সঙ্গে জোটবদ্ধতা বলতে কুলাকদের সঙ্গে জোটবদ্ধতা বোঝায়, তাদের সঙ্গে লেনিনবাদের কোনও সম্পর্কই নেই। যে-কেউ গ্রামাঞ্চলে

এমন একটা নীতি চালু করার কথা ভাবে যাতে ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলকেই খুশি করা যাবে, তাহলে সে মার্কসবাদী নয়, বরং একটি নির্বোধ; কারণ, কমরেডগণ, তেমন কোন নীতির অস্তিত্ব দুনিয়ায় নেই। (**হাস্য ও হর্ষধ্বনি।**) আমাদের নীতি হল শ্রেণী-নীতি।

প্রধানতঃ এইগুলিই হল শস্য-সংগ্রহ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে আমাদের অনুসৃত পন্থার ফলাফল।

নিঃসন্দেহ যে, এইসব পন্থার ব্যবহারিক রূপায়ণের কালে বেশ কিছু বাড়াবাড়ি এবং পার্টি-লাইনের অপপ্রয়োগ হয়েছে। আমাদের নীতির অপপ্রয়োগের অনেকগুলি ঘটনা যা আমাদেরই নির্বুদ্ধিতার দরুণ গরিব ও মাঝারি কৃষককে প্রধানতঃ আঘাত করেছে—১০৭ ধারার ভুল প্রয়োগ ইত্যাদির ঘটনা—তা সকলেরই সুবিদিত। এই ধরনের বিচ্যুতির জন্য যারা অপরাধী তাদের আমরা চূড়ান্ত কঠোরভাবে শাস্তি দিয়ে থাকি এবং ভবিষ্যতেও তা দেব। কিন্তু এইসব অপপ্রয়োগের দরুণ পার্টির গৃহীত পদক্ষেপগুলির কল্যাণকর ও সত্যকারের মূল্যবান ফলগুলি চোখে না পড়াটাও অদ্ভুত, সেগুলি ছাড়া আমরা এই সংগ্রহ-সংকট কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারতাম না। এরকম করার অর্থ হল প্রধান জিনিসের দিকে চোখ বুঁজে গৌণ এবং আপতিক জিনিসগুলির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা। তার অর্থ হবে আমাদের কর্মনীতির মুষ্টিমেয় কয়েকটি বিচ্ছিন্ন বিচ্যুতির দৃষ্টান্ত থেকে যে বিচ্যুতিগুলি আদৌ পার্টির গৃহীত পন্থাগুলির সঙ্গে যুক্ত নয় তা থেকে সংগ্রহ অভিযানের অত্যন্ত সারবান সাফল্যগুলিকে লক্ষ্য না করা।

আমাদের সংগ্রহের সাফল্যকে এবং গ্রামাঞ্চলে পুঁজিবাদী শক্তির আক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াইকে সুগম করার মতো কোনও পরিস্থিতি ছিল কি?

হাঁ, ছিল। এরকম অন্ততঃ দুটি পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করা যায়।

প্রথমতঃ, এই ঘটনা যে আমাদের পার্টির পঞ্চদশ কংগ্রেসের পর, বিরোধীপক্ষকে নির্মূল করার পর, পার্টির শত্রুদেরকে উৎখাত করে পার্টিতে সর্বাধিক মাত্রায় ঐক্য অর্জন করার পর আমরা সংগ্রহ অভিযানে পার্টির হস্তক্ষেপ অর্জন করেছি ও কুলাক ফাট্‌কাবাজ শক্তিগুলির বিরুদ্ধে আঘাত হেনেছি। কুলাকদের বিরুদ্ধে লড়াই করাকে কখনোই তুচ্ছ ব্যাপার ভাবলে চলবে না। দেশের মধ্যে কোনরকম জটিলতা সৃষ্টি না করে কুলাক ফাট্‌কাবাজদের চক্রান্তকে পরাভূত করার জন্য চাই নিশ্ছিদ্রভাবে ঐক্যবদ্ধ একটি পার্টি, অত্যন্ত দৃঢ় একটি

পশ্চাদ্‌ভূমি এবং অত্যন্ত দৃঢ় দরকার। অনেকাংশে এইসব বৈশিষ্ট্য বর্তমান থাকাতেই যে কুলাকরা অচিরাৎ পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হয়েছে, এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

দ্বিতীয়তঃ, এই ঘটনা যে কুলাকদের ফাট্‌কাবাজ শক্তিগুলিকে দমন করার জন্য আমাদের গৃহীত ব্যবহারিক পদক্ষেপগুলিকে আমরা শ্রমিকশ্রেণীর লাল-ফৌজের এবং গ্রামের অধিকাংশ গরিব মানুষের মৌল স্বার্থের সঙ্গে যুক্ত করতে সফল হয়েছি। কুলাক ফাট্‌কাবাজ শক্তিসমূহ যে শহর ও গ্রামের মেহনতী মানুষকে দুর্ভিক্ষের ভূত দেখিয়ে সন্ত্রস্ত করছে এবং তদুপরি সোভিয়েত সরকারের আইন (১০৭ ধারা) লংঘন করছে এই ঘটনার অবধারিত ফল হিসেবেই বেশির ভাগ গ্রামের মানুষ গ্রামাঞ্চলে পুঁজিবাদী শক্তির বিরুদ্ধে আমাদের লড়াইয়ে আমাদের সপক্ষে সামিল হচ্ছে। কুলাকরা খাদ্যশস্য নিয়ে জঘন্য ফাট্‌কাবাজী চালাচ্ছে এবং এইভাবে শহরে ও গ্রামে চূড়ান্ত সমস্যার সৃষ্টি করছে; তাছাড়া তারা সোভিয়েত আইনকে, অর্থাৎ শ্রমিক, কৃষক ও লাল-ফৌজ সদস্যদের ডেপুটিদের সোভিয়েতের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের ইচ্ছাকেই লংঘন করছে—এটাই কি নিশ্চিত নয় যে এই পরিস্থিতিই কুলাকদেরকে বিচ্ছিন্ন করার কাজকে সুগম করে তুলতে বাধ্য?

ব্যাপারটার ধরণ কিছুটা ১৯২১ সালে আমাদের যেমন ছিল তখনকার মতো (অবশ্য যথোচিত দ্বিধাসহই), যখন দেশে দুর্ভিক্ষের দরুণ লেনিনের নেতৃত্বে পার্টি দুর্ভিক্ষ-পীড়িত এলাকার জন্য খাদ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে গীর্জার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার প্রশ্ন তুলেছিল এবং সেটিকেই একটি ব্যাপক ধর্ম-বিরোধী অভিযানের ভিত্তিস্বরূপ করেছিল এবং যখন পুরোহিতরা তাদের ধনসম্ভার আঁকড়ে রেখে বস্তুতঃ অনশনক্লিষ্ট জনগণেরই বিরোধিতা করেছিল এবং তার দ্বারা সাধারণভাবে গীর্জার এবং বিশেষতঃ ধর্মীয় সংস্কারের বিরুদ্ধে এবং বিশেষ করে যাজক ও যাজক নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে জনগণের ক্ষোভের উদ্রেক করেছিল। সেই সময় পার্টিতে কিছু অদ্ভুত লোক ছিল যারা ভাবত যে লেনিন ঐ ১৯২১ সালেই প্রথম গীর্জার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন **(হাস্যরোল)**—তার পূর্বে তিনি সেটা বুঝতে পারেননি। কিন্তু কমরেডগণ, এই ধারণাটা নিশ্চয়ই বাজে। ১৯২১ সালের পূর্বেই লেনিন গীর্জার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। কিন্তু সেটা কোন কথা নয়। আসল কথা হল জনগণের মৌল স্বার্থের লড়াইয়ের সঙ্গে একটি ব্যাপক ধর্মবিরোধী

গণ-অভিযানকে যুক্ত করা এবং এমনভাবে সেই অভিযানকে পরিচালনা করা যাতে জনগণ তা বুঝতে পারে এবং সমর্থন করে।

ঐ একই কথা বলতে হবে শস্য-সংগ্রহ অভিযানে এ বছরের গোড়ার দিকে পার্টির কৌশল সম্পর্কে। অনেক লোক আছে যারা মনে করে যে পার্টি এই প্রথমই মাত্র কুলাক বিপদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছে। কমরেডগণ, এরকম ভাবাটা নিশ্চিত বোকামি। পার্টি এই ধরনের লড়াইয়ের প্রয়োজনীয়তা সর্বদাই উপলব্ধি করেছে এবং কথায় নয়, কাজেই সেই লড়াই পরিচালনা করেছে। এ বছরের গোড়ায় পার্টির গৃহীত কৌশলটির বিশেষ লক্ষণ এই যে গ্রামাঞ্চলে কুলাক ফাট্‌কাবাজ শক্তির বিরুদ্ধে এক দৃঢ়বদ্ধ লড়াইকে পার্টি মেহনতী মানুষের মৌল স্বার্থের লড়াইয়ের সঙ্গে যুক্ত করার সুযোগ পেয়েছে ; এবং এই সংযুক্তির দ্বারা পার্টি গ্রামাঞ্চলে মেহনতী মানুষের অধিকাংশের অনুগামিতা অর্জন করতে এবং কুলাকদেরকে বিচ্ছিন্ন করতে সক্ষম হয়েছে।

স্থানকালের শর্ত ছেড়ে, এবং জনগণ নেতৃত্বের এই বা ঐ পদক্ষেপটি সমর্থন করতে প্রস্তুত কি অপ্রস্তুত তা গ্রাহ্য না করে সকল ফ্রন্টে নির্বিচারে তোমার সবকটি বন্দুক চালিয়ে যাও—এটি কখনই বলশেভিক কর্মনীতির কৌশল নয়। বলশেভিক কর্মনীতির কৌশল হল স্থান ও সময় বেছে নেওয়ার এবং সমস্ত পরিস্থিতির মূল্যায়ন করার ক্ষমতা যাতে সবচেয়ে দ্রুত সবচেয়ে বেশি ফল পাওয়া যায় এমন ফ্রন্টেই আক্রমণকে সংহত করা যায়।

তিন বছর আগে যখন আমরা মাঝারি কৃষকদের দৃঢ় সমর্থন পাইনি, মাঝারি কৃষকেরা যখন উত্তেজিত ছিল এবং আমাদের ভোলস্ত্‌ কর্মপরিষদগুলির সভাপতিদের ওপর তীব্র আক্রমণ হান্‌ছিল, গরিব কৃষকরা যখন নেপের ফলাফলে আতংকিত, যখন প্রাক-যুদ্ধ শস্য-এলাকার মাত্র ৭৫ ভাগ আমাদের হাতে ছিল, আমরা যখন গ্রামাঞ্চলে খাদ্য ও কাঁচামাল উৎপাদন প্রসারের বুনিয়াদী সমস্যার মুখোমুখি এবং আমরা যখন শিল্পের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্য ও কাঁচামালের বনিয়াদ তৈরী করে উঠতে পারিনি, তখন যদি আমরা কুলাকদের ওপর একটা জোরালো আঘাত হানতাম, তাহলে বস্তুতঃ এখন আমরা কি ফল পেতাম ?

আমার সন্দেহ নেই যে সেক্ষেত্রে আমরা লড়াইয়ে হেরে যেতাম, শস্য-এলাকাকে আমরা এখন যে পর্যন্ত বাড়াতে পেরেছি, তখন তা পারতাম না,

শিল্পের জন্য খাদ্য ও কাঁচামালের এক বনিয়াদ তৈরীর সম্ভাবনাকে ব্যর্থ করে দিতাম, আমরা কুলাকদের শক্তিবৃদ্ধিকে সহজ করে দিতাম, মাঝারি কৃষকদের বিরূপ করতাম এবং সম্ভবতঃ দেশের মধ্যে এখন তাহলে অত্যন্ত গুরুতর রাজনৈতিক জটিলতা বজায় থাকত।

এই বছরের গোড়ার দিকে গ্রামাঞ্চলে কি অবস্থা ছিল? শস্য-এলাকাগুলি প্রাক-যুদ্ধ পরিধি পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে, শিল্পের জন্য খাদ্য ও কাঁচামালের ভিত্তি আগের চেয়ে নিশ্চিত হয়েছে, সোভিয়েত সরকারের পেছনে মাঝারি কৃষকদের গরিষ্ঠ অংশের দৃঢ় সমর্থন রয়েছে, কমবেশি একটি সংগঠিত গরিব কৃষকসমাজ আছে, গ্রামাঞ্চলে উন্নত ও বলবত্তর পার্টি ও সোভিয়েত সংগঠনগুলি বর্তমান। এটা কি স্বতঃই স্পষ্ট নয় যে, কেবল সেজন্যই আমরা কুলাক ফাট্‌কাবাজ শক্তিগুলির বিরুদ্ধে গুরুতর আঘাত হেনে সাফল্যের কথা ভাবতে পারি? এটা কি স্পষ্ট নয় যে গ্রামাঞ্চলে পুঁজিবাদী শক্তির বিরুদ্ধে ব্যাপক গণ-সংগ্রাম সংগঠিত করার বিষয়ে এই দুটি পরিস্থিতির মধ্যেকার যে বিশাল পার্থক্য তা কেবল গণ্ডমূর্খেরাই বুঝতে পারে না?

স্থান-কাল নির্বিশেষে, দুটি যুধ্যমান শক্তির সম্পর্ক নির্বিচারে সকল ফ্রণ্টে এলোপাথাড়িভাবে সবকটি বন্দুক দাগার নীতি যে কত মূঢ়তা তার একটি দৃষ্টান্ত এখানে পাওয়া গেল।

কমরেডগণ, শস্য-সংগ্রহের ব্যাপারে অবস্থা এই রকমই দাঁড়িয়েছে।

এখন আসুন শাখ্‌তি ঘটনার প্রসঙ্গে যাওয়া যাক।

৩। শাখ্‌তির ঘটনা

শাখ্‌তির ঘটনার শ্রেণীগত পটভূমি কি? শাখ্‌তির ঘটনার বীজ কোথায় নিহিত ছিল এবং কি শ্রেণীভিত্তি থেকে এই আর্থনীতিক প্রতিবিপ্লবের উদ্ভব হয়েছিল?

কোন কোন কমরেড ভাবেন শাখ্‌তির ব্যাপারটা একটা আকস্মিক ঘটনা। তাঁরা সাধারণতঃ বলেন, আমরা ঠিক অসতর্ক অবস্থায় আক্রান্ত হয়েছি, আমরা অমনোযোগী হয়ে পড়েছিলাম; কিন্তু আমরা যদি অসতর্ক হয়ে না পড়তাম তাহলে শাখ্‌তির ঘটনা ঘটতেই পারত না। এখানে যে অনবধানতাবশতঃ একটা ত্রুটি ঘটেছে, খুব গুরুতর ত্রুটিই, তাতে কোনও সন্দেহই নেই। কিন্তু

এর সব কিছুকেই অনবধানতাবশতঃ ক্রটি বলে অ্যাখ্যা দিলে প্রকৃত ব্যাপার কিছুই বোঝা যায় না।

শাখ্‌তির ঘটনার তথ্য এবং দলিলগুলি থেকে কি দেখা যায়?

তথ্য-বিবরণ থেকে দেখা যায় যে, শাখ্‌তির ঘটনা ছিল বুর্জোয়া বিশেষজ্ঞ, প্রাক্তন কয়লাখনি মালিকদের একাংশের চক্রান্তে পরিকল্পিত একটি অর্থনৈতিক প্রতিবিপ্লব।

তথ্য-বিবরণে আরও দেখা যায় যে এইসব বিশেষজ্ঞ একটি গোপন চক্রে সংঘবদ্ধ হয়েছিল এবং প্রাক্তন খনি-মালিক যারা এখন বিদেশে বসবাসকারী তাদের কাছ থেকে ও পাশ্চাত্ত্যের সোভিয়েত-বিরোধী প্রতিবিপ্লবী পুঁজিবাদী সংগঠনগুলির কাছ থেকে অন্তর্ঘাতমূলক কাজের উদ্দেশ্যে টাকা-পয়সা নিচ্ছিল।

পরিশেষে, তথ্য-বিবরণে দেখা যায় যে, এই বুর্জোয়া বিশেষজ্ঞ গোষ্ঠী পাশ্চাত্ত্য পুঁজিবাদী সংগঠনগুলির নির্দেশে কাজ করেছে ও আমাদের শিল্পকে ধ্বংস করেছে।

এসব ঘটনা কিসের ইঙ্গিত করে?

তা এই ইঙ্গিত করে যে, এই ব্যাপারটা হচ্ছে আমাদের শিল্পক্ষেত্রে সোভিয়েত-বিরোধী পশ্চিম ইউরোপীয় পুঁজিবাদী সংগঠনগুলির অর্থনৈতিক হস্তক্ষেপ। একসময় সামরিক ও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ হয়েছিল, সেগুলি আমরা বিজয়দৃপ্ত গৃহযুদ্ধের মাধ্যমে বিনাশ করতে সফল হয়েছি। এখন আমাদের অর্থনৈতিক হস্তক্ষেপ দমনে চেষ্টা করতে হবে, একে দমনের জন্য আমাদের কোনও গৃহযুদ্ধের প্রয়োজন হবে না, কিন্তু এটা আমাদের অবশ্যই বিনাশ করতে হবে, বিনাশ করতে হবে আমাদের যথাসাধ্য শক্তি দিয়ে।

এটা বিশ্বাস করা বোকামি যে, আন্তর্জাতিক পুঁজি আমাদের শান্তিতে থাকতে দেবে। না, কমরেডগণ, তা সত্য নয়। শ্রেণী আছে, আন্তর্জাতিক পুঁজি আছে, এবং তারা কিছুতেই যে দেশ সমাজতন্ত্র গড়ে তুলছে সেই দেশের উন্নয়নকে শান্তভাবে দেখে যেতে পারে না। পূর্বে আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদীরা ভেবেছিল যে, সরাসরি সশস্ত্র হস্তক্ষেপের মাধ্যমে তারা সোভিয়েত শাসনকে উৎখাত করে দিতে পারবে। সে-চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। এখন তারা প্রায়-অস্পষ্ট, সর্বদা লক্ষণীয় নয় তথাপি বেশ রীতিমত অর্থনৈতিক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে, অন্তর্ঘাত চালিয়ে, শিল্পের এই শাখায় বা ঐ শাখায় সব রকম 'সংকট' সৃষ্টি করে আমাদের অর্থনৈতিক শক্তিকে বিপর্যস্ত করতে এবং তার দ্বারা ভবিষ্যতে সশস্ত্র

হস্তক্ষেপের সম্ভাবনাকে সুগম করে তুলতে চেষ্টা চালাচ্ছে ও তা-ই চালিয়ে যাবে। এই সবকিছুই সোভিয়েত শাসন-বিরোধী আন্তর্জাতিক পুঁজির শ্রেণী-সংগ্রামের জালে বোনা রয়েছে এবং এখানে আকস্মিকতার কোনও প্রশ্নই উঠতে পারে না।

হয় এটা নয় ওটা :

হয় আমরা সর্বদেশের সর্বহারা ও নিপীড়িত মানুষকে ইউ. এস. এস. আর-এর শ্রমিকশ্রেণীর চারিপাশে সমবেত করার বিপ্লবী নীতি অনুসরণ করে চলব —সেক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক পুঁজি আমাদের অগ্রগতিকে বাধা দিতে তার যথাসাধ্য করবে ;

অথবা আমরা বিপ্লবী নীতি পরিত্যাগ করব এবং আন্তর্জাতিক পুঁজিকে কিছু কিছু বুনিয়াদী অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা দিতে রাজী হব—সেক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক পুঁজি আমাদের সমাজতান্ত্রিক দেশকে একটি 'ভাল' বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রে রূপান্তরণে সাহায্য করতে নিঃসন্দেহে বিরূপ হবে না।

এমন কিছু লোক আছে যারা মনে করে যে আমরা একটি মুক্তিকামী পররাষ্ট্র নীতি গ্রহণ করতে পারি এবং একই সঙ্গে সেই নীতির জন্য ইউরোপীয় ও মার্কিন পুঁজিবাদীদের প্রশংসা পেতে পারি। আমি দেখাব, এই ধরনের সরল প্রকৃতির লোকদের সঙ্গে আমাদের পার্টির কোন সম্পর্ক নেই, থাকতে পারে না।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, ব্রিটেন দাবি করে আমরা যেন পারস্য, আফগানিস্তান বা তুর্কিস্তানে এরকম কোথাও কোথাও তার লুণ্ঠন চালানোর প্রভাব-এলাকা স্থাপন অভিযানে যোগ দিই এবং সে আমাদের এই আশ্বাস দিচ্ছে যে আমরা যদি এটুকু অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা দিই, তাহলে সে আমাদের সঙ্গে 'বন্ধুত্ব' করতে প্রস্তুত। বেশ, কমরেডগণ, এখন আপনারা বলুন, আমাদের কি এই সুযোগ-সুবিধাগুলি দেওয়া উচিত ?

সমবেত চিৎকার : না!

স্তালিন : আমেরিকা দাবি করে যে অন্যান্য দেশে শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তি-সংগ্রামকে সমর্থন করার কর্মনীতিকে নীতিগতভাবে আমরা যেন পরিত্যাগ করি এবং তার বক্তব্য যে এইটুকু সুযোগ-সুবিধা দিলেই সব ঠিক সুষ্ঠুভাবে চলবে। বেশ, কমরেডগণ, আপনারা কি বলেন, এই রেয়াৎ কি আমাদের দেওয়া উচিত ?

সমবেত চিৎকার : না!

স্তালিন : আমরা জাপানের সঙ্গেও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করতে পারি যদি তার মাঞ্চুরিয়া বিভাজনের ব্যাপারে তার পাশে দাঁড়াতে রাজী হই। আমরা কি এই রেয়াৎ দিতে পারি ?

সমবেত চিৎকার : না!

স্তালিন : অথবা, দৃষ্টান্ত হিসেবে ধরুন যে, দাবি উঠল এমন যে আমাদের বৈদেশিক একচেটিয়া বাণিজ্য 'শিথিল' করতে হবে এবং প্রাক-যুদ্ধ ও যুদ্ধকালীন সব ঋণ শোধ করতে হবে। কমরেডগণ, আমাদের কি এসবে রাজী হতে হবে ?

সমবেত চিৎকার : না!

স্তালিন : কিন্তু ঠিক যেহেতু আমরা নিজেদের কাছে মেকি মিথ্যা না হয়ে এইসব ও এই ধরনের রেয়াৎ দিতে রাজী হতে পারি না—ঠিক সেইহেতু এটা স্বীকৃতসত্য বলেই আমাদের গণ্য করতে হবে যে আন্তর্জাতিক পুঁজি আমাদের সঙ্গে সব রকমের নোংরা কৌশলের খেলা চালাবেই—তা সে শাখ্‌তির প্রসঙ্গই হোক বা ঐ ধরনের অন্য কিছুই হোক।

আপনারা এখানেই শাখ্‌তি ঘটনার শ্রেণীগত উৎসটি ধরতে পারবেন।

আমাদের দেশে আন্তর্জাতিক পুঁজির সশস্ত্র হস্তক্ষেপ সম্ভব হয়েছিল কেন ? কারণ আমাদের দেশ ছিল যুদ্ধবিশারদ, জেনারেল ও অফিসারদের কয়েকটি গোটা গোষ্ঠী, বুর্জোয়া ও জমিদারদের উৎসজাত লোকেরা যারা সর্বদাই সোভিয়েত শাসনের ভিত্তিকে বিপর্যস্ত করতে প্রস্তুত। এইসব অফিসার ও জেনারেলরা কি সোভিয়েত শাসনের বিরুদ্ধে একটা রীতিমত লড়াই সংঘটিত করত, যদি না তারা আন্তর্জাতিক পুঁজির কাছ থেকে আর্থিক, সামরিক এবং সর্ববিধ মদৎ না পেত ? নিশ্চয়ই না। আন্তর্জাতিক পুঁজি কি এইসব শ্বেতরক্ষী অফিসার ও জেনারেল গোষ্ঠীর সহযোগিতা ছাড়া কোনও গুরুত্বপূর্ণ হস্তক্ষেপ সংগঠিত করতে পারত ? আমি তা মনে করি না।

আমাদের মধ্যে সেই সময় এমন অনেক কমরেড ছিলেন যাঁরা ভেবেছিলেন যে সেই সশস্ত্র হস্তক্ষেপ একটা আকস্মিক ব্যাপার, তাদের ধারণা যে আমরা যদি ক্র্যাস্‌নভ, মামোন্তভ প্রমুখদের বন্দীশালা থেকে ছেড়ে না দিতাম, তাহলে কোনও হস্তক্ষেপের ঘটনা ঘটত না। এই ধারণাটি পুরোপুরি অসত্য। এটা নিঃসন্দেহ যে মামোন্তভ, ক্র্যাস্‌নভ এবং অন্য শ্বেতরক্ষী জেনারেলদের মুক্তিদান গৃহযুদ্ধের বিকাশে একটি ভূমিকা নিয়েছিল। কিন্তু সশস্ত্র হস্তক্ষেপের মূল যে এর মধ্যে নিহিত নেই, তা আছে একদিকে সোভিয়েত শাসন, অন্য-

দিকে আন্তর্জাতিক পুঁজি ও রাশিয়ায় তার বশংবদ জেনারেলদের শ্রেণী-বিরোধের মধ্যে—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

আন্তর্জাতিক পুঁজির আর্থিক ও নৈতিক সমর্থন ছাড়া, সোভিয়েত শাসন উৎখাত করায় আন্তর্জাতিক পুঁজির সাহায্য মেলার সম্ভাবনা ছাড়া কয়েকজন বুর্জোয়া বিশেষজ্ঞ, প্রাক্তন খনি-মালিকরা কি এখানে শাখ্‌তির ঘটনাটি সংঘটিত করতে পারত? না, তা অবশ্যই পারত না। আমাদের দেশে আন্তর্জাতিক পুঁজি কি শাখ্‌তির ঘটনার মতো কোন কোন অর্থনৈতিক হস্তক্ষেপ ঘটাতে পারত, যদি না দেশেরই মধ্যে একটা বুর্জোয়া শ্রেণী, একটা বিশেষ বুর্জোয়া বিশেষজ্ঞ গোষ্ঠী থাকত যারা সোভিয়েত সরকারকে ধ্বংস করার জন্য সমস্ত কিছু করতে প্রস্তুত? নিশ্চয়ই, তা পারত না। আমাদের দেশে কি আদৌ এমন বুর্জোয়া বিশেষজ্ঞ গোষ্ঠী আছে যারা সোভিয়েত শাসনকে বিপর্যস্ত করতে অর্থনৈতিক হস্তক্ষেপ পর্যন্ত সংগঠিত করতে প্রস্তুত? আমি মনে করি, তা আছে। আমি মনে করি না যে তারা সংখ্যায় বেশি। কিন্তু আমাদের দেশে যে প্রতিবিপ্লবী বুর্জোয়া বিশেষজ্ঞদের কিছু যৎকিঞ্চিত গোষ্ঠী আছে—সংখ্যায় তারা সশস্ত্র হস্তক্ষেপের সময়ের চাইতে অনেক অনেক কম হলেও—এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

এই দুটি শক্তির সমন্বয়েই ইউ. এস. এস. আরে অর্থনৈতিক হস্তক্ষেপের জমি তৈরী হয়েছে।

আর ঠিক এই জিনিসই শাখ্‌তির ঘটনার শ্রেণী পটভূমি তৈরী করেছে।

এবার শাখ্‌তি ঘটনা থেকে যে চারটি ব্যবহারিক সিদ্ধান্ত টানতে হবে, সেই প্রসঙ্গে।

শাখ্‌তির ঘটনা থেকে বেরিয়ে আসা চারটি ব্যবহারিক সিদ্ধান্ত নিয়ে আমি আলোচনা করতে চাই।

লেনিন বলতেন যে সমাজতন্ত্র গঠনে ব্যক্তি নির্বাচন একটি অন্যতম গুরুত্ব-পূর্ণ সমস্যা। শাখ্‌তির ঘটনা দেখিয়ে দেয় যে, আমরা অর্থনীতি ক্ষেত্রের ক্যাডার ভালমত নির্বাচন করতে পারিনি; তাদের যে কেবল ভালমত নির্বাচন করতে পারিনি তাই নয়, সেই সঙ্গে এমন পরিবেশেই তাদের রেখেছি যাতে তাদের বিকাশ ব্যাহত হয়। ৩৩ নং হুকুমনামার কথা, বিশেষতঃ ঐ হুকুম-নামার সংশ্লিষ্ট 'আদর্শবিধি'র কথা উল্লেখ করা হয়েছে।[১৪] এই আদর্শবিধির একটি বিশিষ্ট লক্ষণ এই যে সেগুলি প্রায় সব অধিকারই কার্যতঃ অর্পণ করেছে কারিগরী পরিচালকদের হাতে, সাধারণ পরিচালকদের হাতে থাকবে কেবল

বিবাদ মীমাংসার, 'প্রতিনিধিত্ব করা'র ক্ষমতা, সংক্ষেপে, তিনি শুধু আঙুলের ছাপ দেবেন। এ ধরনের পরিবেশে আমাদের অর্থনীতিক্ষেত্রের কর্মীরা উপযুক্তভাবে বিকশিত হতে পারেননি।

একটা সময় ছিল যখন এই ধরনের নির্দেশ অপরিহার্য ছিল, কারণ যখন এই নির্দেশ জারী হয়েছিল, তখন আমাদের নিজেদের কোনও অর্থনৈতিক ক্যাডার ছিল না, আমরা শিল্প তত্ত্বাবধানও জানতাম না, এবং স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় কারিগরী পরিচালকদের হাতে প্রধান প্রধান অধিকার দিতে বাধ্য হয়েছি। কিন্তু এখন এই নির্দেশ একটি প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন আমাদের নিজস্ব অর্থনৈতিক ক্যাডার আছে যাদের সেই অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতা বর্তমান, যার মাধ্যমে তারা আমাদের শিল্পক্ষেত্রের সত্যকারের নেতা হয়ে উঠতে পারে। এবং সেজন্যই এখন পুরানো আদর্শ বিধিগুলিকে বাতিল করে তার পরিবর্তে নতুন বিধি প্রবর্তনের সময় এসেছে।

বলা হয়ে থাকে যে, কমিউনিস্টদের পক্ষে, বিশেষতঃ শ্রমিকশ্রেণী-থেকে-আসা কমিউনিস্ট ব্যবসায়-প্রশাসকদের পক্ষে রসায়নের সূত্রগুলি বা সাধারণ-ভাবে কারিগরী জ্ঞান আয়ত্ত করা অসম্ভব। কমরেডগণ, এটা সত্য নয়। এমন কোন দুর্গ নেই যা শ্রমিকশ্রেণী, বলশেভিকরা দখল করতে পারে না। (হর্ষধ্বনি।) আমরা বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে আমাদের লড়াইয়ের পথে এর চেয়ে কঠিনতর সব দুর্গ দখল করেছি। সবকিছুই নির্ভর করছে আমাদের কারিগরী জ্ঞান আয়ত্ত করার ইচ্ছার ওপর এবং আমাদের নিজেদেরকে অধ্য-বসায় ও বলশেভিক সহ্যশক্তি দিয়ে সশস্ত্র করার ওপরে। কিন্তু আমাদের অর্থনৈতিক ক্যাডারদের কাজের পরিবেশ বদলাতে গেলে এবং তারা যাতে তাদের কাজের সত্যকারের ও সম্পূর্ণ নিয়ন্তা হিসেবে গড়ে উঠতে পারে সেজন্য সাহায্য করতে হলে আমাদের অবশ্যই পুরানো আদর্শবিধি বাতিল করে তৎ-পরিবর্তে নতুন নিয়ম প্রবর্তন করতে হবে। তা না হলে আমরা আমাদের কর্মীদেরকে পঙ্গু করে দেওয়ার বিপদ ডেকে আনব।

আমাদের এমন কিছু ব্যবসায়-প্রশাসক আছে কি যারা এখন আমাদের যে-কারুর চেয়ে অধঃপতিত? কেন তারা এবং তাদের মতো কমরেডরা নষ্ট, অধঃপতিত হতে লাগলেন এবং তাঁদের জীবনধারার পদ্ধতির মাধ্যমে বুর্জোয়া বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে নিজেদেরকে অভিন্ন করে ফেললেন? এর কারণ হল ব্যবসায় ক্ষেত্রে আমাদের ভুল কাজকর্মের ধরন; এর কারণ হল এই যে

আমাদের ব্যবসায়-প্রশাসকদের এমনভাবে নির্বাচন করা হয়েছে এবং এমন অবস্থায় তাঁদের কাজ করতে দেওয়া হয়েছে, যাতে তাঁদের বিকাশ ব্যাহত হয়, যা তাঁদেরকে বুর্জোয়া বিশেষজ্ঞদের লেজুড়ে পরিণত করে; কমরেডগণ, এই ধরনের কর্মপদ্ধতি অবশ্যই বাতিল করতে হবে।

শাখ্‌তির ঘটনা যে দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত নির্দেশ করে তা হল এই যে আমাদের ক্যাডাররা আমাদের কারিগরী কলেজগুলিতে মোটেই ভাল শিক্ষা পাচ্ছেন না, আমাদের লাল বিশেষজ্ঞরা উপযুক্ত প্রশিক্ষণ পাচ্ছেন না। এই সিদ্ধান্তকে কোনমতেই অস্বীকারের উপায় নেই। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায় যে, কেন এমন হল যে আমাদের অনেক তরুণ বিশেষজ্ঞ মন দিয়ে কাজে নামছেন না, এবং শিল্পে কাজ করার পক্ষে অনুপযুক্ত হয়ে পড়েছেন? কারণ তাঁরা বই পড়ে শিখেছেন, তাঁরা পুঁথিপড়া বিশেষজ্ঞ, তাঁদের কোন বাস্তব অভিজ্ঞতা নেই, তাঁরা উৎপাদন-ব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন আর তাই স্বভাবতঃই তাঁরা ব্যর্থ প্রতিপন্ন হন। কিন্তু আমরা কি সত্যই এই ধরনের বিশেষজ্ঞ চাই? না, আমরা এরকম বিশেষজ্ঞ চাই না—তিনগুণ আরও তরুণ বিশেষজ্ঞ হলেও তা চাই না। কমিউনিস্ট বা অকমিউনিস্ট যা-ই হোক না কেন—আমরা এমন বিশেষজ্ঞ চাই যাঁরা কেবল তত্ত্বেই নয়, উৎপাদনের সঙ্গে তাঁদের সংযোগক্ষেত্রে বাস্তব অভিজ্ঞতাতেও শক্তিশালী।

যে-তরুণ বিশেষজ্ঞ কখনো খনি দেখেননি এবং খনিতে নামতে চান না, যে-তরুণ বিশেষজ্ঞ কখনো কারখানা দেখেননি এবং কারখানার কাজে হাত নোংরা করতে চান না, তাঁরা কখনোই সেই পুরানো বিশেষজ্ঞদের ওপরে উঠতে পারবেন না—যাঁরা বাস্তব অভিজ্ঞতায় খুব পোক্ত কিন্তু আমাদের লক্ষ্যের প্রতি বৈরীভাবাপন্ন। সুতরাং এটা বোঝা সহজ যে কেন আমাদের তরুণ বিশেষজ্ঞরা কেবল পুরানো বিশেষজ্ঞদের কাছে, আমাদের ব্যবসায়-প্রশাসকদের কাছেই নয়, এমনকি প্রায়শঃই আমাদের শ্রমিকদের কাছেও বন্ধুত্বপূর্ণ অভ্যর্থনা পান না। কিন্তু আমরা যদি আমাদের তরুণ বিশেষজ্ঞদের এই ধরনের বিস্ময় থেকে মুক্ত করতে চাই, তাহলে তাঁদের প্রশিক্ষণের পদ্ধতি নিশ্চয়ই বদলাতে হবে এবং এমনভাবে তা বদলাতে হবে যাতে কারিগরী কলেজে তাঁদের গোড়ার বছরগুলির প্রশিক্ষণকালেই তাঁদের উৎপাদন, কারখানা, খনি ইত্যাদির সঙ্গে নিরন্তর যোগাযোগ থাকে।

তৃতীয় সিদ্ধান্তটি হচ্ছে, শিল্পের তত্ত্বাবধানে শ্রমিকদের ব্যাপক সাধারণকে

সামিল করার সমস্যা। এই ব্যাপারে শাখ্‌তির ঘটনা থেকে কি অবস্থা দাঁড়ায়? খুবই খারাপ দাঁড়ায়। কমরেডগণ, তা মর্মান্তিকভাবেই খারাপ। দেখা গেছে যে, শ্রম আইন লংঘিত হয়েছে, মাটির নীচে কাজের ক্ষেত্রে ছ'ঘণ্টা শ্রমদিবস সর্বদা পালিত হয় না, নিরাপত্তা বিষয়ক আইন উপেক্ষিত হয়। তবু শ্রমিকরা তা সহ্য করেন। আর ট্রেড ইউনিয়নগুলি কিছু বলছে না। এবং এই কেলেঙ্কারী বন্ধ করতে পার্টি-সংগঠনগুলিও কিছু করছে না।

একজন কমরেড যিনি সম্প্রতি ডনবাসে গেছিলেন তিনি সেখানে খনিগহ্বরে নেমেছিলেন এবং খনি-মজুরদের তাদের কাজের পরিবেশ বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন। এটা বিশেষ লক্ষণীয় যে একজন খনিমজুরও তাদের অবস্থা বিষয়ে অভিযোগ করার প্রয়োজন মনে করেনি। 'কমরেডগণ, আপনারা আছেন কেমন?'—ঐ কমরেড তাদের জিজ্ঞেস করেন। খনি-মজুররা জবাব দিয়েছিল, 'সব ঠিক আছে, কমরেড খুব একটা খারাপ আমরা নেই।' তাঁর প্রশ্ন: 'আমি মস্কো যাচ্ছি, কেন্দ্রকে আমি কি বলব?' তাদের উত্তর: 'বলবেন, আমরা খুব খারাপ নেই।' কমরেডটি বললেন, 'কমরেড শুনুন, আমি তো বিদেশী নই, আমি একজন রুশ, এখানে এসেছি আপনাদের কাছ থেকে প্রকৃত তথ্য জানতে।' খনি-মজুররা উত্তর দেয়, 'কমরেড, আমাদের কাছে সবই সমান। বিদেশী হোক আর আমাদের নিজের দেশের লোকই হোক সকলের কাছেই আমরা সত্য ছাড়া অন্য কিছু বলি না।'

আমাদের খনি-মজুরেরা এই ধাতুতেই তৈরী। তারা শুধু শ্রমিক নয়, তারা বীর। এই নৈতিক মূলধনের সম্পদই আমরা আমাদের শ্রমিকদের অন্তরে সঞ্চিত করতে সফল হয়েছি। শুধু চিন্তা করে দেখুন আমরা কিভাবে অক্টোবর বিপ্লবের মহান সম্পদের ছন্নছাড়া ও অসৎ উত্তরসূরীদের মতো এই অমূল্য নৈতিক মূলধনকে অন্যায় ও অপরাধীভাবে নষ্ট করছি! কিন্তু কমরেড, আমরা বেশিদিন ঐ পুরানো নৈতিক মূলধনের ওপর নির্ভর করে চলতে পারি না যদি তা এমন বেপরোয়াভাবে আমরা নষ্ট করে দিই। এখন তা বন্ধ করার সময় হয়েছে। এই হল ঠিক সময়!

পরিশেষে চতুর্থ সিদ্ধান্তটি হল, কর্মসম্পাদন খতিয়ে দেখার বিষয়ে। শাখ্‌তির ঘটনা দেখিয়ে দিয়েছে যে, কি পার্টিতে, কি শিল্পে, কি ট্রেড ইউনিয়নে—প্রশাসনের সর্বস্তরে কর্মসম্পাদন খতিয়ে দেখার বিষয়ে অবস্থা যা আছে তার চাইতে আর খারাপ কিছু হতে পারে না। প্রস্তাব লেখা হয়েছে,

নির্দেশনামা পাঠানো হয়েছে, কিন্তু সেই প্রস্তাব ও নির্দেশগুলি কার্যকরী করার ক্ষেত্রে অবস্থাটা কোথায় দাঁড়িয়ে আছে, বাস্তবে তা কার্যকর করা হয়েছে, না কি স্রেফ ফাইলবন্দী করে রাখা হয়েছে, তা খতিয়ে দেখার কষ্টটুকু কেউ নিতে চায় না।

ইলিচ বলতেন, দেশ শাসনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলির মধ্যে অন্যতম হচ্ছে কর্মসম্পাদন বিষয়ে খতিয়ে দেখা। তবু ঠিক এখানেই অবস্থাটা সম্ভবতঃ সবচেয়ে খারাপ। নেতৃত্বের অর্থ কেবল প্রস্তাব রচনা এবং নির্দেশ পাঠানোই নয়। নেতৃত্বের অর্থ হল নির্দেশগুলির রূপায়ণ খতিয়ে দেখা, শুধু সেগুলির রূপায়ণই নয়, সেই সঙ্গে খোদ নির্দেশগুলিকেও—বাস্তব ব্যবহারিক কাজের পরিপ্রেক্ষিতে সেগুলি ঠিক বা বেঠিক তা যাচাই করা। এ কথা ভাবা মূঢ়তা যে আমাদের নির্দেশগুলির সবকটিই শতকরা একশ ভাগ ঠিক। কখনোই তা নয়, কমরেড, তা হতেও পারে না। রূপায়ণ বিষয়ে মূল্যায়ন হল ঠিক এই যে আমাদের নেতৃস্থানীয় কর্মীদেরকে ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার যন্ত্রে কেবল যে যাচাই করে দেখতে হবে যে আমাদের নির্দেশগুলি কতটা পালিত হল তাই শুধু নয়, খোদ নির্দেশগুলি কতটা নির্ভুল তা-ও দেখতে হবে। ফলতঃ এই ক্ষেত্রে ভুলের তাৎপর্য হল এই যে আমাদের নেতৃত্বের সব কাজেই ভুল রয়েছে।

দৃষ্টান্ত হিসেবে বিশুদ্ধ পার্টির ক্ষেত্রেই রূপায়ণ বিষয়ে মূল্যায়নকে ধরা যেতে পারে। আমাদের প্রথা হচ্ছে ওকরুগ এবং গুবেনিয়া কমিটিগুলির সম্পাদকদের কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে রিপোর্ট পেশ করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো, যাতে কিভাবে কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশনামা পালিত হচ্ছে তা যাচাই করা যায়। সম্পাদকেরা রিপোর্ট পেশ করেন, তাঁদের কাজের ত্রুটিবিচ্যুতি তাঁরা স্বীকার করেন। কেন্দ্রীয় কমিটি তাঁদের ভৎর্সনা করে, এবং তাঁদের কাজকে আরও গভীরতা এবং আরও ব্যাপ্তি দেবার জন্য, এই বা ঐ বিষয়ে জোর দিতে হবে, এ বিষয়ে বা ঐ বিষয়ে খুব মনোযোগ দিতে হবে ইত্যাদি নির্দেশ করে গতানুগতিক প্রস্তাব নিয়েছে। সম্পাদকেরা ঐসব প্রস্তাবসহ ফিরে যান। আবার আমরা তাঁদের আমন্ত্রণ করি এবং আবারও কাজে আরও গভীরতা এবং আরও ব্যাপ্তি দেওয়া ইত্যাদি সম্পর্কে সেই একই জিনিসের পুনরাবৃত্তি হয়। আমি বলি না যে এই কাজের একেবারে কোনও মূল্যই নেই। না, কমরেডগণ, আমাদের সংগঠনগুলিকে শিক্ষিত ও দৃঢ় করে তোলার ভাল দিকও এর আছে। কিন্তু এটাও স্বীকার করতে হবে যে নির্দেশ রূপায়ণ খতিয়ে দেখার এই পদ্ধতিটি

আর যথেষ্ট নয়। স্বীকার করতেই হবে যে এই পদ্ধতিকে আরেকটি পদ্ধতি দিয়ে সম্পূরিত করতে হবে যথা আমাদের উচ্চ পর্যায়ের পার্টি ও সোভিয়েত নেতৃত্বের সদস্যদের এলাকাগুলির কার্যনির্বাহের দায়িত্ব অর্পণের পদ্ধতি। (**একটি কণ্ঠস্বর**ঃ 'একটা ভাল চিন্তা!') আমার মনে যা আছে তা এই যে সাময়িক কাজ নির্বাহের জন্য নেতৃস্থানীয় কমরেডদেরকে পরিচালক হিসেবে নয়, বরং আঞ্চলিক সংগঠনগুলির অধীনস্থ সাধারণ কর্মী হিসেবে এলাকাগুলিতে পাঠিয়ে দেওয়া। আমি মনে করি যে এই চিন্তাটার একটা বড় ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা আছে, আর তা সততা ও বিবেকের সঙ্গে রূপায়িত হলে, নির্দেশ রূপায়ণ খতিয়ে দেখার কাজকেও উন্নীত করতে পারে।

কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যরা, কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্যরা, গণ-কমিশাররা ও তাঁদের ডেপুটিবৃন্দ, এ. ইউ. সি. সি. টি. ইউ-এর সভাপতিমণ্ডলীর সদস্যরা এবং ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় কমিটিগুলির সভাপতি-মণ্ডলীর সদস্যরা যদি কাজকর্ম কেমন চলছে তার একটি ধারণা পেতে, সমস্ত অসুবিধা, সমস্ত ভাল আর মন্দ দিক পর্যালোচনা করতে নিয়মিতভাবে এলাকা-গুলিতে যান ও সেখানে কাজ করেন তবে তা যে নির্দেশ রূপায়ণ খতিয়ে দেখার সবচেয়ে মূল্যবান ও কার্যকরী পন্থা হবে সে বিষয়ে আপনাদের আমি আশ্বস্ত করতে পারি। সেটাই হবে আমাদের অতীব সম্মানভাজন নেতৃবর্গের অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করার সর্বোত্তম পথ। আর এটাকে যদি একটা নিয়মিত অভ্যাসে পরিণত করা যায়—আর এটাকে নিশ্চয়ই আবশ্যিকভাবে একটা নিয়মিত অভ্যাসে পরিণত করতে হবে—তাহলে এ ব্যাপারে আমি আপনাদের আশ্বাস দিতে পারি যে যে-সব আইন আমরা এখানে রচনা করি আর যে-সব নির্দেশ সম্প্রসারণ করি সেগুলি আজ যেমন আছে তার চাইতে অনেক বেশি কার্যকরী আর ঠিক ঠিক হয়ে উঠবে।

কমরেডগণ, শাখ্‌তির ঘটনা সম্বন্ধে এই পর্যন্ত।

৪। সাধারণ সিদ্ধান্ত

আমাদের ঘরের শত্রু আছে। রয়েছে বাইরের শত্রুও। কমরেডগণ, এক মুহূর্তের জন্যও এ কথা ভুললে চলবে না।

আমাদের ছিল একটা শস্য-সংগ্রহ সংকট যা আমরা ইতিমধ্যেই নির্মূল করেছি। সোভিয়েত শাসনের বিরুদ্ধে নেপ' পরিবেশাধীনে গ্রামাঞ্চলের

পুঁজিবাদী শক্তিগুলির সৃষ্ট প্রথম গুরুতর আক্রমণটিকে এই সংগ্রহ-সংকট চিহ্নিত করেছিল।

আমাদের আছে শাখ্‌তির ব্যাপার যা ইতিমধ্যেই নির্মূল করা হচ্ছে এবং নিঃসংশয়ে নির্মূল হবেও। শাখ্‌তির ব্যাপারটা সোভিয়েত শাসনের ওপর আন্তর্জাতিক পুঁজির ও আমাদের দেশে তার দালালদের পরিচালিত আরেকটি গুরুতর আক্রমণকে চিহ্নিত করে। সেটা হল আমাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অর্থনৈতিক হস্তক্ষেপ।

বলা বাহুল্য যে, এই ধরনের—আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক—এবং অনুরূপ ধরনের আক্রমণ পুনরায় হতে পারে ও সম্ভবতঃ পুনরায় হবেও। আমাদের কর্তব্য হল সর্বোচ্চ সতর্কতা বজায় রাখা ও সাবধান থাকা। আর কমরেডগণ, আমরা যদি সতর্ক থাকি, আমরা নিশ্চয়ই ভবিষ্যতে আমাদের শত্রুদের পরাস্ত করব, ঠিক যেমন আমরা তাদের এখন পরাস্ত করছি ও অতীতে তাদের পরাস্ত করেছি। (তুমুল ও দীর্ঘস্থায়ী হর্ষধ্বনি।)

প্রাভদা, সংখ্যা ৯০
১৮ই এপ্রিল, ১৯২৮

কস্ত্রোমার শ্রমিকদেরকে অভিনন্দন

আমাদের পার্টির প্রতিষ্ঠাতা লেনিনের উদ্দেশ্যে কস্ত্রোমায় একটি স্মারক-স্তম্ভের উন্মোচন অনুষ্ঠানে আজ পয়লা মে কস্ত্রোমার শ্রমিকদেরকে ভ্রাতৃত্বমূলক অভিনন্দন জানাই!

কস্ত্রোমার শ্রমিকরা দীর্ঘজীবী হোন!

মে দিবস দীর্ঘজীবী হোক!

শ্রমিকশ্রেণীর অন্তরে লেনিনের স্মৃতি চিরকাল জীবন্ত থাকুক!

৩০শে এপ্রিল, ১৯২৮ — জে. স্তালিন

সেভেরনায়া প্রাভদা (কস্ত্রোমা) সংবাদপত্র,
সংখ্যা ১০২, ৪ঠা মে, ১৯২৮

সারা-ইউনিয়ন লেনিনবাদী যুব কমিউনিস্ট লীগের অষ্টম কংগ্রেসে প্রদত্ত ভাষণ[১৫]

১৬ই মে, ১৯২৮

কমরেডগণ, কংগ্রেসগুলিতে সাফল্যের কথা বলা স্বীকৃত ব্যাপার। আমাদের যে সাফল্য আছে তাতে সংশয় নেই। সেগুলি—এই সাফল্যগুলি—অবশ্যই তুচ্ছ নয় আর তা গোপন করার হেতুও নেই। কিন্তু কমরেডগণ, সম্প্রতিকালে সাফল্যের সম্বন্ধে এত বেশি বলা এবং সময় সময় এত ভান করে বলাটা এমন এক অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে যে আরেকবার সেগুলির কথা বলতে কেউ কোনও উৎসাহই পাবে না। সুতরাং, আমাকে এই সাধারণ অভ্যাস থেকে সরে আসতে অনুমতি দিন ও আমাদের সাফল্য বিষয়ে নয়, পক্ষান্তরে আমাদের দুর্বলতা ও এইসব দুর্বলতা বিষয়ে আমাদের কর্তব্য সম্পর্কে দু-চার কথা বলতে দিন।

কমরেডগণ, আমি আমাদের নির্মাণযজ্ঞের আভ্যন্তরীণ কাজের প্রশ্নে যে কর্তব্যসমূহ জড়িত তার উল্লেখ করছি।

এই কর্তব্যগুলি তিনটি প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত: আমাদের রাজনৈতিক কাজের লাইনের প্রশ্ন, সাধারণভাবে ব্যাপক জনসাধারণের ও বিশেষ করে শ্রমিকশ্রেণীর কাজকে উদ্দীপিত করার এবং আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াইকে উৎসাহিত করার প্রশ্ন, আর সব শেষে, আমাদের অর্থনৈতিক নির্মাণযজ্ঞের জন্য নতুন কর্মীদের প্রশিক্ষণের প্রশ্ন।

১। শ্রমিকশ্রেণীর লড়াইয়ের প্রস্তুতি শক্তিশালী করুন

প্রথম প্রশ্নটি নিয়ে শুরু করা যাক। যে সময়পর্বটি ধরে আমরা এখন চলেছি তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এই যে, পাঁচ বছর যাবৎ আমরা ইতিমধ্যেই শান্তিপূর্ণ বিকাশের পরিবেশে নির্মাণকার্য চালিয়ে যাচ্ছি। শান্তিপূর্ণ বিকাশের কথা যখন বলছি তখন আমি কেবল বহিঃশত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ নেই শুধু এ কথাই বলছি না, আরও বলছি দেশের মধ্যে গৃহযুদ্ধের শক্তিগুলির অনুপস্থিতির কথা। আমাদের নির্মাণকার্যের শান্তিপূর্ণ বিকাশের পরিবেশ বলতে আমরা এটাই বুঝিয়ে থাকি।

আপনারা জানেন যে, শান্তিপূর্ণ বিকাশের এইসব পরিবেশ জয় করে নেওয়ার উদ্দেশ্যে তিন বছর ধরে গোটা দুনিয়ার পুঁজিপতিদের সঙ্গে আমাদের লড়তে হয়েছে। আপনারা জানেন যে, সেইসব পরিবেশ আমরা জিতে নিয়েছি এবং এটাকে আমরা আমাদের মহত্তম সাফল্যগুলির অন্যতম বলে গণ্য করি। কিন্তু কমরেডগণ, প্রত্যেক সাফল্যেরই বিপরীত দিকটিও আছে, আর এই সাফল্যগুলিও কিছু ব্যতিক্রম নয়। শান্তিপূর্ণ বিকাশের পরিবেশগুলি আমাদের ওপর প্রভাব না ফেলে যায়নি। সেগুলি আমাদের কাজের ওপর, আমাদের কার্যনির্বাহী কর্মীদের ওপর, তাদের মানসিকতার ওপর ছাপ ফেলেছে। এই পাঁচ বছর যাবৎ আমরা যেন লৌহবর্ত্মের ওপরকার মতোই মসৃণভাবে অগ্রসর হয়েছি। আর এর প্রভাবে আমাদের কার্যনির্বাহী কর্মীদের একাংশের মধ্যে এই বিশ্বাস সঞ্চারিত হয়েছে যে সমস্ত কিছুই স্বচ্ছন্দে এগিয়ে চলছে, আমরা যেন এক্সপ্রেস ট্রেনে চলার মতো ভালভাবে চলছি এবং আমরা একেবারে-না-থেমে লৌহবর্ত্মের ওপর দিয়ে সমাজতন্ত্রের দিকে পরিবাহিত হচ্ছি।

এ থেকেই উদ্ভূত হয়েছে সবকিছু 'আপনা-আপনি' নিষ্পন্ন হওয়ার তত্ত্ব, 'ভুলভ্রান্তি সত্ত্বেও কোনওক্রমে বিপদ থেকে বেরিয়ে আসা'-র তত্ত্ব, 'সবকিছুই সঠিকভাবে বেরিয়ে আসা'র তত্ত্ব, এই তত্ত্ব যে আমাদের দেশে কোনও শ্রেণী নেই, আমাদের শত্রুরা নিস্তেজ হয়ে পড়েছে এবং সবকিছুই পুঁথির নির্দেশ মোতাবেক চলবে। এই কারণেই কিছুটা জাড্যের, নিদ্রালুতার প্রবণতা। আর এই নিদ্রালু মানসিকতা, 'আপনা-আপনি' সঠিকভাবে কাজ চলবে এই ভরসা করার মানসিকতাই শান্তিপূর্ণ বিকাশপর্বের বিপরীত দিকটা তৈরী করে।

এই ধরনের মানসিকতা এত বিপজ্জনক কেন? কারণ তা শ্রমিকশ্রেণীর চোখে ধুলো দেয়, তাদেরকে তাদের শত্রু দেখে নিতে বাধা দেয়, আমাদের শত্রুদের দুর্বলতা সম্বন্ধে দম্ভভরা কথা বলে তাদেরকে ঝিমিয়ে দেয়, তাদের লড়াইয়ের প্রস্তুতিকে বিনষ্ট করে।

আমাদের কিছুতেই নিজেদেরকে এই তথ্য দিয়ে দৃঢ়নিশ্চিন্ত করলে চলবে না যে আমাদের পার্টিতে রয়েছে দশ লক্ষ সদস্য, যুব কমিউনিস্ট লীগে বিশ লক্ষ ও ট্রেড ইউনিয়নগুলিতে এক কোটি এবং এই বিশ্বাস করলেও চলবে না যে আমাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক জয়লাভের জন্য একমাত্র এইসবই

প্রয়োজন। এটা সত্য নয় কমরেডগণ। ইতিহাস আমাদের শেখায় যে বৃহত্তম সৈন্যবাহিনীগুলির কয়েকটির বিনাশ হয়েছিল এই কারণে যে তারা আত্মগর্বে ফুলে উঠেছিল, তাদের নিজেদের শক্তিতে বড় বেশি ভরসা রেখেছিল, তাদের শত্রুদের শক্তিকে খুব কমই আমল দিয়েছিল, নিজেদেরকে নিদ্রালু করে ফেলেছিল, নিজেদের লড়াইয়ের প্রস্তুতি হারিয়ে ফেলেছিল এবং এক সংকটময় মুহূর্তে অতর্কিতে আক্রান্ত হয়েছিল।

বৃহত্তম পার্টিও অতর্কিতে আক্রান্ত হতে পারে, বৃহত্তম পার্টিরও বিনাশ হতে পারে যদি না তা ইতিহাসের শিক্ষা গ্রহণ করে এবং তার শ্রেণীর লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুতি গড়ে তোলায় দিবানিশি কাজ করে। কমরেডগণ, অতর্কিতে আক্রান্ত হওয়া একটা অত্যন্ত বিপজ্জনক ব্যাপার। অতর্কিতে আক্রান্ত হওয়ার অর্থ 'বিস্ময়ের' শিকার হওয়া, শত্রুর সামনে পড়ে আতংকগ্রস্ত হওয়া। আর আতংকগ্রস্ততা থেকে আসে বিপর্যয়, পরাজয় ও বিনাশ।

গৃহযুদ্ধের কালে আমাদের সৈন্যবাহিনীর ইতিহাস থেকে আমি আপনাদের অনেক দৃষ্টান্ত দিতে পারি, এ রকম দৃষ্টান্ত যে ক্ষুদ্র ফৌজী দল বিশাল সামরিক শিবিরকে উৎখাত করেছে যখন শোষাক্তদের লড়াইয়ের প্রস্তুতি ছিল না! আমি আপনাদের বলতে পারি যে কিভাবে অন্ততঃ ৫,০০০ ঘোড়সওয়ার সৈন্যের তিনটি অশ্বারোহী ডিভিশন ১৯২০ সালে একটি একক পদাতিক ব্যাটেলিয়নের হাতে উৎখাত হয়েছিল ও বিশৃংখল পলায়নে বাধ্য হয়েছিল নিছক এই কারণে যে তারা—ঐ অশ্বারোহী ডিভিশনগুলি—অতর্কিতে আক্রান্ত হয়েছিল এবং এমন এক শত্রুর সামনে পড়ে আতংকে বিহ্বল হয়ে পড়েছিল যার সম্বন্ধে তারা কিছুই জানত না ও যারা সংখ্যার দিক থেকে ছিল অতি দুর্বল, আর এই ডিভিশনগুলি নিদ্রালু অবস্থায় ও পরে আতংক এবং বিভ্রান্তির অবস্থায় না থাকলে যাকে এক আঘাতে নিকেশ করে দিতে পারত।

এই একই কথা অবশ্যই বলতে হবে আমাদের পার্টি, আমাদের যুব কমিউ-নিস্ট লীগ, আমাদের ট্রেড ইউনিয়নসমূহ, সাধারণভাবে আমাদের শক্তি-সমূহ সম্পর্কে। এটা সত্য নয় যে আমাদের আর শ্রেণীশত্রু নেই, তারা বিধ্বস্ত ও উৎখাত হয়ে গেছে। না কমরেডগণ, আমাদের শ্রেণী-শত্রুরা এখনো বিদ্যমান। তারা শুধু যে বিদ্যমান তা-ই নয়, তারা বেড়ে উঠছে ও সোভিয়েত সরকারের বিরুদ্ধে আঘাত হানার জন্য চেষ্টা চালাচ্ছে।

এইটাই দেখা গেছে গত শীতের মরশুমে আমাদের শস্য-সংগ্রহ সমস্যার

সময় যখন পুঁজিবাদী শক্তিগুলি গ্রামাঞ্চলে সোভিয়েত সরকারের নীতিকে অন্তর্ঘাতের প্রয়াস পেয়েছিল।

এইটাই দেখা গেছে শাখ্‌তির ঘটনায় যা ছিল সোভিয়েত শাসনের ওপর আন্তর্জাতিক পুঁজি ও আমাদের দেশের বুর্জোয়াশ্রেণীর পরিচালিত এক যৌথ আক্রমণ।

এইটাই দেখা গেছে স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে অসংখ্য ঘটনায়, সেসব ঘটনা আপনাদের জানা এবং সে সম্পর্কে এখানে আলোচনার প্রয়োজন দেখি না।

শ্রমিকশ্রেণীর এইসব শত্রু সম্বন্ধে নীরব থাকাটা ভুল হবে। শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণী শত্রুদের শক্তিকে লঘু করে দেখা হবে অপরাধীসুলভ। এ-সব সম্পর্কে নীরব থাকা, বিশেষ করে এখন, শান্তিপূর্ণ বিকাশের সময়পর্বে ভুল হবে যখন সেই নিদ্রালুতার এবং সব কিছু 'আপনা-আপনি' নিষ্পন্ন হওয়ার তত্ত্ব যা শ্রমিকশ্রেণীর লড়াইয়ের প্রস্তুতিকে বিনষ্ট করে তার কিছু অনুকূল একটি ক্ষেত্র বিদ্যমান।

সংগ্রহ-সংকট এবং শাখ্‌তির ঘটনার বিরাট শিক্ষাগত মূল্য রয়েছে, কারণ তা আমাদের সমস্ত সংগঠনকে কাঁপিয়ে তুলেছিল, সব কিছু 'আপনা-আপনি' নিষ্পন্ন হওয়ার তত্ত্বকে হেয় করেছিল এবং আরেকবার জোর দিয়ে শ্রেণী-শত্রুদের অস্তিত্ব নির্দেশ করেছিল এইটা দেখিয়ে যে তারা ঝিমোচ্ছে না—তারা জীবন্ত এবং তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হলে আমাদের অবশ্যই শ্রমিকশ্রেণীর শক্তিকে, তার সতর্কতাকে, তার বিপ্লবী চেতনাকে, তার লড়াইয়ের প্রস্তুতিকে প্রসারিত করতে হবে।

এ থেকেই আসে পার্টির আশু কর্তব্য—তার প্রাত্যহিক কাজের রাজনৈতিক লাইন: **শ্রেণী-শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য শ্রমিকশ্রেণীর প্রস্তুতিকে উন্নীত করা।**

এটা অবশ্যই বলতে হবে যে এই যুব কমিউনিস্ট লীগ কংগ্রেস ও বিশেষ করে **কম্‌সোমোল্‌স্কায়া প্রাভদা** আগেকার যে-কোনও সময়ের চাইতে আজ এই কর্তব্য পালনে অনেক বেশি এগিয়ে এসেছে। আপনারা জানেন যে, এই কর্তব্যের গুরুত্বের কথা এখানে বক্তাদের ভাষণে ও **কম্‌সোমোল্‌স্কায়া প্রাভদার** নিবন্ধগুলিতে জোর দিয়ে বলা হচ্ছে। কমরেডগণ, এটা খুবই ভাল। তাছাড়া এটা প্রয়োজন যে এই কর্তব্যটিকে একটি সাময়িক ও অন্তর্বর্তী-কালীন কর্তব্য বলে গণ্য করলে চলবে না, কারণ যতদিন পর্যন্ত আমাদের দেশে

শ্রেণীগুলি থাকছে এবং যতদিন পর্যন্ত পুঁজিবাদী পরিবেষ্টনী থাকছে ততদিন সর্বহারাশ্রেণীর লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুতিকে উন্নীত করার কর্তব্যটি হল এমনই এক কর্তব্য যা আমাদের সকল কাজে নিশ্চয়ই সঞ্চারিত করতে হবে।

২। নীচের তলা থেকে গণ-সমালোচনা সংগঠিত করুন

দ্বিতীয় প্রশ্নটি হল আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করার, নীচের তলা থেকে আমাদের ত্রুটিগুলির গণ সমালোচনা সংগঠিত করার, গণ-নিয়ন্ত্রণ গড়ে তোলার বিষয়ে।

আমাদের অগ্রগতির সব চাইতে খারাপ শত্রুগুলির অন্যতম হল আমলাতন্ত্র। তা আমাদের সকল সংগঠনে—পার্টি, যুব কমিউনিস্ট লীগ, ট্রেড ইউনিয়ন ও অর্থনৈতিক সংস্থাগুলিতে বিদ্যমান। লোকে যখন আমলাতন্ত্রের কথা বলে তখন তারা সাধারণতঃ পুরানো পার্টি-বহির্ভূত কর্মকর্তাদেরকে নির্দেশ করে যারা আমাদের ব্যঙ্গচিত্রগুলিতে চশ্‌মাধারী মানুষ হিসেবেই রীতিমাফিক চিত্রিত হয়ে থাকে। (**হাস্যরোল।**) কমরেডগণ, এটা সবই সত্য নয়। এটা যদি কেবল বুড়ো আমলাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়েরই প্রশ্ন হতো তাহলে আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামটা হতো খুবই সোজা। সমস্যা এই যে, এটা কেবল বুড়ো আমলাদেরই ব্যাপার নয়। এটা হল নতুন আমলাদের ব্যাপার—সেই আমলাদের যারা সোভিয়েত সরকারের প্রতি সহমর্মী এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে কমিউনিস্ট আমলা। কমিউনিস্ট আমলা হল সবচেয়ে বিপজ্জনক ধাঁচের আমলা। কেন? এইজন্য যে সে তার আমলাতান্ত্রিকতাকে পার্টি-সদস্যপদের খেতাব দিয়ে আড়াল রাখে। এবং দুর্ভাগ্যবশতঃ এই ধরনের কমিউনিস্ট আমলা আমাদের বেশ কিছু সংখ্যকই আছে।

আমাদের পার্টি-সংগঠনগুলির কথাই ধরুন। নিঃসন্দেহে আপনারা স্মলেন্স্ক ঘটনা, আর্তিয়োমোভ্‌স্ক ঘটনা ইত্যাদি জানেন। কি মনে হয় আপনাদের, এগুলি কি আকস্মিক ঘটনা? আমাদের পার্টি-সংগঠনগুলির কিছু কিছুর মধ্যে দুর্নীতি আর নৈতিক অধঃপতনের এইসব লজ্জাকর দৃষ্টান্তের ব্যাখ্যা কি? ব্যাখ্যা এই ঘটনাই যে পার্টির একচেটিয়া কর্তৃত্ব অলীক মাত্রা পর্যন্ত প্রসারিত করা হয়েছিল, সাধারণ সারির কণ্ঠস্বরকে সংকুচিত করা হয়েছিল, অন্তঃপার্টি গণতন্ত্র বিনষ্ট করা হয়েছিল এবং আমলাতন্ত্র ব্যাপকভাবে চালু হয়ে পড়েছিল। এই অশুভের বিরুদ্ধে কিভাবে লড়তে হবে? আমি মনে

করি যে পার্টির সদস্যসাধারণ কর্তৃক তলা থেকে নিয়ন্ত্রণ সংগঠিত করা, অন্তঃপার্টি গণতন্ত্র প্রবর্তিত করা ছাড়া এই অশুভের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের আর কোনও পথ নেই, আর থাকতে পারেও না। এই দুর্নীতিপরায়ণ শক্তিগুলির বিরুদ্ধে পার্টি-সদস্যদের ব্যাপক সাধারণের ক্রোধ জাগিয়ে তোলায়, এই ধরনের শক্তিকে খেদিয়ে তাড়ানোর জন্য তাদেরকে সুযোগ দেওয়ায় আপত্তিকর কি থাকতে পারে? এতে সামান্যই আপত্তি থাকতে পারে।

অথবা উদাহরণস্বরূপ যুব কমিউনিস্ট লীগের কথা ধরুন। আপনারা এটা অবশ্যই অস্বীকার করবেন না যে যুব কমিউনিস্ট লীগের এখানে-সেখানে চরম দুর্নীতিপরায়ণ শক্তি আছে যাদের বিরুদ্ধে একটা কঠোর সংগ্রাম চালানো চূড়ান্ত প্রয়োজন। কিন্তু ছেড়ে দিন এই দুর্নীতিপরায়ণ শক্তিগুলির কথা। ধরা যাক, যুব কমিউনিস্ট লীগে অস্মিতাকেন্দ্রিক গোষ্ঠীগুলির নীতিবিগর্হিত লড়াইয়ের সাম্প্রতিকতম ঘটনা, যে লড়াই যুব কমিউনিস্ট লীগের পরিমণ্ডলকে বিষদুষ্ট করছে। কেন এমন হয় যে যুব কমিউনিস্ট লীগে যেখানে মার্কস-বাদীদেরকে লণ্ঠন হাতে খুঁজে বার করতে হয় সেখানে যত ইচ্ছা সংখ্যক 'কোসারেভপন্থী' আর 'সোবোলেভপন্থী'দের পাওয়া যায়? এর দ্বারা যুব কমিউনিস্ট লীগের উচ্চ পর্যায়ের নেতৃত্বের কিছু কিছু অংশের মধ্যে আমলা-তান্ত্রিক শিলীভবনের একটি প্রক্রিয়া ছাড়া আর কি নির্দেশিত হয়?

আর ট্রেড ইউনিয়নগুলি? এটা কে অস্বীকার করবে যে ট্রেড ইউনিয়ন-গুলিতে ব্যাপকভাবে আমলাতন্ত্র বিদ্যমান? কারখানাগুলিতে আমাদের উৎপাদন সম্মেলন হয়। ট্রেড ইউনিয়নগুলিতে আমাদের সাময়িক নিয়ন্ত্রণ কমিশন আছে। এইসব সংগঠনের কর্তব্য হল জনসাধারণকে জাগানো, আমাদের ত্রুটিগুলিকে প্রকাশ্যে প্রকট করা এবং আমাদের নির্মাণকার্যকে উন্নীত করার পথ ও পদ্ধতি নির্দেশ করা। এই সংগঠনগুলি কেন বিকশিত হচ্ছে না? তারা কেন কাজকর্মে উদ্দীপিত হচ্ছে না? এটা কি নিশ্চিত নয় যে ট্রেড ইউনিয়নগুলির আমলাতান্ত্রিকতা পার্টি-সংগঠনসমূহের আমলা-তান্ত্রিকতার সঙ্গে জুড়ে শ্রমিকশ্রেণীর এই অতীব গুরুত্বপূর্ণ সংগঠনগুলিকে বিকশিত করা থেকে ব্যাহত করছে?

পরিশেষে, আমাদের অর্থনৈতিক সংগঠনগুলির কথা। কে এটা অস্বীকার করবে যে আমাদের অর্থনৈতিক সংস্থাগুলি আমলাতন্ত্র থেকে ভুগছে? উদাহরণস্বরূপ শাখ্‌তির ঘটনাকেই একটি দৃষ্টান্ত হিসেবে ধরুন। শাখ্‌তির

ঘটনা কি এটিই নির্দেশ করে না যে আমাদের অর্থনৈতিক সংস্থাগুলি দ্রুত অগ্রগতি লাভ করছে না, বরং হামাগুড়ি দিয়ে এগোচ্ছে, হাঁটি-হাঁটি পা-পা করছে?

এইসব সংগঠনে আমলাতান্ত্রিকতাকে আমরা কিভাবে শেষ করতে পারি?

এটা করবার উপায় একটিই মাত্র, আর তা হল নীচের তলা থেকে নিয়ন্ত্রণকে সংগঠিত করা, আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলির আমলাতান্ত্রিকতাকে, তাদের বিচ্যুতি ও তাদের ভ্রান্তিগুলিকে শ্রমিকশ্রেণীর বিশাল জনগণ দ্বারা সমালোচনা সংগঠিত করা।

আমি জানি যে আমাদের সংগঠনগুলির আমলাতান্ত্রিক বিকৃতির বিরুদ্ধে শ্রমজীবী জনগণের ব্যাপক সাধারণের ক্রোধকে জাগিয়ে তুলে আমাদেরকে কখনো কখনো আমাদের এমন কিছু কিছু কমরেডদের মনে আঘাত দিতে হবে যাদের অতীতের প্রশংসনীয় কাজ আছে কিন্তু এখন যারা আমলাতান্ত্রিকতার ব্যাধি থেকে ভুগছে। কিন্তু এর জন্য কি আমাদের নীচের থেকে নিয়ন্ত্রণ সংগঠিত করার কাজ বন্ধ করা উচিত? আমার মতে এটা উচিত নয় এবং অবশ্যই এটা করলে চলবে না। তাদের অতীতের কাজের জন্য আমাদের উচিত তাদের ধন্যবাদ জানানো কিন্তু তাদের আজকের ভ্রান্তি ও আমলাতান্ত্রিকতার দরুণ তাদেরকে একটা ভালমতন প্রহার দেওয়াই ঠিক হবে। (**হাস্যরোল ও হর্ষধ্বনি**।) এছাড়া আর কিভাবে? কাজের স্বার্থে যদি এটা প্রয়োজন হয় তবে তা কেন করা হচ্ছে না?

বলা হয় ওপর থেকে সমালোচনার কথা, শ্রমিক ও কৃষকের পরিদর্শন সংস্থা কর্তৃক, আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক সমালোচনা ইত্যাদির কথা। এটা নিশ্চয়ই খুব ভাল কথা। কিন্তু তথাপি তা যথেষ্টর তুলনায় সামান্যই। তাছাড়া এটা এখন কোনও মতেই মুখ্য ব্যাপার নয়। এখন মুখ্য ব্যাপার হল সাধারণভাবে আমলাতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে, বিশেষ করে আমাদের কাজের যে ত্রুটি তার বিরুদ্ধে নীচের তলা থেকে সমালোচনার এক বিস্তৃত জোয়ার সূচিত করা। কেবল ওপর ও নীচের থেকে দ্বিমুখী চাপ সংগঠিত করে এবং ওপরতলার বদলে নীচের তলা থেকে সমালোচনার ওপরেই প্রধান গুরুত্বটি স্থাপন করে আমলাতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে একটা সফল লড়াই পরিচালনা করায় এবং তাকে উৎখাত করায় আমরা ভরসা করতে পারি।

এটা মনে করা ভুল হবে যে গঠনমূলক কাজে নেতাদেরই মাত্র অভিজ্ঞতা

রয়েছে। কমরেডগণ, তা সত্য নয়। আমাদের শিল্পে গঠনের কাজে নিরত শ্রমিকদের ব্যাপক সাধারণ প্রতিদিনই গঠনের কাজে বিরাট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করছে যে অভিজ্ঞতা আমাদের কাছে নেতাদের অভিজ্ঞতার চাইতে এক তিল কম মূল্যবান নয়। নীচের তলা থেকে গণ-সমালোচনা, নীচের তলা থেকে নিয়ন্ত্রণ আমাদের দরকার এইজন্য যাতে অন্যান্য সব জিনিসের সঙ্গে বিশাল জনসাধারণের এই অভিজ্ঞতাও যেন অপচিত না হয়, বরং তাকে গ্রাহ্য করা হয় ও বাস্তবে রূপায়িত হয়।

এ থেকে পার্টির আশু কর্তব্যটি দাঁড়ায়: **আমলাতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে একটা নির্মম লড়াই পরিচালনা করা, নীচের তলা থেকে গণ-সমালোচনা সংগঠিত করা এবং আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি দূরীকরণের জন্য বাস্তব সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় এই সমালোচনাকে মূল্য দেওয়া।**

এটা বলা যেতে পারে না যে যুব কমিউনিস্ট লীগ এবং বিশেষ করে **কমসোমোলস্কায়া প্রাভদা** এই কর্তব্যের গুরুত্ব অনুধাবন করেনি। এখানে যে ত্রুটি রয়েছে তা হল এই কর্তব্যটি প্রায়শঃই পরিপূর্ণভাবে সম্পাদিত হয় না। এবং এটাকে পরিপূর্ণভাবে সম্পাদন করতে হলে শুধু সমালোচনাকেই গুরুত্ব দেওয়া নয়, সেই সঙ্গে সেই সমালোচনার যে-সব ফল, সমালোচনার ফল হিসেবে যে উন্নতিগুলি প্রবর্তিত হয় তারও প্রতি নজর দেওয়া প্রয়োজন।

৩। যুবকদের অবশ্যই বিজ্ঞান আয়ত্ত করতে হবে

তৃতীয় কর্তব্যটি হল সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের জন্য নতুন ক্যাডার সংগঠিত করার প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত।

কমরেডগণ, আমাদের সামনে রয়েছে আমাদের গোটা জাতীয় অর্থনীতির পুনর্গঠনের সুবিশাল দায়িত্ব। কৃষির ক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই বৃহদায়তনিক, ঐক্যবদ্ধ, সমাজ-পরিচালিত আবাদ ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করতে হবে। আজকে প্রকাশিত কমরেড মলোটভের ইস্তাহার[১৬] থেকে আপনারা নিশ্চয়ই জেনেছেন যে সোভিয়েত সরকার ক্ষুদ্র, বিক্ষিপ্ত কৃষিজোতগুলিকে যৌথ খামারে ঐক্যবদ্ধ করার ও শস্যোৎপাদনের জন্য নতুন বৃহৎ রাষ্ট্রীয় খামার তৈরীর অত্যন্ত সুবিশাল কর্তব্যের মোকাবিলা করছে। এই কর্তব্যসমূহ সম্পাদিত না হওয়া পর্যন্ত সারবান ও দ্রুত অগ্রগতি হবে অসম্ভব।

যেখানে শিল্পক্ষেত্রে সোভিয়েত শাসনের ভিত্তি হল বৃহত্তম আয়তনের ও অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ের জটিল ধাঁচের উৎপাদন, সেখানে কৃষির ক্ষেত্রে তার ভিত্তি হল অত্যন্ত বিক্ষিপ্ত ঐ ক্ষুদ্রায়তনিক কৃষি-অর্থনীতি যা হল একটা আধা-পণ্য চরিত্রের এবং শস্য এলাকাগুলি যুদ্ধ-পূর্ব স্তরের পর্যায়ে' পৌঁছিয়েছে এই ঘটনা সত্ত্বেও যা প্রাক-যুদ্ধ অর্থনীতির চাইতে অনেক কম উদ্বৃত্ত বাজারযোগ্য শস্য ফলিয়ে থাকে। এইটাই হল সেই সমস্ত সমস্যার মূল যা ভবিষ্যতে শস্য-সংগ্রহের ক্ষেত্রে উদ্ভূত হতে পারে। এই পরিস্থিতি থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করার জন্য আমাদের অবশ্যই গুরুত্ব দিয়ে কৃষিক্ষেত্রে বৃহদায়তন সমাজ-পরিচালিত উৎপাদন সংগঠিত করা শুরু করতে হবে। কিন্তু বৃহদায়তন আবাদ সংগঠিত করার জন্য আমাদের অবশ্যই কৃষি-বিজ্ঞানের জ্ঞান থাকতে হবে। আর জ্ঞানের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে আসে অধ্যয়ন। তথাপি আমাদের কৃষি-বিজ্ঞানের জ্ঞানসম্পন্ন লোক আছেন লজ্জাজনকভাবে কম সংখ্যায়। এই কারণেই এক নতুন, সমাজ-পরিচালিত কৃষির নির্মাতা নতুন তরুণ ক্যাডারদের প্রশিক্ষিত করার কর্তব্য রয়েছে।

শিল্পের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি অনেকটা ভাল। কিন্তু এখানেও নতুন নির্মাতা ক্যাডারদের অভাব আমাদের অগ্রগতিকে বিলম্বিত করছে। সমাজতান্ত্রিক শিল্পের নির্মাতা নতুন ক্যাডারদের প্রশিক্ষিত করার সমস্যাটি যে কত তীব্র তা বুঝতে হলে শাখ্‌তির ঘটনাটি স্মরণ করাই যথেষ্ট। অবশ্য আমাদের শিল্প নির্মাণের প্রবীণ বিশেষজ্ঞরা রয়েছেন। কিন্তু প্রথমতঃ, তাঁরা সংখ্যায় খুব কম, দ্বিতীয়তঃ, তাঁদের সবাই নতুন শিল্প নির্মাণ চান না, তৃতীয়তঃ, তাঁদের অনেকেই নতুন নির্মাণের কর্তব্যটি অনুধাবন করেন না, এবং চতুর্থতঃ, তাঁদের একটি বড় অংশ ইতিমধ্যেই বৃদ্ধ এবং তাঁরা আয়োগ (commission) থেকে বিদায় নিচ্ছেন। ক্যাডারদের এগিয়ে নিতে হলে শ্রমিকশ্রেণীর থেকে, কমিউনিস্ট ও যুব কমিউনিস্ট লীগের সদস্যদের থেকে আমাদের অবশ্যই দ্রুত গতিতে নতুন বিশেষজ্ঞ ক্যাডারদের প্রশিক্ষিত করতে হবে।

আমাদের এরকম লোক প্রচুর আছে যারা কৃষি ও শিল্প উভয় ক্ষেত্রেই গঠনের কাজে ও নির্মাণকার্য পরিচালনায় আগ্রহী। কিন্তু গঠন ও পরিচালনার কাজ জানে এমন লোক আমাদের লজ্জাকরভাবেই কম সংখ্যায় আছে। অপর দিকে, এই ক্ষেত্রে আমাদের অজ্ঞতা হল অতলস্পর্শী। তাছাড়া আমাদের মধ্যে এমন লোক আছে যারা আমাদের জ্ঞানের অভাবকে উচ্চ প্রশংসা করতে

প্রস্তুত। যদি তুমি নিরক্ষর হও অথবা ব্যাকরণসম্মতভাবে লিখতে না জান এবং তোমার পশ্চাদ্‌পদতা নিয়ে গর্বিত থাক তাহলে তুমি 'আসল অধিকারী' একজন শ্রমিক, তুমি সম্মান ও মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য। কিন্তু তুমি যদি তোমার অজ্ঞতা থেকে উত্তীর্ণ হও, যদি লিখতে ও পড়তে শেখো এবং বিজ্ঞান আয়ত্ত কর তাহলে তুমি হবে একটি অচেনা শক্তি যে জনগণ থেকে 'ভ্রষ্ট হয়ে বেরিয়ে এসেছে', তুমি আর তখন একজন শ্রমিক নও।

আমি মনে করি যে এই বর্বরতা ও অজ্ঞ-চাষাড়ে ভাব, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিবান ব্যক্তিদের প্রতি বর্বর মনোভাবকে যতক্ষণ আমরা উৎসাদন না করতে পারি ততক্ষণ এক কদমও আমরা আগুয়ান হব না। শ্রমিকশ্রেণী যদি তার সাংস্কৃতিক অভাব পূরণে সফল না হয়, যদি তা তার নিজস্ব বুদ্ধিজীবী সমাজ গড়ে তুলতে সফল না হয়, যদি তা বিজ্ঞান আয়ত্ত না করে এবং বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে অর্থ-নীতির প্রশাসন না শেখে তবে তা দেশের সত্যকারের নিয়ন্তা হতে পারে না।

কমরেডগণ, এটা অবশ্যই বুঝতে হবে যে আজকে সংগ্রামের যে পরিবেশ তা গৃহযুদ্ধের সময় যেমন ছিল তেমন নয়। গৃহযুদ্ধের সময় দারুণ আঘাত, সাহস, বেপরোয়া ভাব, ঘোড়সওয়ার ফৌজের আক্রমণের দ্বারা শত্রুর অবস্থান-গুলি দখল করা সম্ভব ছিল। আজকে শান্তিপূর্ণ অর্থনৈতিক নির্মাণের পরিবেশে ঘোড়সওয়ারী আক্রমণ কেবল ক্ষতিই করতে পারে। সাহস আর বেপরোয়া ভাব সেদিনকার মতো এখনো প্রয়োজন। কিন্তু শুধু সাহস আর বেপরোয়া ভাব আমাদের বেশিদূর এগিয়ে নিয়ে যাবে না। আজকে শত্রুকে পরাস্ত করতে হলে আমাদের অবশ্যই কি করে শিল্প, কৃষি, পরিবহন, বাণিজ্য গড়ে তুলতে হয় তা জানতে হবে ; বাণিজ্যের প্রতি উদ্ধত ও উন্নাসিক মনোভাব আমাদের অবশ্যই বর্জন করতে হবে।

নির্মাণ করতে হলে আমাদের অবশ্যই জ্ঞান থাকতে হবে, থাকতে হবে বিজ্ঞানে আয়ত্তি। আর জ্ঞানের সঙ্গে আসে অধ্যয়ন। আমাদের অবশ্যই অধ্যবসায় ও ধৈর্যের সঙ্গে অধ্যয়ন করতে হবে। আমাদের অবশ্যই সকলের কাছ থেকে, আমাদের শত্রু ও আমাদের মিত্র উভয়ের কাছ থেকেই, বিশেষ করে আমাদের শত্রুদের কাছ থেকে, শিখতে হবে। আমাদের অবশ্যই দাঁতে দাঁত দিয়ে অধ্যয়ন করতে হবে, আমাদের শত্রুরা আমাদের দিকে চেয়ে, আমাদের অজ্ঞতাকে, আমাদের পশ্চাদ্‌পদতাকে বিদ্রূপ করতে পারে ভেবে ভয় পেলে চলবে না।

আমাদের সামনে রয়েছে একটি দুর্গ। দুর্গটির নাম হল বিজ্ঞান, যার সঙ্গে আছে তাদের জ্ঞানের অসংখ্য শাখা। সমস্ত মূল্য দিয়েও আমাদের এই দুর্গ দখল করতেই হবে। আমাদের যুবকরা যদি নতুন জীবনের নির্মাতা হতে চায়, যদি তারা প্রবীণ শক্তির সত্যকারের উত্তরসূরী হতে চায় তবে তাদেরকে এই দুর্গ অবশ্যই দখল করতে হবে।

আমরা এখন নিজেদেরকে **সাধারণভাবে** কমিউনিস্ট ক্যাডার, **সাধারণভাবে** বলশেভিক ক্যাডারদের প্রশিক্ষিত করার কাজে সীমাবদ্ধ রাখতে পারি না, তারা হল এমন লোক যারা প্রতিটি ব্যাপারেই অনর্থক কিছু বক্‌বক্‌ করতে সক্ষম। পল্লবগ্রাহিতা আর সবজান্তা মানসিকতা হল এখন আমাদের পায়ের শেকল। আমরা এখন চাই ধাতুবিদ্যা, বয়নশিল্প, জ্বালানি, রসায়ন, কৃষি, পরিবহন, বাণিজ্য, হিসাবসংরক্ষণ বিদ্যা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বলশেভিক **বিশেষজ্ঞ**। আমরা এখন চাই এমন শত-সহস্র নতুন বলশেভিক ক্যাডারদের গোটা দল যারা বিজ্ঞানের অতি বিচিত্র শাখাগুলিতে তাদের বিষয় আয়ত্ত করে উঠতে সক্ষম। এতে ব্যর্থ হলে আমাদের দেশে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের কোনও দ্রুত গতির কথা ভাবাও নিরর্থক। এতে ব্যর্থ হলে এরকম চিন্তা করা নিরর্থক যে আমরা অগ্রসর পুঁজিবাদী দেশগুলিকে ডিঙিয়ে ও ছাপিয়ে যেতে পারব।

আমাদের অবশ্যই বিজ্ঞানকে আয়ত্ত করতে হবে, জ্ঞানের সকল প্রশাখায় আমাদের অবশ্যই বলশেভিক বিশেষজ্ঞদের নতুন ক্যাডার গড়ে-পিটে তুলতে হবে, আমাদের অবশ্যই অত্যন্ত অধ্যবসায়ের সঙ্গে অধ্যয়ন, অধ্যয়ন আর অধ্যয়ন করে যেতে হবে। এটাই হল এখনকার **কর্তব্য**।

কমরেডগণ, এখন যা চাই তা হল **বিজ্ঞানের জন্য বিপ্লবী যুবকদের একটি গণ-অভিযান। (তুমুল হর্ষধ্বনি। 'হুররে' ও 'সাবাস্‌' ধ্বনি। সকলে উঠে দাঁড়ান।)**

প্রাভদা, সংখ্যা ১১৩

১৭ই মে, ১৯২৮

‘কম্‌সোমোল্‌স্কায়া প্রাভদা’কে

(তার তৃতীয় বার্ষিকীতে অভিনন্দন)

আমাদের শ্রমিক ও কৃষক তরুণদের জঙ্গী মুখপত্র **কম্‌সোমোল্‌স্কায়া প্রাভদাকে** বন্ধুত্বসুলভ অভিনন্দন জানাই।

শ্রমিকশ্রেণীর শত্রুদের বিরুদ্ধে এক অপ্রশম্য সংগ্রামের জন্য, সারা দুনিয়ায় সাম্যবাদের পূর্ণ বিজয়ের সংগ্রামের জন্য তরুণদের প্রশিক্ষিত করার বন্ধুর সমরক্ষেত্রে আমি তার সাফল্য কামনা করি।

কম্‌সোমোল্‌স্কায়া প্রাভদা হয়ে উঠুক এক প্রতীকী ঘণ্টা যা তন্দ্রাহতদের জাগিয়ে তোলে, শ্রান্তদের উজ্জীবিত করে, পিছিয়ে-পড়াদের অনুপ্রাণিত করে, আমাদের প্রতিষ্ঠানসমূহের আমলাতান্ত্রিকতাকে চাবুক মারে এবং এইভাবে নতুন মানুষ, সমাজতন্ত্রের নতুন নির্মাতা, বলশেভিকদের প্রবীণ শক্তিগুলির উত্তরসূরী হতে সক্ষম এমন তরুণ-তরুণীর এক নতুন প্রজন্মের প্রশিক্ষণকে সুগম করে দিক।

আমাদের বিপ্লবের শক্তি এই ঘটনায় নিহিত যে আমাদের প্রবীণ ও নবীন প্রজন্মের বিপ্লবীদের মধ্যে কোনও ফারাক নেই। আমাদের বিজয়লাভের জন্য আমরা এই সত্যের কাছে ঋণী যে আমাদের শত্রুদের—বাইরের এবং ভেতরের উভয়ের বিরুদ্ধে প্রবীণ ও নবীন শক্তিরা এক যুক্ত মোর্চায়, এক একক ধারায় কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আগুয়ান হয়।

কর্তব্য হল এই ঐক্যকে সংরক্ষণ ও শক্তিশালী করা।

বলশেভিকদের প্রবীণ ও নবীন শক্তির ঐক্যের এক অক্লান্ত সমর্থক হোক **কম্‌সোমোল্‌স্কায়া প্রাভদা।**

২৬শে মে, ১৯২৮ **জে. স্তালিন**

কম্‌সোমোল্‌স্কায়া প্রাভদা, সংখ্যা ১২২
২৭শে মে, ১৯২৮

'স্বের্দলভ বিশ্ববিদ্যালয়'কে

(তার দশম বার্ষিকীতে অভিনন্দন)

স্বের্দলভ বিশ্ববিদ্যালয়ের[১৭] দশ বছরের জীবন পার্টির পক্ষে নতুন লেনিনবাদী ক্যাডার গড়ে তোলার সংগ্রামক্ষেত্রে এক প্রতীকী সাফল্য।

এই দশ বছরে স্বের্দলভ বিশ্ববিদ্যালয় পার্টিকে শত-সহস্র তরুণ শক্তি দিয়েছে যারা সাম্যবাদের স্বার্থে সনিষ্ঠ এবং যারা বলশেভিক প্রবীণ শক্তির উত্তরসূরী হয়ে উঠেছে।

এই দশ বছরে বিশ্ববিদ্যালয় তার অস্তিত্বের যথার্থতাকে সম্পূর্ণভাবে প্রমাণ করেছে এবং দেখিয়ে দিয়েছে যে তা নিছক অনর্থক তার প্রতিষ্ঠাতা—সাম্য-বাদের অগ্রগণ্যতম বীর ওয়াই. এম. স্বের্দলভের নাম বহন করেনি।

স্বের্দলভ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তব্য হল পার্টির শ্রমিকশ্রেণীর সদস্যদেরকে মার্কস ও লেনিনের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আয়ত্ত করায় ও তাকে সমাজতন্ত্র গঠনের কাজে যথাযথ প্রয়োগ করায় প্রশিক্ষিত করে তোলা এবং এই কর্তব্য তা পালন করেছে, পালন করছে ও সম্মানের সঙ্গে পালন করেই চলবে।

ওয়াই. এম. স্বের্দলভ কমিউনিস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের দশম বার্ষিকীতে প্রাক্তন ও বর্তমান স্বের্দলভীয়দের অভিনন্দন জানাই!

অভিনন্দন জানাই বার্ষিকী স্নাতক স্বের্দলভীয়দের যাঁরা হলেন সমাজতন্ত্রের নির্মাতাদের নতুন বাহিনী!

জে. স্তালিন

প্রাভদা, সংখ্যা ১২২

২৭শে মে, ১৯২৮

শস্য ফ্রণ্টে

(ইনস্টিটিউট অব রেড প্রফেসরস্, কমিউনিস্ট এ্যাকাডেমি ও স্বের্দলভ বিশ্ববিদ্যালযের ছাত্রদের সঙ্গে এক কথোপকথন থেকে, ২৮শে মে, ১৯২৮)

প্রশ্ন ঃ শস্য যোগানের বিষয়ে আমাদের অসুবিধাগুলির বুনিয়াদী কারণ হিসেবে কোন্‌টিকে গণ্য করা উচিত? এইসব অসুবিধা থেকে রেহাইয়ের পথ কি? এইসব অসুবিধার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের শিল্প বিকাশের হার বিষয়ে, বিশেষ করে হালকা ও ভারী শিল্পের মধ্যেকার সম্পর্কের দৃষ্টিকোণ থেকে কি কি সিদ্ধান্তে অবশ্যই উপনীত হতে হবে?

উত্তর ঃ প্রথম দৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, আমাদের শস্য বিষয়ক অসুবিধাগুলি এক আকস্মিক ব্যাপার, তা নিছক ত্রুটিপূর্ণ পরিকল্পনার ফল, অর্থনৈতিক সমন্বয়ের ক্ষেত্রে সংঘটিত নিছক কতকগুলি ভুলের ফলশ্রুতি।

কিন্তু এটা কেবল প্রথম দৃষ্টিতেই বোধ হতে পারে। বস্তুতঃ, অসুবিধাগুলির কারণ আরও গভীরে নিহিত। ত্রুটিপূর্ণ পরিকল্পনা ও অর্থনৈতিক সমন্বয়ক্ষেত্রে ভ্রান্তির যে একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে তাতে কোনও সংশয় থাকতে পারে না। কিন্তু সব কিছুর জন্যই ত্রুটিপূর্ণ পরিকল্পনা ও আকস্মিক ভ্রান্তির দোহাই পাড়া হবে একটা বিরাট ভুল। পরিকল্পনার ভূমিকা ও গুরুত্বকে লঘু করে দেখা ভুল হবে। কিন্তু পরিকল্পনা-নীতির ভূমিকাকে এই বিশ্বাসবশে অতিরঞ্জিত করাটা হবে আরও বড় ভুল যে আমরা ইতিমধ্যেই এমন এক বিকাশের পর্যায়ে পৌঁছিয়েছি যখন সব কিছুকেই পরিকল্পিত ও নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব।

এটা অবশ্যই ভুলে গেলে চলবে না যে, যে-সব উপাদান আমাদের পরিকল্পনা কার্যক্রমে ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলি ছাড়াও আমাদের জাতীয় অর্থনীতিতে এমন সব উপাদানও আছে যেগুলি এখনো পর্যন্ত পরিকল্পনায় ব্যবহৃত হয়নি; এবং সবশেষে আমাদের প্রতি বৈরী এমন সব শ্রেণী বর্তমান যেগুলিকে রাষ্ট্রীয় যোজনা কমিশনের পরিকল্পনা দিয়েই কেবল অতিক্রম করা যায় না।

সেই কারণেই আমি মনে করি যে সবকিছুকে নিছক আকস্মিকতায়, পরিকল্পনায় ভ্রান্তি ইত্যাদিতে লঘু করে দেখা অবশ্যই চলবে না।

আর তাহলে শস্য ফ্রণ্টে আমাদের অসুবিধাগুলির ভিত্তিটা কি?

আমাদের শস্য সংক্রান্ত অসুবিধাগুলির ভিত্তি এই ঘটনায় যে বাজারযোগ্য শস্য উৎপাদনের বৃদ্ধি শস্যের চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলছে না।

শিল্প বাড়ছে। শ্রমিকদের সংখ্যা বাড়ছে। শহর বাড়ছে। এবং পরিশেষে শিল্পশস্য (তুলো, শন, বীট চিনি ইত্যাদি) ফলনকারী এলাকাও বাড়ছে যাতে শস্যের একটা চাহিদা তৈরী হচ্ছে। এই সবকিছু শস্যের— বাজারে প্রাপ্তিসাধ্য শস্যের চাহিদায় একটা দ্রুত বৃদ্ধিতে রূপ নিচ্ছে। কিন্তু বাজারযোগ্য শস্যের উৎপাদন এক জঘন্যরকম স্তিমিত হারে বাড়ছে।

এটা বলা যেতে পারে না যে গত বছর বা তার আগের বছরের তুলনায় রাষ্ট্রের হাতে শস্য মজুতের পরিমাণ আরও কম আছে। বরং বিগত বছর-গুলির তুলনায় এবছর রাষ্ট্রের হাতে আমাদের অনেক বেশি শস্য আছে। তথাপি শস্য যোগান বিষয়ে আমরা অসুবিধার সম্মুখীন।

এখানে অল্প কয়েকটি পরিসংখ্যান দেওয়া হল। ১৯২৫-২৬ সালে আমরা ১লা এপ্রিলের মধ্যে ৪৩৪,০০০,০০০ পুড শস্য সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছিলাম। এই পরিমাণের মধ্যে ১২৩,০০০,০০০ পুড রপ্তানী করা হয়েছিল। এইভাবে দেশের মধ্যে ৩১১,০০০,০০০ পুড সংগৃহীত শস্য থেকে গিয়েছিল। ১৯২৬-২৭ সালে আমরা ১লা এপ্রিলের মধ্যে ৫৯৬,০০০,০০০ পুড শস্য সংগ্রহ করি। এই পরিমাণের মধ্যে রপ্তানী হয় ১৫৩,০০০,০০০ পুড। দেশে থেকে যায় ৪৪৩,০০০,০০০ পুড। ১৯২৭-২৮ সালের ১লা এপ্রিলের মধ্যে আমরা ৫৭৬,০০০,০০০ পুড শস্য সংগ্রহ করেছিলাম। এই পরিমাণ থেকে ২৭,০০০,০০০ পুড রপ্তানী হয়েছিল। দেশে থেকে গিয়েছিল ৫৪৯,০০০,০০০ পুড।

অন্যভাবে বলা যায় যে এবছর ১লা এপ্রিলে দেশের প্রয়োজন মেটানোর মতো প্রাপ্তিসাধ্য শস্য যোগানের পরিমাণ গত বছরের তুলনায় ১০০,০০০,০০০ পুড ও তার আগের বছরের তুলনায় ২৩০,০০০,০০০ পুড বেশি আছে। তথাপি আমরা এই বছর শস্য ফ্রন্টে সমস্যায় ভুগছি।

আমার একটা রিপোর্টে আমি এর আগেই বলেছি যে গ্রামাঞ্চলে পুঁজিবাদী শক্তিগুলি এবং প্রথমতঃ কুলাকরা সোভিয়েত অর্থনৈতিক নীতিকে বানচাল করার উদ্দেশ্যে এইসব অসুবিধার সুযোগ নিয়েছিল। আপনারা জানেন যে, কুলাকদের সোভিয়েত-বিরোধী কার্যকলাপকে বন্ধ করার উদ্দেশ্যে সোভিয়েত সরকার কতকগুলি ব্যবস্থা নিয়েছে। আমি সেই কারণে এখানে এই বিষয়ে আলোচনা করব না। বর্তমান ক্ষেত্রটিতে আরেকটি প্রশ্ন আমার দৃষ্টি আকর্ষণ

করছে। আমি বলতে চাইছি বাজারযোগ্য শস্য উৎপাদনের স্তিমিত বৃদ্ধিহারের কারণগুলির কথা, এই প্রশ্নের কথা যে আমাদের শস্য-এলাকা ও শস্যের মোট উৎপাদন ইতিমধ্যেই প্রাক-যুদ্ধ স্তরে পৌঁছিয়েছে এই ঘটনা সত্ত্বেও কেন শস্যের চাহিদাবৃদ্ধির তুলনায় আমাদের দেশে বাজারযোগ্য শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির হার অনেক কম।

নিঃসন্দেহে এটাই কি ঘটনা নয় যে আমাদের শস্য ফলন এলাকা ইতিমধ্যেই প্রাক-যুদ্ধ পর্যায়ে পৌঁছিয়েছে? হাঁ, এটা ঘটনাই। এটা কি ঘটনা নয় যে গত বছরেই শস্যের মোট উৎপাদন প্রাক-যুদ্ধকালীন ফলন অর্থাৎ ৫০০ কোটি পুডের সমান ছিল? হাঁ, এটাও একটা ঘটনা। তাহলে এটা কিভাবে ব্যাখ্যাত হবে যে এইসব পরিস্থিতি সত্ত্বেও আমরা যে পরিমাণ বাজারযোগ্য শস্য উৎপাদন করছি তা প্রাক-যুদ্ধকালীন পরিমাণের মাত্র অর্ধেক পরিমাণ এবং যে পরিমাণটি আমরা রপ্তানী করছি তা প্রাক-যুদ্ধ পরিমাণের মাত্র বিশ ভাগের একভাগের মতো?

এর কারণ হল প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ আমাদের কৃষিকাঠামোয় অক্টোবর বিপ্লবের দ্বারা সম্পন্ন পরিবর্তন, বৃহদায়তন জমিদার ও বৃহদায়তন কুলাক খামার ব্যবস্থা যা বাজারযোগ্য শস্যের বৃহত্তম পরিমাণ জোগাত তা থেকে সেই ক্ষুদ্র ও মধ্য-কৃষক খামার প্রথায় সরে আসা যা বাজারযোগ্য শস্যের ক্ষুদ্রতম পরিমাণই জোগায়। যেখানে যুদ্ধের আগে একক ব্যক্তিগত কৃষক খামারের সংখ্যা ছিল ১৫,০০০,০০০ থেকে ১৬,০০০,০০০-এর মধ্যে, সেখানে আজ ২৪,০০০,০০০ থেকে ২৫,০০০,০০০ কৃষক খামার আছে, নিছক এই ঘটনাটিই দেখিয়ে দেয় যে আমাদের কৃষির বর্তমান বনিয়াদ হল মূলতঃ সেই ক্ষুদ্র-কৃষক খামার প্রথা যা ন্যূনতম পরিমাণ বাজারযোগ্য শস্য জোগায়।

জমিদারী, কুলাক বা যৌথ খামার যাই হোক না কেন বৃহদায়তন খামারের শক্তি এই ঘটনায় নিহিত যে বৃহৎ খামারগুলি শ্রমের উৎপাদিকাশক্তি বাড়ানোর জন্য এবং তদ্দ্বারা সর্বোচ্চ পরিমাণ বাজারযোগ্য শস্য উৎপাদনের জন্য যন্ত্রপাতি, বৈজ্ঞানিক কৌশল, সার প্রয়োগ করতে সক্ষম। পক্ষান্তরে, ক্ষুদ্র-কৃষক খামার প্রথার দুর্বলতা এই ঘটনায় নিহিত যে তার এইসব সুযোগ আদৌ নেই বা প্রায় নেই এবং এই কারণে তা হল প্রায়-ভোগ্য খামারব্যবস্থা যা সামান্যই বাজারযোগ্য শস্য উৎপাদন করে।

উদাহরণস্বরূপ, যৌথ খামার ও রাষ্ট্রীয় খামারগুলির কথাই ধরুন। তারা

তাদের মোট শস্যোৎপাদনের ৪৭·২ শতাংশ পণ্যীকৃত করে। অন্য কথায় বলা যায় যে তারা যুদ্ধ-পূর্ব আমলের জমিদারী খামারগুলির চাইতে তুলনামূলক-ভাবে আরও বেশি বাজারযোগ্য শস্য ফলিয়ে থাকে। কিন্তু ক্ষুদ্র ও মধ্য-কৃষক খামারগুলির অবস্থা কি? তারা তাদের মোট শস্যোৎপাদনের মাত্র ১১·২ শতাংশ পণ্যীকৃত করে। দেখতেই পাচ্ছেন যে ফারাকটা দেখার মতো।

এখানে কতকগুলি পরিসংখ্যান দেওয়া হল যা অতীতে প্রাক-যুদ্ধ পর্বে এবং বর্তমানে অক্টোবরোত্তর পর্বের শস্যোৎপাদনের কাঠামোকে বিশদ ব্যাখ্যা করে। এই পরিসংখ্যানগুলি পরিসংখ্যানিক পর্ষদের কর্তৃগোষ্ঠীর জনৈক সদস্য নেমচিনোভের যোগানো। কমরেড নেমচিনোভ তাঁর স্মারকলিপিতে যেমন ব্যাখ্যা করেছেন সেদিক থেকে এই পরিসংখ্যানগুলি সঠিক বলে দাবি করা হয়নি; এগুলি কেবল আনুমানিক হিসেব দিতে পারে। কিন্তু সাধারণভাবে শস্যোৎপাদনের কাঠামো বিষয়ে ও বিশেষ করে বাজারযোগ্য শস্যোৎপাদন বিষয়ে প্রাক্-যুদ্ধ পর্ব ও অক্টোবরোত্তর পর্বের মধ্যে পার্থক্যটি অনুধাবনে আমাদের সক্ষম করার দিক থেকে এগুলি বেশ যথেষ্টই।

	মোট শস্যোৎপাদন		বাজারযোগ্য শস্য (অর্থাৎ গ্রামাঞ্চলে ভোগ-না-হওয়া)		
	মিলিয়ন পুডের হিসেবে	শতাংশ হারে	মিলিয়ন পুডের হিসেবে	শতাংশ হারে	বাজারযোগ্য শস্যের শতাংশ হারে
প্রাক-যুদ্ধ					
১। জমিদার···	৬০০	১২·০	২৮১·৬	২১·৬	৪৭·০
২। কুলাক···	১,৯০০	৩৮·০	৬৫০·০	৫০·০	৩৪·০
৩। মধ্য ও দরিদ্র কৃষক···	২,৫০০	৫০·০	৩৬৯·০	২৮·৪	১৪·৭
মোট···	৫,০০০	১০০·০	১,৩০০·৬	১০০·০	২৬·০
যুদ্ধোত্তর (১৯২৬-২৭)					
১। রাষ্ট্রীয় খামার ও যৌথ খামার···	৮০·০	১·৭	৩৭·৮	৬·০	৪৭·২
২। কুলাক···	৬১৭·০	১৩·০	১২৬·০	২০·০	২০·০
৩। মধ্য ও দরিদ্র কৃষক···	৪,০৫২·০	৮৫·৩	৪৬৬·২	৭৪·০	১১·২
মোট···	৪,৭৪৯·০	১০০·০	৬৩০·০	১০০·০	১৩·৩

এই পরিসংখ্যান-চিত্রটি কি দেখায় ?

এটি প্রথমতঃ দেখায় এই যে শস্য উৎপাদনের বিরাট অংশের ফলন জমিদার ও কুলাকদের হাত থেকে ক্ষুদ্র ও মধ্য কৃষকদের হাতে চলে গেছে। এর অর্থ এই যে, জমিদারদের জোয়াল থেকে নিজেদেরকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করে এবং মুখ্যতঃ কুলাকদের শক্তি ভেঙে ক্ষুদ্র ও মধ্য কৃষকরা তদ্দ্বারা তাদের বস্তুগত অবস্থার উন্নয়নে বেশ সক্ষম হয়েছে। অক্টোবর বিপ্লবের ফল হল এই। এখানে আমরা অক্টোবর বিপ্লবের ফলস্বরূপ কৃষকসমাজের প্রধান ব্যাপক অংশের যে চূড়ান্ত লাভের প্রাপ্তি ঘটেছে মূলতঃ তারই প্রভাব দেখতে পাচ্ছি।

এটি দ্বিতীয়তঃ দেখায় যে আমাদের দেশে বাজারযোগ্য শস্যের প্রধান দখলদারি রয়েছে ক্ষুদ্র এবং প্রথমতঃ মধ্য কৃষকদের। এর অর্থ এই যে শুধু মোট শস্যোৎপাদনের ক্ষেত্রেই নয় সেই সঙ্গে বাজারযোগ্য শস্যের উৎপাদন ক্ষেত্রেও অক্টোবর বিপ্লবের ফলে ইউ. এস. এস. আর. ক্ষুদ্র-কৃষক খামার প্রথার একটি দেশ হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং মধ্য কৃষকরা কৃষির 'কেন্দ্রীয় সত্তা'য় পরিণত হয়েছে।

এটি তৃতীয়তঃ দেখায় যে জমিদারী (বৃহদায়তন) খামারের বিলোপ কুলাক (বৃহদায়তন) খামারের এক-তৃতীয়াংশের বেশি সংকোচন এবং সেই ক্ষুদ্র-কৃষক খামার প্রথায় উত্তরণ যার ফলনের মাত্র ১১ শতাংশই পণ্যীকৃত হয় তা শস্যোৎপদনের ক্ষেত্রে কোনও মোটামুটি বিকশিত বৃহদায়তন সমাজ-নিয়ন্ত্রিত খামারব্যবস্থার (যৌথ খামার ও রাষ্ট্রীয় খামার) অনুপস্থিতিতে প্রাক-যুদ্ধ কালের চাইতে বাজারযোগ্য শস্যোৎপাদনে তীব্র অধোগতিতে পরিণত হতে বাধ্য, আর বাস্তবে তাই পরিণত হয়েছে। এটা ঘটনা যে শস্যের মোট ফলন প্রাক-যুদ্ধ স্তরে পৌঁছানো সত্ত্বেও আমাদের দেশে এখন বাজারযোগ্য শস্যের পরিমাণ যুদ্ধ-পূর্ব পরিমাণের তুলনায় অর্ধেক।

শস্য ফ্রন্টে আমাদের সমস্যাগুলির এই হল ভিত্তি।

এই কারণে শস্য-সংগ্রহের ক্ষেত্রে আমাদের সমস্যাগুলিকে কোনওমতেই একটি আকস্মিক ব্যাপার বলে গণ্য করা চলবে না।

নিঃসন্দেহে পরিস্থিতিটি এই ঘটনার দরুণ কিছুটা পরিমাণে জটিল হয়েছে যে আমাদের বাণিজ্যিক সংগঠনগুলি নিজেদের ঘাড়ে কতকগুলি ছোট ও মাঝারি আয়তনের শহরকে শস্য যোগানের অনাবশ্যক দায়িত্বভার তুলে নিয়েছে, আর এতে অবশ্যই রাষ্ট্রের শস্য-মজুত কিছুটা পরিমাণে সংকুচিত হতে বাধ্য।

কিন্তু এ ব্যাপারে সংশয়ের কোনওরকম হেতুই নেই যে শস্য ফ্রণ্টে আমাদের সমস্যাগুলির ভিত্তি এই বিশেষ পরিস্থিতিতে নিহিত নয়, তা নিহিত আছে আমাদের বাজারযোগ্য কৃষিফলনের স্তিমিত বিকাশ ও সেই সঙ্গে বাজারযোগ্য শস্য চাহিদার দ্রুত বৃদ্ধির মধ্যে।

এই পরিস্থিতি থেকে বেরোবার রাস্তা কি?

কিছু কিছু লোক এই পরিস্থিতি থেকে বেরোনোর রাস্তা কুলাক খামার প্রথায় প্রত্যাবর্তনে, কুলাক খামার প্রথার বিকাশ ও প্রসারের মধ্যে দেখতে পাচ্ছে। এইসব লোক জমিদারী খামারে ফিরবার কথা বলার সাহস পায় না কারণ তারা স্পষ্টতঃ এটা বোঝে যে আমাদের কালে এসব কথা বলা বিপজ্জনক। অবশ্য আরও আগ্রহের সুরে তারা সোভিয়েত শাসনের স্বার্থে কুলাক খামার প্রথার সর্বোচ্চ বিকাশের আবশ্যকতার কথা বলে। এইসব লোক মনে করে যে সোভিয়েত শাসন যুগপৎভাবে দুটি বিপরীত শ্রেণীর ওপর ভরসা করতে পারে—একটি হল কুলাকদের শ্রেণী যাদের অর্থনৈতিক নীতি হল শ্রমিকশ্রেণীকে শোষণ এবং শ্রমিকদের শ্রেণী যাদের অর্থনৈতিক নীতি হল সকল শোষণের বিলোপসাধন। প্রতিক্রিয়াশীলদের যোগ্য এক কৌশলই বটে।

এটা প্রমাণের কোনও প্রয়োজন রাখে না যে এইসব প্রতিক্রিয়াশীল 'পরিকল্পনা'র সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থের, মার্কসবাদের নীতির, লেনিনবাদের কর্তব্যসমূহের কিছুমাত্র সঙ্গতি নেই। শহরে পুঁজিপতিদের চাইতে কুলাকরা কিছু 'বেশি খারাপ নয়' এই কথা বলা, শহরে নেপজনের চাইতে কুলাকরা কিছু অধিক বিপজ্জনক নয় এবং সেই কারণে এখন কুলাকদের 'ভয় পাওয়া'র কিছু কারণ নেই এই কথা বলা—এই ধরনের কথা নিতান্ত উদারনৈতিক বুকনি যা শ্রমিকশ্রেণীর ও কৃষকসমাজের প্রধান ব্যাপক অংশের সতর্কতাকে স্তিমিত করে দেয়। এটা কিছুতেই ভোলা চলবে না যে শিল্পক্ষেত্রে আমরা ছোট শহুরে পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে আমাদের বৃহদায়তন সমাজতান্ত্রিক শিল্পকে খাড়া করতে পারি যা যন্ত্রোৎপাদিত পণ্যের মোট উৎপাদনের নয়-দশমাংশ তৈরী করে, আর সেখানে গ্রামাঞ্চলে আমরা বৃহদায়তন কুলাক খামারের বিরুদ্ধে কেবল এখনো-দুর্বল যৌথ খামার ও রাষ্ট্রীয় খামারগুলিকে দাঁড় করাতে পারি যা কুলাক খামারগুলির উৎপাদিত শস্যের মাত্র এক-অষ্টমাংশই ফলাতে পারে। গ্রামাঞ্চলে বৃহদায়তন কুলাক খামার প্রথার গুরুত্ব অনুধাবনে ব্যর্থতা, শহুরে শিল্পে ক্ষুদ্র পুঁজিপতিদের যা গুরুত্ব তার থেকে গ্রামাঞ্চলে কুলাকদের

আপেক্ষিক গুরুত্ব যে একশ গুণ বেশি তা বুঝতে ব্যর্থতার অর্থ হল চেতনা হারানো, লেনিনবাদ থেকে ভ্রষ্ট হওয়া, শ্রমিকশ্রেণীর শত্রুদের পক্ষে পালিয়ে যাওয়া।

তাহলে এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তির পথ কি?

(১) মুক্তির পথ নিহিত আছে সর্বোপরি ক্ষুদ্র, পিছিয়ে-পড়া ও বিক্ষিপ্ত কৃষিজোত থেকে সেই ঐক্যবদ্ধ, বৃহৎ সমাজ-নিয়ন্ত্রিত খামার ব্যবস্থায় উত্তরণের মধ্যে যা যন্ত্রপাতি সমৃদ্ধ, বৈজ্ঞানিক জ্ঞানে সশস্ত্র ও সর্বোচ্চ পরিমাণ বাজারযোগ্য শস্যের উৎপাদনক্ষম। মুক্তির পথ নিহিত আছে কৃষির ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত একক কৃষক খামার প্রথা থেকে যৌথ, সমাজ-নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতিতে উত্তরণের মধ্যে।

অক্টোবর বিপ্লবের একেবারে গোড়ার দিনগুলি থেকেই লেনিন পার্টিকে যৌথ খামার সংগঠনের আহ্বান দিয়েছিলেন। সেই সময় থেকে আমাদের পার্টিতে যৌথ খামারের চিন্তাধারার সপক্ষে প্রচার বন্ধ হয়নি। কিন্তু কেবল সম্প্রতিই যৌথ খামার গড়ার ডাকে একটা ব্যাপক সাড়া মিলেছে। এই ব্যাপারটা মূলতঃ এই ঘটনার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করতে হবে যে গ্রামাঞ্চলে একটি সমবায়িক সামাজিক জীবনের ব্যাপকবিস্তারী বিকাশ যৌথ খামারের অনুকূলে কৃষকদের মনোভাবে এক চূড়ান্ত পরিবর্তনের পথ তৈরী করে দিয়েছে, ঠিক এই সময়ে কতকগুলি যৌথ খামার যা ইতিমধ্যেই ডেসিয়াটিন পিছু ১৫০ থেকে ২০০ পুড শস্য ফলাচ্ছে যার মধ্যে ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ হল বাজার-যোগ্য উদ্বৃত্ত, যেগুলির অস্তিত্ব দরিদ্র কৃষকদেরকে ও মধ্য কৃষকদের নিম্নতর স্তরকে যৌথ খামারের প্রতি দৃঢ়ভাবে আকর্ষণ করছে।

এই বিষয়ে এই ঘটনাটিও কিছু কম গুরুত্বপূর্ণ নয় যে, কেবল সম্প্রতিই রাষ্ট্রের পক্ষে যৌথ খামার-আন্দোলনে ভালমত আর্থিক সাহায্যদান সম্ভব হয়েছে। আমরা জানি যে যৌথ খামারের সাহায্যে গত বছরের তুলনায় রাষ্ট্র এ বছর দ্বিগুণ অর্থ মঞ্জুর করেছে (৬০,০০০,০০০ রুবলেরও বেশি)। পঞ্চদশ পার্টি কংগ্রেস সম্পূর্ণ সঠিকভাবেই বলেছে যে একটি গণ-যৌথ খামার-আন্দোলনের জন্য ইতিমধ্যেই পরিবেশ দানা বেঁধে উঠেছে ও দেশের শস্যোৎ-পাদনে বাজারযোগ্য শস্যের অনুপাত বাড়ানোর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতির অন্যতম হল যৌথ খামার-আন্দোলনকে উৎসাহিত করা।

কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যানিক পর্ষদের তথ্যানুযায়ী ১৯২৭ সালে যৌথ খামার-

গুলির মোট শস্যোৎপাদনের পরিমাণ ৫৫,০০০,০০০ পুডের কম ছিল না, এতে গড় বাজারযোগ্য উদ্বৃত্ত হল ৩০ শতাংশ। নতুন যৌথ খামার গঠন ও পুরানো যৌথ খামারগুলির প্রসারণের জন্য এ বছরের গোড়াকার ব্যাপক বিস্তৃত আন্দোলনের ফলে এ বছরের শেষদিকে যৌথ খামারগুলির শস্য ফলন ভালমত বাড়া উচিত। কর্তব্য হল যৌথ খামার আন্দোলনের বিকাশের সাম্প্রতিক হারকে বজায় রাখা, যৌথ খামারগুলির বৃদ্ধিসাধন, জাল যৌথ খামারগুলির হাত থেকে রেহাই পাওয়া, সেগুলির বদলে নির্ভেজাল যৌথ খামার কায়েম করা এবং এমন একটি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা যার মাধ্যমে যৌথ খামারগুলি রাষ্ট্রীয় ভর্তুকি ও ঋণ থেকে বঞ্চিত হওয়ার শাস্তির ভয়ে তাদের বাজারযোগ্য শস্যের পুরোটাই রাষ্ট্রীয় ও সমবায়ী সংগঠনগুলির হাতে তুলে দেয়। আমি মনে করি যে এই শর্তগুলি মেনে চললে তিন-চার বছরের মধ্যেই আমরা যৌথ খামার-গুলি থেকে ১০০,০০০,০০০ পুড বাজারযোগ্য শস্য পেতে সক্ষম হব।

যৌথ খামার আন্দোলনকে কখনো কখনো সমবায়ী আন্দোলনের বিপরীতে উপস্থিত করা হয় আপাতদৃষ্টিতে এই ধারণার ভিত্তিতে যে যৌথ খামারগুলি হল এক জিনিস আর সমবায়গুলি হল আরেক জিনিস। এটা নিশ্চয়ই ভুল। কয়েকজন তো একেবারে যৌথ খামারগুলিকে লেনিনের সমবায়ী পরিকল্পনারই বিপরীতে স্থাপন করে। বলা নিষ্প্রয়োজন, এই বৈসাদৃশ্য প্রদর্শনের সঙ্গে সত্যের কোনও সম্পর্ক নেই। বাস্তব ঘটনা এই যে, যৌথ খামারগুলি হল এক ধরনের সমবায় প্রতিষ্ঠান—উৎপাদকের সমবায়ের অত্যন্ত উজ্জ্বল রূপ। বাজার সমবায় আছে, আছে যোগান সমবায় এবং উৎপাদক সমবায়ও আছে। যৌথ খামারগুলি হল সাধারণভাবে সমবায় আন্দোলনের ও বিশেষ করে লেনিনের সমবায় পরিকল্পনার অবিচ্ছেদ্য ও অখণ্ড অংশ। লেনিনের সমবায় পরিকল্পনা রূপায়ণের অর্থ হল কৃষকসমাজকে বাজার ও যোগান সমবায়ের স্তর থেকে উৎপাদকদের সমবায়ের অর্থাৎ যৌথ খামার সমবায়ের স্তরে উন্নীত করা। প্রসঙ্গতঃ এটাই ব্যাখ্যা করে যে কেন আমাদের যৌথ খামারগুলি একমাত্র বাজার ও যোগান সমবায়ের বিকাশ ও সংহতির ফল হিসেবেই গড়ে উঠতে ও বিকশিত হতে আরম্ভ করেছিল।

(২) মুক্তির পথ, দ্বিতীয়তঃ, নিহিত আছে পুরানো রাষ্ট্রীয় খামারগুলিকে প্রসারিত ও শক্তিশালী করার মধ্যে এবং নতুন, বৃহৎ খামারগুলি সংগঠিত ও বিকশিত করার মধ্যে। কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যানিক পর্ষদের তথ্যানুযায়ী বর্তমান

রাষ্ট্রীয় খামারগুলিতে ১৯২৭ সালে মোট শস্য ফলনের পরিমাণ ৬৫ শতাংশ বাজারযোগ্য উদ্বৃত্তসহ ৪৫,০০০,০০০ পুডের কম ছিল না। এতে কোনও সংশয় নেই যে কিছুটা রাষ্ট্রীয় সাহায্য পেলে রাষ্ট্রীয় খামারগুলি শস্যের ফলন ভালমত বাড়াতে পারে।

কিন্তু কর্তব্য এখানেই শেষ হয় না। সোভিয়েত সরকারের একটি সিদ্ধান্ত আছে এবং তার জোরে কৃষক জোত নেই এরকম জেলাগুলিতে নতুন বৃহৎ রাষ্ট্রীয় খামার (প্রত্যেকটি ১০,০০০ থেকে ৩০,০০০ ডেসিয়াটিন) সংগঠিত করা হচ্ছে এবং পাঁচ-ছ বছরের মধ্যে এই রাষ্ট্রীয় খামারগুলির উচিত ১০০,০০০,০০০ পুড বাজারযোগ্য শস্য ফলানো। এইসব রাষ্ট্রীয় খামারের সংগঠন ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। কর্তব্য হল সোভিয়েত সরকারের এই সিদ্ধান্তকে যে-কোন মূল্যে রূপায়ণ করা। আমি মনে করি যে, এই কর্তব্যগুলি সম্পন্ন করা গেলে তিন-চার বছরের মধ্যে আমরা পুরানো ও নতুন রাষ্ট্রীয় খামারগুলি থেকে বাজারের জন্য প্রায় ৮০,০০০,০০০ থেকে ১০০,০০০,০০০ পুড শস্য সংগ্রহ করতে পারব।

(৩) পরিশেষে, মুক্তির পথ আরও নিহিত আছে ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষক খামারগুলির উৎপাদনকে সুসম্বদ্ধভাবে বাড়ানোর মধ্যে। ব্যক্তিগত কুলাক খামারগুলিকে কোনওরকম সাহায্য দেওয়া আমাদের উচিত নয়, আর তা আমরা পারিও না। কিন্তু আমরা ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষক খামারগুলিকে তাদের শস্য ফলন বাড়াতে সাহায্য করে ও সমবায় সংগঠনের ধারায় তাদের সামিল করে তাদেরকে সাহায্য করতে পারি ও তা-ই করা উচিত। এটা একটা পুরানো কর্তব্য: সেই ১৯২১ সালেই এটা বিশেষ জোরের সঙ্গে ঘোষিত হয়েছিল যখন পণ্যের মাধ্যমে করকে উদ্বৃত্ত বাজেয়াপ্তী-করণ ব্যবস্থার বদলে আরোপ করা হয়েছিল। এই কর্তব্যটির ওপর আমাদের পার্টি পুনরায় জোর দিয়েছিল চতুর্দশ[১৮] ও পঞ্চদশ কংগ্রেসে। এই কর্তব্যটির গুরুত্ব এখন শস্য ফ্রন্টের সমস্যাবলীর দ্বারা আরও জোর পেয়েছে। সেই কারণে এই কর্তব্যটিকে প্রথম দুটি কর্তব্যেরই অনুরূপ জোরের সঙ্গে সম্পন্ন করতে হবে—সে দুটি হল যৌথ খামার ও রাষ্ট্রীয় খামার বিষয়ক।

এইসব তথ্যই দেখায় যে অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই কৃষক খামারগুলির ফলন আনুমানিক ১৫ থেকে ২০ শতাংশ বাড়ানো যেতে পারে। বর্তমানে আমাদের দেশে কম করে ৫,০০০,০০০ কাঠের লাঙল ব্যবহার করা হয়। সেগুলির বদলে শুধু আধুনিক লাঙল চালু করলেই দেশে শস্যোৎপাদনের ক্ষেত্রে বেশ বড়

বৃদ্ধি সম্ভব হবে। এটা হল কৃষক খামারগুলিকে খুব কম করেও কিছু পরিমাণ সার, বাছাই করা বীজ, ক্ষুদ্র যন্ত্রপাতি ইত্যাদি যোগানো ছাড়াও। চুক্তি প্রথা, গোটা গ্রামগুলির সঙ্গে তাদেরকে বীজ যোগানোর শর্তে চুক্তি সম্পাদনের প্রথা ইত্যাদি যে তার বদলে তারা নিশ্চয়ই শস্যোৎপাদনের কিছু একটা অংশ দিয়ে দেবে—এই প্রথাই হল কৃষক খামারগুলির ফলন বাড়ানোর ও কৃষকদেরকে সমবায়ে সামিল করানোর সর্বোত্তম পন্থা। আমি মনে করি যে, এই পথে আমরা যদি অবিচলভাবে কাজ করে যাই তাহলে তিন-চার বছরের মধ্যে আমরা ক্ষুদ্র ও মধ্য ব্যক্তিগত কৃষি খামারগুলির থেকে কম করেও আরও ১০০,০০০,০০০ পুড বাজারযোগ্য শস্য পেতে পারি।

এইভাবে যদি এই সবকটি কর্তব্য পালিত হয় তবে তিন-চার বছরের মধ্যে রাষ্ট্র তার হাতে আরও ২৫০,০০০,০০০ থেকে ৩০০,০০০,০০০ পুড বাজার-যোগ্য শস্য পাবে, যে যোগানটি আমাদেরকে দেশের ভেতরে এবং বাইরেও দক্ষ কর্মপরিচালনা করতে যোগ্য করে তোলায় মোটামুটি যথেষ্ট হবে।

শস্য ফ্রন্টে সমস্যা সমাধানের জন্য প্রধানতঃ এই ব্যবস্থাগুলিই অবশ্য-গ্রহণীয়।

আমাদের বর্তমান কর্তব্য হল এইসব বুনিয়াদী ব্যবস্থার সঙ্গে গ্রামাঞ্চলে পণ্য যোগানের, আমাদের বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে কতকগুলি ছোট ও মাঝারি শহরের শস্য সরবরাহের দায়িত্ব থেকে রেহাই দেওয়ার ক্ষেত্রে পরি-কল্পনাকে উন্নীত করার সাম্প্রতিক ব্যবস্থাগুলির সমন্বয়সাধন।

এই ব্যবস্থাগুলি ছাড়াও কি আরও কতকগুলি অন্যবিধ ব্যবস্থা গ্রহণীয় নয় যথা আমাদের শিল্পের বিকাশের হারকে হ্রাস করা যার বৃদ্ধি শস্যের চাহিদারও একটা রীতিমত বৃদ্ধি ঘটিয়েছে যা বর্তমানে বাজারযোগ্য শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধিকে ছাপিয়ে যাচ্ছে? না, কোনও পরিস্থিতিতেই তা গ্রহণীয় নয়। শিল্পের বিকাশহারকে হ্রাস করার অর্থ হবে শ্রমিকশ্রেণীকে দুর্বল করা; কারণ শিল্প বিকাশের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি অগ্র-পদক্ষেপ, প্রত্যেকটি নতুন কারখানা, প্রত্যেকটি নতুন শিল্পোদ্যোগ হল লেনিনের বক্তব্য অনুযায়ী শ্রমিকশ্রেণীর 'এক নতুন শক্ত ঘাঁটি', যা পেটি-বুর্জোয়া উৎপাদনের শক্তির বিরুদ্ধে, আমাদের অর্থ-নীতির পুঁজিবাদী উৎপাদনসমূহের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থানকে শক্তিশালী করে। বরং আমাদের অবশ্যই শিল্পের বিকাশের বর্তমান হারকে বজায় রাখতে হবে: প্রথম সুযোগেই আমাদের তা ত্বরান্বিত করতে হবে যাতে গ্রাম

এলাকায় ঢালাও পণ্য যোগানো যায় এবং সেখান থেকে আরও শস্য পাওয়া যায়, কৃষিকে শিল্পায়িত করার জন্য ও তার বাজারযোগ্য ফলনের অনুপাত বাড়ানোর জন্য কৃষিকে, মূলতঃ যৌথ খামার ও রাষ্ট্রীয় খামারগুলিকে যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা যায়।

তাহলে বোধ হয় আমাদের উচিত হবে আরও 'সতর্কতা'র জন্য ভারি শিল্পের বিকাশকে স্তিমিত করা যাতে হাল্কা শিল্প যা প্রধানতঃ কৃষক বাজারের জন্য উৎপাদন করে তাকেই আমাদের শিল্পের বনিয়াদ হিসেবে গড়ে তোলা যায়? না, কোনও অবস্থাতেই তা নয়! সেটা হবে আত্মহত্যার সামিল; তা হাল্কা শিল্পসমেত আমাদের গোটা শিল্প ব্যবস্থাকেই বিপর্যস্ত করবে। তার অর্থ হবে আমাদের দেশের শিল্পায়নের শ্লোগানকে বর্জন করা, তার অর্থ হবে আমাদের দেশকে বিশ্ব পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার একটা লেজুড়ে পরিণত করা।

এই বিষয়ে আমরা সেই সুবিদিত নির্দেশনীতির ভিত্তিতে অগ্রসর হব যা লেনিন কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের চতুর্থ কংগ্রেসে[১৯] ঘোষণা করেছিলেন এবং যা আমাদের গোটা পার্টির পক্ষে চূড়ান্তভাবে অবশ্য পালনীয়। এই বিষয়ে লেনিন কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের চতুর্থ কংগ্রেসে যা বলেছেন তা হল এই:

'রাশিয়ার মুক্তি কেবল কৃষক খামারগুলির উত্তম ফলনেই নিহিত নেই—সেটাই যথেষ্ট নয়; আর নিহিত নয় কেবল সেই হাল্কা শিল্পের উত্তম অবস্থাতেই যা কৃষকসমাজকে ভোগ্যপণ্য যোগায়—সেটাও যথেষ্ট নয়; ভারি শিল্পেরও প্রয়োজন আমাদের আছে।'

অথবা আবার:

'আমরা সকল ক্ষেত্রেই, এমনকি বিদ্যালয়গুলিতেও, মিতব্যয়িতা প্রয়োগ করছি। এটা অবশ্যই এমনই করতে হবে কারণ আমরা জানি যে, আমরা যদি ভারি শিল্পকে রক্ষা না করতে পারি, তাকে যদি আমরা পুনঃস্থাপন না করতে পারি তাহলে আমরা কোনও শিল্পই তৈরী করতে সক্ষম হব না; আর এটা ছাড়া আমাদের একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে সর্বনাশ হয়ে যাবে।'

লেনিনের দেওয়া এই নির্দেশগুলি কখনো ভুললে চলবে না।

প্রস্তাবিত এই ব্যবস্থাগুলির কি ধরনের প্রভাব শ্রমিক ও কৃষকদের মৈত্রীর

ওপর পড়বে? আমি মনে করি যে এই ব্যবস্থাগুলি একমাত্র শ্রমিক ও কৃষকদের মৈত্রীকে শক্তিশালী করায় সাহায্যই করতে পারে।

নিঃসন্দেহে, যদি যৌথ খামার ও রাষ্ট্রীয় খামারগুলি বর্ধিত গতিতে বিকাশলাভ করে; যদি প্রত্যক্ষ সাহায্য পাওয়ার ফলে ক্ষুদ্র ও মাঝারি চাষীদের খামারের ফলন বাড়ে ও সমবায়গুলিতে ব্যাপকতর থেকে বিশালতর কৃষক সাধারণ অন্তর্ভুক্ত হয়; রাষ্ট্র যদি দক্ষ কর্মপরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় এমন লক্ষ লক্ষ পুড অতিরিক্ত বাজারযোগ্য শস্য পায়; যদি এইসব ও অনুরূপ সব ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে কুলাকদের খর্ব ও ক্রমশঃ অতিক্রম করা যায় তাহলে এটা কি স্পষ্ট নয় যে শ্রমিক ও কৃষকদের মৈত্রীর মধ্যে শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকসমাজের দ্বন্দ্ব তদ্দ্বারা আরও বেশি বেশি প্রশমিত হবে; শস্য-সংগ্রহের ক্ষেত্রে জরুরী ব্যবস্থার আবশ্যকতা লোপ পাবে; ব্যাপক কৃষকসাধারণ সমবায় পদ্ধতির চাষের প্রতি বেশি বেশি আকৃষ্ট হবে এবং গ্রামাঞ্চলে পুঁজিবাদী শক্তিগুলিকে অতিক্রম করার লড়াই এক বর্ধমান গণচরিত্র ও সংগঠিত চরিত্র পরিগ্রহ করবে?

এটা কি স্পষ্ট নয় যে, এই ধরনের ব্যবস্থার মাধ্যমে শ্রমিক ও কৃষকদের মৈত্রীর লক্ষ্য কেবল লাভই করতে পারে?

এটা অবশ্যই কেবল মনে রাখতে হবে যে সর্বহারাশ্রেণীর একাধিপত্যের পরিবেশে শ্রমিক ও কৃষকের মৈত্রীকে কোনও সাদামাটা মৈত্রী হিসেবে দেখা ঠিক নয়। এটা হল শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকসমাজের শ্রমজীবী সাধারণের মধ্যেকার এক বিশেষ ধরনের শ্রেণীজোট যা স্বয়ং তার লক্ষ্যকে নির্দিষ্ট করে, যথা: (ক) শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থানকে শক্তিশালী করা; (খ) এই মৈত্রীর মধ্যে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বদায়ী ভূমিকাকে নিশ্চিত করা; (গ) শ্রেণীসমূহের ও শ্রেণীসমাজের উৎসাদন। শ্রমিক ও কৃষকের মৈত্রী সম্বন্ধে অন্য যে-কোনও ধারণা হল সুবিধাবাদ, মেনশেভিকবাদ, এস. আর-বাদ বা আর যা খুশি হোক, কিন্তু তা মার্কসবাদ নয়, নয় লেনিনবাদ।

শ্রমিক ও কৃষকের মৈত্রীর ধারণাটিকে কিভাবে কৃষকসমাজ হল 'শেষতম পুঁজিবাদী শ্রেণী'—লেনিনের এই সুবিদিত তত্ত্বের সাথে খাপ খাওয়ানো যায়? এখানে কি একটি বিরোধ নেই? বিরোধটি মাত্র আপাতদৃশ্য, এক সম্ভাব্য বিরোধ। আসলে এখানে আদৌ কোনও বিরোধ নেই। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের তৃতীয় কংগ্রেসে[২০] প্রদত্ত এই একই ভাষণ যেখানে লেনিন কৃষকসমাজকে 'শেষতম পুঁজিবাদী শ্রেণী' বলে বিশেষিত করেন সেখানেই তিনি

শ্রমিক ও কৃষকের একটি মৈত্রীর আবশ্যকতাকে বারংবার সত্য প্রতিপন্ন করেন এই ঘোষণার মাধ্যমে যে, 'একাধিপত্যের সর্বোচ্চ নীতি হল শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকসমাজের মৈত্রীকে অব্যাহত রাখা যাতে সর্বহারাশ্রেণী তার নেতৃ-ভূমিকা ও রাষ্ট্রক্ষমতাকে বজায় রাখতে পারে।' এটা স্পষ্ট যে লেনিন এক্ষেত্রে আদপেই কোনও বিরোধ দেখেননি।

কৃষকসমাজ হল 'শেষতম পুঁজিবাদী শ্রেণী'—লেনিনের এই তত্ত্বটিকে আমরা কিভাবে বুঝব? তার অর্থ কি এই যে কৃষকসমাজ পুঁজিপতিদের নিয়ে তৈরী? না, তা নয়।

তার অর্থ হল প্রথমতঃ এই যে, ব্যক্তিকেন্দ্রিক কৃষকসমাজ হল এক বিশেষ শ্রেণী যা যন্ত্রপাতি ও উৎপাদন-উপকরণের ব্যক্তিগত মালিকানার ওপর তার অর্থনীতিতে নির্ভর করায় এবং যা সেইহেতু শ্রমিকশ্রেণী থেকে পৃথক যারা যন্ত্রপাতি ও উৎপাদন-উপকরণের যৌথ মালিকানার ওপর নিজেদের অর্থনীতিকে নির্ভর করায়।

তার অর্থ হল দ্বিতীয়তঃ এই যে, ব্যক্তিকেন্দ্রিক কৃষকসমাজ হল একটি শ্রেণী যা তার নিজের মধ্য থেকে পুঁজিপতি, কুলাক ও সাধারণভাবে সব রকমের শোষকদের তৈরী করে, জন্ম দেয় ও লালন করে।

এই পরিস্থিতিটা কি শ্রমিক ও কৃষকদের একটি মৈত্রী সংগঠিত করার পথে একটি অনতিক্রম্য বাধা নয়? না, তা নয়। সর্বহারাশ্রেণীর একাধিপত্যের পরিবেশে শ্রমিক ও কৃষকের মৈত্রীকে গোটা কৃষকসমাজের সঙ্গে মৈত্রী বলে গণ্য করা ঠিক নয়। সর্বহারাশ্রেণীর সঙ্গে কৃষকসমাজের মৈত্রী হল শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে কৃষকসমাজের মেহনতী সাধারণের এক মৈত্রী। কৃষকসমাজের ভেতরকার পুঁজিবাদী শক্তিগুলির বিরুদ্ধে কুলাকদের বিরুদ্ধে একটি সংগ্রাম ছাড়া এই ধরনের একটি মৈত্রী কার্যকরী করা যেতে পারে না। গ্রামাঞ্চলে শ্রমিকশ্রেণীর রক্ষাপ্রাচীর হিসেবে গরিব কৃষকরা যতক্ষণ না সংগঠিত হচ্ছে ততক্ষণ এরকম একটি মৈত্রী স্থায়ী হতে পারে না। সেই কারণেই সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্বের বর্তমান পরিবেশে শ্রমিক ও কৃষকের মৈত্রীকে একমাত্র লেনিনের এই সুবিদিত শ্লোগান অনুসারেই কার্যকরী করা যেতে পারে যে: দরিদ্র কৃষকদের ওপর ভরসা কর, মাঝারি কৃষকদের সঙ্গে একটি দৃঢ় মৈত্রী গড়ে তোল, এক মুহূর্তের জন্যও কুলাকদের বিরুদ্ধে লড়াই করা বন্ধ করো না। কারণ

কেবলমাত্র এই স্লোগানকে প্রয়োগের মাধ্যমেই কৃষকসমাজের মূল সাধারণকে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের প্রবাহে সামিল করা যেতে পারে।

সুতরাং, আপনারা দেখছেন যে লেনিনের দুটি সূত্রের মধ্যে বিরোধটি কেবলমাত্র একটি কাল্পনিক, একটি আপাতঃদৃশ্য বিরোধ। আসলে তাদের মধ্যে কোনও বিরোধই নেই।

প্রাভদা, সংখ্যা ২৭
২রা জুন, ১৯২৮

কমিউনিস্ট এ্যাকাডেমিতে পার্টি বিষয়ক সমীক্ষাচক্রের সদস্যদের কাছে চিঠি

আজ আমি শ্লেপকভের আত্মসমালোচনা বিষয়ে তত্ত্বাবলী পেয়েছি। মনে হয় যে তা আপনাদের চক্রে আলোচিত হয়েছে। চক্রের সদস্যদের কাছ থেকে আমি শুনেছি যে এই তত্ত্বাবলী একটি দলিল হিসেবেই প্রচারিত হয়েছে যা কেন্দ্রীয় কমিটির লাইনকে সমালোচনা করতে চায় না, বরং চায় তাকে সত্য প্রতিপন্ন করতে।

এটা অস্বীকার করা ভুল হবে যে কেন্দ্রীয় কমিটির লাইনকে সমালোচনা করার অধিকার পার্টি-সদস্যদের আছে। তা ছাড়াও আমি এটা মানতে রাজী যে আপনাদের সমীক্ষাচক্রের সদস্যদের এমন অধিকারও আছে যে তাঁরা নিজেদের মধ্যে কেন্দ্রীয় কমিটির অবস্থানের বিরোধী এইরকম তাঁদের আলাদা তত্ত্বও উপস্থিত করতে পারেন। কিন্তু শ্লেপকভের তত্ত্বাবলী স্পষ্টতঃই কেন্দ্রীয় কমিটির লাইনকে সমালোচনা করার জন্য বা তার বিরোধিতায় নতুন কিছু উপস্থিত করার জন্য উদ্দিষ্ট নয়, তা চায় কেন্দ্রীয় কমিটির লাইনকে ব্যাখ্যা করতে ও তাকে সত্য প্রতিপন্ন করতে। সম্ভবতঃ এটাই ব্যাখ্যা করে যে শ্লেপকভের তত্ত্বাবলী কেন মস্কো পার্টির পরিধির মধ্যে কিছুটা চালু হয়েছে।

তথাপি, অথবা বরং ঠিক সেহেতুই, আমি এই ঘোষণা করাটা আমার কর্তব্য বলেই গণ্য করি যে শ্লেপকভের তত্ত্বাবলী

(ক) আত্মসমালোচনার শ্লোগান বিষয়ে কেন্দ্রীয় কমিটির অবস্থানের সঙ্গে মেলে না, এবং

(খ) সেগুলি তাকে 'সংশোধন' করে, 'সম্পূরণ' করে ও স্বভাবতঃই তাকে আরও খারাপ করে তোলে যাতে আমাদের প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনগুলির আমলাতান্ত্রিক শক্তির সুবিধাই হয়।

(১) প্রথমতঃ শ্লেপকভের তত্ত্বের লাইন হল ভ্রান্ত। শ্লেপকভের তত্ত্ব কেবল ভাসাভাসা আত্মসমালোচনার শ্লোগান বিষয়ক তত্ত্বের সদৃশ। আসলে তা হল আত্মসমালোচনার শ্লোগানের বিপদের বিষয়ে তত্ত্ব। এটা অস্বীকার করা যায় না যে, প্রত্যেক বিপ্লবী শ্লোগানই তার ব্যবহারিক প্রয়োগের সময় বিকৃত

হওয়ার কিছুটা সম্ভাবনা লালন করে। এই ধরনের সম্ভাবনা অবশ্যই আত্ম-সমালোচনার শ্লোগানের ক্ষেত্রেও আছে। কিন্তু এই ধরনের সম্ভাবনাকেই কেন্দ্রীয় ব্যাপার করা, আত্মসমালোচনা বিষয়ক তত্ত্বের বনিয়াদ করার অর্থ হল সব কিছুকে উল্টে দেওয়া, আত্মসমালোচনার বৈপ্লবিক তাৎপর্যকে অবজ্ঞা করা, সেইসব আমলাকে মদৎ দেওয়া যারা আত্মসমালোচনাকে তার সংশ্লিষ্ট 'বিপদের' দরুন এড়াতে সচেষ্ট। এ ব্যাপারে আমার কোনও সংশয় নেই যে আমাদের পার্টি ও সোভিয়েত সংগঠনগুলির আমলাতান্ত্রিক শক্তিসমূহ সন্তুষ্টির মনোভাব নিয়েই শ্লেপকভের তত্ত্ব পাঠ করবে।

আত্মসমালোচনা বিষয়ে কেন্দ্রীয় কমিটির লাইনের সঙ্গে, শাখ্তি ঘটনার ওপর কেন্দ্রীয় কমিটি ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের এপ্রিল প্লেনামের প্রস্তাবের সঙ্গে বা আত্মসমালোচনা বিষয়ে কেন্দ্রীয় কমিটির জুন আবেদনের[২১] সঙ্গে কি এই লাইনটির কোনও মিল আছে?

আমার মনে হয় যে তা নেই।

(২) শ্লেপকভের তত্ত্বাবলীর অন্তর্বস্তুও ভ্রান্ত। আমাদের সংগঠনগুলির আমলাতান্ত্রিকতা হল যেসব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান আত্মসমালোচনাকে অপরিহার্য করে তোলে তার মধ্যে অন্যতম এবং একই সঙ্গে তা হল আত্ম-সমালোচনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যগুলির অন্যতম।

আমরা যদি আমাদের পার্টি ও সোভিয়েত হাতিয়ারগুলির আমলা-তান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম না করি তাহলে কি কোনও অগ্রগতি সম্ভব করতে পারি?

না, আমরা তা পারি না!

আমাদের সংগঠনগুলির ভেতরে আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে আমরা যদি একটি দৃঢ়পণ লড়াই না চালাই তাহলে কি আমরা জনগণের দ্বারা নিয়ন্ত্রণকে সংগঠিত করতে পারি, জনগণের উদ্যোগ ও স্বাধীন কার্যক্রমকে উৎসাহ দিতে পারি, সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের কাজে বিশাল জনগণকে সামিল করতে পারি?

না, আমরা তা পারি না!

আত্মসমালোচনার শ্লোগানকে কার্যকরী না করে আমরা কি আমলাতন্ত্রকে নিকেশ করতে, দুর্বল করতে, তুচ্ছ করে দিতে পারি?

না, আমরা তা পারি না!

আত্মসমালোচনার শ্লোগান যে তত্ত্বে আলোচিত তাতে কি আমাদের

সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকার্যের পক্ষে একটি ক্ষতিকর উপাদান ও আত্মসমালোচনার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যগুলির অন্যতম হিসেবে আমলাতন্ত্রের বিষয়ে আলোচনাকে এড়িয়ে যেতে পারি ?

নিশ্চয়ই আমরা তা পারি না।

সেক্ষেত্রে এ ব্যাপারটা আমরা কিভাবে ব্যাখ্যা করব যে শ্লেপকভ তাঁর তত্ত্বে এই জ্বলন্ত প্রশ্নটি সম্বন্ধে কিছুই না বলার পরিকল্পনা করেছেন ? আত্ম-সমালোচনার যে তত্ত্বের উদ্দেশ্য হল কেন্দ্রীয় কমিটির অবস্থানকে সঠিক প্রতি-পাদন করা সেই তত্ত্বে আত্মসমালোচনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যটি—আমলা-তন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করার কর্তব্যটি ভুলে যাওয়া কেমন করে সম্ভব ? তথাপি এটা ঘটনা যে শ্লেপকভের তত্ত্বে আমাদের সংগঠনগুলির আমলাতান্ত্রিকতা বিষয়ে, এইসব সংগঠনের আমলাতান্ত্রিক উপাদানগুলির বিষয়ে, আমাদের পার্টি ও সোভিয়েত হাতিয়ারের কাজে যে আমলাতান্ত্রিক বিকৃতি আছে সে-বিষয়ে একটি শব্দও নেই (আক্ষরিকভাবেই একটি শব্দও নেই !)।

আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করার অতীব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটির প্রতি এই মূর্খাধিক মনোভাব কি আত্মসমালোচনার প্রশ্ন বিষয়ে কেন্দ্রীয় কমিটির অবস্থানের সঙ্গে, শাখ্‌তির ঘটনার ওপর কেন্দ্রীয় কমিটি ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের এপ্রিল প্লেনামের প্রস্তাবের মতো অথবা আত্মসমালোচনা বিষয়ে কেন্দ্রীয় কমিটির জুন আবেদনের মতো পার্টি দলিলগুলির সঙ্গে খাপ খেতে পারে ?

আমার মনে হয় তা পারে না।

কমিউনিস্ট অভিনন্দনসহ,

৮ই জুন, ১৯২৮ **জে. স্তালিন**

কম্‌সোমোল্‌স্কায়া প্রাভদা, সংখ্যা ৯০
১১শে এপ্রিল, ১৯২৯

লেনিন এবং মধ্য কৃষকের সঙ্গে মৈত্রীর প্রশ্ন*

(কমরেড S-এর কাছে উত্তর)

কমরেড S,

এটা সত্য নয় যে লেনিনের এই শ্লোগান : 'মধ্য কৃষকের সঙ্গে একটা সমঝওতায় আসা, অথচ এক মুহূর্তের জন্যও কখনো কুলাকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিহার না করা এবং কেবল গরিব কৃষকের উপর দৃঢ়ভাবে নির্ভর করা' যা তিনি পিতিরিম সোরোকিন-এর[২২] উপর তাঁর বিখ্যাত নিবন্ধে উপস্থাপিত করেছিলেন, সেটি হচ্ছে, যেমন বলা হয়ে থাকে, 'গরিব কৃষকদের কমিটিগুলির সময়কার' শ্লোগান, 'মধ্য কৃষকের তথাকথিত নিরপেক্ষকরণ পর্বের সমাপ্তি'র শ্লোগান। **এটা সম্পূর্ণভাবে অসত্য।**

১৯১৮ সালের জুন মাসে গরিব কৃষকদের কমিটিগুলি গঠিত হয়েছিল। ১৯১৮র অক্টোবরের শেষ দিকেই গ্রামাঞ্চলে আমাদের শক্তিসমূহ কুলাকদের উপর প্রাধান্যলাভ করেছিল, এবং মধ্য কৃষকরা সোভিয়েত ক্ষমতার সপক্ষে **ফিরেছিল**। এই দিক-ফেরার ভিত্তিতেই কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত হয়েছিল সোভিয়েতগুলির এবং গরিব কৃষকদের কমিটিগুলির দ্বৈত ক্ষমতা অবলুপ্ত করার, ভোলস্ত এবং গ্রাম-সোভিয়েতগুলিতে নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার, গরিব কৃষকদের কমিটিগুলিকে নবনির্বাচিত সোভিয়েতসমূহের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়ার ও ফলস্বরূপ, গরিব কৃষকদের কমিটিগুলি ভেঙে দেওয়ার। এটা সুবিদিত যে, এই সিদ্ধান্ত ১৯১৮র ৯ই নভেম্বর সোভিয়েতসমূহের ষষ্ঠ কংগ্রেসে আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদিত হয়েছিল। গ্রামীণ ও ভোলস্ত সোভিয়েত নির্বাচনগুলি এবং সোভিয়েতসমূহের সঙ্গে গরিব কৃষকদের কমিটিগুলির একীকরণের উপর ১৯১৮র ৯ই নভেম্বর সোভিয়েতসমূহের ষষ্ঠ কংগ্রেসের সিদ্ধান্তটি বলতে চাইছি।

কিন্তু লেনিনের 'পিতিরিম সোরোকিন-এর মূল্যবান স্বীকারোক্তি' নিবন্ধটি কবে প্রকাশিত হয়েছিল যে নিবন্ধে তিনি মধ্য কৃষককে নিরপেক্ষ করার শ্লোগানের পরিবর্তে মধ্য কৃষকের সঙ্গে সমঝওতার শ্লোগান ঘোষণা

* ঈষৎ সংক্ষেপিত—জে. স্তালিন

করেছিলেন? এটা প্রকাশিত হয়েছিল ১৯১৮র ২১শে নভেম্বর অর্থাৎ সোভিয়েতসমূহের ষষ্ঠ কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের দু'সপ্তাহ পরে। এই নিবন্ধে লেনিন সোজাসুজি বলছেন যে মধ্য কৃষকের সঙ্গে সমঝওতার নীতিটি নির্দেশিত হয়েছে মধ্য কৃষকের আমাদের দিকে ফেরার জন্য।

লেনিন যা বলছেন তা এই :

'গ্রামাঞ্চলে আমাদের কর্তব্য হচ্ছে জমিদারকে ধ্বংস করা এবং শোষকের ও কুলাক ফাট্কাবাজদের প্রতিরোধ চূর্ণ করা। এই উদ্দেশ্যে আমরা দৃঢ়ভাবে নির্ভর করতে পারি **কেবলমাত্র** আধা-সর্বহারাদের, "গরিব কৃষকদের" উপর। কিন্তু মধ্য কৃষক আমাদের শত্রু নয়। সে দ্বিধা করেছিল, দ্বিধা করছে এবং দ্বিধা করতে থাকবে। দ্বিধাগ্রস্তদের প্রভাবিত করার দায়িত্ব এবং শোষককে ক্ষমতাচ্যুত করা ও সক্রিয় শত্রুকে পরাস্ত করার কর্তব্য **এক নয়**। বর্তমান মুহূর্তে কর্তব্য হচ্ছে মধ্য কৃষকের সঙ্গে একটা সমঝওতায় আসা, সেই সঙ্গে কখনো এক মুহূর্তের জন্যও কুলাকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিহার না করা এবং কেবলমাত্র গরিব কৃষকের উপর দৃঢ়ভাবে নির্ভর করা, কারণ উপরে বর্ণিত কারণগুলির জন্য সুনির্দিষ্ট-ভাবে এখনই **মধ্য কৃষকের পক্ষে আমাদের দিকে মোড়-ফেরা অনিবার্য**।' (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন) (*রচনাবলী*, ২৩তম খণ্ড।)

এ থেকে কী অনুসৃত হয়?

এ থেকে এটাই অনুসৃত হয় যে লেনিনের শ্লোগান উল্লেখ করছে **পুরানো** সময়ের নয়, গরিব কৃষকদের কমিটিগুলির সময় এবং মধ্য কৃষককে নিরপেক্ষ-করণের কালের নয়, বরং উল্লেখ করছে **নতুন** কালের, মধ্য কৃষকের সঙ্গে সমঝওতার কালের। এইভাবে এটা পুরানো সময়ের **পরিসমাপ্তি** নয় বরং এক নতুন কালের **সূচনাকে** প্রতিফলিত করছে।

কিন্তু লেনিনের শ্লোগান সম্পর্কে আপনার দাবিটি কেবল আনুষ্ঠানিক দিক থেকে, বলতে গেলে, কেবল কালানুক্রমের দিক থেকেই ভ্রান্ত নয়, এটা বিষয়বস্তুতেও ভ্রান্ত।

আমরা জানি যে মধ্য কৃষকের সঙ্গে সমঝওতার সম্পর্কে লেনিনের শ্লোগানটি অষ্টম পার্টি কংগ্রেসে (মার্চ, ১৯১৯) সমগ্র পার্টি দ্বারা একটি নতুন শ্লোগান

হিসেবে ঘোষিত হয়েছিল। আমরা জানি যে অষ্টম পার্টি কংগ্রেস ছিল সেই কংগ্রেস যা মধ্য কৃষকের সঙ্গে একটি স্থায়ী মৈত্রীর বিষয়ে আমাদের নীতির ভিত্তি স্থাপন করেছিল। এটা জানা যে, আমাদের কর্মসূচী, সি. পি. এস. ইউ (বি)র কর্মসূচী পার্টির ঐ অষ্টম কংগ্রেসে গৃহীত হয়েছিল। আমরা জানি যে, সেই কর্মসূচীতে আছে গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন গোষ্ঠী—গরিব কৃষক, মাঝারি কৃষক এবং কুলাকদের প্রতি পার্টির দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে বিশেষ বক্তব্যগুলি। সি. পি. এস. ইউ (বি)র কর্মসূচীতে এই বক্তব্যগুলি গ্রামাঞ্চলে সামাজিক গোষ্ঠীগুলি সম্পর্কে এবং তাদের প্রতি আমাদের পার্টির দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে কি বলছে শুনুন:

'আর. সি. পি. গ্রামাঞ্চলে তার সকল কাজের মধ্যে এ পর্যন্ত **নির্ভর করেছে গ্রামীণ জনসংখ্যার সর্বহারা ও আধা-সর্বহারা স্তরের উপর**; প্রথমে এবং সর্বাগ্রে এই স্তরগুলিকে তা একটি স্বাধীন শক্তি হিসেবে সংগঠিত করছে গ্রামগুলিতে পার্টি শাখা স্থাপন করে, গরিব কৃষকদের সংগঠন তৈরী করে, গ্রামাঞ্চলে সর্বহারা ও আধা-সর্বহারাদের একটা বিশেষ ধরনের ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করে, এবং এইরকমভাবে, প্রতিটি উপায়ে তাদেরকে শহরের সর্বহারাদের আরও কাছাকাছি নিয়ে এসে, এবং গ্রামের বুর্জোয়াদের ও ক্ষুদ্র-স্বত্বাধিকারী স্বার্থসমূহের প্রভাব থেকে তাদের মুক্ত করে।

'কুলাকদের ও গ্রামের বুর্জোয়াদের সম্পর্কে আর. সি. পি-র নীতি হচ্ছে **সংকল্পবদ্ধভাবে তাদের শোষণকারী প্রবণতাগুলির বিরুদ্ধে লড়াই করা, সোভিয়েত নীতির প্রতি তাদের বিরোধিতা দমন করা।**

'মধ্য কৃষকদের সম্পর্কে আর. সি. পি-র নীতি হচ্ছে তাদেরকে ক্রমে ক্রমে এবং সুসংবদ্ধভাবে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকার্যে সামিল করা। পার্টি স্বয়ং এই কর্তব্য নির্ণয় করেছে যে কুলাকদের থেকে তাদের পৃথক করা, তাদের প্রয়োজনগুলির প্রতি সযত্ন মনোযোগ দিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর দিকে তাদের জয় করে আনা, আদর্শগত প্রভাবের উপায়গুলির দ্বারা এবং আদৌ দমনমূলক উপায়গুলির সাহায্য ছাড়া তাদের পশ্চাদ্‌পদতা প্রতিরোধ করা এবং সমাজতান্ত্রিক পরিবর্তন নিষ্পন্ন করার পদ্ধতিগুলি নির্ধারণ করতে গিয়ে তাদের সুবিধা-সুযোগ দিয়ে যেখানে তাদের গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সেখানে সকল ক্ষেত্রে **তাদের সঙ্গে ব্যবহারিক সমঝোতায়** আসতে

চেষ্টা করা' (সমস্ত মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন) (আর. সি. পি. (বি)র অষ্টম কংগ্রেস আক্ষরিক, রিপোর্ট[২৩])

কর্মসূচীর এই বক্তব্যগুলি এবং লেনিনের শ্লোগানের মধ্যে ন্যূনতম এমনকি শব্দগত কোন পার্থক্য খুঁজে বের করতে চেষ্টা করুন তো! আপনি কোন পার্থক্য খুঁজে পাবেন না, কারণ কোন পার্থক্য তো নেই। তা থেকেও বেশি। কোন সংশয় থাকতে পারে না যে লেনিনের শ্লোগান মধ্য কৃষক সম্পর্কে অষ্টম কংগ্রেসের সিদ্ধান্তাবলীর কেবল বিরোধিতাই যে করছে না তা নয়, বরং, অপরপক্ষে, সেটি হচ্ছে এই সিদ্ধান্তাবলীর অত্যন্ত উপযুক্ত এবং সঠিক প্রকাশ। এবং এটা ঘটনা যে সি. পি. এস. ইউ (বি)র কর্মসূচী, যা বিশেষভাবে মধ্য কৃষকের প্রশ্নটি আলোচনা করেছিল, সেটি ১৯১৯-এর মার্চে পার্টির অষ্টম কংগ্রেসে গৃহীত হয়েছিল, আর সেখানে পিতিরিম সোরোকিন-এর বিরুদ্ধে লেনিনের নিবন্ধ, যা মধ্য কৃষকের সঙ্গে সমঝওতার শ্লোগান ঘোষণা করেছিল, সেটি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল পার্টির অষ্টম কংগ্রেসের চার মাস আগে ১৯১৮-এর নভেম্বরে।

এটা কি স্পষ্ট নয় যে লেনিনের শ্লোগান, যা পিতিরিম সোরোকিন-এর বিরুদ্ধে তাঁর নিবন্ধে তাঁর দ্বারা ঘোষিত, সেটিকে পার্টির অষ্টম কংগ্রেসে **সম্পূর্ণ ও সামগ্রিকভাবে সমর্থন করেছিল** এমন একটি শ্লোগান হিসেবে যার দ্বারা পার্টি **সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের সাম্প্রতিক গোটা পর্বে** গ্রামাঞ্চলে তার কাজের মধ্যে অবশ্যই **পরিচালিত** হবে?

লেনিনের শ্লোগানের মূল বিষয়টি কী?

লেনিনের শ্লোগানের মূল বিষয় হচ্ছে এই যে, তা লক্ষণীয় যথার্থতার সঙ্গে একটিমাত্র সম্বন্ধসূত্রে প্রকাশিত গ্রামাঞ্চলে পার্টির কাজের **ত্রিবিধ** কর্তব্যকে অন্তর্ভুক্ত করেছে: (ক) গরিব কৃষকের উপর **নির্ভর কর**; (খ) মধ্য কৃষকের সঙ্গে **সমঝওতা** স্থাপন কর, এবং (গ) কখনো এক মুহূর্তের জন্যও কুলাকদের বিরুদ্ধে **সংগ্রামে** বিরত হয়ো না। বর্তমান সময়ে গ্রামাঞ্চলে কাজের ভিত্তি হিসেবে এই সূত্র থেকে যে-কোন একটি অংশ নিতে চেষ্টা করুন আর অন্য অংশগুলি সম্পর্কে ভুলে যান, এবং অনিবার্যভাবে আপনি নিজেকে একটা অন্ধ গলির মধ্যে দেখতে পাবেন।

সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকার্যের বর্তমান পর্যায়ে গরিব কৃষকের উপর নির্ভর না করে এবং কুলাকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালনা ব্যতীত কি মধ্য কৃষকের সঙ্গে

একটা প্রকৃত ও স্থায়ী সমঝওতায় পৌছানো সম্ভব ?

এটা সম্ভব নয়।

বিকাশের বর্তমান পরিবেশে গরিব কৃষকের উপর নির্ভর না করে এবং মধ্য কৃষকের সঙ্গে সমঝওতায় পৌছানো ব্যতীত কুলাকদের বিরুদ্ধে কি সফল সংগ্রাম চালনা সম্ভব ?

এটা সম্ভব নয়।

গ্রামাঞ্চলে পার্টির কাজের এই ত্রিবিধ কর্তব্য কিভাবে একটি সর্বব্যাপক শ্লোগানে অত্যন্ত যথার্থরূপে প্রকাশিত হতে পারে ? আমি মনে করি যে, লেনিনের শ্লোগানই হচ্ছে এই কর্তব্যের অত্যন্ত যথার্থ প্রকাশ। এটা স্বীকার করতেই হবে যে লেনিনের চেয়ে যথার্থতর রূপে আপনি এটি প্রকাশ করতে পারেন না।...

কেন **ঠিক এখনই**, গ্রামাঞ্চলে কাজের **ঠিক বর্তমান পরিবেশে**, লেনিনের শ্লোগানের উপযোগিতার উপর জোর দেওয়া প্রয়োজন ?

কারণ, ঠিক এখনই কিছু সংখ্যক কমরেডের মধ্যে আমরা দেখছি গ্রামাঞ্চলে পার্টির কাজের এই **ত্রিবিধ** কর্তব্যকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করার এবং এই অংশগুলিকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করার একটা প্রবণতা। এটা সম্পূর্ণ প্রমাণিত হচ্ছে এই বছরের জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারিতে আমাদের শস্য-সংগ্রহ অভিযানের অভিজ্ঞতা দ্বারা।

প্রত্যেক বলশেভিক জানে যে মধ্য কৃষকের সঙ্গে সমঝওতায় অবশ্যই আসতে হবে। কিন্তু কিভাবে এই সমঝওতায় আসতে হবে তা প্রত্যেকেই বোঝে না। কেউ কেউ মনে করে যে কুলাকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিহার করে অথবা এই সংগ্রাম শ্লথ করে দিয়ে মধ্য কৃষকের সঙ্গে সমঝওতা আনা যেতে পারে ; কেননা, তারা বলে, কুলাকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম মধ্য কৃষক-গোষ্ঠীর একাংশকে, তার স্বচ্ছল অংশকে, সংকিত করতে পারে।

অন্যরা ভাবে যে গরিব কৃষকদের সংগঠিত করার কাজ পরিহার করে অথবা এই কাজ শ্লথ করে দিয়ে মধ্য কৃষকের সঙ্গে সমঝওতা আনা যেতে পারে ; কেননা, তারা বলে, গরিব কৃষকদের সংগঠিত করার অর্থ হল, গরিব কৃষকদের আলাদা করে বেছে নেওয়া, এবং এটা মধ্য কৃষকদের আমাদের কাছ থেকে ভয়ে সরিয়ে দিতে পারে।

সঠিক নীতি থেকে এইসব বিচ্যুতির ফল হচ্ছে যে, এরূপ ব্যক্তিরা এই

মার্কসীয় তত্ত্বটি ভুলে যায় যে মধ্য কৃষকসম্প্রদায় হচ্ছে একটি দোদুল্যমান শ্রেণী, মধ্য কৃষকদের সঙ্গে সমঝওতা স্থায়ী করা যেতে পারে কেবলমাত্র যদি কুলাকদের বিরুদ্ধে একটা সংকল্পবদ্ধ সংগ্রাম পরিচালিত করা যায়, এবং যদি গরিব কৃষকদের মধ্যে কাজ তীব্রতর করা যায়; এই শর্তাবলী মানা না হলে মধ্য কৃষকগোষ্ঠী কুলাকদের দিকে, যেমন একটা শক্তির দিকে, ঝুঁকে পড়তে পারে।

অষ্টম পার্টি কংগ্রেসে লেনিন কী বলেছিলেন তা স্মরণ করুন:

'একটি শ্রেণী, যার **কোন নির্দিষ্ট এবং স্থায়ী অবস্থান নেই** (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন), তার প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিটি আমাদের স্থির করতে হবে। সর্বহারাশ্রেণী তার জনগণের মধ্যে সমাজতন্ত্রের পক্ষে, বুর্জোয়াশ্রেণী তার জনগণের মধ্যে সমাজতন্ত্রের বিপক্ষে; এই দুই শ্রেণীর মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণ করা সহজ। কিন্তু আমরা যখন মধ্য কৃষক-সম্প্রদায়ের মতো একটি স্তরের আলোচনায় আসি তখন আমরা দেখি যে **এটি হচ্ছে এমন এক শ্রেণী যা দোদুল্যমান**। মধ্য কৃষক হচ্ছে অংশতঃ একজন সম্পত্তির মালিক, আর অংশতঃ একজন শ্রমজীবী। শ্রমজীবীদের অন্যান্য প্রতিনিধিদের সে শোষণ করে না। যুগ যুগ ধরে চরমতম অসুবিধার মধ্যে তাকে তার অবস্থান রক্ষা করতে হয়েছে; সে জমিদারদের ও পুঁজিপতিদের শোষণ ভোগ করেছে, সে সবকিছুই সহ্য করেছে, তথাপি একই সঙ্গে সে একজন সম্পত্তির মালিকও বটে। সুতরাং এই দোলাচলচিত্ত শ্রেণীর প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি নির্ধারণ বিরাট অসুবিধা হাজির করে' ('আর.সি.পি.(বি)র অষ্টম কংগ্রেস', আক্ষরিক রিপোর্ট[২৪])।

কিন্তু সঠিক নীতি থেকে অন্যান্য বিচ্যুতিগুলিও আছে যেগুলি পূর্বোল্লিখিত-গুলির চেয়ে কিছু কম বিপজ্জনক নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে কুলাকদের বিরুদ্ধে বাস্তবিকই সংগ্রাম পরিচালিত হচ্ছে, কিন্তু এটা এমন এক এলোমেলো এবং অর্থহীনভাবে পরিচালিত হচ্ছে যে আঘাতগুলি পড়ছে মধ্য ও গরিব কৃষকদের উপর। ফলতঃ, কুলাকশ্রেণী অনাহত অব্যাহতি পায়, মধ্য কৃষকের সঙ্গে মৈত্রীর ক্ষেত্রে একটি ফাটল তৈরী হয়, এবং গরিব কৃষকদের একাংশ সাময়িক-ভাবে সেই কুলাকদের খপ্পড়ে পড়ে যারা সোভিয়েত নীতিকে হেয় করবার জন্য লড়াই করছে।

আবার অন্যান্য ক্ষেত্রে কুলাকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে কুলাক-উচ্ছেদে এবং

শস্য-সংগ্রহের কাজকে উদ্বৃত্ত বাজেয়াপ্ত করার মধ্যে রূপান্তরিত করতে চেষ্টা চলছে এটা ভুলে গিয়ে যে বর্তমান পরিস্থিতিতে কুলাক-উচ্ছেদ হচ্ছে নির্বুদ্ধিতা এবং উদ্বৃত্ত বাজেয়াপ্তকরণ পদ্ধতির অর্থ হল মধ্য কৃষকের সঙ্গে মৈত্রী নয়, বরং তার বিরুদ্ধে লড়াই।

পার্টির নীতি থেকে এই বিচ্যুতিগুলির উৎস কী?

এর উৎস নিহিত রয়েছে গ্রামাঞ্চলে পার্টির কাজের ত্রিবিধ কর্তব্য যে একটি অভিন্ন এবং অবিভাজ্য কর্তব্য তা বোঝার ব্যর্থতার মধ্যে; কুলাকদের প্রতিরোধের কর্তব্য যে মধ্য কৃষকের সঙ্গে সমঝওতায় আসার কর্তব্য থেকে আলাদা করা যেতে পারে না এবং এই দুটি কর্তব্য যে গরিব কৃষককে গ্রামাঞ্চলে পার্টির রক্ষাপ্রকারে রূপান্তরিত করার কর্তব্য থেকে আলাদা করা যেতে পারে না তা বোঝার ব্যর্থতার মধ্যে।*

গ্রামাঞ্চলে আমাদের সাম্প্রতিক কাজের ধারায় এই কর্তব্যগুলিকে যে পরস্পর থেকে আলাদা করা হচ্ছে না তা সুনিশ্চিত করার জন্য কী অবশ্য-করণীয়?

আমরা অবশ্যই, অন্ততঃ, একটি নীতি নির্দেশক শ্লোগান প্রচার করব। যেটি এই সমস্ত কর্তব্যগুলিকে একটা সাধারণ সূত্রাকারে সমন্বয় করবে এবং, ফলতঃ, এই কর্তব্যগুলির পরস্পর থেকে আলাদা হওয়া রোধ করবে।

আমাদের পার্টির অস্ত্রভাণ্ডারে এমন একটি সূত্র, এমন একটি শ্লোগান কি আছে?

---

* এ থেকে এটাই অনুসৃত হয় যে সঠিক নীতি থেকে বিচ্যুতিগুলি শ্রমিক এবং কৃষকদের মৈত্রীর ক্ষেত্রে দ্বিবিধ বিপদ সৃষ্টি করে: একটা বিপদ হল তাদের দিক থেকে, দৃষ্টান্তস্বরূপ, যারা চায় শস্য-সংগ্রহের সাময়িক জরুরী ব্যবস্থাগুলিকে পার্টির একটি স্থায়ী বা দীর্ঘমেয়াদী নীতিতে রূপান্তরিত করতে; এবং একটা বিপদ আসে তাদের দিক থেকে যারা কুলাকদের অবাধ ক্ষমতা দেওয়ার জন্য, রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলির দ্বারা কোনও বাণিজ্যিক নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই বাণিজ্যের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করার জন্য জরুরী ব্যবস্থাগুলির অবসানের সুযোগ গ্রহণ করতে চায়। অতএব সঠিক নীতি যে অনুসৃত হচ্ছে তা নিশ্চিত করার জন্য অবশ্যই দুই ফ্রন্টেই সংগ্রাম পরিচালনা করতে হবে।

আমি এই সুযোগ নিচ্ছি এ কথা বলতে যে আমাদের সংবাদপত্র সর্বদা এই নিয়ম অনুসরণ করে না এবং কখনো কখনো এক ধরনের একদেশদর্শিতা প্রদর্শন করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কতকগুলি ক্ষেত্রে সংবাদপত্র তাদেরকেই প্রকট করে ধরছে যারা শস্য-সংগ্রহের জন্য জরুরী ব্যবস্থাগুলি, যেগুলি হল সাময়িক ধরনের, সেগুলিকে আমাদের কর্মনীতির স্থায়ী লাইনে রূপান্তরিত করতে

হাঁ, আছে। সেই সূত্রটি হচ্ছে লেনিনের স্লোগান: 'মধ্য কৃষকের সঙ্গে একটা সমঝওতায় আসা, অথচ এক মুহূর্তের জন্যও কুলাকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে পরিহার না করা, এবং দৃঢ়ভাবে কেবলমাত্র গরিব কৃষকের উপরই নির্ভর করা।'

সেইজন্য আমি মনে করি যে, এই স্লোগানটি হচ্ছে অত্যন্ত উপযোগী এবং সর্বব্যাপক স্লোগান, আর **ঠিক এখনই,** গ্রামাঞ্চলে আমাদের কাজের **বর্তমান অবস্থার মধ্যেই ঠিক** এটিকে অবশ্যই সামনে নিয়ে আসতে হবে।

আপনি লেনিনের স্লোগানকে একটি 'বিরোধীপক্ষীয়' স্লোগান বলে মনে করেন এবং আপনার চিঠিতে আপনি জিজ্ঞাসা করছেন: **'এটা কেমন যে···এই বিরোধীপক্ষীয় স্লোগান ১লা মে, ১৯২৮ তারিখে প্রাভদায় মুদ্রিত হল কীভাবে এই ঘটনার ব্যাখ্যা করা যায় যে এই স্লোগানটি প্রকাশিত হল সি. পি. এস. ইউ-র কেন্দ্রীয় কমিটির মুখপত্র প্রাভদার পৃষ্ঠায়—এটা কি কেবল একটা যান্ত্রিক অনবধান, না কি মাঝারি কৃষকের প্রশ্নে বিরোধীপক্ষীয়ের সঙ্গে এটা একটা আপোষ?'**

খুব জোরালোভাবেই তা বলা হয়েছে—অস্বীকার করা যায় না! কিন্তু

চায়, এবং যারা এইভাবে কৃষকদের সঙ্গে বন্ধনসূত্রকে বিপন্ন করে। সেটা খুব ভাল। কিন্তু এটা হবে খারাপ এবং অন্যায় যদি সেই একই সঙ্গে আমাদের সংবাদপত্র তাদের প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দিতে এবং তাদেরকে যথার্থভাবে প্রকট করে ধরতে ব্যর্থ হয় যারা অন্যদিক থেকে বন্ধনসূত্রটিকে বিপন্ন করে, যারা পেটি-বুর্জোয়া উপাদানের শক্তিসমূহের কাছে নতি স্বীকার করে, গ্রামাঞ্চলে পুঁজিবাদী শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামকে শ্লথ করার, এবং রাষ্ট্র দ্বারা অনিয়ন্ত্রিত বাণিজ্য, সম্পূর্ণ অবাধ বাণিজ্যের দাবি করে ও এইভাবে কৃষকদের সঙ্গে বন্ধনসূত্রটি অন্যদিক থেকে হেয় করে। সেটা খারাপ। সেটা হল একদেশদর্শিতা।

এটাও ঘটে যে সংবাদপত্র সেই তাদেরকে প্রকট করে যারা, দৃষ্টান্তস্বরূপ, ক্ষুদ্র এবং মধ্য কৃষকের ব্যক্তিগত খামারগুলির উন্নয়নের সম্ভাবনা ও প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করে যেগুলি হচ্ছে বর্তমান পর্যায়ে কৃষির ভিত্তি। সেটা বেশ ভালই। কিন্তু এটা খারাপ এবং অন্যায় যদি সেই একই সঙ্গে সংবাদপত্র তাদেরকে প্রকট না করে যারা যৌথ খামার এবং রাষ্ট্রীয় খামারগুলির গুরুত্ব গৌণ করে দেখে এবং যারা এটা লক্ষ্য করতে ব্যর্থ হয় যে ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র ও মধ্য কৃষকের খামারগুলির উন্নয়নের কাজকে বাস্তবে যৌথ এবং রাষ্ট্রীয় খামারগুলির নির্মাণ সম্প্রসারিত করার কাজ দ্বারা অবশ্যই সম্পূরণ করতে হবে। সেটাই হচ্ছে একদেশদর্শিতা।

সঠিক নীতি যে অনুসৃত হচ্ছে তা সুনিশ্চিত করার জন্য **দুই ফ্রন্টেই** সংগ্রাম পরিচালিত করতে হবে, এবং সকল একদেশদর্শিতা অবশ্যই পরিহার করতে হবে।

কমরেড S, 'আপনার যুক্তিটা লক্ষ্য করুন' ; অন্যথায় আপনি, আপনার আগ্রহের তোড়ে এই সিদ্ধান্তেও উপনীত হতে পারেন যে আমরা অবশ্যই আমাদের সেই কর্মসূচীর মুদ্রণ নিষিদ্ধ করব, যা লেনিনের স্লোগানকে সম্পূর্ণ সমর্থন করে (এটা ঘটনা !), এবং যা মূলতঃ লেনিনের রচিত (যিনি নিশ্চয়ই একজন বিরোধীপক্ষীয় ছিলেন না !), এবং যা পার্টির অষ্টম কংগ্রেসে (তাও বিরোধী-পক্ষীয় নয় !) গৃহীত। গ্রামাঞ্চলে সামাজিক গোষ্ঠীগুলির সম্বন্ধে আমাদের কর্মসূচীতে সুবিদিত বক্তব্যগুলির প্রতি আরও শ্রদ্ধা রাখুন ! মাঝারি কৃষক সম্বন্ধে অষ্টম পার্টি কংগ্রেসের সিদ্ধান্তগুলির প্রতি আরও শ্রদ্ধা রাখুন !...

আর, 'মাঝারি কৃষকের প্রশ্নে বিরোধীপক্ষীয়ের সঙ্গে আপোষ', আপনার এই মন্তব্য সম্পর্কে আমি মনে করি না যে তা খণ্ডনেরও যোগ্য ; সন্দেহ নেই, আপনি এটা লিখেছিলেন ক্ষণিকের উত্তেজনায়।

আপনাকে এই ঘটনায় বিচলিত বোধ হচ্ছে যে লেনিনের স্লোগান এবং পার্টির অষ্টম কংগ্রেসে গৃহীত সি. পি. এস. ইউ. (বি)র কর্মসূচী বলছে মাঝারি কৃষকের সঙ্গে **সমঝওতার** কথা, অথচ অষ্টম কংগ্রেস উদ্বোধন করতে লেনিন তাঁর ভাষণে মাঝারি কৃষকের **একটা স্থায়ী মৈত্রীর** কথা বলেছিলেন। স্পষ্টতঃ, আপনি ভাবছেন একটা দ্বন্দ্বের মতো কিছু এর মধ্যে আছে। হয়তো এমনকি আপনি এরকমও বিশ্বাস করতে ইচ্ছুক যে মাঝারি কৃষকের সঙ্গে **সমঝওতার** নীতি হচ্ছে মাঝারি কৃষকের সঙ্গে **মৈত্রীর** নীতি থেকে একটা বিচ্যুতি ধরনের কিছু। কমরেড S, সেটা ভুল। সেটা হচ্ছে মারাত্মক একটা ভ্রান্ত ধারণা। কেবল যারা একটি স্লোগানের অক্ষর পড়তে পারে, কিন্তু তার অর্থ বুঝতে অসমর্থ, তারাই সেইরকম চিন্তা করতে পারে। কেবল যারা মাঝারি কৃষকের সঙ্গে মৈত্রী, সমঝওতার স্লোগানটির ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞ, তারাই সেইরকম চিন্তা করতে পারে। কেবল তারাই সেইরকম চিন্তা করতে পারে যারা এরকম বিশ্বাস করতে সক্ষম যে লেনিন, যিনি অষ্টম কংগ্রেসে তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে মাঝারি কৃষকের সঙ্গে একটা 'স্থায়ী মৈত্রী'র নীতির সম্পর্কে বলেছিলেন, তিনি **সেই একই** কংগ্রেসে অন্য একটি ভাষণে এবং অষ্টম কংগ্রেসের গৃহীত পার্টি কর্মসূচীতে তাঁর নিজের অবস্থান থেকে **সরে গিয়েছিলেন** এই বলে যে আমাদের এখন প্রয়োজন মাঝারি কৃষকের সঙ্গে 'সমঝওতার' একটা নীতি।

তাহলে বিষয়টা কী ? বিষয়টা হচ্ছে এই যে লেনিন এবং অষ্টম কংগ্রেসের

মাধ্যমে পার্টি উভয়েই 'সমঝওতা' এবং 'মৈত্রী' ধারণাটির মধ্যে **কোনরকমেরই পার্থক্য করেননি।** লেনিন 'মৈত্রী' এবং 'সমঝওতা' ধারণা দুটির মধ্যে **একটা সমান চিহ্ন** রেখেছেন। একই কথা বলতে হবে অষ্টম কংগ্রেসের প্রস্তাব 'মাঝারি কৃষকসমাজের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি' সম্পর্কে, যেখানে 'সমঝওতা' এবং 'মৈত্রী' ধারণাদ্বয়ের মধ্যে **একটা সমান চিহ্ন** রাখা হয়েছে। এবং যেহেতু লেনিন এবং পার্টি মাঝারি কৃষকের সঙ্গে সমঝওতার নীতিকে একটা আকস্মিক ও স্বল্পস্থায়ী নীতি হিসেবে নয়, বরং একটা **দীর্ঘমেয়াদী** নীতি বলে মনে করেন, সেইজন্য তাদের পক্ষে মাঝারি কৃষকের সঙ্গে সমঝওতার নীতিকে তার সঙ্গে একটা স্থায়ী মৈত্রীর নীতি বলে এবং, বিপরীতক্রমে, মাঝারি কৃষকের সঙ্গে স্থায়ী মৈত্রীর নীতিকে তার সঙ্গে একটা সমঝওতার নীতি বলে অভিহিত করার সমস্ত হেতুই ছিল এবং আছেও। এই ব্যাপারে নিঃসংশয় হতে গেলে কেবল অষ্টম পার্টি কংগ্রেসের আক্ষরিক রিপোর্ট ও মাঝারি কৃষক প্রসঙ্গে সেই কংগ্রেসের প্রস্তাবটি পড়তে হবে।

অষ্টম কংগ্রেসে লেনিনের ভাষণ থেকে একটি উদ্ধৃতি এখানে দেওয়া হল :

'সোভিয়েত কর্মচারীদের অনভিজ্ঞতা এবং সমস্যাটির অসুবিধাগুলির জন্য যে আঘাতগুলি কুলাকদের ওপর নির্ধারিত নিক্ষেপ ছিল, অতি প্রায়শঃই সেগুলি মাঝারি কৃষকের উপরেই পড়ত। এক্ষেত্রে আমরা চরম পাপ করেছি। এই বিষয়ে আমরা যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি তা ভবিষ্যতে আমাদের এটা এড়িয়ে যাওয়ার জন্য সবকিছু করতে সহায়তা করবে। এইটাই হল আমাদের সামনে কর্তব্য—তত্ত্বের দিক থেকে নয়, বরং বাস্তবের দিক থেকে। আপনারা ভালভাবেই জানেন যে এই কর্তব্য হচ্ছে একটা কঠিন কর্তব্য। মাঝারি কৃষককে দেবার মতো কোন বস্তুগত সুযোগ-সুবিধা আমাদের নেই; এবং সে হচ্ছে একজন জড়বাদী, একজন বৈষয়িক মানুষ যে সুনির্দিষ্ট বস্তুগত সুযোগ-সুবিধা দাবি করে, যেগুলি দেবার মতো অবস্থায় এখন আমরা নেই এবং যেগুলি ছাড়াই দেশকে চলতে হবে, সুকঠিন এক সংগ্রামের যে সংগ্রাম এখন সম্পূর্ণ বিজয়ের মধ্যে সমাপ্তির প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে, তার আরও কয়েক মাস ধরে। কিন্তু অনেকটা আছে যা আমরা প্রশাসনিক কাজের মধ্যে করতে পারি: আমরা আমাদের প্রশাসনিক যন্ত্রের উন্নতি করতে পারি ও অনেকগুলো বিকৃতি শোধরাতে পারি। আমাদের পার্টির নীতি, যা

মাঝারি কৃষকের সঙ্গে **একটা জোট, একটা মৈত্রী, একটা সমঝওতায়** পৌঁছোনোর দিকে বেশি কিছু করেনি, তাকে অবশ্যই সোজা করতে হবে এবং শোধরাতে হবে' (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন) ('আর. সি. পি. (বি)র অষ্টম কংগ্রেস', আক্ষরিক রিপোর্ট[২৫])।

তাহলেই দেখুন, লেনিন 'সমঝওতা' ও 'মৈত্রী'র মধ্যে কোন পার্থক্য করেননি।

আর এখানে দেওয়া হল অষ্টম কংগ্রেসের প্রস্তাব, 'মাঝারি কৃষকসমাজের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি' থেকে উদ্ধৃতিগুলি।

'মাঝারি কৃষকদের সঙ্গে কুলাকদের গুলিয়ে ফেলা, কুলাকদের বিরুদ্ধে নির্দেশিত ব্যবস্থাগুলিকে, যে-কোন মাত্রায়, তাদের প্রতি প্রসারিত করার অর্থ কেবল সমস্ত সোভিয়েত বিধি ও সমস্ত সোভিয়েত নীতির নয়, অধিকন্তু সাম্যবাদের সেই সকল মৌল নীতিরও অত্যন্ত স্থূল লংঘন যে নীতিগুলি বুর্জোয়াশ্রেণীর উচ্ছেদের জন্য সর্বহারাদের দৃঢ়পণ সংগ্রামের সময়ে, সকল-প্রকার শোষণ অবসানের দিকে বেদনাহীন উত্তরণের অন্যতম শর্ত হিসেবে সর্বহারাশ্রেণীর সঙ্গে মাঝারি কৃষকসমাজের সমঝওতার দিকে নির্দেশ দেয়।

'শিল্প সংক্রান্ত কলাকৌশলের তুলনায় কৃষি সংক্রান্ত কলাকৌশলের পশ্চাদ্‌পদতার জন্য অপেক্ষাকৃতভাবে শক্ত অর্থনৈতিক মূল যার রয়েছে সেই মাঝারি কৃষকসমাজ সর্বহারা বিপ্লবের সূচনার পরেও বেশ দীর্ঘকাল ধরে শুধু রাশিয়ায় নয়, এমনকি অগ্রসর ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতেও অব্যাহতভাবে টিঁকে থাকবে। সেইজন্যই গ্রামাঞ্চলে সোভিয়েত কর্মকর্তাদের এবং সক্রিয় পার্টি-কর্মীদের কর্মকৌশল অবশ্যই মাঝারি কৃষকসমাজের সঙ্গে সহযোগিতার এক দীর্ঘ পর্বের ধারণার ভিত্তিতে তৈরী হবে।...

'গ্রামাঞ্চলে সোভিয়েত সরকার কর্তৃক অনুসৃত সম্পূর্ণ সঠিক এক নীতি এইভাবেই বিজয়ী সর্বহারাশ্রেণী ও মাঝারি কৃষকসমাজের মধ্যে **মৈত্রী এবং সমঝওতাকে** নিশ্চিত করে।...

'...শ্রমিক ও কৃষকদের সরকার এবং কমিউনিস্ট পার্টির কর্মনীতিটি অবশ্যই পরিচালিত করে যেতে হবে দরিদ্র কৃষকসমাজ সহ সর্বহারাশ্রেণী এবং মাঝারি কৃষকসমাজের মধ্যে এই **সমঝওতার মনোভাবের** পথে' (সমস্ত মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন) ('আর. সি. পি (বি)র অষ্টম কংগ্রেস', আক্ষরিক রিপোর্ট[২৬])।

তাহলে দেখছেন যে, এই প্রস্তাবটিও 'সমঝওতা' ও 'মৈত্রী'র মধ্যে কোন পার্থক্য করছে না।

এটা মন্তব্য করা বাহুল্য হবে না যে অষ্টম কংগ্রেসের এই প্রস্তাবে মাঝারি কৃষকের সঙ্গে একটা 'স্থায়ী মৈত্রী' সম্পর্কে একটি শব্দও নেই। সে যাই হোক, তার অর্থ কি এই যে, প্রস্তাবটি এতদ্দ্বারা মাঝারি কৃষকের সঙ্গে একটা 'স্থায়ী মৈত্রী'-র নীতি থেকে **সরে** যাচ্ছে? না, এটা যাচ্ছে না। এটা কেবল বোঝাচ্ছে যে প্রস্তাবটি 'সমঝওতা', 'সহযোগিতা'-র ধারণা এবং 'স্থায়ী মৈত্রী'র ধারণার মধ্যে একটা সমান চিহ্ন রাখছে। কেননা, এটা স্পষ্ট যে মাঝারি কৃষকের সঙ্গে কোন 'মৈত্রী' হতে পারে না তার সঙ্গে একটা 'সমঝওতা' ছাড়া, এবং মাঝারি কৃষকের সঙ্গে মৈত্রী স্থায়ী হতে পারে না যদি তার সঙ্গে সমঝওতা ও সহযোগিতার একটা 'দীর্ঘ পর্ব' না থাকে।

ঘটনাগুলি এই রকমই।

হয় এইটা অথবা অন্যটা: **হয়** মাঝারি কৃষকের সঙ্গে একটা 'স্থায়ী মৈত্রী' সম্বন্ধে লেনিনের বিবৃতি থেকে লেনিন এবং পার্টির অষ্টম কংগ্রেস বিচ্যুত হয়েছে **অথবা** এই লঘু ধারণা অবশ্যই বর্জন করতে হবে এবং এটা স্বীকার করতেই হবে যে লেনিন ও পার্টির অষ্টম কংগ্রেস 'সমঝওতা'র ধারণাটি এবং 'স্থায়ী মৈত্রী'র ধারণাটির মধ্যে **কোনরকমেরই** পার্থক্য করেননি।

সুতরাং, যিনি অলস তাত্ত্বিকতার শিকার হতে চান না, যিনি বুঝতে চান লেনিনের শ্লোগানের যথার্থ তাৎপর্য, যা গরিব কৃষকদের উপর নির্ভর করা, মাঝারি কৃষকদের সঙ্গে সমঝওতা করা এবং কুলাকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার কথা বলছে, তিনি এটা বুঝতে ব্যর্থ হবেন না যে মাঝারি কৃষকের সঙ্গে সমঝওতার নীতি হচ্ছে তার সঙ্গে **স্থায়ী মৈত্রীর** একটা নীতি।

আপনার ভুল হচ্ছে এই যে আপনি বিরোধীপক্ষের প্রতারণামূলক কৌশলটি বুঝতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং তাদের প্ররোচনার শিকার হয়েছেন; আপনি পা বাড়িয়েছেন সেই ফাঁদে যা শত্রু আপনার জন্য পেতে রেখেছিল। বিরোধীপক্ষীয় প্রতারকরা সোরগোল তুলে আমাদের আশ্বাস দেয় যে তারা মাঝারি কৃষকের সঙ্গে সমঝওতা সম্পর্কে লেনিনের শ্লোগানের পক্ষে, কিন্তু একই সঙ্গে তারা এই প্ররোচনামূলক ইঙ্গিত নিক্ষেপ করে যে মাঝারি কৃষকের সঙ্গে 'সমঝওতা' এক জিনিস এবং তার সঙ্গে একটা 'স্থায়ী মৈত্রী' হচ্ছে আলাদা জিনিস। এইভাবে তারা এক ঢিলে দুই পাখি মারতে চায়: প্রথমতঃ,

মাঝারি কৃষকের প্রতি তাদের প্রকৃত দৃষ্টিভঙ্গি, যেটা সমঝওতার নয়, বরং 'মাঝারি কৃষকের সঙ্গে বিরূপতার দৃষ্টিভঙ্গি' সেটা লুকানো (বিরোধীপক্ষীয় স্মারনভ-এর সুবিদিত বক্তৃতা, যেটা আমি ষোড়শ মস্কো গুবের্নিয়া সম্মেলনে উদ্ধৃত করেছিলাম সেটা দেখুন[২৭]) ; এবং দ্বিতীয়তঃ, 'সমঝওতা' ও 'মৈত্রী'র মধ্যে তথাকথিত পার্থক্য দিয়ে বলশেভিকদের ভিতরের নির্বোধদের আকৃষ্ট করা ও তাদেরকে লেনিন থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে সম্পূর্ণভাবে দিশেহারা করা।

এবং আমাদের কিছু সংখ্যক কমরেডের এতে কি রকম প্রতিক্রিয়া হয় ? বিরোধীপক্ষীয় ছলনাকারীদের মুখোস ছিঁড়ে ফেলার পরিবর্তে তাদের প্রকৃত অবস্থান সম্পর্কে পার্টিকে প্রতারিত করার জন্য তাদের অভিযুক্ত করার পরিবর্তে তাঁরা টোপটা গেলেন, ফাঁদের মধ্যে পা বাড়ান এবং লেনিনের থেকে নিজেদের দূরে সরে যেতে দেন। বিরোধীপক্ষ লেনিনের শ্লোগান সম্বন্ধে বেশ খানিকটা হট্টগোল করছে ; বিরোধীপক্ষীয়রা ভাব দেখাচ্ছে যেন তারা লেনিনের শ্লোগানের অনুগামী ; সুতরাং, আমাকে অবশ্যই এই শ্লোগানের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করতে হবে, অন্যথায় বিরোধীপক্ষের সঙ্গে আমাকে গুলিয়ে ফেলতে পারে, অন্যথায় 'বিরোধীপক্ষের সঙ্গে আপোষ করা'র দায়ে আমি অভিযুক্ত হতে পারি—এই কমরেডদের যুক্তি হচ্ছে এই রকমই !

আর, বিরোধীদের গৃহীত প্রতারণামূলক কৌশলগুলির এটাই কেবল একটা দৃষ্টান্ত নয়। উদাহরণস্বরূপ ধরুন আত্মসমালোচনার শ্লোগানটি। বলশেভিকদের জানতেই হয় যে আত্মসমালোচনার শ্লোগান হচ্ছে আমাদের পার্টি কার্যাবলীর অন্যতম ভিত্তি : এটা হচ্ছে সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্ব দৃঢ় করার একটি উপায়, ক্যাডারদের প্রশিক্ষণের বলশেভিক পদ্ধতির প্রাণ। বিরোধীরা বেশ হৈ-চৈ তোলে এই দাবিতে যে তারা—বিরোধীরাই আত্মসমালোচনার শ্লোগানটি উদ্ভাবন করেছে, আর পার্টি তাদের কাছ থেকে এই শ্লোগানটি চুরি করেছে, এবং তদ্দ্বারা বিরোধীপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। এভাবে এগিয়ে বিরোধীরা অন্ততঃ দুটি উদ্দেশ্য সাধন করতে চেষ্টা করছে :

প্রথমতঃ, শ্রমিকশ্রেণীকে প্রতারণা করতে এবং তার কাছ থেকে এই সত্যটি গোপন করতে যে বিরোধীপক্ষের 'আত্মসমালোচনা', যার উদ্দেশ্য হচ্ছে পার্টি মনোবলকে ধ্বংস করা, তাকে বলশেভিক আত্মসমালোচনা, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে পার্টি মনোবলকে দৃঢ় করা, তার থেকে এক অতল গহ্বর পৃথক করে রেখেছে।

দ্বিতীয়তঃ, কিছুসংখ্যক নির্বোধকে আকৃষ্ট করতে এবং আত্মসমালোচনার পার্টি শ্লোগান থেকে তাদের সম্পর্কচ্ছেদে প্ররোচিত করতে।

আর আমাদের কিছুসংখ্যক কমরেডের এতে কি রকম প্রতিক্রিয়া হয়? বিরোধীপক্ষীয় ছলনাকারীদের মুখোস ছিঁড়ে ফেলা ও বলশেভিক আত্ম-সমালোচনার শ্লোগান উচ্চে তুলে ধরার পরিবর্তে তাঁরা ফাঁদে পা বাড়াচ্ছেন, আত্মসমালোচনার শ্লোগান থেকে নিজেদের সম্পর্ক ছেদ করছেন, বিরোধী-পক্ষের তালে নাচছেন এবং···তার কাছে আত্মসমর্পণ করছেন এই ভ্রান্ত বিশ্বাসে যে তাঁরা বিরোধীপক্ষের থেকে নিজেদের সম্পর্ক ছিন্ন করছেন।

এমনতর বহু দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা যেতে পারে।

কিন্তু আমাদের কাজের ক্ষেত্রে আমরা কারও তালে নাচতে পারি না। আরও কম আমরা পারি আমাদের কাজের ক্ষেত্রে বিরোধীপক্ষীয়রা আমাদের সম্বন্ধে যা বলছে তার দ্বারা পরিচালিত হতে। আমরা নিশ্চয়ই বিরোধীপক্ষের প্রতারণামূলক কৌশলগুলিকে এবং আমাদের বলশেভিকদের কিছুসংখ্যক যাঁরা বিরোধীপক্ষীয়দের প্ররোচনার শিকার হন, তাঁদের ভ্রান্তিগুলিকে দূরে সরিয়ে রেখে আমাদের নিজেদের পথ অনুসরণ করব। মার্কসের উদ্ধৃত কথাগুলি স্মরণ করুন: 'তোমার নিজের পথ অনুসরণ কর, এবং লোককে বলতে দাও!'[২৮]

লিখিত: ১২ই জুন, ১৯২৮

'প্রাভদা' ১৫২ সংখ্যায় প্রকাশিত

৩রা জুলাই, ১৯২৮

স্বাক্ষর: জে. স্তালিন

কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটব্যুরোর সদস্যদের প্রতি

ফ্রামকিনকে জবাব

(ফ্রামকিনের ১৫ই জুন, ১৯২৮-এর চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে)

ফ্রামকিনের ১৫ই জুন, ১৯২৮-এর চিঠিটি সযত্ন বিবেচনাযোগ্য।

এটিকে এক-একটি বিষয়ভিত্তিতে আলোচনা করা যাক।

(১) প্রথমতঃ, ইউ.এস.এস.আর-এর আন্তর্জাতিক অবস্থান সম্বন্ধে ফ্রামকিনের মূল্যায়নটি ভ্রান্ত। পার্টিতে এটা সাধারণভাবে স্বীকৃত মত হল এই যে ইউ. এস. এস. আর এবং তার ধনতান্ত্রিক পরিবেষ্টনীর মধ্যে দ্বন্দ্বের উদ্ভবের কারণ, ইউ. এস. এস. আরের বিরুদ্ধে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির আক্রমণাত্মক ভাবের কারণ হল ইউ. এস. এস. আর-এ সমাজতান্ত্রিক শক্তিসমূহের বৃদ্ধি, সকল দেশেই শ্রমিকশ্রেণীর ওপর ইউ. এস. এস. আর-এর প্রভাব বৃদ্ধি এবং তার থেকে সঞ্জাত বিপদ যা অগ্রসরমান ইউ. এস. এস. আর. ধনতন্ত্রের সামনে হাজির করছে। ঠিক এইভাবেই আমাদের পার্টির পঞ্চদশ কংগ্রেস ব্যাপারটিকে কেন্দ্রীয় কমিটির রিপোর্টের ওপর তার প্রস্তাবে এইরূপ বক্তব্য রাখতে গিয়ে বুঝেছে: 'বুর্জোয়া পরিবেষ্টনীর দেশগুলি এবং ইউ. এস. এস. আর. যার বিজয়মণ্ডিত বিকাশ বিশ্ব পুঁজিবাদের বনিয়াদকে দুর্বল করছে তার মধ্যেকার দ্বন্দ্বগুলি আরও তীব্র হয়ে উঠেছে। এই বর্ধমান তীব্রতার সূচক মুখ্য উপাদানগুলি হল ইউ. এস. এস. আর-এ সমাজতান্ত্রিক শক্তিসমূহের **বৃদ্ধি, বুর্জোয়াশ্রেণীর এই আশার মৃত্যু যে সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্বের বিপর্যয় ঘটবে** এবং এইসবের সঙ্গে ইউ. এস. এস. আর-এর **বর্ধমান** আন্তর্জাতিক ও বৈপ্লবিক প্রভাব'[২৯] (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন)।

আমরা জানি যে পার্টি এই দৃষ্টিভঙ্গিকে অসতর্কভাবে ও প্রসঙ্গক্রমে নয়, বরং সেই বিরোধীপক্ষের বিরুদ্ধে একটি বেপরোয়া লড়াইয়ের গতিধারার মধ্যে সম্প্রসারিত করেছে যারা খোলাখুলি দাবি করেছে যে ইউ. এস. এস. আর-এর বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণাত্মক ভাবের কারণ হল **অধঃপতনের** প্রক্রিয়ায় অবস্থিতির দরুণ ইউ. এস. এস. আর-এর **ক্রমদুর্বলতা**।

সে যাই হোক, ফ্রামকিন পার্টির দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে মৌলিকভাবেই ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি বরং জোর দিয়ে এ কথাই বলেন যে, 'যে মূল ও নির্ণায়ক উপাদানটি ইউ. এস. এস আরের বিরুদ্ধে পুঁজিবাদী দুনিয়ার আক্রমণাত্মক ভাবকে নির্দিষ্ট করে থাকে তা হল এই যে আমরা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে **দুর্বলতর হয়ে পড়ছি।**

তাহলে এই দুই বিপরীত মূল্যায়ন—একটি ফ্রামকিন থেকে উদ্ভূত ও আরেকটি আমাদের পার্টির পঞ্চদশ কংগ্রেস থেকে সঞ্জাত—এই দুইয়ের মধ্যে কি ব্যাপারে সঙ্গতি থাকতে পারে?

(২) আরও ভ্রান্ত হল ইউ. এস. এস. আর-এর আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি সম্বন্ধে ফ্রামকিনের মূল্যায়ন। ফ্রামকিনের চিঠি পড়ে কারুর মনে হতে পারে যে সোভিয়েত জমানা তার শেষ বিদায়ের মুখে, দেশ এক অতল গহ্বরের কিনারে এবং ইউ. এস. এস. আর-এর বিপর্যয় অল্প ক'মাসের মধ্যেই ঘটবে যদি না অল্প ক'দিনের মধ্যেই ঘটে যায়। একটি মাত্র কথা তিনি বলতে বাকি রেখেছেন, তা এই যে, আমরা 'আমাদের শেষ গানটি গেয়ে ফেলেছি'।

বিরুদ্ধবাদীর মুখ থেকে ইউ. এস. এস. আর-এর 'বিপর্যয়' নিয়ে বুদ্ধিজীবী-দের বিলাপ শুনতে আমরা অভ্যস্ত। কিন্তু ফ্রামকিনের পক্ষে বিরোধীপক্ষের দৃষ্টান্ত অনুসরণটা কি শোভনীয়?

অবশ্য আমাদের সমস্যাগুলির গুরুত্বকে লঘু করে দেখাটা ভুল হবে। কিন্তু ততোধিক ভুল হবে সেগুলির গুরুত্বকে অতিরিক্ত করে দেখা, আমাদের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলা ও আতংকের বশীভূত হওয়া। কুলাকরা নিঃসংশয়ে সোভিয়েত সরকারের প্রতি ক্ষিপ্ত: তাদেরকে মিত্রভাবে প্রত্যাশা করা আশ্চর্যজনক হবে। দরিদ্র ও মধ্য কৃষকদের কিয়দংশের ওপর নিঃসংশয়ে কুলাকদের একটা প্রভাব আছে। কিন্তু এ থেকে এরকম সিদ্ধান্ত টানা হবে বুদ্ধিভ্রষ্ট ও আতংকগ্রস্ত হওয়ার মতো যে দরিদ্র ও মধ্য কৃষকদের বেশির ভাগের মনই সোভিয়েত সরকারের **বিরুদ্ধে**, যে 'এই মানসিকতা ইতিমধ্যেই **শ্রমিক-শ্রেণীর কেন্দ্রগুলিতে** পরিব্যাপ্ত হতে শুরু করেছে।' এই প্রবাদের মধ্যে সত্যতা আছে যে 'ভয়ের চোখ বড় বড়'।

যে-কেউ কল্পনা করতে পারছেন যে আমরা যদি আমাদের বর্তমান অবস্থায় না থাকতাম, আরও গুরুতর অসুবিধায়, যেমন যুদ্ধের ভেতরে থাকতাম, যখন

সমস্ত রকমের দোলাচলচিত্ততার এক প্রশস্ত 'সঞ্চারক্ষেত্র' থাকে, তাহলে ফ্রাম্‌কিনের অবস্থাটা কি দাঁড়াতো।

(৩) 'পঞ্চদশ কংগ্রেসের পরে গ্রামাঞ্চলের পরিপ্রেক্ষিতে নতুন রাজনৈতিক লাইনের দরুণ আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থার অধোগামিতা **তীব্রতর হয়ে উঠেছে'**—ফ্রাম্‌কিন যখন এই রকম বলেন তখন তিনি পুরোপুরি ভুলই বলেন। স্পষ্টতঃ এই বক্তব্য এ-বছরের গোড়ার দিকে শস্য-সংগ্রহের উন্নতিকল্পে পার্টির গৃহীত ব্যবস্থাগুলির কথাই উল্লেখ করছে। ফ্রাম্‌কিন এই ব্যবস্থাগুলিকে **ক্ষতিকারক** গণ্য করেন, মনে করেন যে এগুলি আমাদের অবস্থার একটা 'অধঃপতন' ঘটিয়েছে।

এ থেকে এটাই দাঁড়ায় যে কেন্দ্রীয় কমিটি এবং কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের এপ্রিল প্লেনাম যখন নিম্নরূপ বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করেছিল—তখন তা **ভুলই** করেছিল :

(ক) 'শস্য-সংগ্রহের অসুবিধাগুলি সমগ্র আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির দ্বারা সর্বহারাশ্রেণীর রাষ্ট্রের প্রতি নির্দেশিত দেশের **দ্রুত হারের শিল্পায়ন থেকে উদ্ভূত সমস্যাগুলির সঙ্গে** এবং **অর্থনীতির পরিকল্পিত গতিপথে সংঘটিত ভ্রান্তিগুলির** সঙ্গে জড়িত',

(খ) 'বাজার সম্পর্কের ক্ষেত্রে অসামঞ্জস্যের (একদিকে গ্রামীণ কার্যকরী চাহিদা ও অপরদিকে শিল্পজাত পণ্যের যোগানের মধ্যে) **তীব্রতাবৃদ্ধির** কারণ হল গ্রামীণ জনসাধারণের, বিশেষ করে তাদের মধ্যে যারা **সম্পন্ন ও কুলাক** অংশভুক্ত তাদের **বর্ধিত আয়**' (এবং পার্টির গৃহীত ব্যবস্থাদি নয়—জে. স্তালিন) এবং

(গ) 'সমস্যাগুলির **তীব্রতা** ও **জটিলতা বৃদ্ধি পেয়েছে** গ্রামীণ জনগণের মধ্যে যারা **কুলাক** অংশের তাদের ও **ফাট্‌কাবাজদের** সেই সমস্যাগুলির সুযোগ নেওয়ার প্রয়াসের দরুণ যাতে শস্যমূল্য জোর করে বাড়ানো যায় ও সোভিয়েত মূল্যনীতিকে বানচাল করা যায়' (এবং পার্টির গৃহীত ব্যবস্থাদির দরুন নয়—জে. স্তালিন)।

এটাও দাঁড়ায় যে কেন্দ্রীয় কমিটি এবং কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের এপ্রিল প্লেনাম **ভুলই** করেছিল যখন তা শস্য-সংগ্রহ বিষয়ে তার প্রস্তাবে এ রকম ঘোষণা করেছিল যে **'পার্টির** উপরিউক্ত **ব্যবস্থাগুলি** যা অংশতঃ একটা **জরুরী** চরিত্রের সেগুলি শস্য-সংগ্রহ বাড়ানোর ক্ষেত্রে **অতি বিরাট সব**

সাফল্যকে সুনিশ্চিত করেছিল।'[৩০] (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন।)

তাহলে এটাই দাঁড়ায় যে ফ্রাম্‌কিনই **ঠিক** আর কেন্দ্রীয় কমিটি ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের এপ্রিল প্লেনাম **ভুল!**

মোটের ওপর কে সঠিক—ফ্রাম্‌কিন না কেন্দ্রীয় কমিটি এবং কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের এপ্রিল প্লেনাম?

ঘটনাবলীর দিকে তাকানো যাক।

এ বছরের জানুয়ারির প্রারম্ভে অবস্থাটা কি ছিল? গত বছরের তুলনায় আমাদের ঘাট্‌তি ছিল ১২৮,০০০,০০০ পুড শস্য।

সে-সময় সংগ্রহের কাজ কিভাবে চালানো হচ্ছিল? পার্টির দ্বারা গৃহীত কোনও জরুরী ব্যবস্থা ছাড়া, সংগ্রহক্ষেত্রে পার্টির তরফ থেকে কোনও সক্রিয় হস্তক্ষেপ ছাড়া তাকে আপনা-আপনি এগোতে দেওয়া হচ্ছিল।

কোনও চাপ না দিয়ে ও ব্যাপারগুলিকে আপনা-আপনি এগোতে দিয়ে কি ফল পাওয়া গিয়েছিল? ১২৮,০০০,০০০ পুড শস্য-ঘাটতি।

পার্টি যদি ফ্রাম্‌কিনের উপদেশ মেনে চলত ও কোনও হস্তক্ষেপ না করত, বসন্তের **আগেই, বসন্তকালীন বপনের আগে** ১২৮,০০০,০০০ পুড শস্যের ঘাটতি যদি পূরণ না করা হতো তাহলে এখন অবস্থাটা কি দাঁড়াত? আমাদের শ্রমিকরা এখন বুভুক্ষাপীড়িত থাকত, শিল্পকেন্দ্রগুলিতে অনাহার থাকত, আমাদের নির্মাণকার্যে এক বিপর্যয় হতো, লালফৌজের মধ্যেও থাকত বুভুক্ষা।

পার্টি কি হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকতে এবং জরুরী ব্যবস্থাসমূহ প্রয়োগ করার পর্যায় পর্যন্ত না যেতে পারত? নিশ্চিতভাবেই তা যেমনটি করেছে তেমন না করে পারত না।

এ থেকে কি দাঁড়ায়? দাঁড়ায় এই যে **সঠিক সময়ে** আমরা যদি শস্য-সংগ্রহের বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করতাম তাহলে আমাদের গোটা জাতীয় অর্থনীতি এখন অত্যন্ত এক বিপজ্জনক সংকটে পড়ে থাকত।

একটি মাত্র সিদ্ধান্তই টানা যেতে পারে আর তা হল এই যে কেন্দ্রীয় কমিটি এবং কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের এপ্রিল প্লেনামের সিদ্ধান্তসমূহের **বিরুদ্ধে** এগিয়ে এসে ও সেগুলির **সংশোধনের** দাবি করে ফ্রাম্‌কিন **চূড়ান্ত ভুল** করেছেন।

(৪) ফ্রাম্‌কিন পুরোপুরি ভ্রান্ত হয়েই এ কথা বলেন যে: 'আমাদের

নিশ্চয়ই চতুর্দশ ও পঞ্চদশ পার্টি কংগ্রেসে **ফিরতে হবে**।' পঞ্চদশ কংগ্রেসে প্রত্যাবর্তনের কোনও প্রয়োজন আমাদের নেই কারণ পার্টি পঞ্চদশ কংগ্রেসের সিদ্ধান্তগুলিকে পূর্ণ ও সমগ্রভাবে সমর্থন করে। কিন্তু ফ্রামকিন চতুর্দশ কংগ্রেসে প্রত্যাবর্তনের দাবি করেন। এর অর্থ কি? এর অর্থ কি এই নয় যে আমরা যে পথ অতিক্রম করেছি তাকে পুরোপুরি **মুছে দেওয়া** এবং আগে বাড়ার পরিবর্তে **পিছু হটা**?

পঞ্চদশ পার্টি কংগ্রেস তার 'গ্রামাঞ্চলে কাজ' সম্বন্ধে প্রস্তাবে বলেছিল যে গ্রামাঞ্চলে সমাজতান্ত্রিক অগ্রগতির স্বার্থে আমাদের অবশ্যই **'কুলাকদের বিরুদ্ধে আরও দৃঢ়পণ আক্রমণোদ্যোগ'** পরিচালনা করতে হবে।[৩১] চতুর্দশ পার্টি কংগ্রেস এ কথা বলেনি এবং তখনকার সময়ের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তা বলতে পারতও না। সেক্ষেত্রে 'চতুর্দশ কংগ্রেসে প্রত্যাবর্তন'-এর জন্য ফ্রামকিনের দাবিটির অর্থ কি হতে পারে? এর অর্থ কেবল একটাই হতে পারে যথা 'কুলাকদের বিরুদ্ধে আরও দৃঢ়পণ আক্রমণোদ্যোগ'-এর নীতির আনুষ্ঠানিক পরিবর্জন।

দাঁড়ায় এই যে চতুর্দশ কংগ্রেসে আমাদের প্রত্যাবর্তনের যে দাবি ফ্রামকিন করেছেন তা পঞ্চদশ পার্টি কংগ্রেসের সিদ্ধান্তগুলির **পরিবর্জনে** পরিণত হবে।

পঞ্চদশ পার্টি কংগ্রেস 'গ্রামাঞ্চলে কাজ' সম্বন্ধে তার প্রস্তাবে বলেছে যে, 'বর্তমান সময়পর্বে ক্ষুদ্র একক কৃষক খামারগুলিকে বৃহৎ যৌথ খামারে ঐক্যবদ্ধ করার ও রূপান্তরিত করার কর্তব্যটিকেই গ্রামাঞ্চলে পার্টির **প্রধান কর্তব্য** হিসেবে অবশ্যই রূপ দিতে হবে।'[৩২] চতুর্দশ পার্টি কংগ্রেস এ কথা বলেনি এবং তদানীন্তন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তা বলতে পারতও না। এটা কেবল পঞ্চদশ পার্টি কংগ্রেসের সময়েই বলা যেতে পারে যখন ব্যক্তিকেন্দ্রিক ক্ষুদ্র ও মধ্য কৃষক খামার ব্যবস্থাকে বিকশিত করার পুরানো ও প্রশ্নাতীত অবশ্যকর্তব্যের পাশাপাশি আমরা বিরাট বাজারযোগ্য উদ্বৃত্তের উৎপাদক খামার হিসেবে **যৌথ খামারগুলিকে** বিকশিত করার নতুন **ব্যবহারিক** কর্তব্যের সম্মুখীন হয়েছিলাম।

তাহলে সেক্ষেত্রে 'চতুর্দশ কংগ্রেসে প্রত্যাবর্তনের' জন্য ফ্রামকিনের যে দাবি তার অর্থ কি হতে পারে? তার অর্থ কেবল একটাই হতে পারে: যৌথ খামারগুলিকে বিকশিত করার নতুন **ব্যবহারিক** কর্তব্যটিকে পরিত্যাগ করা।

নিঃসন্দেহে *এটিই* এই ঘটনাকে ব্যাখ্যা করে যে ফ্রাম্‌কিন যৌথ খামারগুলিকে বিকশিত করার **ব্যবহারিক** কর্তব্যটির পরিবর্তে 'যৌথ খামারে যোগদায়ী দরিদ্র কৃষকদেরকে সর্বোচ্চ সাহায্য' দেওয়ার **কৌশলী** কর্তব্যটির প্রবর্তন করেন।

সুতরাং এ থেকে দাঁড়ায় যে চতুর্দশ কংগ্রেসে প্রত্যাবর্তনের জন্য ফ্রাম্‌কিনের দাবিটি পঞ্চদশ কংগ্রেসের সিদ্ধান্তসমূহের পরিবর্জনেই পরিণত হবে।

'জাতীয় অর্থনীতির জন্য একটি পাঁচসালা যোজনার খসড়া প্রণয়নের নির্দেশনামা' বিষয়ে পঞ্চদশ কংগ্রেস তার প্রস্তাবে বলেছে যে 'এখন প্রয়োজন হল সকল প্রাণবন্ত রূপের **উৎপাদক** সমবায়কে (কমিউন, যৌথ খামার, আর্টেল, উৎপাদক সমবায়, সমবায় কারখানা ইত্যাদি) এবং **সেই রাষ্ট্রীয় খামারগুলি যাদেরকে অবশ্যই এক উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীত করতে হবে** তাদেরকে আরও বেশি সাহায্য যোগানো।'[৩৩] (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন)। চতুর্দশ কংগ্রেস এ কথা বলেনি এবং তদানীন্তন পরিবেশে এ কথা বলতে পারতও না। এটা একমাত্র পঞ্চদশ কংগ্রেসের সময়-কালেই বলা সম্ভব যখন একদিকে ব্যক্তিকেন্দ্রিক ক্ষুদ্র ও মধ্য কৃষক খামার প্রথাকে বিকশিত করা ও অপরদিকে যৌথ খামারগুলিকে বিকশিত করার কর্তব্যের পাশাপাশি আমরা আরেকটি নতুন **ব্যবহারিক** কর্তব্যের সম্মুখীন—সে কর্তব্য হল বৃহত্তম বাজারযোগ্য উদ্বৃত্ত উৎপাদনে সক্ষম ইউনিট হিসেবে **রাষ্ট্রীয় খামারগুলিকে** বিকশিত করার কর্তব্য।

তাহলে 'চতুর্দশ কংগ্রেসে প্রত্যাবর্তনের' জন্য ফ্রাম্‌কিনের দাবির অর্থ কি হতে পারে? এর অর্থ হতে পারে একটাই, তা হল: 'রাষ্ট্রীয় খামারগুলিকে এক উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীত করা'র নীতির পরিবর্জন। নিঃসন্দেহে এটাই এই ঘটনাকে ব্যাখ্যা করে যে কেন ফ্রাম্‌কিন পঞ্চদশ কংগ্রেস কর্তৃক নির্দিষ্ট খামারগুলিকে বিকশিত করার কর্তব্যের **সদর্থক** পরিবর্তে একটি **নেতিবাচক** কর্তব্য হাজির করেছিলেন যথা 'রাষ্ট্রীয় খামারগুলিকে অভিঘাত বা অতি-অভিঘাত (shock বা super-shock) কায়দার দ্বারা প্রসারিত করা ঠিক হবে না', যদিও ফ্রাম্‌কিনের এটা নিশ্চয়ই জানা ছিল যে পার্টি এখানে স্বয়ং কোন 'অতি-অভিঘাতী' কর্তব্য উপস্থিত করছে না বা তা করতে পারেও না, কারণ আমরা কেবল এখনি নতুন রাষ্ট্রীয় খামারগুলিকে সংগঠিত করার প্রশ্নের প্রতি **মুখোমুখি হতে** গুরুত্ব সহকারে **শুরু করেছি**।

এটা আবারও দাঁড়ায় যে চতুর্দশ কংগ্রেসে প্রত্যাবর্তনের জন্য ফ্রাম্‌কিনের দাবিটি পঞ্চদশ কংগ্রেসের সিদ্ধান্তসমূহের পরিবর্জনেই পরিণত হয়।

এই সবকিছুর পরিপ্রেক্ষিতে ফ্রাম্‌কিনের এই জোরালো বক্তব্যটিকে কি মূল্য দেওয়া যেতে পারে যে কেন্দ্রীয় কমিটি পঞ্চদশ কংগ্রেসের সিদ্ধান্তসমূহ থেকে 'বিচ্যুত' হয়েছে? এটা বলাই কি অধিকতর সত্য হবে না যে ফ্রাম্‌কিনের গোটা চিঠিটাই হল কতকগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে পঞ্চদশ কংগ্রেসের সিদ্ধান্তসমূহকে **নাকচ** করার একটা নোংরা ছদ্ম প্রয়াস?

এইটাই কি ফ্রাম্‌কিনের এই দাবিটিকে ব্যাখ্যা করে না যে শস্য-সংগ্রহ সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় কমিটি এবং কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের এপ্রিল প্লেনামের প্রস্তাবটি **'উৎসাহহীন ও সংশয়জনক'**? এটা বলাই কি অধিকতর সত্য হবে না যে প্লেনামের প্রস্তাবটি হল সঠিক এবং ফ্রাম্‌কিনই স্বয়ং তাঁর নিজের অবস্থানে কিছুটা 'উৎসাহহীনতার' দরুণ জিনিসগুলিকে 'সংশয়জনকভাবে' দেখতে শুরু করেছেন?

ফ্রাম্‌কিনের মৌলিক ভ্রান্তি এই যে তিনি কেবল **একটি** কর্তব্যই দেখছেন, সেটা হল ব্যক্তিকেন্দ্রিক কৃষক খামারকে উৎসাহিত করা। এর পেছনে তাঁর এই বিশ্বাস আছে যে কৃষির প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি মূলতঃ এখানেই **সীমাবদ্ধ**।

তাঁর ভুল এই যে পার্টি তার পঞ্চদশ কংগ্রেসে আমাদের যেটা দিয়েছে তিনি সেই **নতুন** বিষয়টিকে বোঝেন না; তিনি এটা বোঝেন না যে আমরা ব্যক্তিকেন্দ্রিক কৃষক খামারকে উৎসাহদানের একক কর্তব্যের মধ্যে নিজেদেরকে এখন **সীমাবদ্ধ** রাখতে পারি না, এই কর্তব্যটিকে এই দুটি নতুন **ব্যবহারিক** কর্তব্যের দ্বারা পরিপূরিত করতেই হবে, যথা রাষ্ট্রীয় খামারগুলিকে বিকশিত করার ও যৌথ খামারগুলিকে বিকশিত করার।

ফ্রাম্‌কিন এটা বোঝেন না যে প্রথম কর্তব্যটিকে যদি অন্য দুটি কর্তব্যের সঙ্গে মেলানো না হয় তাহলে আমরা রাষ্ট্রকে বাজারযোগ্য শস্য সরবরাহের ক্ষেত্রে অথবা গোটা জাতীয় অর্থনীতিকে সমাজতান্ত্রিক ধারায় সংগঠিত করার ক্ষেত্রে কোনটাতেই সফল হতে পারব না।

এর অর্থ কি এই যে আমরা ইতিমধ্যেই রাষ্ট্রীয় খামার ও যৌথ খামারগুলির ওপর প্রধান গুরুত্ব দিচ্ছি? না, তা নয়। বর্তমান পর্যায়ে প্রধান গুরুত্বটি এখনো আরোপ করতে হবে ব্যক্তিকেন্দ্রিক ক্ষুদ্র ও মধ্য কৃষক খামার প্রথার

মান উন্নীত করার ওপর। কিন্তু তার অর্থ এই যে, এই কর্তব্যটি এককভাবে **আর যথেষ্ট নয়।** এর অর্থ এই যে এমন সময় এসেছে যখন এই কর্তব্যটিকে অবশ্যই দুটি নতুন কর্তব্য দিয়ে **ব্যবহারিকভাবে** পরিপূরিত করতে হবে, সে দুটি হল: যৌথ খামারগুলির বিকাশ এবং রাষ্ট্রীয় খামারগুলির বিকাশ।

(৫) ফ্রাম্‌কিনের এই মন্তব্যটি চূড়ান্তরকম ভুল যে 'কুলাকদেরকে বে-আইনী করার ফলে গোটা কৃষকসমাজের বিরুদ্ধে বে-আইনী আচরণের উদ্ভব ঘটেছে।'

প্রথমতঃ, এটা সত্য নয় যে কুলাকদেরকে 'বে-আইনী' করা হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ, ফ্রাম্‌কিনের বক্তব্যের মধ্যে যদি আদৌ কোন অর্থ থাকে তাহলে তা এইমাত্র হতে পারে যে তিনি দাবি করছেন পার্টির উচিত কুলাকদের 'নাগরিকতার অধিকার' পুনঃপ্রবর্তন করা, কুলাকদের রাজনৈতিক অধিকার পুনঃপ্রবর্তন করা (যথা সোভিয়েতসমূহের নির্বাচনগুলিতে অংশ নেওয়ার অধিকার ইত্যাদি)।

ফ্রাম্‌কিন কি মনে করেন যে, পার্টি ও সোভিয়েত সরকার কুলাকদের ওপরে যে নিয়ন্ত্রণগুলি আছে তা বিলোপ করলে লাভবান হবে? ফ্রাম্‌কিনের 'মানসিক অবস্থা'কে কিভাবে পঞ্চদশ কংগ্রেসের এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো যায় যে 'কুলাকদের বিরুদ্ধে আরও দৃঢ়পণ আক্রমণোদ্যোগ' পরিচালনা করতে হবে?

ফ্রাম্‌কিন কি মনে করেন যে কুলাকদের বিরুদ্ধে লড়াইকে দুর্বল করলে মধ্য কৃষকদের সঙ্গে আমাদের মৈত্রী শক্তিশালী হবে? ফ্রাম্‌কিনের কি এটা মনে হয়নি যে কুলাকদের অধিকারগুলির পুনঃপ্রবর্তন মধ্য কৃষককে আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য কুলাকদের প্রচেষ্টাগুলিকে কেবল সহজই করে তুলবে?

এই সবকিছুর পরিপ্রেক্ষিতে মধ্য কৃষকের সঙ্গে মৈত্রীর বিষয়ে ফ্রাম্‌কিনের কথায় কি মূল্য দেওয়া যেতে পারে?

অবশ্যই আমাদের কয়েকজন কর্মকর্তার দ্বারা গ্রামাঞ্চলে আইন লংঘনের ব্যাপারটা অস্বীকার করা ভুল হবে। আর এটা অস্বীকার করা ততোধিক ভুল হবে যে কুলাকদের বিরুদ্ধে যে বিশৃংখল পদ্ধতিতে আমাদের কয়েকজন কর্মকর্তা লড়াই চালাচ্ছেন তার দরুন কুলাকদের ওপর যে আঘাত প্রত্যাশিত তা অনেক সময় মধ্য কৃষকদের এমনকি দরিদ্র কৃষকদের ঘাড়েই পড়ে। পার্টি-কর্মনীতির এহেন সব বিকৃতির বিরুদ্ধে প্রশ্নাতীতভাবে অত্যন্ত দৃঢ়পণ একটা

লড়াই আবশ্যক। কিন্তু এ-থেকে এই সিদ্ধান্ত কি করে টানা যায় যে কুলাকদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবশ্যই ঢিলে দিতে হবে, কুলাকদের রাজনৈতিক অধিকারগুলির সংকোচন পরিত্যাগ করতে হবে, ইত্যাদি ইত্যাদি ?

(৬) ফ্রাম্‌কিন সঠিকই থাকেন যখন এ কথা বলেন যে আমাদের স্থানীয় কর্মকর্তাদের কেউ কেউ যেমন করছেন সেই কুলাক উৎসাদনের মাধ্যমে কুলাকদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারা যাবে না। কিন্তু তিনি ভুল করবেন যদি তিনি এ কথা ভাবেন যে এতদ্দ্বারা তিনি কিছু নতুন জিনিস বলছেন। ফ্রাম্‌কিন যেমনটি করেছেন সেইরকমভাবে কমরেড মলোটভ ও কমরেড কুবিয়াককে এইসব বিচ্যুতির জন্য অভিযুক্ত করা ও এইরকম কথা জোর দিয়ে বলা যে পার্টি ঐ ধরনের বিচ্যুতিগুলির বিরুদ্ধে লড়ছে না—এটা হবে চরমতম অন্যায় করা ও অমার্জনীয় কোপনতার অপরাধে অপরাধী হওয়া।

(৭) ফ্রাম্‌কিন সঠিকই থাকেন যখন তিনি এ কথা বলেন যে আমাদের অবশ্যই কৃষকবাজার, শস্যবাজার খুলতে হবে। কিন্তু এ কথা ভাবলে তিনি ভুল করবেন যে এতদ্দ্বারা তিনি নতুন কিছু বলছেন। প্রথমতঃ, পার্টি কখনই কৃষকবাজারগুলি বন্ধ করে দেওয়ার পক্ষে ছিল না। দ্বিতীয়তঃ, ফ্রাম্‌কিন এটা না জেনে পারেন না যে, কৃষকবাজারগুলি কিছু কিছু জেলায় বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর কেন্দ্র তৎপরভাবে আঞ্চলিক সংগঠনগুলিকে সেগুলি অবিলম্বে পুনরায় খোলার জন্য ও অনুরূপ বিকৃতি বন্ধ করার জন্য নির্দেশ দেয়। আমরা জানি যে, কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তটি ইতিমধ্যেই মে-র শেষাশেষি (২৬শে মে) অর্থাৎ ফ্রাম্‌কিনের চিঠি প্রকাশ হওয়ার দু'সপ্তাহ আগেই অঞ্চলগুলিতে প্রেরিত হয়েছিল। ফ্রাম্‌কিন এটা না জেনে পারেন না। সেক্ষেত্রে 'খোলা দরজায় কড়া নাড়া'-র কি কোনও মূল্য ছিল ?

(৮) ফ্রাম্‌কিন সঠিকই থাকেন যখন বলেন যে শস্য-মূল্য অবশ্যই বাড়াতে হবে এবং বে-আইনী চোলাইয়ের বিরুদ্ধে লড়াইকে অবশ্যই জোরদার করতে হবে। কিন্তু আবারও এটা মনে করা বিস্ময়করই হবে যে, ফ্রাম্‌কিন কিছু নতুন আবিষ্কার করেছেন। বে-আইনী চোলাইয়ের বিরুদ্ধে এ-বছরের জানুয়ারি থেকে লড়াই চলছে। এটা অবশ্যই জোরদার করতে হবে ও তা করা হবেও যদিও ফ্রাম্‌কিন এ কথা না জেনে পারেন না যে তার ফলে গ্রামাঞ্চলে অসন্তোষের উদ্রেক হবে। আর শস্যমূল্য প্রসঙ্গে বলা যায় যে ফ্রাম্‌কিন এটা না জেনে পারেন না যে আগামী সংগ্রহবর্ষের গোড়ার দিকে শস্যমূল্য বাড়ানোর

একটি সিদ্ধান্ত এই বছরের ফেব্রুয়ারিতে অর্থাৎ ফ্রাম্‌কিনের চিঠি বেরোবার চার মাস আগেই পলিটব্যুরো কর্তৃক গৃহীত হয়েছে। পুনরায় বলা যায় যে দাম বৃদ্ধির সম্পর্কে 'খোলা দরজায় কড়া নাড়া'-র কি কোন মূল্য ছিল?

(৯) প্রথম দর্শনে মনে হতে পারে যে ফ্রাম্‌কিনের পত্রটি মধ্য কৃষকদের সঙ্গে মৈত্রীকে রক্ষার একটা উদ্দেশ্য নিয়ে রচিত হয়েছিল। কিন্তু তা নিছক আপাত ব্যাপার। বস্তুতঃপক্ষে, ফ্রাম্‌কিনের পত্র হল কুলাকদের পক্ষে ব্যাপার-গুলিকে সহজতর করে তোলার জন্য একটি অজুহাত। কুলাকদের ওপর নিয়ন্ত্রণ বিলোপ করার জন্য একটি অজুহাত। মধ্য কৃষকদের সঙ্গে মৈত্রীকে জোরদার করতে ইচ্ছুক কোনও ব্যক্তিই এমন দাবি করতে পারে না যে কুলাকদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ঢিলে দিতে হবে।

মধ্য কৃষকদের সঙ্গে একটি দৃঢ় মৈত্রীকে সুনিশ্চিত করা হল আমাদের পার্টির একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। কিন্তু অনুরূপ মৈত্রী একমাত্র তখনই সুনিশ্চিত করা যেতে পারে যদি গ্রামাঞ্চলে দরিদ্র কৃষককে সর্বহারাশ্রেণীর রক্ষা-প্রাকার করা যায়, এবং সবশেষে আমরা যদি মধ্য কৃষকের সঙ্গে এমন এক স্থায়ী চুক্তিতে উপনীত হতে প্রস্তুত থাকি ও সক্ষম হই যে চুক্তি মধ্য কৃষকের সঙ্গে মৈত্রীকে পুনঃশক্তিসম্পন্ন করতে এবং সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের জন্য লড়াইয়ে সর্বহারাশ্রেণীর অবস্থানকে শক্তিশালী করতে সক্ষম।

এই ক্ষেত্রে অবশ্যই গ্রামাঞ্চলে পুঁজিপতি শক্তিসমূহের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে শিথিল করাটা আমাদের নীতির লক্ষ্য হবে না, তার লক্ষ্য হবে 'সর্বহারাশ্রেণী ও মধ্য কৃষকদের মধ্যে একটি সমঝওতা', 'মধ্য কৃষকদের সঙ্গে সহযোগিতার এক দীর্ঘ সময়', 'বিজয়ী সর্বহারাশ্রেণী ও মধ্য কৃষকদের মধ্যে সমঝওতা এবং মৈত্রী' ('মধ্য কৃষকদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি' সম্পর্কে অষ্টম পার্টি কংগ্রেসের প্রস্তাব দেখুন)।[৩৪]

২০শে জুন, ১৯২৮ — জে. স্তালিন

এই সর্বপ্রথম প্রকাশিত

আত্মসমালোচনার শ্লোগানটিকে অমার্জিত করার বিরুদ্ধে

আত্মসমালোচনার শ্লোগানটিকে অবশ্যই কিছু সাময়িক ও ক্ষণস্থায়ী বলে গণ্য করা চলবে না। আত্মসমালোচনা হল এক বিশেষ পদ্ধতি, এক বলশেভিক পদ্ধতি যার মাধ্যমে পার্টি ও সাধারণভাবে শ্রমিকশ্রেণীর শক্তিসমূহকে বিপ্লবী বিকাশের ভাবনায় প্রশিক্ষিত করা যায়। মার্কস স্বয়ং সর্বহারা বিপ্লবকে শক্তিশালী করার একটি পদ্ধতি হিসেবে আত্মসমালোচনার উল্লেখ করেছেন।[৩৫] আমাদের পার্টির অভ্যন্তরে আত্মসমালোচনা বিষয়ে বলা যায় যে তার সূচনা হয়েছিল সেই সময়ে যখন আমাদের দেশে বলশেভিক-দের প্রথম আবির্ভাব হয়, যখন তা শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনে একটি বিশেষ বিপ্লবী প্রবণতা হিসেবেই আরব্ধ হয়।

আমরা জানি যে, সেই ১৯০৪ সালের শরতেই বলশেভিকবাদ যখনও একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দল নয় কিন্তু একটি একক সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক পার্টির ভেতরেই একত্রে কর্মরত তখন লেনিন ইতিমধ্যেই পার্টিকে 'আত্ম-সমালোচনা করার ও তার নিজের ত্রুটিগুলিকে নির্মমভাবে প্রকট করে তোলার' কর্তব্য পালনে আহ্বান জানিয়েছিলেন। লেনিন তাঁর **এক পা আগে, দুই পা পিছে** পুস্তিকায় নিম্নরূপ লিখেছিলেন :

> 'তারা (অর্থাৎ মার্কসবাদীদের বিরোধীরা—জে. স্তালিন) আমাদের ভেতরকার মতবিরোধগুলি নিয়ে উৎসাহ দেখাতে বিদ্রূপ ও করতে পারে ; এবং তারা অবশ্যই আমার পুস্তিকা থেকে এরকম বিচ্ছিন্ন অনুচ্ছেদগুলি বেছে নেওয়ার চেষ্টা করবে যেখানে আমাদের পার্টির ত্রুটি ও বিচ্যুতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং সেগুলিকে তারা তাদের নিজেদের স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য ব্যবহার করারও চেষ্টা করবে। রুশ সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটরা ইতিমধ্যেই সংগ্রামের ভেতর দিয়ে এই ধরনের খোঁচানিতে বিচলিত না হওয়ার মতো ও সেসব সত্ত্বেও **তাদের নিজেদের ত্রুটিগুলিকে নির্মম-ভাবে প্রকট করে তোলার ও আত্মসমালোচনা করার** (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন) তাদের যে কাজ তাকে অব্যাহত রাখার

মতো যথেষ্ট পোড় খাওয়া হয়েছে, এইসব ক্রটি প্রশ্নাতীতভাবে ও অবশ্যম্ভাবী-রূপেই শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন যেমন বাড়বে তেমনই অতিক্রম করা যাবে। আর ঐসব ভদ্রলোকদের, আমাদের বিরুদ্ধবাদীদের সম্বন্ধে বলা যায় যে তারা আমাদের দ্বিতীয় কংগ্রেসের পুংখানুপুংখ বিবরণে যেমনটি প্রদত্ত হয়েছে তার এমনকি সুদূর সমীপবর্তীভাবেও আমাদের সামনে তাদের নিজেদের "পার্টি"-র মধ্যেকার সত্যকারের অবস্থা সম্বন্ধে একটি ছবি তুলে ধরার চেষ্টা করুন তো!' (৬ষ্ঠ খণ্ড।৩৬)

সুতরাং সেইসব কমরেড চূড়ান্তভাবে ভ্রান্ত যাঁরা মনে করেন যে আত্ম-সমালোচনা হল এক বিলীয়মান ব্যাপার, একটি ফ্যাশন যা নিশ্চিতভাবেই দ্রুত বিলুপ্তিমুখী যেমন প্রত্যেক ফ্যাশনেরই সাধারণতঃ হয়ে থাকে। বস্তুতঃ, আত্ম-সমালোচনা হল বলশেভিকদের অস্ত্রাগারে একটি অপরিহার্য ও স্থায়ী অস্ত্র যা বলশেভিকবাদের খোদ প্রকৃতির সঙ্গে, তার বিপ্লবী সত্তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত।

অনেক সময় বলা হয় যে আত্মসমালোচনা হল সেইরকম একটি পার্টির পক্ষেই ভাল ব্যাপার যা এখনো ক্ষমতাশীল হয়নি ও যার 'কিছুই হারাবার মতো নেই', কিন্তু তা সেইরকম একটি পার্টির পক্ষে বিপজ্জনক ও ক্ষতিকারক যা ইতিমধ্যেই ক্ষমতাশীল হয়েছে, যা শত্রুশক্তিসমূহ দ্বারা পরিবেষ্টিত ও যার দুর্বলতাগুলির কোনও প্রকাশ তারই বিরুদ্ধে তার শত্রুদের দ্বারা ব্যবহৃত হতে পারে।

এটা সত্য নয়। এটা একেবারেই অসত্য! পক্ষান্তরে, ঠিক যেহেতু বলশেভিকবাদ ক্ষমতায় এসেছে, ঠিক যেহেতু বলশেভিকরা আমাদের নির্মাণের কার্যক্রমে তাদের অর্জিত সাফল্যের দরুন আত্মগর্বে গর্বিত হতে পারে, ঠিক যেহেতু বলশেভিকরা তাদের দুর্বলতাগুলিকে লক্ষ্য করতে ব্যর্থ হতে পারে এবং তদ্দ্বারা তাদের শত্রুদের কাছে সমস্ত ব্যাপারটা সহজতর করে তুলতে পারে—ঠিক এইসব কারণেই ক্ষমতা দখলের পর বর্তমানে আত্মসমালোচনার বিশেষ প্রয়োজন আছে।

আত্মসমালোচনার উদ্দেশ্য যখন আমাদের ভ্রান্তি ও দুর্বলতাগুলিকে প্রকট করে তোলা ও তাদেরকে অপসারিত করা তখন এটাই কি পরিষ্কার নয় যে সর্বহারাশ্রেণীর একাধিপত্যের বাতাবরণে সেই আত্মসমালোচনাই একমাত্র

শ্রমিকশ্রেণীর শত্রুদের বিরুদ্ধে বলশেভিকবাদের লড়াইকে সহজ করতে পারে? ১৯২০ সালের এপ্রিল-মেতে লেনিন যখন তাঁর **'বামপন্থী' কমিউনিজম, একটি শিশুসুলভ বিশৃঙ্খলাতে** নিম্নরূপ বক্তব্য লিখেছিলেন তখন তিনি বলশেভিকদের দ্বারা ক্ষমতা দখলের পরবর্তীকালে উদ্ভূত পরিস্থিতির এইসব বিশেষ লক্ষণগুলিকেই হিসেবে ধরেছিলেন :

> 'নিজের ভ্রান্তিগুলির প্রতি কোনও একটি রাজনৈতিক দলের দৃষ্টিভঙ্গি হল সে দল যে কেমন ঐকান্তিক ও তার **শ্রেণী** এবং মেহনতী **জনসাধারণের** তার দায়িত্বগুলি কেমনভাবে তা **ব্যবহারিক ক্ষেত্রে** পালন করে তা বিচার করার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সহজতম পদ্ধতিগুলির অন্যতম। **একটি ভুলকে খোলাখুলি স্বীকার করা** (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন), তার কারণগুলি নির্ণয় করা, যে পরিস্থিতি থেকে তার উদ্ভব হয়েছে সেটিকে বিশ্লেষণ করা এবং তা সংশোধনের পদ্ধতিকে আগাগোড়া আলোচনা করা—এই হল একটি ঐকান্তিক দলের বৈশিষ্ট্য-সূচক চিহ্ন, সেই পথেই তার উচিত তার কর্তব্যগুলি সম্পাদন করা, সেই পথেই তার উচিত **শ্রেণীকে** ও পরে **জনসাধারণকে** শিক্ষিত করা ও গড়েপিটে তোলা।' (২৫তম খণ্ড।)

১৯২২ সালের মার্চে একাদশ পার্টি কংগ্রেসে লেনিন সহস্রবারই সঠিক ছিলেন যখন বলেছিলেন যে :

> 'সর্বহারাশ্রেণী এ কথা স্বীকার করতে ভীত নয় যে তার বিপ্লবে এই বা ঐ বিষয়টি চমৎকারভাবে সফল হয়েছে এবং এই বা ঐ বিষয়টি সফল হয়নি। সমস্ত বিপ্লবী পার্টি, যেগুলি এযাবৎ বিনষ্ট হয়েছে, তা হয়েছে এই কারণে যে তারা **আত্মগর্বে মাতোয়ারা হয়ে উঠেছিল**, কোথায় যে তাদের শক্তি নিহিত তা দেখতে ব্যর্থ হয়েছে এবং **তাদের দুর্বলতাগুলির কথা বলতে ভয় পেয়েছে।** (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন।) কিন্তু আমরা বিনষ্ট হব না কারণ আমরা আমাদের দুর্বলতার কথা বলতে ভয় পাই না এবং সেগুলিকে অতিক্রম করতেও শিখব।' (২৭তম খণ্ড।)

একটাই মাত্র সিদ্ধান্ত হয় : আত্মসমালোচনা ব্যতিরেকে পার্টির, শ্রেণীর এবং জনগণের কোনও যথার্থ শিক্ষা হতে পারে না; এবং পার্টি, শ্রেণী ও

জনগণের যথার্থ শিক্ষা ব্যতিরেকে কোনও বলশেভিকবাদও সম্ভব নয়।

আত্মসমালোচনার শ্লোগানটি ঠিক এখন ১৯২৮ সালে ইতিহাসের এই বিশেষ মুহূর্তে কেন বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করেছে?

তার কারণ এই যে আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উভয় ক্ষেত্রেই শ্রেণী-সম্পর্কগুলির বর্ধমান তীব্রতা দু-এক বছর আগে যেমন ছিল তার চাইতে আজ আরও বেশি উজ্জ্বলভাবে স্পষ্ট হয়েছে।

তার আরও কারণ এই যে সোভিয়েত সরকারের শ্রেণীশত্রু যারা আমাদের দেশের শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে আমাদের দুর্বলতা, আমাদের ভ্রান্তিগুলিকে ব্যবহার করছে তাদের অন্তর্ঘাতমূলক কাজকর্ম দু-এক বছর আগে যেমন ছিল তার চাইতে আজ আরও বেশি উজ্জ্বলভাবে স্পষ্ট হয়েছে।

কারণ এই যে আমরা শাখ্‌তির ঘটনাবলীর এবং গ্রামাঞ্চলে পুঁজিদার শক্তিবর্গের 'শস্য-সংগ্রহ কৌশলের' আর সেই সঙ্গে যোজনার ক্ষেত্রে আমাদের ভুলভ্রান্তিগুলি থেকে গৃহীত শিক্ষাকে গুরুত্ব না দিয়ে পারি না ও তা অবশ্যই করবও না।

বিপ্লবকে যদি আমরা শক্তিশালী করতে চাই ও পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে আমাদের শত্রুদের মোকাবিলা করতে চাই তাহলে শাখ্‌তির ঘটনাবলী ও শস্য-সংগ্রহ সমস্যাবলী যেমন প্রকট করে দিয়েছে আমাদের সেই ভুলত্রুটি ও দুর্বলতাগুলি থেকে আমাদের অবশ্যই **যত দ্রুত সম্ভব নিজেদেরকে মুক্ত করতে হবে।**

শ্রমিকশ্রেণীর শত্রুদের উল্লাস তুলে সমস্ত রকমের 'অপ্রত্যাশিত চমক' ও 'আকস্মিকতা'য় অসতর্ক শিকার হতে আমরা যদি না চাই তাহলে আমাদের যেসব দুর্বলতা ও ভুলভ্রান্তি **এখনো পর্যন্ত প্রকট হয়নি,** যদিও নিঃসংশয়ে তা বর্তমান আছে, সেগুলিকে আমাদের অবশ্যই **যত দ্রুত সম্ভব প্রকট করে তুলতে হবে।**

আমরা যদি এ ব্যাপারে ধীরগতি হই তাহলে আমরা আমাদের শত্রুদের কাজকে সহজ করে ও আমাদের দুর্বলতা ও ভুলগুলিকে তীব্র করে তুলব। কিন্তু এই সবকিছু অসম্ভব হবে যদি আত্মসমালোচনাকে বিকশিত ও উৎসাহিত না করা হয়, যদি শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকসমাজের ব্যাপক সাধারণকে আমাদের দুর্বলতা ও ভ্রান্তিগুলির উন্মোচন ও অপসারণের কাজে না নামানো হয়।

সুতরাং কেন্দ্রীয় কমিটি এবং কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের এপ্রিল প্লেনাম পুরোপুরি সঠিকই ছিল যখন তা শাখ্‌তির ঘটনাবলীর ওপর তার প্রস্তাবে নিম্নরূপ বলেছিল যে :

'সকল নির্দিষ্ট বিধানের সফল রূপায়ণের জন্য **প্রধান শর্ত** হল পঞ্চদশ কংগ্রেস কর্তৃক উত্থাপিত আত্মসমালোচনার শ্লোগানটির **কার্যকরী রূপায়ণ**'[৩৭] (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন)।

কিন্তু আত্মসমালোচনাকে বিকশিত করার জন্য আমাদের অবশ্যই সর্বপ্রথমে পার্টির পথে উঁচিয়ে থাকা অনেকগুলি বাধা অতিক্রম করতে হবে। এগুলির মধ্যে আছে সাধারণ মানুষের সাংস্কৃতিক পশ্চাদ্‌পদতা, সর্বহারাশ্রেণীর অগ্র-বাহিনীর অপ্রতুল সাংস্কৃতিক শক্তিসমূহ, আমাদের রক্ষণশীলতা, আমাদের 'কমিউনিস্ট অসার-আত্মশ্লাঘা' ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু সর্বাপেক্ষা গুরুতর যদি না-ও হয় তবু সেগুলির মধ্যে অন্যতম বাধা হল আমাদের হাতিয়ারের **আমলাতান্ত্রিকতা**। আমি আমাদের পার্টির মধ্যে, সরকার, ট্রেড ইউনিয়ন, সমবায় সংস্থা ও অন্যান্য সব সংগঠনগুলির মধ্যে যেসব আমলাতান্ত্রিক শক্তি দেখা যায় সেগুলির কথা উল্লেখ করছি। আমি সেইসব আমলাতান্ত্রিক শক্তির কথা উল্লেখ করছি যেগুলি আমাদের দুর্বলতা ও ভ্রান্তিগুলির দরুন মেদপুষ্ট হয়, যা জনসাধারণের দ্বারা সকল সমালোচনাকে, জনসাধারণের দ্বারা সকল নিয়ন্ত্রণকে প্লেগ-মহামারীর মতো ভয় পায় এবং যা আমাদেরকে আত্ম-সমালোচনা বিকশিত করায় ও আমাদের দুর্বলতা আর ত্রুটিগুলি থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করায় বাধা দিয়ে থাকে। আমাদের সংগঠনগুলির মধ্যে যে আমলাতান্ত্রিকতা তাকে নিছক রুটিন আর লাল ফিতে বলে গণ্য করলে চলবে না। আমলাতান্ত্রিকতা হল আমাদের সংগঠনগুলির ওপর বুর্জোয়া প্রভাবের প্রকাশ। লেনিন এ কথা সঠিকই বলেছিলেন যে :

'. আমাদের নিশ্চয়ই বুঝতে হবে যে আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই হল এক **চূড়ান্তভাবে প্রয়োজনীয়** লড়াই এবং তা ঠিক পেটি-বুর্জোয়া প্রকৃতিগত শক্তিগুলির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মতোই জটিল। আমাদের রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় আমলাতন্ত্র এমন গুরুত্ববিশিষ্ট এক ব্যাধি যে আমাদের পার্টি-কর্মসূচীতে তার উল্লেখ করা হয়েছে এবং তা হয়েছে এই কারণে যে **সেটি এইসব পেটি-বুর্জোয়া প্রকৃতিগত শক্তিসমূহের ও সেগুলির**

ব্যাপকবিস্তৃত বিকীরণের সঙ্গে বিজড়িত' (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন) (২৬তম খণ্ড)।

সুতরাং সত্যসত্যই যদি আমরা আত্মসমালোচনা বিকশিত করতে চাই এবং আমাদের নির্মাণকার্যের ক্ষেত্রে উপস্থিত ব্যাধিগুলি থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করতে চাই তাহলে অবশ্যই আরও বেশি জোরের সঙ্গে আমাদের সংগঠনের ভেতর আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে হবে।

আমলাতন্ত্রের মুখ্য প্রতিষেধক হিসেবে আমাদের অবশ্যই আরও বেশি জোরের সঙ্গে শ্রমিক ও কৃষকদের বিশাল সাধারণকে **নীচের তলা থেকে** সমালোচনায়, **নীচের তলা থেকে** নিয়ন্ত্রণের কর্তব্যে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

লেনিন সঠিকই বলেছিলেন যে:

'আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে যদি সত্যসত্যই আমরা লড়াই করতে চাই তাহলে আমাদের অবশ্যই **সাধারণ স্তরের মানুষদের সহযোগিতাকে কাজে লাগাতে হবে**'···কারণ '**শ্রমিক ও কৃষকের সহযোগিতাকে কাজে লাগানো** ছাড়া আমলাতন্ত্রের অবসান ঘটানোর অন্য পন্থা কি রয়েছে?' (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন) (২৫তম খণ্ড।)

কিন্তু বিশাল সাধারণের 'সহযোগিতাকে কাজে লাগানোর' উদ্দেশ্যে আমাদেরকে অবশ্যই শ্রমিকশ্রেণীর সকল গণ-সংগঠনের মধ্যে ও প্রাথমিকভাবে খোদ পার্টির মধ্যে সর্বহারার গণতন্ত্র বিকশিত করতে হবে। এতে ব্যর্থ হলে আত্ম-সমালোচনা কিছুই হয়ে দাঁড়াবে না, হবে এক শূন্যগর্ভ ব্যাপার, একটি কথামাত্র।

আমরা যেটার প্রয়োজন বোধ করি তা নিছক **যে-কোনও রকমের আত্মসমালোচনা** নয়। আমাদের এই ধরনের আত্মসমালোচনারই প্রয়োজন যা শ্রমিকশ্রেণীর সাংস্কৃতিক মানকে উন্নত করবে, তার সংগ্রামী মানসিকতাকে বর্ধিত করবে, জয়লাভে তার আস্থাকে করবে শক্তিশালী, তার শক্তির বৃদ্ধি ঘটাতে এবং দেশের সত্যকারের নিয়ন্তায় পরিণত হতে তাকে সাহায্য করবে।

কেউ কেউ বলেন যে একবার যদি আত্মসমালোচনা আসে তাহলে আমাদের আর **শ্রমশৃংখলা**-র প্রয়োজন হয় না, আমরা কাজ করা বন্ধ করে দিতে পারি ও প্রত্যেক ব্যাপার নিয়েই অল্পস্বল্প বাজে বকায় নিজেদেরকে এগিয়ে দিতে পারি। সেটা আত্মসমালোচনা হবে না, বরং তা হবে শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি অপমান। আত্মসমালোচনার প্রয়োজন শ্রমশৃংখলাকে বিনষ্ট করার জন্য

নয়, বরং তাকে শক্তিশালী করার জন্য, এই জন্য যাতে শ্রমশৃংখলা পেটি-বুর্জোয়া দুর্বলতাকে মোকাবিলা করার মতো উপযুক্ত সচেতন শৃংখলায় পরিণত হতে পারে।

অন্যেরা বলে যে একবার আত্মসমালোচনা এলে আমাদের আর নেতৃত্বের প্রয়োজন হয় না, আমরা হাল ছেড়ে দিতে পারি ও সবকিছুকে 'তাদের স্বাভাবিক গতিপথ গ্রহণ' করতে দিতে পারি। সেটা আত্মসমালোচনা হবে না, বরং হবে এক লজ্জাকর ব্যাপার। আত্মসমালোচনার প্রয়োজন হয় নেতৃত্বকে শিথিল করার উদ্দেশ্যে নয়, বরং তাকে শক্তিশালী করতে, এই উদ্দেশ্যে যাতে তাকে কাগুজে ও সামান্য কর্তৃত্বের নেতৃত্ব থেকে জোরদার ও সত্যকারের কর্তৃত্বমূলক নেতৃত্বে রূপান্তর করা যায়।

কিন্তু আরেক ধরনের 'আত্মসমালোচনা' আছে যা পার্টি আদর্শকে ধ্বংস করতে, সোভিয়েত জমানাকে হেয় প্রতিপন্ন করতে, আমাদের গঠনমূলক কর্ম-কাণ্ডকে দুর্বল করতে, আমাদের অর্থনীতির ক্যাডারদের দুর্নীতিগ্রস্ত করতে, শ্রমিকশ্রেণীকে নিরস্ত্র করতে এবং অধঃপতনের কথাবার্তাকে লালন করতে চায়। ঠিক এই ধরনের 'আত্মসমালোচনা'ই ট্রট্স্কি বিরোধীচক্র এই সম্প্রতি-কালে আমাদের ওপর চাপাতে চাইছিল। বলা বাহুল্য যে. এই ধরনের 'আত্ম-সমালোচনা'র সঙ্গে পার্টির কিছুতেই মিল নেই। বলা বাহুল্য যে, এই ধরনের 'আত্মসমালোচনা'র বিরুদ্ধে পার্টি যথাসাধ্য ক্ষমতা নিয়ে লড়াই চালিয়ে যাবে। এই 'আত্মসমালোচনা' যা আমাদের প্রতি বিরোধী, বিধ্বংসী ও বল-শেভিকবিরোধী তার সঙ্গে আমাদের সেই বলশেভিক আত্মসমালোচনার একটি দৃঢ় পার্থক্য অবশ্যই টানতে হবে যার লক্ষ্য হল পার্টি আদর্শকে উন্নীত করা, সোভিয়েত জমানাকে সংহত করা, আমাদের গঠনাত্মক কর্মকাণ্ডকে উন্নত করা, আমাদের অর্থনীতিক্ষেত্রের ক্যাডারদের শক্তিশালী করা, শ্রমিক-শ্রেণীকে সশস্ত্র করা।

আত্মসমালোচনাকে জোরদার করার জন্য আমাদের যে অভিযান তা মাত্র ক'মাস আগেই শুরু হয়েছে। এই অভিযানের প্রাথমিক ফলগুলির একটি পর্যা-লোচনা করার মতো আবশ্যক তথ্যাদি এখনো আমাদের হাতে নেই। কিন্তু ইতিমধ্যেই এরকম বলা যেতে পারে যে সেই অভিযান কল্যাণপ্রসূ ফলদান আরম্ভ করেছে।

অস্বীকার করা যায় না যে আত্মসমালোচনার জোয়ার শ্রমিকশ্রেণীর আরও

বৃহৎ থেকে বৃহত্তর অংশকে পরিব্যাপ্ত করে ও তাদেরকে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণ-কার্যের অংশীদার করে বৃদ্ধি ও ব্যাপ্তি পেতে শুরু করেছে। উৎপাদন সম্মেলন-গুলির ও সাময়িক নিয়ন্ত্রণ কমিশনগুলির পুনরুত্থানের মতো ঘটনার মাধ্যমেই এটা প্রতিপন্ন হয়।

সত্য যে, এখনো উৎপাদন সম্মেলনগুলির ও সাময়িক নিয়ন্ত্রণ কমিশনগুলির ফাইলে রাখা সুপ্রতিষ্ঠিত ও প্রমাণিত সুপারিশগুলির জন্য প্রচেষ্টা রয়েছে। এই ধরনের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে চূড়ান্ত জোরের সঙ্গে অবশ্যই লড়তে হবে কারণ সেগুলির উদ্দেশ্য হল শ্রমিকদেরকে আত্মসমালোচনায় নিরুৎসাহ করা, কিন্তু এতে সংশয়ের সুযোগ সামান্যই যে এই ধরনের আমলাতান্ত্রিক প্রচেষ্টা আত্ম-সমালোচনার বর্ধমান জোয়ারের ঘায়ে সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত হবে।

আবার এটাও অস্বীকার করা যায় না যে আত্মসমালোচনার ফল হিসেবে আমাদের ব্যবসায়-কর্মকর্তারা চটপটে হয়ে উঠতে, আর সতর্ক হয়ে উঠতে, অর্থনৈতিক নেতৃত্বের প্রশ্নগুলিকে আরও গুরুত্বসহকারে দেখতে শুরু করছেন, আর সেই সঙ্গে আমাদের পার্টি, সোভিয়েত, ট্রেড ইউনিয়ন এবং অন্যান্য কর্মীরা জনসাধারণের প্রয়োজনের প্রতি আরও সহমর্মী ও সংবেদনশীল হয়ে উঠছেন।

সত্য যে, এটা বলতে পারা যায় না যে শ্রমিকশ্রেণীর গণ-সংগঠনগুলিতে অন্তঃপার্টি গণতন্ত্র এবং শ্রমিকশ্রেণীর গণতন্ত্র সাধারণভাবে ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণ কায়েম করা গেছে। কিন্তু এতে সন্দেহের কোনও কারণ নেই যে অভিযান যত এগোবে ততই এই ক্ষেত্রে আরও অগ্রগতি অর্জিত হবে।

এটাও অস্বীকার করা যাবে না যে আত্মসমালোচনার ফল হিসেবে আমাদের সংবাদপত্র আরও প্রাণবন্ত এবং বলিষ্ঠ হয়ে উঠেছে আর সেই সঙ্গে শ্রমিক ও গ্রামীণ সংবাদদাতাদের মতো আমাদের সংবাদপত্র-কর্মীদের বাহিনীগুলি ইতিমধ্যেই এক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হচ্ছে।

সত্য যে, আমাদের সংবাদপত্রগুলি এখনো মাঝেমাঝেই ওপর-ওপরই কাজ চালিয়ে থাকে; তারা এখনো পর্যন্ত ব্যক্তিগত সমালোচনামূলক মন্তব্য থেকে গভীরতর সমালোচনায় উত্তীর্ণ হতে এবং গভীর সমালোচনা থেকে সমালোচনার ফলস্বরূপ সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে এবং সমালোচনারই ফলস্বরূপ আমাদের নির্মাণকার্যে কি সাফল্য অর্জিত হয়েছে তা সরল করে তুলতে শেখেনি। কিন্তু এ ব্যাপারে সংশয় সামান্যই করা যেতে পারে যে অভিযান যত এগোবে ততই এই ক্ষেত্রে অগ্রগতি অর্জিত হবে।

যাই হোক, আমাদের অভিযানের এইসব ভাল দিকগুলির সঙ্গে সঙ্গে কিছু খারাপ দিকও লক্ষ্য করা দরকার। আমি আত্মসমালোচনার শ্লোগানের সেইসব বিকৃতির উল্লেখ করছি যেগুলি অভিযানের প্রারম্ভে ইতিমধ্যেই সংঘটিত হচ্ছে ও এই মুহূর্তে প্রতিহত না হলে সেগুলি আত্মসমালোচনার বিকৃতির বিপদের উদ্ভব ঘটাতে পারে।

(১) প্রথমতঃ, এটা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করতে হবে যে কতকগুলি সাময়িক পত্রিকা এই অভিযানটিকে আমাদের **সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকার্যের** বিচ্যুতিগুলির সুশৃংখল সমালোচনার ক্ষেত্র থেকে উৎপাটিত করে তাকে **ব্যক্তিগত জীবনের** অতিরেকগুলির বিরুদ্ধে ভনিতাপূর্ণ চিৎকারের ক্ষেত্রে প্রবর্তন করানোর একটি প্রবণতা প্রকট করে তুলছে। এটা অবিশ্বাস্য বোধ হতে পারে, তবু, দুর্ভাগ্যবশতঃ, এটা ঘটনাই।

উদাহরণস্বরূপ ইর্কুট্স্ক ওকরুগ পার্টি কমিটি ও ওক্রুগ সোভিয়েত কর্মপরিষদের মুখপত্র **ভ্লাস্ত ক্রুদা** (১২৮ নং) সংবাদপত্রটি দেখুন। সেখানে আপনারা দেখবেন যে একটি গোটা পৃষ্ঠাই 'বেপরোয়া যৌনসম্ভোগ—একটি বুর্জোয়া পাপ'; 'একটি গেলাসের পরেই আসে আরেকটি গেলাস'; 'নিজের কুঁড়ে আওয়াজ তোলে নিজের গরুর'; 'জোড়া-বিছানার দস্যু'; 'ঘোড়া টিপলেও যে গুলি বেরুল না' ইত্যাদি ইত্যাদি জাঁকালো 'শ্লোগান'-এ আগাগোড়া উগ্রভাবে আকীর্ণ। প্রশ্ন ওঠে যে এইসব 'দোষদর্শী' তীক্ষ্ণ চিৎকার যা **বীরবোভ্কা**[৩৮]র যোগ্য তার সঙ্গে বলশেভিক আত্মসমালোচনার কি মিল থাকতে পারে যার উদ্দেশ্য হল আমাদের **সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকে** উন্নীত করা? এটা খুবই সম্ভব যে এইসব ভনিতাপূর্ণ বিষয়গুলির প্রণেতা হলেন কোনও এক কমিউনিস্ট। এটা সম্ভব যে তিনি সোভিয়েত শাসনের 'শ্রেণী-শত্রুদের' প্রতি ঘৃণায় জ্বলছেন। কিন্তু তিনি যে সঠিক পথ থেকে সরে যাচ্ছেন, আত্মসমালোচনার শ্লোগানটিকে তিনি যে অমার্জিত করছেন এবং তাঁর কণ্ঠস্বর যে **আমাদের** শ্রেণীর কণ্ঠস্বর **নয়** সে বিষয়ে কোনও সংশয় নেই।

(২) এটাও অবশ্যই লক্ষ্য করতে হবে যে, এমনকি সেইসব সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠান সাধারণভাবে যাদের সম্পর্কে বলা যায় যে তারা সঠিক সমালোচনার যোগ্যতা থেকে বঞ্চিত নয়, এমনকি তারাও কখনো **সমালোচনার খাতিরেই** সমালোচনা করতে ঝোঁকে, সমালোচনাটাকে একটা **কৌতুকে, অযথা উত্তেজনা সংঘটনে** পরিণত করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরুন **কমসোমোলস্কায়া**

প্রাভদার কথা। আত্মসমালোচনাকে উৎসাহিত করার ক্ষেত্রে **কম্‌সোমোল্‌স্কায়া প্রাভদার** অবদানের কথা সকলেরই জানা। কিন্তু এই পত্রিকাটির শেষ সংখ্যাগুলি হাতে নিন ও সারা-ইউনিয়ন ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের নেতাদের সম্বন্ধে তার 'সমালোচনাটি' দেখুন—বিষটির অনমু-মোদনীয় ভ্যাংচামির একটা গোটা ধারা। প্রশ্ন ওঠে যে এই ধরনের 'সমালোচনা' কে চায়, আর আত্মসমালোচনার শ্লোগানটিকে হেয় করা ভিন্ন এর কিই-বা প্রতিক্রিয়া থাকতে পারে? অসংস্কৃত স্থূলমনাদের হাতে বিদ্রূপভরে মুখ টিপে হাসার জন্য তুলে দেওয়ার উদ্দেশ্যে শস্তা, অযথা উত্তেজনা সঞ্চয়ের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অবশ্য নয়, বরং আমাদের সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের স্বার্থের দিক থেকে দেখলে এই ধরনের 'সমালোচনা'র কী প্রয়োজন আছে? অবশ্য আত্ম-সমালোচনার জন্য 'হালকা হাতিয়ারওয়ালা ঘোড়সওয়ার বাহিনী' সমেত সব ধরনের হাতিয়ারেরই প্রয়োজন। কিন্তু তার অর্থ কি এই যে হালকা হাতিয়ারের ঘোড়সওয়ার ফৌজকে **চপলমতি** অশ্বারোহী বাহিনীতে রূপ দিতে হবেই?

(৩) পরিশেষে এটাও অবশ্য-লক্ষণীয় যে, আমাদের সংগঠনগুলির কয়েকটির মধ্যে আত্মসমালোচনাকে আমাদের ব্যবসায়-কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে **ডাইনী শিকারের**, শ্রমিকশ্রেণীর চোখে তাদেরকে **হেয়** করার প্রয়াসে রূপ দেওয়ার একটা নির্দিষ্ট প্রবণতা আছে। এটা ঘটনা যে ইউক্রেন ও মধ্য রাশিয়ায় কিছু কিছু আঞ্চলিক সংগঠন আমাদের **সর্বোত্তম** ব্যবসায়-কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে একটা রীতিমত **ডাইনী শিকারের** তৎপরতা শুরু করেছে, তাদের একমাত্র অপরাধ এই যে তারা ১০০ ভাগই ত্রুটিমুক্ত নয়। অন্য আর কিভাবে আমরা এই কর্মকর্তাদের তাদের পদ থেকে বহিষ্কার করার জন্য আঞ্চলিক সংগঠনগুলির সেইসব সিদ্ধান্তকে অনুধাবন করব যেগুলির কোনও রকমেরই বাধ্যবাধকতা নেই আর যেগুলি নিশ্চিতভাবে ঐ কর্মকর্তাদের হেয় করার উদ্দেশ্যে রচিত? অন্য আর কিভাবে আমরা এই ঘটনাটি অনুধাবন করব যে এই কর্মকর্তারা সমালোচিত হয় কিন্তু সেই সমালোচনার জবাব দেওয়ার মতো কোনও সুযোগ তাদের দেওয়া হয়নি? একটি 'শেমিয়াকা আদালত'কে (অন্যায় আদালত। শেমিয়াকা নামে একজন বিচারকের সম্বন্ধে পুরানো রুশ গল্প থেকে—অনুবাদক) আত্মসমালোচনার নামে চালানোটা আমরা কবে থেকে শুরু করলাম?

অবশ্য আমরা এমন দাবি করতে পারি না যে সমালোচনাকে ১০০ ভাগই

সঠিক হতে হবে। সমালোচনাটা যদি নীচের তলা থেকে আসে তাহলে তা ৫ বা ১০ শতাংশ মাত্র সঠিক হলেও তাকে তুচ্ছ করা কিছুতেই চলবে না। এ সবই সত্য। কিন্তু এর অর্থ কি এই যে আমাদের অবশ্যই এমন দাবি করতে হবে যে ব্যবসায়-কর্মকর্তাদের ১০০ ভাগ ত্রুটিমুক্ত করতে হবে? সৃষ্টিধারায় এমন কোনও জীব কী আছে যা ১০০ শতাংশই ত্রুটিমুক্ত? এটা বোঝা কি এতই শক্ত যে আমাদের অর্থনৈতিক ক্যাডারদের প্রশিক্ষিত করে তুলতে বছরের পর বছর লেগে যায় এবং তাদের প্রতি আমাদের মনোভাবটা অবশ্যই হবে চূড়ান্ত সুবিবেচনা ও সনির্বন্ধ অনুরোধের? এটা বোঝা কি এতই শক্ত যে, আমরা আমাদের অর্থনৈতিক ক্যাডারদের বিরুদ্ধে ডাইনী-শিকারের জন্য আত্মসমালোচনার প্রয়োজন বোধ করি না, সমালোচনার দরকার তাদেরকে উন্নত ও ত্রুটিমুক্ত করে তোলার উদ্দেশ্যে?

আমাদের গঠনমূলক কাজের ত্রুটিবিচ্যুতিগুলির সমালোচনা করুন কিন্তু আত্মসমালোচনার শ্লোগানটিকে অমার্জিত করবেন না ও তাকে 'জোড়া-বিছানার দস্যু', 'ঘোড়া টিপলেও যে গুলি বেরুল না' ইত্যাদি গোছের বিষয়ের ভনিতাপূর্ণ ব্যবহারের একটি মাধ্যম করে তুলবেন না।

আমাদের গঠনাত্মক কাজগুলির ত্রুটিবিচ্যুতির সমালোচনা করুন কিন্তু আত্মসমালোচনার শ্লোগানটিকে হেয় করবেন না ও তাকে শস্তা উত্তেজনা সঞ্চারের মাধ্যম করে তুলবেন না।

আমাদের গঠনমূলক কাজগুলির ত্রুটিবিচ্যুতির সমালোচনা করুন কিন্তু আত্মসমালোচনার শ্লোগানটিকে বিকৃত করবেন না এবং আমাদের ব্যবসায় বা অন্যসংক্রান্ত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ডাইনী-শিকারের হাতিয়ারে তাকে পরিণত করবেন না।

আর মুখ্য বিষয় হল: **নীচের তলা থেকে** গণ-সমালোচনার বদলে **ওপর তলা থেকে** 'দোষদর্শী' আতসবাজির প্রবর্তন করবেন না; শ্রমিক-শ্রেণীর সাধারণ মানুষ এতে অংশ নিক এবং আমাদের ত্রুটিগুলির সংশোধনে ও আমাদের নির্মাণকার্যের উন্নয়নে তাদের সৃজনী উদ্যোগ প্রদর্শন করুক।

প্রাভদা, সংখ্যা ১৪৬
২৬শে জুন, ১৯২৮
স্বাক্ষর: জে. স্তালিন

সি. পি. এস. ইউ. (বি)র কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনাম[৩১]

৪ঠা—১২ই জুলাই, ১৯২৮

এই সর্বপ্রথম প্রকাশিত

কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কর্মসূচী

(৫ই জুলাই, ১৯২৮-এ প্রদত্ত ভাষণ)

কমরেডগণ, যে প্রথম বিষয়টি আমাদের বিবেচনা করতে হবে তা হল কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের খসড়া কর্মসূচীর[৪০] **আয়তন**।

কেউ কেউ বলেন যে খসড়া কর্মসূচীটি বড্ড বড়, বড্ড ভারী। তাঁরা দাবি করেন যে, এটিকে অর্ধেকে বা এক-তৃতীয়াংশে সংকুচিত করা হোক। তাঁরা দাবি করেন যে, কর্মসূচীতে কতকগুলি সাধারণ সূত্র দিতে হবে, আর কিছু নয়, এবং এই সূত্রগুলিই একটি কর্মসূচী বলে অভিহিত হবে।

আমি মনে করি যে এইসব দাবির কোনও ভিত্তি নেই। যাঁরা দাবি করেন যে কর্মসূচীটিকে তার অর্ধেকে বা এক-তৃতীয়াংশে সংকুচিত করা হোক তাঁরা খসড়া প্রণয়নকারীরা যেসব কর্তব্যের মুখোমুখি হয়েছিলেন সেগুলিকে অনুধাবন করেন না। আসল ব্যাপার এই যে, কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কর্মসূচীটি তো কোনও একটি জাতীয় দলের কর্মসূচী বা ধরা যাক কেবল 'সভ্য' জাতিগুলির কর্মসূচী হতে পারে না। কর্মসূচীটিতে অবশ্যই দুনিয়ার সকল কমিউনিস্ট পার্টি, সকল জাতি, সকল জনগণকে—সাদা ও কালো উভয়কেই অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। সেটাই হল খসড়া কর্মসূচীর বুনিয়াদী এবং বিশিষ্ট লক্ষণ। কিন্তু কর্মসূচীটিকে যদি অর্ধেক বা এক-তৃতীয়াংশে সংকুচিত করা হয় তাহলে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সকল অংশ—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য উভয়ের বুনিয়াদী চাহিদা ও বুনিয়াদী কর্মনীতিকে বিধৃত করা কিভাবে সম্ভব? কমরেডরা এই অমীমাংসাসাধ্য সমস্যাটির মীমাংসার চেষ্টা করুন তো। সেই কারণেই আমি মনে করি যে কর্মসূচীটিকে অর্ধেক বা এক-তৃতীয়াংশে সংকোচনের অর্থ হবে তাকে একটি কর্মসূচী থেকে এমন সব বিমূর্ত সূত্রের একটি নিছক ফিরিস্তিতে পরিণত করা যার কোনও মূল্যই কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের অংশগুলির কাছে নেই।

কর্মসূচীটি যাঁরা তৈরী করেছিলেন তাঁদের সামনে ছিল দুটি সমস্যা: একদিকে দুনিয়ার সমস্ত কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান ও বুনিয়াদী লক্ষণগুলিকে বিধৃত করা, এবং অপরদিকে, সেটা এমনভাবে করা যাতে কর্মসূচীটির বিভিন্ন

বক্তব্য শূন্যগর্ভ সূত্র না হয়ে অত্যন্ত বিভিন্নধর্মী, সব দেশ ও জনগণের জন্য অত্যন্ত বিভিন্ন কমিউনিস্ট পার্টি ও গোষ্ঠীর জন্য তা ব্যবহারিক নির্দেশাত্মক নীতি উপস্থিত করে। আপনারা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে, এই দ্বৈত সমস্যাটিকে একটি সংক্ষিপ্ত ও ক্ষুদ্র খসড়ায় সমাধান করা অসম্ভব।

যেটা সবচেয়ে বেশি কৌতূহলোদ্দীপক তা হল এই যে, ঠিক যে কমরেডরা প্রস্তাব করেন যে কর্মসূচীটিকে অর্ধেকে বা এমনকি এক-তৃতীয়াংশে সংকুচিত করা হোক তাঁরাই আবার এমন সব প্রস্তাব রাখেন যা বর্তমান খসড়া কর্মসূচীটিকে তার আয়তনের তিনগুণ যদি নাও হয় তবে দ্বিগুণ বর্ধিত করতে চায়। ব্যাপারটা দাঁড়ায় যে, খসড়া কর্মসূচীটিতে আমরা যদি ট্রেড ইউনিয়ন সম্বন্ধে, সমবায় সম্বন্ধে, সংস্কৃতি বিষয়ে, ইউরোপীয় জাতিগত সংখ্যালঘু ইত্যাদি বিষয়ে দীর্ঘ সব সূত্র সংযোজন করি তাহলে এটা কি নিশ্চিত নয় যে এর প্রতিক্রিয়ায় কর্মসূচীটি সংকুচিত হবে না? বর্তমান খসড়ার আয়তনকে তিনগুণ যদি নাও হয় তাহলে দ্বিগুণ বর্ধিত করতেই হবে।

এই একই কথা বলতে হবে সেই কমরেডদের সম্বন্ধেও যাঁরা দাবি করেন যে হয় কর্মসূচীটি কমিউনিস্ট পার্টিগুলির জন্য একটি সুসম্বদ্ধ নির্দেশনামা হোক অথবা তা তার ভেতরে সংকলিত প্রত্যেকটি একক প্রস্তাবসমেত সকল সম্ভাব্য বিষয়ই ব্যাখ্যা করুক। প্রথমতঃ, এটা বলা ভুল যে কর্মসূচীকে অবশ্যই একটি নির্দেশমাত্র, বা মুখ্যতঃ একটি নির্দেশ হতে হবে। এটা ভুল। এর ফল যে হবে কর্মসূচীটির আয়তনের অবিশ্বাস্য বৃদ্ধি সে সম্বন্ধে একেবারে কিছু না বলেও বলা যায় যে একটি কর্মসূচীর কাছে এমন দাবি করা যায় না। দ্বিতীয়তঃ, একটি কর্মসূচী তার একক ঘোষণাত্মক বা তত্ত্বমূলক প্রস্তাবগুলি সমেত প্রত্যেকটি সম্ভাব্য বিষয়ই ব্যাখ্যা করতে পারে না। সেটা হল কর্মসূচীর টীকা-বিবরণীর ব্যাপার। একটি কর্মসূচীকে একটি টীকা-বিবরণীর সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা অবশ্যই চলে না।

দ্বিতীয় প্রশ্নটি হল **কর্মসূচীর কাঠামো এবং** খসড়া কর্মসূচীর আলাদা আলাদা অধ্যায়গুলির **বিন্যাসপ্রকরণ** বিষয়ে।

কোন কোনও কমরেড দাবি করেন যে আন্দোলনের চূড়ান্ত লক্ষ্য বিষয়ে সাম্যবাদ বিষয়ে অধ্যায়নটিকে কর্মসূচীর শেষভাগে স্থানান্তর করা হোক। আমি মনে করি যে এই দাবিটিরও কোনও ভিত্তি নেই। ধনতন্ত্রের সংকট বিষয়ে অধ্যায় ও পরিবৃত্তি পর্ব বিষয়ে অধ্যায়—এই দুইয়ের মাঝখানে খসড়া কর্মসূচীতে

সাম্যবাদের বিষয়ে, সাম্যবাদী অর্থনৈতিক বিষয়ে একটি অধ্যায় আছে। অধ্যায়-গুলির এইরকম বিন্যাস কি ঠিক? আমার মনে হয় এটা পুরোপুরিই ঠিক। আপনি অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটি সম্পর্কে, এক্ষেত্রে কমিউনিস্ট অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যাতে **উত্তরণের** প্রস্তাব কর্মসূচীতে দেওয়া হয়েছে সেই সম্পর্কে প্রথমে না বলে পরিবৃত্তি পর্ব সম্বন্ধে কিছু বলতে পারেন না। আমরা উত্তরণ পর্বের কথা বলি, ধনতন্ত্র থেকে অন্য এক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় উত্তরণ। কিন্তু কোথায়, ঠিক কোন্ ব্যবস্থায় উত্তরণ, সেই বিষয়টি অবশ্যই খোদ উত্তরণ পর্বটি বিবৃত করতে এগোনোর পূর্বেই সর্বপ্রথমে আলোচিত হতে হবে। কর্মসূচীকে এগোতে হবে অজানা থেকে জানায়, কম জানা থেকে আরও ভাল জানায়। যে ব্যবস্থায় উত্তরণটি করতে হবে সে সম্বন্ধে প্রথমে বক্তব্য না রেখে ধনতন্ত্রের সংকট সম্বন্ধে ও তারপর পরিবৃত্তি পর্ব সম্বন্ধে বক্তব্য রাখার অর্থ হবে পাঠকের বিভ্রান্তি এবং তা শিক্ষাবিজ্ঞানের সেই প্রাথমিক প্রয়োজনটুকুও লংঘন করবে যা একই সঙ্গে কর্মসূচীর কাঠামোর জন্য একটি প্রয়োজনও বটে। কর্মসূচীকে পাঠকের কাছে ব্যাপারটা সহজতর করে তুলতে হবে যাতে তাকে কম জানা থেকে বেশি জানায় এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় আর ব্যাপারটিকে তার কাছে দুরূহতর করে না তোলা হয়।

অন্য কমরেডরা মনে করেন যে সামাজিক-গণতন্ত্র (সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসি)-এর ওপর অনুচ্ছেদটিকে খসড়া কর্মসূচীর সেই দ্বিতীয় অধ্যায়ে ঢোকানো ঠিক নয় যে অধ্যায়টি সর্বহারা বিপ্লবের প্রথম স্তর সম্পর্কে ও ধনতন্ত্রের আংশিক স্থিতি-ভবন সম্পর্কে আলোচনা করে। তাঁরা মনে করেন যে, তদ্দ্বারা সেটি কর্মসূচীর কাঠামোরই একটি প্রশ্ন তুলে ধরছে। কমরেডগণ, ব্যাপারটা তা নয়। বস্তুতঃপক্ষে এখানে আমরা একটি রাজনৈতিক প্রশ্নেরই সম্মুখীন। দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির ওপর অনুচ্ছেদটি বাতিল করার অর্থ হবে ধনতন্ত্রের আংশিক স্থিতিভবনের কারণগুলির একটি অন্যতম মৌলিক প্রশ্নের পরি-প্রেক্ষিতে একটি রাজনৈতিক ভুল করা। ব্যাপারটা এখানে কর্মসূচীর কাঠামো সম্বন্ধীয় নয়, তা হল আংশিক স্থিতিভবনের পর্বে রাজনৈতিক পরিস্থিতির মূল্যায়ন, সেই স্থিতিভবনের অন্যতম উপাদান হিসেবে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির প্রতিবিপ্লবী ভূমিকার একটি মূল্যায়নের বিষয়ে। এই কমরেডরা এটা না জেনে পারেন না যে ধনতন্ত্রের আংশিক স্থিতিভবনের অধ্যায়ে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির ওপর একটা অনুচ্ছেদ ছাড়াই আমরা কাজ চালিয়ে নিতে পারি না, কারণ

স্থিতিভবনের অন্যতম প্রধান উপাদান হিসেবে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির ভূমিকা বিবৃত না করে খোদ স্থিতিভবনকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে না। অন্যথায় ফ্যাসিবাদ বিষয়ক অনুচ্ছেদটিকেও এই অধ্যায় থেকে আমাদের বাদ দিতে হবে ও সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির অনুচ্ছেদটির মতো সেটিকেও পার্টি-বিষয়ক অধ্যায়ে স্থানান্তর করতে হবে। কিন্তু ধনতন্ত্রের আংশিক স্থিতিভবন বিষয়ক অধ্যায় থেকে ফ্যাসিবাদ ও সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির ওপর এই দুটি অনুচ্ছেদ বাদ দেওয়ার অর্থ হবে আমাদের নিজেদেরকে নিরস্ত্র করা ও ধনতান্ত্রিক স্থিতিভবনকে ব্যাখ্যা করার সমস্ত সম্ভাবনা থেকে নিজেদেরকে বঞ্চিত করা। স্পষ্টতঃই আমরা তাতে রাজী হতে পারি না।

নেপ এবং যুদ্ধকালীন সাম্যবাদের প্রশ্ন। **নেপ** হল সর্বহারাশ্রেণীর একাধিপত্যের একটি কর্মনীতি যা এই উদ্দেশ্যে রচিত যাতে পুঁজিবাদী শক্তি-গুলিকে অতিক্রম করা যায় ও একটি বাজার ছাড়া এবং বাজার থেকে পৃথকভাবে সরাসরি উৎপাদিত দ্রব্য-বিনিময়ের মাধ্যমে নয়, বরং বাজার ব্যবহার করে এবং বাজারের মাধ্যমে একটি সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি নির্মাণ করা। ধনতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে পরিবৃত্তিকালে ধনতান্ত্রিক দেশগুলি এমনকি সবচেয়ে উন্নত পর্যায়ে যেগুলি বিকশিত তারাও কি **নেপ** ছাড়া চলতে পারে? আমি মনে ক'রি না যে তারা তা পারে। সর্বহারাশ্রেণীর একাধিপত্যের পর্বে প্রত্যেক পুঁজিবাদী দেশেই নয়া অর্থনৈতিক নীতি তার বাজারসংযোগ ও এই বাজারসংযোগের সদ্ব্যবহারসমেত কোনও-না-কোনও মাত্রায় চূড়ান্তভাবে আবশ্যক হবে।

আমাদের মধ্যে এমন সব কমরেড আছেন যাঁরা এ বক্তব্য অস্বীকার করেন। কিন্তু এই বক্তব্যের অস্বীকৃতির অর্থ কি?

এর অর্থ প্রথমতঃ এইরকম ধারণা করা যে, সর্বহারাশ্রেণী ক্ষমতাসীন হওয়ার ঠিক পরেই শহর ও গ্রামের মধ্যে, শিল্প ও ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদনের মধ্যে বণ্টন ও যোগানের জন্য ১০০ ভাগ কাজ করার মতো প্রস্তুত একটি হাতিয়ার আমরা পাব যা তন্মুহূর্তেই একটি বাজার ছাড়া, পণ্য চলাচল ছাড়া এবং একটি মুদ্রা (money) অর্থনীতি ছাড়াই প্রত্যক্ষ উৎপাদিত দ্রব্য-বিনিময় কায়েম সম্ভব করে তুলবে। এই ধরনের ধারণা যে কতটা চূড়ান্ত অলীক তা বুঝবার জন্য ব্যাপারটা কেবল তুলে ধরলেই চলবে।

দ্বিতীয়তঃ, এর অর্থ হল এইরকম ধারণা করা যে সর্বহারাশ্রেণী কর্তৃক রাষ্ট্র-

ক্ষমতা দখলের পর সর্বহারাশ্রেণীর বিপ্লবকে অবশ্যই মধ্য ও পেটি-বুর্জোয়াদের উৎপাদনের পথ পরিগ্রহ করতে হবে, নিজের কাঁধে অবশ্যই তুলে নিতে হবে লক্ষ লক্ষ নয়া বেকারদের এক কৃত্রিম-সৃষ্ট বাহিনীর জন্য কাজ খোঁজার ও প্রাণ-ধারণের উপায় নিশ্চিত করার অবিশ্বাস্য বোঝা। গোটা ব্যাপারটাকে কেবল তুলে ধরলেই বোঝা যাবে যে সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্বের পক্ষে অনুরূপ এক কর্মনীতি গ্রহণ কি রকম হাস্যকর ও বোকামী। **নেপ**-এর অন্যতম ভাল ব্যাপার এই যে তা সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্বকে এইসব ও অনুরূপ সব ঝঞ্ঝাট থেকে রেহাই দেয়।

কিন্তু এ থেকে দাঁড়ায় এই যে, সমস্ত দেশেই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের একটি অবধারিত পর্যায় হল **নেপ**।

যুদ্ধকালীন সাম্যবাদ সম্বন্ধেও কি একই কথা বলা চলে? এ কথা কি বলা যায় যে যুদ্ধকালীন সাম্যবাদ হল সর্বহারাশ্রেণীর বিপ্লবের একটি অবশ্যম্ভাবী স্তর? না, তা বলা যায় না। যুদ্ধকালীন সাম্যবাদ হল এমন এক নীতি যা যুদ্ধ ও আগ্রাসী হস্তক্ষেপের একটি পরিস্থিতির দরুন সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্বের ওপর জোর করে চাপানো হয়; এটা রচিত হয়েছে এই উদ্দেশ্যে যাতে বাজারের মাধ্যমে নয় বরং বাজার ছাড়াই প্রধানতঃ একটি অতিরিক্ত-অর্থনৈতিক ও অংশতঃ-সামরিক চরিত্রের পদ্ধতির মাধ্যমে শহর ও গ্রামের মধ্যে প্রত্যক্ষ উৎপাদিত দ্রব্য-বিনিময় কায়েম করা যায়, আর এর লক্ষ্য হল এমনভাবে উৎপাদিত দ্রব্যবণ্টন সংগঠিত করা যাতে সম্মুখ-রণাঙ্গনে বিপ্লবী ফৌজদের জন্য ও পশ্চাৎ রণাঙ্গণে শ্রমিকদের জন্য যোগান নিশ্চিত করা যেতে পারে। যুদ্ধ ও আগ্রাসী হস্তক্ষেপের একটা পরিস্থিতি যদি না থাকত তবে নিশ্চিতই যুদ্ধ-সাম্যবাদও থাকত না। ফলতঃ, জোর দিয়ে এটা বলা যায় না যে যুদ্ধ সাম্যবাদ হল সর্বহারাশ্রেণীর বিপ্লবের বিকাশের অর্থনৈতিকভাবে অবশ্যম্ভাবী একটি স্তর।

এটা মনে করা ভুল হবে যে, ইউ. এস. এস. আর-এর সর্বহারাশ্রেণীর একাধিপত্য যুদ্ধ-সাম্যবাদের সাথেসাথেই তার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড আরম্ভ করেছিল। কিছু কিছু কমরেড এরকম মতের দিকেই ঝুঁকে থাকেন। কিন্তু এটা একটা ভ্রান্ত মত। পক্ষান্তরে বলা যায় যে আমাদের দেশে সর্বহারা-শ্রেণীর একাধিপত্য যুদ্ধকালীন সাম্যবাদের সাথে সাথে তার গঠনমূলক কর্মকাণ্ড শুরু করেনি, বরং তা শুরু করেছে নয়া অর্থনৈতিক নীতি নামে যা অভিহিত

সেই নীতিসমূহের ঘোষণার সাথে। প্রত্যেকেই ১৯১৮ সালের গোড়ার দিকে প্রকাশিত লেনিনের সেই পুস্তিকা **সোভিয়েত ক্ষমতার আশু কর্তব্য**[৪১]-এর সঙ্গে পরিচিত যেখানে লেনিন নয়া অর্থনীতির নীতির নীতিগুলির সর্বপ্রথম সত্য প্রমাণিত করেন। সত্য যে এই কর্মনীতিটি আগ্রাসী হস্তক্ষেপের পরিবেশের দরুন সাময়িকভাবে ব্যাহত হয় এবং মাত্র তিন বছর পরেই যুদ্ধ আর আগ্রাসী হস্তক্ষেপ যখন শেষ হয় তখন তাকে পুনঃপ্রবর্তিত করতে হয়েছিল। কিন্তু ইউ. এস. এস. আর-এর সর্বহারাশ্রেণীর একাধিপত্যকে যে সেই নয়া অর্থনৈতিক নীতিতে ফিরে যেতে হয় যা ১৯১৮-এর গোড়ার দিকে ইতিমধ্যেই ঘোষিত হয়েছিল এই ঘটনাটি—এই ঘটনাটি পরিষ্কার দেখিয়ে দেয় যে বিপ্লবের ঠিক পরের দিনেই সর্বহারাশ্রেণীর একাধিপত্যকে কোথায় তার নির্মাণকার্য অবশ্যই শুরু করতে হবে এবং কিসের ওপর তাকে তার নির্মাণকার্যের বনিয়াদ স্থাপন করতে হবে—অবশ্য যদি **অর্থনৈতিক** বিবেচনাটাই আমাদের খেয়ালে থাকে।

কখনো কখনো যুদ্ধকালীন সাম্যবাদকে গৃহযুদ্ধের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা হয়, আর দুটিকে অভিন্ন করে দেখা হয়। এটা অবশ্যই ভুল। ১৯১৭-র অক্টোবরে সর্বহারাশ্রেণী কর্তৃক ক্ষমতা দখলটা নিঃসংশয়ে এক ধরনের গৃহযুদ্ধ। কিন্তু এটা বলা ভুল হবে যে ১৯১৭-র অক্টোবরেই আমরা যুদ্ধ-সাম্যবাদ প্রয়োগ করতে শুরু করেছিলাম। গৃহযুদ্ধের একটা অবস্থা কল্পনা করা খুবই সম্ভব যেখানে যুদ্ধকালীন সাম্যবাদের পদ্ধতিগুলি প্রযুক্ত হয় না, যেখানে নয়া অর্থনৈতিক নীতির নীতিগুলি পরিত্যক্ত হয় না, যথা আগ্রাসী হস্তক্ষেপের প্রাক্কালে ১৯১৮-র গোড়ার দিকে আমাদের দেশের অবস্থা।

কেউ কেউ বলেন যে সর্বহারাশ্রেণীর বিপ্লবগুলি এক থেকে অপরে বিচ্ছিন্নভাবে সংঘটিত হবে এবং সেই কারণে একটি সর্বহারা বিপ্লবও আগ্রাসী হস্তক্ষেপকে এবং সুতরাং যুদ্ধকালীন সাম্যবাদকে এড়িয়ে যেতে সক্ষম হবে না। এটা সত্য নয়। এখন যেহেতু আমরা ইউ. এস. এস. আর-এ সোভিয়েত ক্ষমতাকে সংহত করতে সফল হয়েছি, এখন যে মুখ্য ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে কমিউনিস্ট পার্টিগুলি গড়ে উঠেছে এবং কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের শক্তিবৃদ্ধি হয়েছে সেই কারণে বিচ্ছিন্ন সর্বহারা-বিপ্লব হতে পারে না এবং হবেও না। বিশ্ব-ধনতন্ত্রের সংকটের বর্ধমান তীব্রতা, সোভিয়েত ইউনিয়নের অস্তিত্ব এবং সব দেশে কমিউনিস্ট পার্টির বিকাশ এইসব উপাদানকে আমাদের কিছুতেই

উপেক্ষা করা চলবে না। (**একটি কণ্ঠস্বর :** 'কিন্তু হাঙ্গেরীর বিপ্লব বিচ্ছিন্নই হয়েছিল।') সেটা হয়েছিল ১৯১৯ সালে।[৪২] এখন আমরা ১৯২৮-এ। কিছু কিছু কমরেডের যুক্তিগুলি যে কিরকম চূড়ান্ত আপেক্ষিক ও শর্তসাপেক্ষ তা বোঝার জন্য ১৯২৩ সালের জার্মানির বিপ্লবের[৪৩] কথা মনে করাই যথেষ্ট হবে যখন ইউ. এস. এস. আর-এর সর্বহারাশ্রেণীর একাধিপত্য জার্মান বিপ্লবকে সরাসরি সাহায্যদানের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। (**একটি কণ্ঠস্বর :** জার্মানির বিচ্ছিন্ন বিপ্লব—ফ্রান্স এবং জার্মানির মধ্যেকার বিচ্ছিন্নতা।') আপনি রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতার সঙ্গে স্থানিক বিচ্ছিন্নতাকে গুলিয়ে ফেলছেন। স্থানিক বিচ্ছিন্নতা অবশ্যই একটা উপাদান। তথাপি তাকে রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা ঠিক নয়।

এবং আগ্রাসী হস্তক্ষেপকারী দেশগুলির শ্রমিকদের ব্যাপারটা কি?—ধরা যাক জার্মান বিপ্লবে কোনও হস্তক্ষেপ ঘটল, সেক্ষেত্রে কি আপনারা মনে করেন যে তারা চুপ করে থাকবে এবং পশ্চাদ্‌ভূমি থেকে ঐ হস্তক্ষেপকারীদের ওপর আঘাত হানবে না?

এবং ইউ. এস. এস. আর. ও তার সর্বহারাশ্রেণীর ব্যাপারটা কি?—আপনারা কি মনে করেন যে হস্তক্ষেপকারীদের সমস্ত কুকার্যের প্রতি ইউ. এস. এস. আর-এর সর্বহারা-বিপ্লব শান্ত দৃষ্টি মেলেই বসে থাকবে?

হস্তক্ষেপকারীদের আহত করার জন্য বিপ্লবী দেশগুলির সঙ্গে স্থানিক সংযোগ স্থাপন করা কোনওভাবেই প্রয়োজনীয় নয়। হস্তক্ষেপকারীরা যাতে বিপদকে অনুভব করে ও সর্বহারাশ্রেণীর সংহতির পূর্ণ বাস্তবতাকে অনুমান করে সেজন্য তাদের নিজেদের এলাকায় সেইসব কেন্দ্রে বিদ্ধ করাই যথেষ্ট হবে যেগুলি আঘাত পাওয়ার মতো অত্যন্ত উন্মুক্ত। ধরা যাক যে আমরা বুর্জোয়া ব্রিটেনকে লেনিনগ্রাদ এলাকায় আহত করলাম এবং তার বেশ ক্ষতি সাধন করলাম। এর থেকে কি এই দাঁড়ায় যে ব্রিটেন আমাদের ওপর সেই লেনিনগ্রাদ এলাকাতেই বদলা নেবে? না, তা নয়। সে অন্যত্র কোথাও আমাদের ওপর বদলা নিতে পারে যেমন বাটুম, ওদেসা, বাকু বা ভ্লাদিভোস্তক ইত্যাদিতে। সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপকারীদের বিরুদ্ধে ধরা যাক ইউরোপের কোনও দেশের একটি সর্বহারা বিপ্লবকে সর্বহারাশ্রেণীর একাধিপত্য কর্তৃক প্রদত্ত সাহায্য ও সমর্থনের রূপ সম্বন্ধেও এই একই কথা সত্য।

কিন্তু এটা যদিও স্বীকার করা যায় না যে সব দেশেই হস্তক্ষেপ এবং সুতরাং

যুদ্ধকালীন সাম্যবাদ নিশ্চিতভাবে সংঘটিত হবে, তবু এটা স্বীকার করা যেতে পারে ও করা উচিত যে তা মোটামুটি সম্ভাব্য ব্যাপার। সুতরাং, এইসব কমরেডের যুক্তির সঙ্গে ঐক্যমত পোষণ না করার সাথে সাথে আমি তাঁদের এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত যে খসড়া কর্মসূচীতে যে সূত্রটি যেসব দেশে একটি সর্বহারা-বিপ্লব সম্পন্ন হয়েছে সেখানে নির্দিষ্ট আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে যুদ্ধ-কালীন সাম্যবাদের সম্ভাবনার কথা বলছে তার পরিবর্তে এইরকম একটি সূত্র সংস্থাপন করা যায় যেখানে বলা হয় যে হস্তক্ষেপ ও যুদ্ধকালীন সাম্যবাদ মোটামুটি সম্ভাব্য ব্যাপার।

জমি জাতীয়করণের প্রশ্ন। আমি সেইসব কমরেডের সঙ্গে একমত নই যারা প্রস্তাব করেন যে ধনতান্ত্রিকভাবে বিকশিত দেশগুলির ক্ষেত্রে জমি জাতীয়করণের যে সূত্রটি আছে তাকে বদ্‌লাতে হবে এবং যাঁরা দাবি করেন যে এইসব দেশে সর্বহারা-বিপ্লবের প্রথম দিনেই সমস্ত জমির জাতীয়করণ ঘোষণা করতে হবে।

আমি সেই কমরেডদের সঙ্গেও একমত নই যাঁরা প্রস্তাব করেন যে ধনতান্ত্রিকভাবে বিকশিত দেশগুলিতে সমস্ত জমি জাতীয়করণের বিষয়ে একেবারে কিছুই বলা ঠিক নয়। আমার মতে, খসড়া কর্মসূচীতে যেমন বলা হয়েছে সেই রকমভাবে এই মর্মে একটি সংযোজনসহ সমস্ত জমিরই চরম জাতীয়করণের কথা বলাই আরও ভাল হবে যে ক্ষুদ্র ও মধ্য কৃষকদের জমি ব্যবহারের অধিকারে গ্যারান্টি দেওয়া হবে।

যে কমরেডরা মনে করেন যে একটি দেশ যত ধনতান্ত্রিকভাবে বিকশিত হবে ততই সেই দেশে সমস্ত জমি জাতীয়করণ করা সহজ হবে, তাঁরা ভুলই করেন। পক্ষান্তরে, একটি দেশ যত ধনতান্ত্রিকভাবে বিকশিত হবে ততই সমস্ত জমি জাতীয়করণ করা কঠিন হবে, কারণ সেই দেশে জমির ব্যক্তিগত মালিকানার ঐতিহ্য অধিকতর শক্তিশালী থাকে আর তাই সেই ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে লড়াই করাটাও হয় দুঃসাধ্যতর।

কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসে ভূমি সংক্রান্ত প্রশ্নে লেনিনের সেই তত্ত্বটি[৪৪] পড়ে দেখুন যেখানে তিনি এই দিক থেকে কোন তড়িঘড়ি ও অসতর্ক পদক্ষেপের বিরুদ্ধে পরিষ্কার সাবধান করে দিয়েছেন, আর তাহলেই বুঝবেন যে এই কমরেডদের দাবিটা কিরকম ভ্রান্ত। ধনতান্ত্রিকভাবে বিকশিত দেশগুলিতে জমির ব্যক্তিগত মালিকানা বহু শতাব্দীকাল বিদ্যমান থেকেছে,

ধনতান্ত্রিকভাবে কম বিকশিত দেশগুলির সম্বন্ধে এ কথা বলা যেতে পারে না, সেখানে জমির ব্যক্তিগত মালিকানার নীতিটি কৃষকসমাজের মধ্যে এখনো তত গভীরে প্রোথিত হয়ে পড়েনি। এইখানে, রাশিয়াতে এমনকি কৃষকরা এ কথাও বলতে অভ্যস্ত ছিল যে জমির দখল তো কোনও মানুষের নয়, বলত যে জমি হল ঈশ্বরের। বস্তুতঃ এটাই ব্যাখ্যা করে যে কেন সেই ১৯০৬ সালে আমাদের দেশে এক বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রত্যাশায় ক্ষুদ্র ও মধ্য কৃষকদের জমি ব্যবহারের গ্যারান্টি দিতে হবে এই শর্তে লেনিন **সমস্ত জমির** জাতীয়করণের শ্লোগানটি হাজির করেছিলেন এইরূপ বিবেচনায় যে কৃষকরা এটা বুঝবে ও নিজেদেরকে এর সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবে।

পক্ষান্তরে এটা কি লক্ষণীয় নয় যে ১৯২০ সালে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসে লেনিন স্বয়ং ধনতান্ত্রিকভাবে অগ্রসর দেশগুলির কমিউনিস্ট পার্টিকে এই মর্মে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে তারা যেন অবিলম্বে **সমস্ত জমি** জাতীয়করণের শ্লোগান উপস্থিত না করে কারণ এইসব দেশের কৃষকরা ব্যক্তিগত সম্পত্তির সহজাত প্রবৃত্তিতে আসক্ত থাকায় তৎক্ষণাৎ ঐ শ্লোগানকে আত্তীকৃত করবে না। এই পার্থক্যটি কি উপেক্ষা করতেও লেনিনের সুপারিশকে আমল না দিতে আমরা পারি? নিশ্চয়ই আমরা তা পারি না।

খসড়া কর্মসূচীর **অন্তর্বস্তুর** প্রশ্ন। মনে হয় কিছু কিছু কমরেড মনে করেন যে অন্তর্বস্তুর দিক থেকে খসড়া কর্মসূচীটি পুরোপুরি আন্তর্জাতিক নয়, কারণ তাঁদের মতে এটা 'বড় বেশি রুশ' চরিত্রের। এই ধরনের বিরোধিতার কথা আমি এখানে শুনিনি। কিন্তু মনে হয় যে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের চারপাশে কয়েকটি চক্রের মধ্যে এই রকম বিরোধিতা বর্তমান।

এই রকমের মতের পেছনে কি ভিত্তি যোগানো যেতে পারে?

বোধ হয় এই ঘটনা কি যে খসড়া কর্মসূচীতে ইউ. এস. এস. আর-এর ওপর একটি বিশেষ অধ্যায় আছে? কিন্তু তাতে খারাপ কি থাকতে পারে? আমাদের বিপ্লব কি তার **চরিত্রের** দিক থেকে বিশিষ্টতমভাবে এক আন্তর্জাতিক বিপ্লব নয়, তা কি একটি জাতীয় এবং কেবলমাত্র একটি জাতীয় বিপ্লবই? তা-ই যদি হয় তাহলে কেন আমরা একে বিশ্ব-বিপ্লবী আন্দোলনের একটি **ঘাঁটি**, সকল দেশের বিপ্লবী বিকাশের একটি **হাতিয়ার**, বিশ্ব সর্বহারাশ্রেণীর **মাতৃভুমি** বলি?

আমাদের মধ্যে এমন লোক ছিলেন, যেমন ধরুন আমাদের বিরুদ্ধপন্থীরা

যাঁরা মনে করতেন যে ইউ. এস. এস. আর-এর বিপ্লব পুরোপুরি বা প্রধানতঃ একটি জাতীয় বিপ্লব। ঠিক এই পয়েন্টেই তাঁরা দুর্দশায় পড়েছিলেন। এটা বিস্ময়কর যে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের চারপাশে এমন লোক আছেন যাঁরা মনে হয় বিরুদ্ধপন্থীদের পদাংকই অনুসরণ করতে প্রস্তুত।

আমাদের বিপ্লব মনে হয় রূপগতভাবে একটি জাতীয় এবং নিছক একটি জাতীয় বিপ্লব? কিন্তু আমাদের বিপ্লব হল এক সোভিয়েত বিপ্লব এবং সোভিয়েত রূপের সর্বহারাশ্রেণীর রাষ্ট্র হল অন্যান্য দেশে সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্বের পক্ষে মোটামুটি বাধ্যতামূলক। লেনিন বিনা কারণে বলেননি যে ইউ. এস. এস. আর-এর বিপ্লব বিকাশের ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূচনা ডেকে এনেছে—সে যুগ হল সোভিয়েতের যুগ। এ থেকে কি দাঁড়ায় না যে শুধু তার চরিত্রগত দিক থেকেই নয়, তার রূপগত দিক থেকেও আমাদের বিপ্লব হল বিশিষ্টতম এক আন্তর্জাতিক বিপ্লব যা এমন একটি রূপের আদল হাজির করে যে-কোনও দেশের একটি সর্বহারা-বিপ্লবেরই প্রধানতঃ যেমন হওয়া উচিত!

আমাদের বিপ্লবের আন্তর্জাতিক চরিত্র নিঃসংশয়ে ইউ. এস. এস. আর-এর সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্বের ওপর গোটা পৃথিবীর সবহারা ও নিপীড়িত সাধারণ মানুষের প্রতি কতকগুলি কর্তব্য পালনের ভার অর্পণ করে। লেনিনের মনে এইটাই ছিল যখন তিনি বলেছিলেন যে অন্যান্য দেশের সর্বহারাশ্রেণীর বিপ্লবের বিকাশ ও বিজয়ের জন্য যা কিছু সম্ভব তা করার উদ্দেশ্যেই ইউ. এস. এস. আর-এর সর্বহারার একনায়কত্বের অস্তিত্ব। কিন্তু এ থেকে কি দাঁড়ায়? অন্ততঃ এটুকু দাঁড়ায় যে আমাদের বিপ্লব হল বিশ্ব-বিপ্লবেরই একটি অংশ, বিশ্ব-বিপ্লবী আন্দোলনের একটি ঘাঁটি ও একটি হাতিয়ার।

এ বিষয়েও সংশয় নেই যে শুধু ইউ. এস. এস. আর-এর বিপ্লবেরই সবদেশের সর্বহারাদের প্রতি দায়িত্ব নেই যে দায়িত্ব তা পালন করে চলেছে, সেই সঙ্গে সকল দেশের সর্বহারাদেরই ইউ. এস. এস. আর-এর সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্বের প্রতি কিছু অতি গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য রয়েছে। এইসব কর্তব্য আছে ইউ. এস. এস. আর-এর সর্বহারাশ্রেণীকে তার ভেতরের ও বাইরের শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে, ইউ. এস. এস. আর-এর সর্বহারা একনায়কত্বকে শ্বাসরুদ্ধ করার জন্য পরিকল্পিত এক যুদ্ধের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সাহায্য করার ভেতর, ইউ. এস. এস. আর-এর ওপর কোনও আক্রমণ হলে সাম্রাজ্যবাদের সৈন্যদের উচিত সরাসরি ইউ. এস.

এস. আর-এরই পাশে দাঁড়ানোর এই রকম বক্তব্য প্রচারের ভেতর। কিন্তু এ থেকে কি এইটা দাঁড়ায় না যে ইউ. এস. এস. আর-এর বিপ্লব অন্যান্য দেশের বিপ্লবী আন্দোলন থেকে অবিচ্ছেদ্য, ইউ. এস. এস. আর-এর বিপ্লবের বিজয় হল গোটা দুনিয়া জুড়েই বিপ্লবের বিজয়?

এইসবের পর কি এ রকম বলা সম্ভব যে ইউ. এস. এস. আর-এর বিপ্লব হল নিছক একটা জাতীয় বিপ্লব, তা দুনিয়াজোড়া বিপ্লবী আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন ও সংযোগহীন?

এবং অপরদিকে এই সবকিছুর পরে ইউ. এস. এস. আর-এর সর্বহারা-বিপ্লব থেকে সংযোগহীন হিসেবে বিবেচনা করলে বিশ্ব-বিপ্লবী আন্দোলন সম্বন্ধে কিছুমাত্র উপপত্তি সম্ভব?

বিশ্ব সর্বহারা-বিপ্লবকে নিয়ে যা আলোচনা করে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সেই কর্মসূচীর মূল্যটা কি যদি তা ইউ. এস. এস. আর-এর সর্বহারা-বিপ্লবের **চরিত্র ও কর্তব্যের** বুনিয়াদী প্রশ্ন, সবদেশের সর্বহারাদের প্রতি তার **দায়িত্ব** এবং ইউ. এস. এস. আর-এর সর্বহারার একনায়কত্বের প্রতি **সকল দেশের সর্বহারার দায়িত্বকে অবহেলা** করে?

সেই কারণে আমি মনে করি যে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের খসড়া কর্মসূচীর 'রুশ চরিত্র' সম্বন্ধীয় অভিযোগগুলি বহন করে এমন এক চিহ্ন— আর কিভাবেই-বা নরম করে উপস্থিত করি?—বেশ, একটি খারাপ চিহ্নই, একটি খারাপ গন্ধ।

এবার অল্প কিছু ভিন্ন মন্তব্যের আলোচনায় আসা যাক।

আমি মনে করি যে সেই সমস্ত কমরেড ঠিকই যাঁরা খসড়া কর্মসূচীর ৫৫ পৃষ্ঠার এই বাক্যটি সংশোধনের পরামর্শ দেন যেখানে গ্রামীণ জনগণের শ্রমজীবী অংশগুলি 'যারা সর্বহারার একনায়কত্ব অনুসরণ করে' তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে। এই বাক্যটি একটি নিশ্চিত ভুল বোঝাবুঝিপ্রসূত বা সম্ভবতঃ এটা ছাপাখানায় যাঁরা প্রুফ সংশোধন করেন তাঁদের ভুল। এটা সংশোধিত হওয়া উচিত।

কিন্তু এই কমরেডরা পুরোপুরি ভুল করেন যখন তাঁরা খসড়া কর্মসূচীতে সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্বের লেনিন-প্রদত্ত সবকটি সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব দেন। (**হাস্যরোল।**) ৫২ পৃষ্ঠায় প্রধানতঃ লেনিন থেকে গৃহীত সর্বসহারার একনায়কত্বের নিম্নরূপ সংজ্ঞা আমরা দেখতে পাই:

'সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্ব হল নতুন সব পরিবেশে তার শ্রেণী-সংগ্রামের অব্যাহত গতি। সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্ব হল পুরাতন সমাজের শক্তি ও ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে, বাইরের পুঁজিবাদী শক্তিসমূহের বিরুদ্ধে, স্বদেশের শোষকশ্রেণীসমূহের লুপ্তাবশেষের বিরুদ্ধে, যে পণ্য উৎপাদন এখনো দূরীভূত হয়নি তার মৃত্তিকা থেকে উদ্ভূত এক নতুন বুর্জোয়াশ্রেণীর অঙ্কুরগুলির বিরুদ্ধে এক অনমনীয় সংগ্রাম—তা রক্তাক্ত ও রক্তহীন, সহিংস ও শান্তিপূর্ণ, সামরিক ও আর্থনীতিক, শিক্ষাগত ও প্রশাসনগত সংগ্রাম।'[৪৫]

খসড়া কর্মসূচীটি একনায়কত্বের আরও অনেকগুলি সংজ্ঞাকেও অন্তর্ভুক্ত করে যা সর্বহারা-বিপ্লবের বিভিন্ন স্তরে একনায়কত্বের বিশেষ বিশেষ কর্তব্যের প্রতি যথাযথ। আমি মনে করি যে এটা বেশ যথেষ্টই। (**একটি কণ্ঠস্বর:** 'লেনিনের একটি সূত্র বাদ দেওয়া হয়েছে।') সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্বের ওপর লেনিনের অনেক লেখাই আছে। তার সবই যদি খসড়া কর্মসূচীতে ঢোকাতে হয় তবে আমার ভয় যে তা অন্ততঃ তার আয়তনের তিনগুণ বর্ধিত হয়ে পড়বে।

মধ্য কৃষকদের নিরপেক্ষকরণ সম্বন্ধে তত্ত্বের বিরুদ্ধে কিছু কমরেডের উত্থাপিত অভিযোগগুলিও ভ্রান্ত। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসে তাঁর তত্ত্বাবলীতে লেনিন পরিষ্কার বলেছেন যে ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে ক্ষমতা দখলের পূর্বাহ্ণে এবং সর্বহারাশ্রেণীর একাধিপত্যের প্রথম পর্যায়ে কমিউনিস্ট পার্টিগুলি মধ্য কৃষকদের নিরপেক্ষকরণের চাইতে আর বেশি অন্য কিছুর ওপর নির্ভর করতে পারে না। লেনিন পরিষ্কার বলেছেন যে সর্বহারাশ্রেণীর একাধিপত্য সংহত হয়ে যাওয়ার পরেই মাত্র কমিউনিস্ট পার্টিগুলি মধ্য কৃষকদের সঙ্গে একটি স্থায়ী মৈত্রী সংগঠিত করার ওপর ভরসা করতে পারে। স্পষ্টতঃই খসড়া কর্মসূচী সংকলিত করার সময় আমরা লেনিনের এই নির্দেশকে উপেক্ষা করতে পারিনি, আমাদের বিপ্লবের অভিজ্ঞতার সঙ্গে এটা যে পুরোপুরি খাপ খেয়ে থাকে সে কথা কিছু না-ই বা বললাম।

জাতিগত প্রশ্নের ওপর কিছু কমরেড যে মন্তব্য করেছেন তা-ও ভ্রান্ত। এই কমরেডদের এরকম দাবির কোনও ভিত্তি নেই যে খসড়া কর্মসূচীটি বিপ্লবী আন্দোলনে জাতিগত উপাদানগুলিকে উপেক্ষা করে থাকে। উপনিবেশগুলির প্রশ্নটি হল বুনিয়াদীভাবে একটি জাতিগত প্রশ্ন। সাম্রাজ্যবাদী নিপীড়ন,

উপনিবেশগুলিতে নিপীড়ন, জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণ, জাতি ও উপনিবেশগুলির প্রত্যাহৃত হওয়ার অধিকার ইত্যাদি বিষয় খসড়া কর্মসূচীতে যথেষ্ট গুরুত্বই পেয়েছে।

এই কমরেডদের যদি মধ্য ইউরোপের জাতিগত সংখ্যালঘুদের কথা মনে থাকে তাহলে তা খসড়া কর্মসূচীতে উল্লিখিত হতে পারে কিন্তু আমি এর ভেতরে মধ্য ইউরোপের জাতিগত প্রশ্নকে পৃথক গুরুত্ব দেওয়ার বিরোধী।

পরিশেষে এই বিবৃতিটির ওপর কিছু সংখ্যক কমরেডের মন্তব্য সম্বন্ধে যে পোল্যাণ্ড হল এমন একটি দেশ যা সর্বহারাশ্রেণীর একাধিপত্যের দিকে দ্বিতীয় ধরনের বিকাশের প্রতিফলন করে। এই কমরেডরা মনে করেন যে তিনটি ধরনে দেশগুলির শ্রেণী-বিভাগ—যথা একটি উচ্চ ধনতান্ত্রিক বিকাশসমৃদ্ধ দেশ (আমেরিকা, জার্মানি, ব্রিটেন), গড়ে ধনতান্ত্রিক বিকাশসমৃদ্ধ একটি দেশ (পোল্যাণ্ড, ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের প্রাক্কালীন রাশিয়া ইত্যাদি) এবং উপনিবেশ দেশগুলি—এটা ভুল। তাঁরা বলেন যে পোল্যাণ্ডকে প্রথম ধরনের দেশগুলির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, ধনতান্ত্রিক এবং ঔপনিবেশিক—এই দুটি মাত্র ধরনের দেশের কথা বলা যেতে পারে।

এটা ঠিক নয় কমরেড। ধনতান্ত্রিক দেশগুলি যেখানে বিপ্লবের বিজয় তৎক্ষণাৎই সর্বহারার একাধিপত্যের দিকে এগিয়ে যাবে সেগুলি ছাড়াও এমন সব দেশ আছে যা ধনতান্ত্রিকভাবে সামান্যই বিকশিত যেখানে সামন্তবাদী অবশেষ বিদ্যমান এবং সামন্তবাদ-বিরোধী ধরনের এক বিশেষ ভূমি সমস্যা বর্তমান (পোল্যাণ্ড, রুমানিয়া ইত্যাদি), এমন সব দেশও আছে যেখানে কোনও বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের ক্ষেত্রে পেটি-বুর্জোয়াদের বিশেষতঃ কৃষকসমাজের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে এবং যেখানে বিপ্লবের বিজয় এক সর্বহারার একাধিপত্যে পরিণতিলাভের উদ্দেশ্যে শ্রমিকশ্রেণীর ও কৃষকসমাজের এক একাধিপত্যের ধরনের মতো কিছু অন্তবর্তী স্তরের প্রয়োজন বোধ করতে পারে ও নিশ্চিতভাবেই তা করবে।

আমাদের দেশেও এমন লোক ছিল যেমন ট্রটস্কি যারা ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পূর্বে বলেছিল যে কৃষকসমাজের কোনও গুরুত্বপূর্ণ প্রতিপত্তি নেই এবং সেই মুহূর্তের স্লোগান হল 'জার নয়, বরং একটি শ্রমিকদের সরকার।' আপনারা জানেন যে লেনিন এই স্লোগান থেকে নিজেকে দৃঢ়ভাবে বিচ্ছিন্ন করেছিলেন ও পেটি-বুর্জোয়ার, বিশেষ করে কৃষকসমাজের ভূমিকা ও গুরুত্বের কোনওরকম

অবমূল্যায়নের বিরোধিতা করেছিলেন। সে-সময় আমাদের দেশে এমন কেউ কেউ ছিল যারা ভেবেছিল যে জারতন্ত্রের উৎসাদনের পর সর্বহারাশ্রেণী তৎক্ষণাৎই একটি প্রাধান্যের অবস্থান দখল করবে। কিন্তু বাস্তবে কি হয়ে দাঁড়াল? দেখা গেল যে, ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের ঠিক পরে পেটি-বুর্জোয়াদের ব্যাপক সাধারণ রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হল এবং সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি এবং মেনশেভিক এই পেটি-বুর্জোয়া পার্টিগুলিকে প্রাধান্য দিল। সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি ও মেনশেভিক যারা তখনো পর্যন্ত ক্ষুদ্র পার্টি ছিল তারা 'অকস্মাৎ' দেশের ভেতর প্রাধান্যবিস্তারী শক্তি হয়ে দাঁড়াল। কিসের কল্যাণে? এই ঘটনার কল্যাণে যে ব্যাপক পেটি-বুর্জোয়া সাধারণ প্রথমে সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি ও মেনশেভিকদের সমর্থন করেছিল।

প্রসঙ্গতঃ এটাই ব্যাখ্যা করে যে কেন আমাদের দেশে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মোটামুটি দ্রুতগতিতে এক সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে বিকাশের দরুনই সর্বহারাশ্রেণীর একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

এতে সন্দেহের অবকাশ সামান্যই যে পোল্যাণ্ড ও রুমানিয়া সেইসব দেশেরই পযায়ভুক্ত যাদেরকে সর্বহারাশ্রেণীর একাধিপত্যের অভিমুখী পথে মোটামুটি দ্রুতগতিতে কতকগুলি অন্তর্বর্তী স্তর অতিক্রম করে যেতে হবে।

সেই কারণে আমি মনে করি যে এই কমরেডরা যখন এ কথা অস্বীকার করেন যে সর্বহারাশ্রেণীর একাধিপত্যের অভিমুখী পথে তিন ধরনের বৈপ্লবিক আন্দোলন বিদ্যমান তখন তাঁরা ভুল করেন। পোল্যাণ্ড আর রুমানিয়া হল দ্বিতীয় ধরনের প্রতিনিধি।

কমরেডগণ, কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের খসড়া কর্মসূচীর ওপর এই হল আমার মন্তব্য।

আর খসড়া কর্মসূচীর রূপপ্রকরণ সম্বন্ধে বা তার কতকগুলি আলাদা আলাদা সূত্র সম্বন্ধে আমি এই মর্মে 'হাঁ' বলতে পারি না যে খসড়া কর্মসূচীটি যথাযথ। এটা ধরে নিতে হবে যে কতকগুলি জিনিসকে উন্নত করতে হবে, আরও নিখুঁতভাবে নির্দিষ্ট করতে হবে, রূপপ্রকরণটিও সম্ভবতঃ সরলীকৃত করতে হবে ইত্যাদি। কিন্তু সেটা হল কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের ষষ্ঠ কংগ্রেসের কমসূচী কমিশনের[৪৬] ব্যাপার।

শিল্পায়ন এবং শস্য-সমস্যা

(১৯২৮ সালের ৯ই জুলাই তারিখে প্রদত্ত ভাষণ)

কমরেডগণ, শস্য ফ্রন্টে আমাদের অসুবিধাগুলির নির্দিষ্ট প্রশ্নে যাবার আগে আমি তত্ত্বগত আগ্রহ সৃষ্টিকারী কতকগুলি সাধারণ প্রশ্ন, যেগুলি পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে আলোচনার সময় উঠেছিল, সেগুলির আলোচনা করতে চাই।

সর্বপ্রথম, আমাদের **শিল্প-উন্নয়নের প্রধান প্রধান উৎসের** সাধারণ প্রশ্ন, শিল্পায়নের আমাদের বর্তমান হার সুনিশ্চিত করার উপায় উপকরণসমূহ।

হয়তো নিজেরা না বুঝেই প্রথমে ওস্‌সিন্‌স্কি এবং পরে সোকোলনিকভ বিষয়টি সম্পর্কে বলেছেন। বিষয়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

আমি মনে করি দুটি প্রধান উৎস আমাদের শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখছে: প্রথমতঃ, শ্রমিকশ্রেণী, দ্বিতীয়তঃ, কৃষকসমাজ।

পুঁজিবাদী দেশগুলিতে শিল্পায়ন সাধারণতঃ কার্যকর করা হতো, মোটের উপর অন্যান্য দেশ লুণ্ঠন করে, উপনিবেশগুলি বা পরাজিত দেশগুলিকে লুণ্ঠন করে, অথবা বিদেশ থেকে মোটা রকমের এবং কমবেশি দাসত্বসৃষ্টিকারী ঋণের সাহায্যে।

আপনারা জানেন যে, শত শত বছর ধরে ব্রিটেন তার সমস্ত উপনিবেশ এবং বিশ্বের সমস্ত অংশ থেকে পুঁজি সংগ্রহ করেছিল এবং এইভাবে ব্রিটেন তার শিল্পে অতিরিক্ত পুঁজি বিনিয়োগ করতে সক্ষম হয়েছিল। প্রসঙ্গক্রমে, এটাই ব্যাখ্যা করে, ব্রিটেন কেন এক সময়ে 'বিশ্বের কারখানা' হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

আপনারা আরও জানেন যে, ফ্রাঙ্কো-প্রুশিয়ান যুদ্ধের পর জার্মানি, অন্যান্য জিনিসের মধ্যে, ফ্রান্সের উপর ক্ষতিপূরণ হিসেবে যে ৫০০০ মিলিয়ন ফ্রাঙ্ক সংগ্রহ করে, তারই সাহায্যে জার্মানি তার শিল্প উন্নীত করে।

পুঁজিবাদী দেশগুলির সঙ্গে আমাদের দেশের পার্থক্যের একটি বিষয় হল এই যে, আমাদের দেশ ঔপনিবেশিক দস্যুতায় বা সাধারণভাবে অন্যদেশগুলির লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হতে পারে না এবং অতি অবশ্য হবে না। সুতরাং, সে পথ আমাদের নিকট রুদ্ধ।

যাই হোক না কেন, আমাদের দেশ বিদেশ থেকে দাসত্বসৃষ্টিকারী ঋণ পায় না বা পেতেও চায় না। অতএব, সে পথও আমাদের নিকট রুদ্ধ।

তাহলে অবশিষ্ট থাকল কি? একটিমাত্রই জিনিস অবশিষ্ট থাকছে, আর তা হল **আভ্যন্তরীণ** সঞ্চয়ের সাহায্যে শিল্পোন্নত করা, দেশকে শিল্পায়িত করা।

আমাদের দেশে বুর্জোয়া প্রথার অধীনে, শিল্প, যানবাহন ইত্যাদি সাধারণতঃ ঋণের সাহায্যে উন্নীত হতো। নতুন নতুন ফ্যাক্টরি গড়ে তোলার কথাই ধরুন বা পুরানোগুলিকে পুনঃসজ্জিত করার কথাই ধরুন, আবার নতুন নতুন রেললাইন পাতার কথা অথবা বড় বড় বিদ্যুৎশক্তির স্টেশন তৈরী করার কথাই ধরুন—এদের কোন একটি কর্মসংস্থাও বৈদেশিক ঋণ এড়িয়ে চলতে পারত না। কিন্তু এগুলি ছিল দাসত্বসৃষ্টিকারী ঋণ।

সোভিয়েত প্রথার অধীনে আমাদের দেশের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ আলাদা। আমরা ১,৪০০ ভার্স্ট লম্বা তুর্কিস্তান রেলওয়ে গড়ে তুলছি, এরজন্য কোটি কোটি রুবলের প্রয়োজন। আমরা নীপার জল-বিদ্যুৎশক্তির স্টেশন গড়ে তুলছি, যার জন্যও কোটি কোটি রুবলের প্রয়োজন। কিন্তু এগুলি কি আমাদের কোন দাসত্বসৃষ্টিকারী ঋণে জড়িয়ে ফেলেছে? না, জড়িয়ে ফেলেনি। এ সমস্তই করা হচ্ছে আভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের সাহায্যে।

কিন্তু এই সমস্ত সঞ্চয়ের প্রধান প্রধান উৎস কী? আমি যেমনি বলেছি, এরকম দুটি উৎস আছে: প্রথমতঃ, শ্রমিকশ্রেণী, যা মূল্য সৃষ্টি করে এবং আমাদের শিল্পে অগ্রগতি ঘটায়; দ্বিতীয়তঃ, কৃষকসমাজ।

এ ব্যাপারে কৃষকসমাজের সম্পর্কে অবস্থাটা দাঁড়ায় নিম্নোক্তরূপে: কৃষকসমাজ রাষ্ট্রকে শুধু প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাধারণ কর দেয় না; তা শিল্পোৎপাদিত দ্রব্যের জন্য অপেক্ষাকৃত উচ্চ মূল্য দেওয়া হিসেবে **বাড়তি মূল্য দেয়**—এটাই হল প্রথম ঘটনা এবং কৃষিজাত দ্রব্যের জন্য কৃষকসমাজ কম-বেশি **কম মূল্য পায়**—এটা হল দ্বিতীয় ঘটনা।

শিল্পের উন্নয়নের জন্য এটি হল কৃষকসমাজের উপর অতিরিক্ত চাপানো কর, যে শিল্প কৃষকসমাজসহ সমগ্র দেশের কল্যাণে নিয়োজিত। এটি হল অধিকরের প্রকৃতিবিশিষ্ট একটি 'উপঢৌকন', যা আমরা আপাততঃ চাপাতে বাধ্য হচ্ছি আমাদের শিল্প-উন্নয়নের বর্তমান হার বজায় রাখতে ও ত্বরান্বিত করতে, সমস্ত দেশের জন্য একটি শিল্প সুনিশ্চিত করতে, গ্রামীণ জনসমষ্টির

জীবনযাত্রার মান আরও উন্নীত করতে এবং তারপর সম্পূর্ণরূপে এই বাড়তি কর, শহর ও গ্রামের মধ্যেকার এই 'কাঁচি' বিলোপ করতে।

অস্বীকার করার কিছু নেই যে এটি একটি বিরক্তিকর কারবার। কিন্তু আমরা বলশেভিক হব না, যদি কিনা আমরা এটা উপেক্ষা করি এবং এই প্রকৃত ঘটনার প্রতি আমাদের চোখ বন্ধ করে রাখি যে, দুর্ভাগ্যক্রমে, আমাদের শিল্প এবং আমাদের দেশ কৃষকসমাজের উপর এই বাড়তি কর ব্যতিরেকে **বর্তমানে** চলতে পারে না।

আমি এ কথা বলছি কেন? কারণ, মনে হয় কিছু কিছু কমরেড এই তর্কাতীত সত্যটি উপলব্ধি করেন না। তাঁরা এই ঘটনার উপর ভিত্তি করে তাঁদের ভাষণ দিয়েছেন যে, কৃষকেরা শিল্পজাত দ্রব্যের জন্য অতিরিক্ত দাম দিচ্ছে —যা নিশ্চিতরূপে সত্য—এবং তারা কৃষিজাত দ্রব্যসামগ্রীর জন্য কম দাম পাচ্ছে—যে ঘটনাও সত্য। কিন্তু তাঁরা কি দাবি করেন? তাঁরা শস্যের জন্য বদলী দরদামের প্রতিষ্ঠা দাবি করেন, যাতে এই সমস্ত 'কাঁচি', যাতে এইসব কম্‌তি দাম, অতিরিক্ত দাম **অবিলম্বে** লোপ পেয়ে যায়। কিন্তু ধরুন, এই বছর বা পরবর্তী বছর এইসব 'কাঁচি' লোপ করার কি পরিণতি হবে? পরিণতি হবে, কৃষির শিল্পায়ন সহ দেশের শিল্পায়নের গতিবেগ হ্রাস পাবে, পরিণতি হবে, আমাদের তরুণ শিল্প যা এখনো দৃঢ়ভাবে তার পায়ের উপর দাঁড়ায়নি তার ক্ষতি হবে, এবং এইভাবে আমাদের সমগ্র জাতীয় অর্থনীতিকে আঘাত করা হবে। আমরা কি এতে সম্মতি দিতে পারি? স্পষ্টতঃই আমরা তা পারি না। শহর ও গ্রামের ভিতর এই যে 'কাঁচি', এইসব কম্‌তি দাম এবং অতিরিক্ত দাম কি লোপ করা উচিত? হাঁ, নিশ্চিতরূপে সেগুলিকে লোপ করতে হবে। আমাদের শিল্পকে, এবং সুতরাং আমাদের জাতীয় অর্থনীতিকে দুর্বল করা ব্যতিরেকে এগুলিকে কি অচিরেই আমরা লোপ করতে পারি? না, আমরা পারি না।

তাহলে আমাদের নীতি কি হবে? তা হবে শিল্পজাত দ্রব্যের দরদাম কমিয়ে, কৃষিসংক্রান্ত প্রযুক্তিকৌশল উন্নত করে—যার ফলে শস্য উৎপাদনের খরচ না কমে পারে না—ক্রমে ক্রমে 'কাঁচি' বন্ধ করে দেওয়া, বছর থেকে বছরে ফারাক কমিয়ে আনা এবং, তারপরে, কয়েক বছরের মধ্যে কৃষকসমাজের উপর থেকে এই বাড়তি কর সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করা।

এই বোঝা বহনের ক্ষমতা কি কৃষকদের আছে? নিঃসন্দেহে, তারা এই

বোঝা বইতে সক্ষম : প্রথমতঃ, যেহেতু এই বোঝা বছর থেকে বছরে অধিকতর হালকা হবে এবং, দ্বিতীয়তঃ, যেহেতু এই বাড়তি কর চাপানো হচ্ছে না পুঁজিতান্ত্রিক উন্নয়নের অবস্থাসমূহের অধীনে, যেখানে ব্যাপক কৃষকসমাজ দারিদ্র্য ও শোষণের কশাঘাতে জর্জরিত, কিন্তু চাপানো হচ্ছে সোভিয়েত অবস্থাসমূহের অধীনে, যেখানে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের দ্বারা কৃষকদের শোষণ প্রশ্নাতীত, যেখানে এমন একটা পরিস্থিতিতে এই বাড়তি কর দিতে হচ্ছে, যাতে কৃষকসমাজের জীবনযাত্রার মান সুস্থিরভাবে উন্নত হচ্ছে।

আমাদের দেশের শিল্পায়নের মূল উৎসগুলি সম্পর্কে বর্তমানে ব্যাপারটা এইরকমই দাঁড়িয়েছে।

দ্বিতীয় প্রশ্নটি হল মাঝারি কৃষকের সাথে বন্ধনসূত্র সম্পর্কিত সমস্যা—এই বন্ধনসূত্রের লক্ষ্য এবং তাকে কার্যকর করার উপায়ের সমস্যা।

কিছু কিছু কমরেড যা বলছেন তা থেকে এটা বেরিয়ে আসে যে, শহর ও গ্রামের মধ্যেকার এবং শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকসমাজের প্রধান ব্যাপক কৃষক সাধারণের মধ্যেকার বন্ধনসূত্রের ভিত্তি হল ব্যতিক্রমহীনভাবে সুতীবস্ত্রের, কৃষকসমাজের ব্যক্তিগত প্রয়োজনসমূহ চরিতার্থ করার উপর স্থাপিত। এটা কি সত্য? কমরেডগণ, এটা সম্পূর্ণ অসত্য। অবশ্য, সুতীবস্ত্রের জন্য কৃষকদের ব্যক্তিগত প্রয়োজনসমূহের তুষ্টিবিধান করা প্রভূত গুরুত্বপূর্ণ। নতুন নতুন অবস্থায় কৃষকসমাজের সঙ্গে বন্ধনসূত্র প্রতিষ্ঠা করতে আমরা এইভাবে শুরু করেছিলাম। কিন্তু এই সমস্ত যুক্তির উপর দাঁড়িয়ে এ কথা দৃঢ়ভাবে বলা যে, সুতীবস্ত্রভিত্তিক বন্ধন ব্যাপারটির শুরু ও শেষ এবং কৃষকদের ব্যক্তিগত প্রয়োজনসমূহ চরিতার্থ করার ভিত্তির উপর রচিত বন্ধনসূত্র শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকসমাজের মধ্যে অর্থনৈতিক মৈত্রীর সর্বব্যাপী অথবা প্রধান ভিত্তি, হল একটি অত্যন্ত মারাত্মক ভুল করা। প্রকৃতপক্ষে, শহর ও গ্রামের মধ্যেকার বন্ধনের ভিত্তি শুধু কৃষকদের ব্যক্তিগত প্রয়োজনসমূহ মেটাবার উপর, সুতীবস্ত্রের উপরেই স্থাপিত নয়, স্থাপিত কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদক হিসেবে কৃষকদের অর্থনৈতিক প্রয়োজনসমূহ চরিতার্থ করার উপরেও বটে।

আমরা কৃষকদের শুধু তুলাজাত বস্ত্রই দিই না। আমরা তাদের সমস্ত ধরনের মেশিন, বীজ, লাঙল, সার ইত্যাদিও দিই যেগুলি কৃষকের চাষবাস উন্নয়নের এবং সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরণের পক্ষে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।

সেইহেতু বন্ধনসূত্রের ভিত্তি শুধু সুতীবস্ত্রের উপরই স্থাপিত নয়, ধাতুর

উপরেও স্থাপিত। তা ব্যতিরেক কৃষকদের সঙ্গে বন্ধন হবে অনিশ্চিত।

কিভাবে সুতীবস্ত্রভিত্তিক বন্ধনসূত্র ধাতুভিত্তিক সম্পর্কের সঙ্গে পৃথক? প্রধানতঃ এই ঘটনায় যে, সুতিবস্ত্রভিত্তিক বন্ধন কৃষক চাষবাসের উৎপাদনের দিকটা ক্ষুণ্ণ না করে, অথবা ক্ষুণ্ণ করলেও অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র পরিমাণে ক্ষুণ্ণ করে, প্রধানতঃ কৃষকদের ব্যক্তিগত প্রয়োজনসমূহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট; তার বিপরীতে, ধাতুভিত্তিক বন্ধনসূত্র প্রধানতঃ কৃষক চাষবাসের উৎপাদনের দিক, তাকে উন্নত করা, তাকে যন্ত্রীকৃত করা, তাকে অধিকতর লাভজনক করা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এবং বিক্ষিপ্ত কৃষি খামারগুলিকে বৃহৎ বৃহৎ সামাজিকভাবে পরিচালিত খামারসমূহে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য পথ সুগম করার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

এটা চিন্তা করা ভুল হবে যে বন্ধনের উদ্দেশ্য হল শ্রেণীসমূহ, বিশেষ করে কৃষকশ্রেণীকে সংরক্ষিত করা। কমরেডগণ, বন্ধনসূত্রের উদ্দেশ্য আদৌ এটা নয়। বন্ধনের উদ্দেশ্য হল কৃষকসমাজকে আমাদের সমগ্র উন্নয়নের নেতা শ্রমিকশ্রেণীর নিকট ঘনিষ্ঠতর করে আনা, মৈত্রীতে নেতৃত্বদানকারী শক্তি শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে কৃষকসমাজের মৈত্রী জোরদার করা, ক্রমে ক্রমে কৃষকসমাজকে, তার মানসিকতা এবং উৎপাদনকে **যৌথ কর্মপন্থার লাইনে নতুন ছাঁচে ঢালা** এবং এইভাবে শ্রেণীসমূহ বিলুপ্তির অবস্থা তৈরী করা।

বন্ধনের উদ্দেশ্য শ্রেণীগুলিকে সংরক্ষণ করা নয়, বরং সেগুলিকে বিলুপ্ত করা। যেখানে সুতীবস্ত্রভিত্তিক বন্ধন কৃষি চাষবাসের উৎপাদনের দিকটা সামান্যই ক্ষুণ্ণ করে এবং সাধারণভাবে বলতে গেলে, তার ফলে কৃষকসমাজকে যৌথ কর্মপন্থার লাইন বরাবর নতুন ছাঁচে গড়া ও শ্রেণীসমূহের অবলুপ্তি ঘটে না; পক্ষান্তরে, ধাতুভিত্তিক বন্ধন প্রধানতঃ কৃষক চাষবাসের উৎপাদনের দিকটা, তার যান্ত্রিকীকরণের ও যৌথায়নের দিকটাকেই প্রভাবিত করে, আর,ঠিক এই কারণেই তার ফল হিসেবে কৃষকসমাজকে ক্রমে ক্রমে নতুনভাবে গঠন করা এবং কৃষকশ্রেণী সহ শ্রেণীসমূহের নিশ্চিহ্নকরণে পর্যবসিত হয়।

সাধারণতঃ কিভাবে কৃষককে—তার মানসিকতা, তার উৎপাদনকে—তার মানসিকতাকে শ্রমিকশ্রেণীর মানসিকতার সাথে ঘনিষ্ঠতর করার লাইন বরাবর, উৎপাদনের সমাজতান্ত্রিক নীতির লাইন বরবার নতুন ছাঁচে ঢালা যায়, নতুনভাবে গঠন করা যায়? এরজন্য কি প্রয়োজন?

প্রথমতঃ, এরজন্য প্রয়োজন ব্যাপক কৃষকসাধারণের মাঝে সমবায় প্রথার তরফে ব্যাপকতম আন্দোলন পরিচালনা করা।

দ্বিতীয়তঃ, এরজন্য প্রয়োজন একটি সমবায়ভিত্তিক কমিউন্যাল জীবন স্থাপন করা এবং লক্ষ লক্ষ কৃষি খামারকে আমাদের সমবায়ভিত্তিক সরবরাহের এবং কেনাবেচার সংগঠনগুলির ব্যাপকতর সম্প্রসারণ। কোন সন্দেহই থাকতে পারে না যে, আমাদের সমবায়গুলির ব্যাপক উন্নয়ন যদি না হতো, তাহলে আমরা বর্তমানে কৃষকদের মধ্যে যৌথ খামার আন্দোলনের প্রতি যে ঝোঁক দেখতে পাচ্ছি তা দেখা যেত না, কেননা আমাদের অবস্থায় সরবরাহ এবং কেনাবেচার সমবায়গুলির উন্নতিবিধান যৌথ চাষবাসের দিকে কৃষকদের অতিক্রান্ত হবার প্রস্তুতি সাধনের একটি উপায়।

কিন্তু এ সমস্তই কৃষকসমাজকে নতুন ছাঁচে ঢালার পক্ষে পর্যাপ্ত হওয়া থেকে অনেক দূরে অবস্থিত। সমাজতান্ত্রিক লাইন বরাবর কৃষকসমাজকে নতুনভাবে গঠন করার জন্য প্রধান শক্তি নিহিত রয়েছে কৃষিতে নতুন নতুন প্রযুক্তি-কৌশলগত উপায়ে, কৃষির যন্ত্রিকীকরণে, কৃষকদের যৌথ শ্রমে এবং দেশটিকে বৈদ্যুতিকীকরণে।

এখানে লেনিনের কথা উল্লিখিত হয়েছে এবং তাঁর রচনাবলী থেকে কৃষক চাষবাসের সঙ্গে সম্পর্কের প্রশ্নে একটি অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত হয়েছে। কিন্তু সমগ্র-ভাবে লেনিনকে উল্লেখ করতে না চেয়ে তাঁকে অংশতঃ উল্লেখ করা হল লেনিন সম্বন্ধে ভুল বর্ণনা করা। লেনিন সম্পূর্ণরূপে অবগত ছিলেন যে, কৃষকসমাজের সঙ্গে সূতীবস্ত্রভিত্তিক বন্ধন একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু তিনি সেখানেই থেমে থাকেননি, কেননা, এর পাশাপাশি, তিনি দৃঢ়তাসহকারে বলেন যে, কৃষকসমাজের সঙ্গে বন্ধনের ভিত্তি ধাতুসমূহের উপরেও, কৃষকদের যন্ত্রপাতি সরবরাহ করার এবং দেশের বৈদ্যুতিকীকরণের উপরেও স্থাপিত হবে, অর্থাৎ সেই সমস্ত বস্তুর উপরে স্থাপিত হবে, যা কৃষক **চাষবাসকে** যৌথ লাইনে নতুন করে তৈরী করা এবং নতুনভাবে গঠিত করার উন্নতি বর্ধন করে।

অনুগ্রহ করে, দৃষ্টান্তস্বরূপ, লেনিন থেকে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিটি শুনুন:

'ক্ষুদ্র চাষীকে নতুন করে তৈরী করা, তার সমগ্র মানসিকতা এবং অভ্যাসকে নতুনভাবে গঠিত করা হল বহু প্রজন্মের কাজ। ক্ষুদ্র চাষীর ব্যাপারে, এই সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে, বলতে গেলে তার সমগ্র মানসিকতাকে সুস্থ লাইনে স্থাপন করা যেতে পারে, শুধুমাত্র বস্তুগত ভিত্তির দ্বারা, প্রযুক্তিকৌশলগত উপায়ের দ্বারা, কৃষিতে ব্যাপক আকারে ট্রাক্টর এবং মেশিন প্রবর্তন করে এবং ব্যাপক আকারে বৈদ্যুতিকীকরণের দ্বারা।'

এটাই ক্ষুদ্র চাষীকে মূলগতভাবে এবং প্রভূত দ্রুততার সঙ্গে নতুন করে তৈরী করবে' (**রচনাবলী**, ২৬তম খণ্ড)।

সম্পূর্ণ স্পষ্টভাবে, যদি সূতীবস্ত্রভিত্তিক বন্ধনসূত্র ধাতুভিত্তিক **বন্ধনসূত্রের** দ্বারা সম্পূরিত না হয়, তাহলে শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকসমাজের মধ্যে মৈত্রী সুপ্রতিষ্ঠিত এবং স্থায়ী হতে পারে না, **বন্ধন সুপ্রতিষ্ঠিত ও স্থায়ী হতে পারে** না এবং ক্রমে ক্রমে কৃষকসমাজকে নতুন ছাঁচে ঢালা, তাকে শ্রমিকশ্রেণীর দিকে ঘনিষ্ঠতর করে আনা এবং তাকে সমবায়ী কর্মপন্থাসমূহের উপর স্থাপন করার উদ্দেশ্য অর্জন করা যেতে পারে না।

কমরেড লেনিন এইভাবেই বন্ধনকে প্রণিধান করতেন।

তৃতীয় প্রশ্ন হল, **নয়া অর্থনৈতিক নীতি (নেপ)** এবং **নেপের অবস্থাধীনে শ্রেণী-সংগ্রাম।**

সর্বপ্রথমে প্রয়োজন হল এই বিষয়টি প্রতিষ্ঠা করা যে, **নেপের** নীতিগুলি রচিত হয়েছিল যুদ্ধকালীন সাম্যবাদের পরে নয়—যা কিছু কিছু কমরেড দৃঢ়তা-সহকারে বলেন—রচিত হয়েছিল তার আগে, ১৯১৮ সালের প্রারম্ভের মধ্যেই, যখন আমরা প্রথম একটি নতুন, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি চালু করতে সক্ষম হয়েছিলাম। **সোভিয়েত রাষ্ট্রক্ষমতার আশু কর্তব্যকাজ**—আমি ইলিচের এই পুস্তিকাটির কথা উল্লেখ করতে পারি, যা ১৯১৮ সালের প্রথমদিকে প্রকাশিত হয়েছিল এবং যাতে **নেপের** নীতিগুলি উপস্থাপিত হয়েছে। যখন হস্তক্ষেপের অবসান হল এবং পার্টি **নেপ** প্রবর্তন করল, পার্টি তখন একে নয়া অর্থনৈতিক নীতি হিসেবে বর্ণনা করল, কেননা এই নীতি হস্ত-ক্ষেপের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল এবং হস্তক্ষেপের, যুদ্ধকালীন সাম্যবাদের পরেই মাত্র আমরা একে প্রয়োগ করতে সক্ষম হলাম, যার সাথে তুলনায় **নেপ** প্রকৃতপক্ষেই ছিল একটা নয়া অর্থনৈতিক নীতি। এর সমর্থনে, আমি সোভিয়েতসমূহের নবম কংগ্রেসের প্রস্তাবের কথা উল্লেখ করা প্রয়োজনীয় মনে করি, যেখানে লিখিত আছে যে, নয়া অর্থনৈতিক নীতির নীতিসমূহ যুদ্ধকালীন সাম্যবাদের আগে রচিত হয়েছিল। এই প্রস্তাবটিতে, 'নয়া অর্থনৈতিক নীতির প্রারম্ভিক ফলসমূহ', বলা হয়েছে :

'নয়া অর্থনৈতিক নীতি বলে যা পরিচিত, যার মূল নীতিগুলি **প্রথম সাময়িক বিরতির সময়েই, ১৯১৮ সালের বসন্তকালে** (মোটা হরফ আমার দেওয়া—

জে. স্তালিন) যথাযথভাবে নির্ধারিত হয়েছিল, তার ভিত্তি সোভিয়েত রাশিয়ার অর্থ নৈতিক সম্পদসমূহের কঠোর মূল্যায়নের উপর রচিত। এই নীতি শ্রমিক ও কৃষকদের রাষ্ট্রের উপর রাশিয়ান জমিদারকুল ও বুর্জোয়াগণ এবং ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের প্রতিবিপ্লবী শক্তিসমূহের আক্রমণের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল, এবং এই নীতি কার্যে রূপায়িত করা সম্ভব হল কেবলমাত্র ১৯২১ সালের প্রারম্ভে প্রতিবিপ্লবী প্রচেষ্টাসমূহকে অস্ত্রের সাহায্যে দমন করার পর' ('সোভিয়েত-সমূহের সারা-রুশ নবম কংগ্রেসের প্রস্তাবসমূহ', ৪৭ দ্রষ্টব্য)।

এইভাবে আপনারা দেখছেন, কত ভ্রান্ত ছিল কিছু কিছু কমরেডের দৃঢ়তা-সহকারে এই কথা বলা যে, কেবলমাত্র যুদ্ধকালীন সাম্যবাদের পরেই পার্টি একটি বাজার ও অর্থবিষয়ক অর্থনীতির অবস্থাসমূহের মধ্যে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিল।

আর এ থেকে কি সিদ্ধান্ত বেরিয়ে আসে ?

প্রথমতঃ, এই সিদ্ধান্ত বেরিয়ে আসে যে, নেপকে কেবলমাত্র একটা পশ্চাদপসরণ বলে গণ্য করা যেতে পারে না।

এ থেকে আরও বেরিয়ে আসে যে, আমাদের অর্থনীতিতে পুঁজিবাদী উপাদানসমূহের উপর একটি সফল ও সুসম্বদ্ধ সমাজতান্ত্রিক আক্রমণ নেপ মেনে নেয়।

ট্রট্স্কির মতো বিরোধীশক্তি মনে করে যে, নেপ একবার প্রবর্তিত হলে আমাদের পক্ষে শুধুমাত্র একটি কাজ করার থাকে, আর তা হল, যেমন আমরা নেপের প্রারম্ভে পশ্চাদপসরণ করেছিলাম তেমনিভাবে ধীরে ধীরে পশ্চাদপসরণ করা, নেপকে 'সম্প্রসারিত করা' এবং অবস্থানসমূহ ত্যাগ করা। নেপের এই ভ্রান্তমূলক ধারণার উপরেই ট্রট্স্কি তাঁর এই দৃঢ় বক্তব্য রচনা করেন যে, পার্টি নেপকে 'সম্প্রসারিত করেছে' এবং গ্রামাঞ্চলে জমি ভাড়া দেওয়া এবং শ্রম ভাড়া করার অনুমতি দিয়ে লেনিনের অবস্থান থেকে পশ্চাদপসরণ করেছে। ট্রট্স্কির কথাগুলি মন দিয়ে শুনুন :

'কিন্তু গ্রামাঞ্চলে সোভিয়েত সরকারের শেষতম ব্যবস্থাসমূহের—জমি ভাড়া দেওয়া এবং শ্রম ভাড়া করার অনুমতি দেওয়া, যে-সবকে আমরা গ্রামীণ নেপ বিস্তৃত করা বলি—তাৎপর্য কি ?…কিন্তু গ্রামাঞ্চলে আমরা কি নেপ সম্প্রসারিত করা থেকে বিরত থাকতে পারতাম ? না, কেননা তাহলে কৃষক চাষবাস ক্ষয়প্রাপ্ত হতো, সংকীর্ণ হতো এবং শিল্পের অগ্রগতি ব্যাহত হতো' (ট্রট্স্কি, আট বছর)।

নেপ একটি পশ্চাদপসরণ, পশ্চাদপসরণ ছাড়া আর কিছুই নয়—কারও মাথার মধ্যে যদি এই ভ্রান্ত ধারণা থাকে তাহলে সে এতদূর পর্যন্ত যেতে পারে।

এটা কি দৃঢ়ভাবে বলা যেতে পারে যে, গ্রামাঞ্চলে শ্রম ভাড়া করা এবং জমি ভাড়া দেওয়াকে মঞ্জুর করে পার্টি নেপকে 'সম্প্রসারিত করেছে', লেনিনের অবস্থান থেকে পশ্চাদপসরণ করেছে ইত্যাদি? নিশ্চিতরূপে, না! যারা এইসব অর্থহীন কথা বলে, তাদের সাথে লেনিন বা লেনিনবাদের কোন সম্পর্ক নেই।

ওস্‌সিন্‌স্কির নিকট ১৯২২ সালের ১লা এপ্রিল তারিখে লেনিনের লেখা চিঠির কথা আমি উল্লেখ করব, যাতে গ্রামাঞ্চলে শ্রম ভাড়া করা এবং জমি ভাড়া দেওয়া মঞ্জুর করার কথা লেনিন স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন। সেটা ছিল একাদশ পার্টি কংগ্রেসের শেষের দিকে, এই পার্টি কংগ্রেসে প্রতিনিধিরা গ্রামাঞ্চলে কাজের, নেপের এবং তার ফলাফলের বিষয় বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছিলেন।

এই চিঠি থেকে একটা উদ্ধৃতি নিচে দেওয়া হচ্ছে, যা পার্টি কংগ্রেসে প্রতিনিধিদের জন্য একটা প্রস্তাবের খসড়ার আকার দান করেছিল:

> 'কৃষিতে শ্রম ভাড়া করা এবং জমি ভাড়া দেওয়ার পক্ষে অনুমতিদানের শর্তসমূহের প্রশ্নে পার্টি কংগ্রেস এই ক্ষেত্রে নিযুক্ত ভারপ্রাপ্ত কর্মীদের নিকট সুপারিশ করছে, তারা যেন এ দুটির যে-কোন ধারাকে মাত্রাতিরিক্ত আনুষ্ঠানিকতা নিয়ে ব্যাহত না করেন এবং সোভিয়েতসমূহের গত কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত পালন করার মধ্যে নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখেন এবং এই বিষয়ে চরম সীমা ও ক্ষতিকর মাত্রাধিক্যের সম্ভাবনা প্রতিহত করার জন্য কোন্ কোন্ বাস্তব উপায় কার্যসাধনের পক্ষে উপযোগী হতে পারে, সে-সব অনুধাবন করায় তাঁরা যেন নিজেদের আবদ্ধ রাখেন' ('লেনিন মিসেলানি', ৪র্থ খণ্ড দ্রষ্টব্য)।

আপনারা দেখছেন, গ্রামাঞ্চলে জমি ভাড়া দেওয়া এবং শ্রম ভাড়া করা সম্পর্কে নেপের 'সম্প্রসারণ' এবং লেনিনের অবস্থান থেকে 'পশ্চাদপসরণ করার' কথাবার্তা কত মূর্খতাপূর্ণ ও ভিত্তিহীন।

কেন আমি এ কথা বলছি?

বলছি এইজন্য যে, যে সমস্ত লোকজন নেপ 'সম্প্রসারণের' কথাবার্তা বলছে, তারা গ্রামাঞ্চলে পুঁজিবাদী উপাদানসমূহের সম্মুখীন হয়ে পশ্চাদপসরণের ন্যায্যতা প্রতিপাদন করার জন্য এই কথাবার্তা ব্যবহার করার চেষ্টা করছে।

বলছি এইজন্য যে, আমাদের পার্টির অভ্যন্তরে এবং চারিপাশে এমন সব লোকজনের উদ্ভব হয়েছে যারা নেপের 'সম্প্রসারণের' মধ্যে শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যেকার বন্ধন 'রক্ষা করার' উপায় দেখছে, যারা জরুরী পরিস্থিতির ব্যবস্থা-সমূহ বাতিল করার যুক্তিতে দাবি করছে যে কুলাকদের উপর বাধা-নিষেধ পরিত্যক্ত হোক, দাবি করছে যে বন্ধনের স্বার্থে গ্রামাঞ্চলে পুঁজিবাদী উপাদানগুলিকে অবাধ অধিকার দেওয়া হোক।

বলছি এইজন্য যে, আমাদের যথাশক্তি ব্যবস্থা অবলম্বন করে এইসব প্রলেতারীয়-বিরোধী অনুভূতিসমূহ থেকে পার্টিকে অতি অবশ্য রক্ষা করতে হবে।

বেশি দূর যেতে হবে না, বেদনোতার[৩৯] স্টাফের একজন সদস্য, কমরেড ওসিপ চার্ণভের একটি চিঠির কথা আমি উল্লেখ করব; এই চিঠিতে তিনি কুলাকদের জন্য একটা ধারাবাহিক অব্যাহতি দাবি করেছেন, যে অব্যাহতিগুলি নেপের একটা খাঁটি স্পষ্ট 'সম্প্রসারণ' ছাড়া আর কিছুই হবে না। আমি জানি না তিনি একজন কমিউনিস্ট কিনা। কিন্তু এই কমরেডটি, ওসিপ চার্ণভ, যিনি সোভিয়েত সরকারের এবং শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে একটা মৈত্রীর সমর্থক, কৃষক প্রশ্নে তাঁর মাথা এতটা গুলিয়ে গেছে যে গ্রামীণ বুর্জোয়াদের একজন মতাদর্শী থেকে তাঁর পার্থক্য নির্ণয় করা দুরূহ। তাঁর মতে, শস্য ফ্রন্টে আমাদের অসুবিধাগুলির কারণ কী কী? তিনি বলছেন, 'প্রথম কারণ প্রশ্নাতীতভাবে হল, বৃদ্ধিমূলক আয়কর প্রথা।...দ্বিতীয় কারণ হল, নির্বাচনের নীতিবিধিতে আইন বলে সৃষ্ট পরিবর্তনসমূহ, কাকে কুলাক বলে গণ্য করতে হবে সে বিষয়ে নীতিবিধিসমূহে স্পষ্টতার অভাব।

এই সমস্ত অসুবিধাগুলি দূর করতে হলে অতি অবশ্য কি করতে হবে? তিনি বলেছেন, 'প্রথমতঃ প্রয়োজন এখন যেমন রয়েছে সেই **বৃদ্ধিমূলক আয়কর প্রথা বিলোপ করা** এবং তার বদলে জমির উপর কর প্রথা স্থাপন করা, এবং ভারবাহী পশু ও কৃষি সংক্রান্ত যন্ত্রপাতির উপর একটা হাল্‌কা কর আরোপ করা।...একটি দ্বিতীয়, কিন্তু অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ নয়, উপায় হল নির্বাচনের **নীতিবিধিসমূহ পরীক্ষাপূর্বক সংশোধন করা**, যাতে করে

কোথায় একটি শোষণকারী, কুলাক খামার আরম্ভ হচ্ছে তা দেখাবার চিহ্নগুলি আরও লক্ষণীয় হয়।'

এখানে আপনারা পাচ্ছেন **নেপের** 'সম্প্রসারণ'। আপনারা দেখছেন, ট্রট্স্কির ছড়ানো বীজ বন্ধ্যা জমিতে পড়েনি। **নেপ** সম্পর্কে ভ্রান্ত উপলব্ধি **নেপের** 'সম্প্রসারণ' সম্পর্কে কথাবার্তার উৎপত্তি ঘটায় এবং **নেপের** 'সম্প্রসারণের' কথাবার্তার ফলে, কুলাককে অবাধ অধিকার দেওয়া হোক, তাকে সমস্ত বাধানিষেধ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হোক এবং বিনা প্রতিবন্ধকে তাকে ধনী হতে দেওয়া হোক—এই সমস্ত সুপারিশ সম্বলিত সব ধরনের মন্তব্য, প্রবন্ধ, চিঠি এবং প্রস্তাবগুলি আসতে থাকে।

একই প্রশ্ন—**নেপের** এবং **নেপের** অবস্থাসমূহের অধীনে শ্রেণী-সংগ্রামের প্রশ্ন—সম্পর্কে আমি আর একটি ঘটনার উল্লেখ করতে চাই। আমি জনৈক কমরেডের এই মর্মে বক্তব্যের উল্লেখ করছি যে, শস্য-সংগ্রহ সম্পর্কে **নেপের** অধীনে শ্রেণী-সংগ্রামের গুরুত্ব কেবলমাত্র গৌণ ধরনের, এবং এই শ্রেণী-সংগ্রাম আমাদের শস্য-সংগ্রহের অসুবিধাগুলির ব্যাপারে কোন সাংঘাতিক ধরনের গুরুত্বপূর্ণ নয় এবং হতে পারে না।

কমরেডগণ, আমি অবশ্যই বলব যে, এই বক্তব্যের সাথে আমি আদৌ একমত হতে পারি না। আমি মনে করি, সর্বহারার একনায়কত্বের অধীনে কোনরূপ গুরুত্বপূর্ণ কোন একটি রাজনৈতিক অথবা অর্থনৈতিক ঘটনা নেই বা হতে পারে না যা শহরে বা গ্রামে শ্রেণী-সংগ্রামের অস্তিত্ব প্রতিফলিত করে না। **নেপ** কি সর্বহারার একনায়কত্ব বিলোপ করে দিচ্ছে? নিশ্চিতরূপে, না! পক্ষান্তরে, **নেপ** হল সর্বহারার একনায়কত্বের অভিব্যক্তির একটি বৈশিষ্ট্য-দায়ক রূপ ও তার একটি হাতিয়ার। এবং সর্বহারার একনায়কত্ব কি শ্রেণী-সংগ্রামের একটি ক্রমানুবর্তন নয়? (**কণ্ঠস্বর:** 'ঠিক কথা!') তাহলে এটা কিভাবে বলা যেতে পারে যে, শস্য-সংগ্রহের সময়ে সোভিয়েত নীতির উপর কুলাকদের আক্রমণ এবং শস্য-সংগ্রহের সম্পর্কে কুলাক এবং ফাটকাবাজদের বিরুদ্ধে সোভিয়েত সরকারের গৃহীত পাল্টা-ব্যবস্থা এবং আক্রমণাত্মক কার্য-কলাপের মতো এত গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ঘটনাসমূহে শ্রেণী-সংগ্রাম কেবলমাত্র একটি গৌণ ভূমিকা পালন করে?

এটা কি ঘটনা নয় যে শস্য-সংগ্রহ সংকটের সময়কালে **নেপের** অবস্থা-সমূহের অধীনে সোভিয়েত নীতির উপর প্রথম গুরুতর আক্রমণ গ্রামাঞ্চলে

পুঁজিবাদী অংশ থেকে এসেছিল ?

গ্রামাঞ্চলের শ্রেণীসমূহ ও শ্রেণী-সংগ্রাম কি অন্তর্হিত হয়েছে ?

এটা কি সত্য নয় যে, গরিব কৃষকের উপর **নির্ভরশীলতা**, মাঝারি কৃষকের সঙ্গে **মৈত্রী** এবং কুলাকদের বিরুদ্ধে **সংগ্রাম** সম্পর্কে লেনিনের শ্লোগান হল বর্তমান সময়ে গ্রামাঞ্চলে আমাদের কাজকর্মের মূল শ্লোগান ? এবং এই শ্লোগানটি কি যদি তা গ্রামাঞ্চলে শ্রেণী-সংগ্রামের অভিব্যক্তি না হয় ?

অবশ্য, শ্রেণী-সংগ্রামকে উত্তেজিত করার নীতি হিসেবে আমাদের নীতিকে অতি অবশ্য কোনরকমেই গণ্য করতে হবে না। কেন ? কারণ, শ্রেণী-সংগ্রামকে উত্তেজিত করলে তা গৃহযুদ্ধে পরিণত হবে। যেহেতু, আমরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রয়েছি এবং যেহেতু আমরা আমাদের ক্ষমতা সুসংহত করেছি এবং মূল অবস্থানগুলি শ্রমিকশ্রেণীর হাতে, সেইহেতু শ্রেণী-সংগ্রাম যে গৃহযু:দ্ধর রূপ পরিগ্রহ করবে এটা আমাদের স্বার্থানুকূল হতে পারে না। কিন্তু এটা কোনরকমেই প্রকাশ করে না যে, শ্রেণী-সংগ্রাম বিলুপ্ত হয়েছে অথবা তা আরও তীব্রতর হবে না। আরও কম এটা প্রকাশ করে যে, আমাদের অগ্রগতিতে শ্রেণী-সংগ্রাম একটা চূড়ান্ত উপাদান নয়। না, তা প্রকাশ করে না।

আমরা প্রায়ই বলে থাকি যে, ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আমরা অর্থনীতির সমাজতান্ত্রিক রূপসমূহের উন্নতি বর্ধন করছি। কিন্তু এর অর্থ কি ? এর অর্থ হল এই যে, আমরা ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে হাজার হাজার ছোট ও মাঝারি ব্যবসায়ীদের নিষ্পেষিত করে বের করে দিচ্ছি। এটা কি আশা করা যেতে পারে যে, এইসব ব্যবসায়ী যারা ব্যবসায় ক্ষেত্র থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে তারা প্রতিরোধ সংগঠিত না করে চুপচাপ থাকবে ? স্পষ্টতঃ, না।

আমরা প্রায়ই বলে থাকি যে, শিল্পের ক্ষেত্রে আমরা অর্থনীতির সমাজতান্ত্রিক রূপসমূহের উন্নতি বর্ধন করছি। কিন্তু এর অর্থ কি ? এর অর্থ হল এই যে, সমাজতন্ত্রের দিকে আমাদের অগ্রগতির দ্বারা, সম্ভবতঃ আমাদের অজ্ঞাতসারেই হাজার হাজার ক্ষুদ্র এবং মাঝারি পুঁজিবাদী শিল্পদ্রব্য উৎপাদকদের নিষ্পেষিত করে বের করে দিচ্ছি, তাদের ধ্বংসসাধন করছি। এটা কি আশা করা যেতে পারে যে এইসব ধ্বংসপ্রাপ্ত লোকজন চুপচাপ থাকবে, প্রতিরোধ সংগঠিত করার জন্য সচেষ্ট হবে না ? নিশ্চিতরূপে, না।

আমরা অনেক সময় বলে থাকি যে, গ্রামাঞ্চলে কুলাকদের স্বাভাবিক শোষণ করার প্রবণতাকে সীমিত করা প্রয়োজন, বলে থাকি যে, তাদের উপর

অতি অবশ্য গুরুভার কর আরোপ করতে হবে, তাদের জমি ভাড়া দেবার অধিকারকে সীমাবদ্ধ করতে হবে এবং সোভিয়েতসমূহের নির্বাচনে তাদের ভোট দেবার অধিকার অতি অবশ্য দেওয়া হবে না, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু এর অর্থ কি? এর অর্থ হল এই যে, আমরা গ্রামাঞ্চলের পুঁজিবাদী অংশ-সমূহের উপরে ক্রমে ক্রমে চাপ দিচ্ছি, তাদের নিষ্পেষিত করে তাদের কর্মক্ষেত্র থেকে বের করে দিচ্ছি, কখনো কখনো তাদের সর্বনাশ সাধন করছি। এটা কি মেনে নিতে হবে যে কুলাকরা এর জন্য আমাদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে এবং সোভিয়েত সরকারের নীতির বিরুদ্ধে ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষকদের একটি অংশকে সংগঠিত করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবে না? নিশ্চিতরূপে, না।

এটা কি সুস্পষ্ট নয় যে আমাদের সমগ্র অগ্রগতির আন্দোলন, সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যের ক্ষেত্রে যে-কোন গুরুত্বের আমাদের প্রতিটি সাফল্য আমাদের দেশে শ্রেণী-সংগ্রামের একটা অভিব্যক্তি ও পরিণতি?

কিন্তু এ সমস্ত থেকে এই সিদ্ধান্ত বেরিয়ে আসে যে, আমাদের যতই অগ্রগতি ঘটবে, পুঁজিবাদী অংশগুলির প্রতিরোধ তত বেশি প্রবল হবে এবং শ্রেণী-সংগ্রাম তত বেশি তীব্র হবে, আর সেখানে সোভিয়েত সরকার, যার শক্তি অবিচলভাবে বৃদ্ধি পাবে, তা এই সমস্ত অংশগুলিকে বিচ্ছিন্ন করার, শ্রমিকশ্রেণীর শত্রুদের মনোবল ভেঙে দেবার নীতি, সর্বশেষে, শোষণকারীদের প্রতিরোধ চূর্ণ করে দেবার নীতি অনুসরণ করবে এবং তার দ্বারা শ্রমিকশ্রেণী এবং প্রধান ব্যাপক কৃষকসমাজের কৃষক সাধারণের অধিকতর অগ্রগতির পক্ষে একটা ভিত্তি সৃষ্টি করবে।

অতি অবশ্য এটা ভেবে নেওয়া চলবে না যে, শ্রমিকশ্রেণীর শত্রুদের নিষ্পেষিত করে বের করে দিয়ে সমাজতান্ত্রিক রূপগুলি বিকশিত হবে অথচ সেখানে আমাদের শত্রুরা নীরবে পশ্চাদপসরণ করবে আর আমাদের অগ্রগতির জন্য রাস্তা করে দেবে এবং তার পরে আমরা আবার অগ্রসর হব এবং তারা পশ্চাদপসরণ করবে, যে পর্যন্ত না 'অপ্রত্যাশিতভাবে' ব্যতিক্রমহীনভাবে সমস্ত সামাজিক গোষ্ঠীই—কুলাক এবং গরিব কৃষক, শ্রমিক ও পুঁজিপতি, উভয়েই—কোন সংগ্রাম অথবা বিক্ষোভ ব্যতিরেকেই 'অকস্মাৎ' এবং 'অলক্ষিতভাবে' নিজেদের একটি সমাজতান্ত্রিক সমাজের অন্তর্ভুক্ত দেখতে পাবে। এরূপ রূপকথা সাধারণতঃ, এবং বিশেষ করে সর্বহারার একনায়কত্বের অবস্থাসমূহে, ঘটে না এবং ঘটতে পারে না।

কখনো এরূপ ঘটনা ঘটেনি বা ঘটবেও না যে, একটি মুমূর্ষু শ্রেণী প্রতিরোধ সংগঠিত করার প্রচেষ্টা না চালিয়ে স্বেচ্ছায় তার অবস্থানসমূহ ছেড়ে দেয়। কখনো এরূপ ঘটনা ঘটেনি বা ঘটবেও না যে, একটি শ্রেণীভিত্তিক সমাজে শ্রমিকশ্রেণী সংগ্রাম বা বিক্ষোভ ব্যতিরেকে সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হতে পারে। অন্যপক্ষে, সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রগতি শোষক অংশগুলিকে সেই অগ্রগতির প্রতিরোধে না নামিয়ে পারে না এবং শোষকদের প্রতিরোধের ফলে শ্রেণী-সংগ্রাম অপরিহার্যভাবে তীব্রতর না হয়ে পারে না।

সেই জন্যই শ্রেণী-সংগ্রাম গৌণ ভূমিকা পালন করবে এই কথা বলে শ্রমিক-শ্রেণীকে অতি অবশ্য ঘুম পাড়িয়ে রাখা চলবে না।

চতুর্থ প্রশ্নটি কুলাক এবং ফাটকাবাজদের বিরুদ্ধে জরুরি ব্যবস্থাসমূহের সমস্যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

জরুরী ব্যবস্থাগুলিকে একটা চরম ব্যবস্থা এবং চিরদিনের জন্য স্থাপিত বলে অতি অবশ্য গণ্য করা চলবে না। যখন কৌশল চালাবার অন্য সমস্ত উপায় প্রাপ্তিসাধ্য থাকে না, সেই সমস্ত সুনির্দিষ্ট, জরুরী অবস্থাগুলিতে জরুরী অবস্থাগুলিতে জরুরী ব্যবস্থাগুলি প্রয়োজনীয় ও উপযোগী। অন্যান্য অবস্থা-সমূহে, যখন বাজারে কৌশল চালাবার অন্যান্য নমনীয় উপায়গুলি প্রাপ্তিসাধ্য থাকে, তখন জরুরী ব্যবস্থাগুলি অপ্রয়োজনীয় এবং ক্ষতিকর। যাঁরা মনে করেন সমস্ত অবস্থাতেই জরুরী ব্যবস্থাগুলি খারাপ জিনিস তাঁরা ভ্রান্ত। এরূপ লোকজনের বিরুদ্ধে একটি রীতিমাফিক সংগ্রাম অতি অবশ্য চালু করতে হবে। কিন্তু তাঁরাও ভ্রান্ত, যাঁরা মনে করেন যে সমস্ত সময়েই জরুরী ব্যবস্থাসমূহ প্রয়োজনীয় ও উপযোগী। এরূপ লোকজনের বিরুদ্ধেও একটি দৃঢ়পণ সংগ্রাম অবশ্যপ্রয়োজনীয়।

শস্য-সংগ্রহের সংকটকালে জরুরী ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করা কি ভুল ছিল? এখন সবাই স্বীকার করছেন যে এটা কোন ভুল ছিল না, পক্ষান্তরে জরুরী ব্যবস্থাগুলি আমাদের সমগ্র অর্থনীতিকে একটা সংকট থেকে বাঁচিয়েছিল। এই সমস্ত ব্যবস্থার আশ্রয় নিতে আমাদের কিসে প্রণোদিত করেছিল? প্রণোদিত করেছিল এই বছরের জানুয়ারি মাস নাগাদ ১২৮,০০০,০০০ পুড শস্যের ঘাটতি, যা আমাদের পূরণ করতে হয়েছিল বসন্তকালে তুষার গলে রাস্তাঘাট নষ্ট করে দেবার আগে এবং সঙ্গে সঙ্গে সুনিশ্চিত করতে হয়েছিল শস্য-সংগ্রহের স্বাভাবিক হার। টিঁকে থাকতে

সক্ষম হওয়ার জন্য অথবা শস্যের দরদাম হ্রাস করার উদ্দেশ্যে বাজারে হস্তক্ষেপ করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রায় ১০০,০০০,০০০ পুড শস্যের একটা মজুত না থাকার ক্ষেত্রে অথবা বিদেশ থেকে বৃহৎ পরিমাণ শস্য আমদানী করার জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার পর্যাপ্ত রিজার্ভ না থাকার ক্ষেত্রে জরুরী ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করা থেকে আমরা কি বিরত থাকতে পারতাম? স্পষ্টতঃই, আমরা তা পারতাম না। এবং আমরা যদি এই ঘাটতি পূরণ না করতাম, তাহলে কি ঘটত? ঘটত এই যে, আমরা এখন আমাদের সমগ্র অর্থনীতির সর্বাধিক সংকটের কবলে পড়তাম, শহরগুলিতে এবং সৈন্য-বাহিনীতে ক্ষুধার রাজত্ব চলত।

আমাদের যদি প্রায় ১০০,০০০,০০০ পুড শস্যের একটা মজুত থাকত, যা দিয়ে আমরা টিঁকে থাকতে পারতাম এবং তারপরে শস্যের দরদাম হ্রাস করার উদ্দেশ্যে বাজারে হস্তক্ষেপ করে কুলাকদের পরাস্ত করতে পারতাম, তাহলে অবশ্য আমাদের জরুরী ব্যবস্থাগুলির আশ্রয় নিতে হতো না। কিন্তু আপনারা ভালভাবেই জানেন, আমাদের এরূপ কোন মজুত ছিল না।

যদি সে-সময়ে আমাদের ১০০,০০০,০০০ বা ১৫০,০০০,০০০ রুবল বৈদেশিক মুদ্রা মজুত থাকত যা দিয়ে বিদেশ থেকে খাদ্যশস্য আমদানী করা যেত, তাহলে খুব স্বাভাবিকভাবেই আমাদের জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন হতো না। কিন্তু আপনারা ভালভাবেই জানেন যে আমাদের ঐরকম কোন মজুত ছিল না।

তার অর্থ কি এই যে ভবিষ্যতেও আমরা মজুত ছাড়াই চলতে থাকব এবং আবার জরুরী ব্যবস্থাগুলির সাহায্য অবলম্বন করব? না, তার অর্থ এটা নয়। পক্ষান্তরে মজুত সঞ্চয় করা এবং কোন জরুরী ব্যবস্থার আশ্রয় গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা সম্পূর্ণরূপে বাদ দেবার জন্য আমরা অতি অবশ্য আমাদের যথাসাধ্য করব। যে সমস্ত লোকজন জরুরী ব্যবস্থাগুলিকে আমাদের পার্টির একটি চিরস্থায়ী বা দীর্ঘস্থায়ী নীতিতে পরিণত করার কথা চিন্তা করে, তারা বিপজ্জনক, কেননা তারা আগুন নিয়ে খেলা করছে এবং বন্ধনের পক্ষে বিপদের উৎস।

এ থেকে কি এটাই বেরিয়ে আসে যে, আমরা জরুরী ব্যবস্থাগুলির সমস্ত আশ্রয় অবলম্বন করা কি চিরতরে বর্জন করব? না, তা আসে না। এ কথা দৃঢ়ভাবে বলার আমাদের কোন যুক্তি নেই যে জরুরী ব্যবস্থা অবলম্বন করতে

বাধ্য করানো জরুরী অবস্থা কখনো পুনঃসংঘটিত হবে না। এ কথা দৃঢ়ভাবে বলা হবে নিছক হাতুড়েগিরি।

লেনিন নয়া অর্থনৈতিক নীতির প্রয়োজনীয়তা প্রতিপাদন করেছিলেন; তথাপি তিনি কতকগুলি পরিস্থিতিতে এবং কতকগুলি অবস্থার অধীনে এমনকি গরিব কৃষকদের কমিটিগুলির পদ্ধতিগুলি অবলম্বন বর্জন করা **নেপের** অধীনে সম্ভবপর মনে করেননি। আরও কম আমরা পারি জরুরী ব্যবস্থাগুলির আশ্রয় চিরতরে বর্জন করতে, যা কুলাকদের সাথে সংগ্রাম করার জন্য গরিব কৃষকদের কমিটিগুলির পদ্ধতিসমূহের মতো প্রচণ্ড পদ্ধতির সাথে সমপর্যায়ে স্থাপন করা যেতে পারে না।

আমাদের পার্টির একাদশ কংগ্রেসে প্রিয়োব্রাঝেন্‌স্কিকে জড়িয়ে একটি ঘটনার কথা স্মরণ করা প্রয়োজনাতিরিক্ত না হতে পারে, আলোচ্য বিষয়টির সঙ্গে ঘটনাটির একটা সম্পর্ক রয়েছে। আপনারা জানেন, একাদশ কংগ্রেসে গ্রামাঞ্চলে কাজের প্রশ্নে তাঁর তত্ত্বসমূহে প্রিয়োব্রাঝেন্‌স্কি **নেপের** অবস্থা-সমূহের অধীনে গরিব কৃষকদের কমিটিগুলির পদ্ধতিসমূহের দ্বারা কুলাকদের সাথে লড়াই করার নীতি 'চিরকালের জন্য' বর্জন করতে চেষ্টা করেছিলেন। প্রিয়োব্রাঝেন্‌স্কি তাঁর তত্ত্বসমূহে লেখেন, 'এই স্তরকে (কুলাক এবং সচ্ছল কৃষকদের) প্রত্যাখ্যান করার নীতি এবং ১৯১৮ সালের গরিব কৃষকদের কমিটি-গুলির পদ্ধতিসমূহের দ্বারা এই স্তরকে অর্থনৈতিক-বহির্ভূত উপায়ে স্থূলভাবে দমন করার নীতি একটি সর্বাধিক ক্ষতিকর ভুল হবে।'

আপনারা জানেন, লেনিন এর জবাবে নিম্নোক্তভাবে বলেছিলেন:

> 'দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় বাক্যটি ('গরিব কৃষকদের কমিটিগুলির পদ্ধতিসমূহের' বিরুদ্ধে লক্ষ্যীভূত) হল ক্ষতিকর এবং ভ্রান্ত, কেননা, দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, যুদ্ধ **গরিব কৃষকদের কমিটিগুলির পদ্ধতিসমূহ অবলম্বন করতে আমাদের বাধ্য করতে পারে।** এটি সম্পর্কে সম্পূর্ণ পৃথকভাবে বলতে হবে—দৃষ্টান্তস্বরূপ, এইভাবে: কৃষিকার্য উন্নত করা এবং তার উৎপাদন বাড়াবার সর্বোচ্চ গুরুত্বের পরিপ্রেক্ষিতে, **বর্তমান মুহূর্তে** (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন) কুলাক এবং সচ্ছল কৃষকদের প্রতি সর্বহারার নীতির লক্ষ্য হবে প্রধানতঃ তাদের শোষণকারী প্রচেষ্টাসমূহ **সীমাবদ্ধ করা** ইত্যাদি। সমগ্র সঠিক বিষয়টি নিহিত

রয়েছে সেই উপায়-উপকরণগুলির মধ্যে যেগুলির দ্বারা আমাদের রাষ্ট্র ওই সমস্ত প্রচেষ্টা সীমাবদ্ধ করে গরিব কৃষকদের রক্ষা করতে পারে এবং করা উচিত। এ ব্যাপারটিকে অতি অবশ্য অনুধাবন করতে হবে এবং আমাদের অবশ্য নজর দিতে হবে যাতে এই অনুধাবন হয় বাস্তব ভিত্তিতে, কিন্তু সাধারণ শব্দসমষ্টি অকার্যকর' ('লেনিন মিসেলানি', ৪র্থ খণ্ড[৫০] দ্রষ্টব্য)।

স্পষ্টতঃ, জরুরী ব্যবস্থাগুলিকে অতি অবশ্য দ্বান্দ্বিক ভিত্তিতে বিবেচনা করতে হবে, কেননা সব কিছুই নির্ভর করছে সময় ও স্থানের অবস্থার উপর।

কমরেডগণ, আলোচনাক্রমে সাধারণ চরিত্রের যে সমস্ত প্রশ্ন উঠেছিল, সেগুলি সম্পর্কে ঘটনা এইরূপই দাঁড়াচ্ছে।

এখন আমি **শস্য-সমস্যা এবং শস্য ফ্রণ্টে আমাদের অসুবিধাগুলির মূল প্রশ্নে** যেতে চাই।

আমি মনে করি কিছু সংখ্যক কমরেড শস্য ফ্রণ্টে বিভিন্ন ধরনের কারণ এবং আমাদের অসুবিধাগুলিকে একত্রে তালগোল পাকানোর এবং অতি পুরানো এবং মূলগত কারণগুলির সঙ্গে সাময়িক এবং অবস্থা সংক্রান্ত (বিশেষভাবে নির্দিষ্ট) কারণগুলিকে গুলিয়ে ফেলার ভুল করেছেন। শস্য সম্পর্কে আমাদের অসুবিধাগুলির দুই প্রস্থ কারণ রয়েছে: অতি পুরানো এবং মূলগত কারণ, যেগুলি নির্মূল করতে হলে অনেক বছর লাগবে, আর রয়েছে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট অবস্থা সংক্রান্ত কারণগুলি, যেগুলি এখন নির্মূল করা যেতে পারে, যদি কতকগুলি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গৃহীত ও কার্যকর করা হয়। এই সমস্ত কারণ-গুলিকে একত্রে তালগোল পাকানো হল সমগ্র প্রশ্নটিতে তালগোল পাকানো।

শস্য ফ্রণ্টে আমাদের অসুবিধাগুলির মূলগত তাৎপর্য কি? তাৎপর্য হল এই যে, তা আমাদের শস্যের সমস্যা, শস্য উৎপাদনের সমস্যা, সাধারণভাবে কৃষি সমস্যা, বিশেষভাবে খাদ্যশস্য উৎপাদনের সমস্যার সম্পূর্ণ মুখোমুখি এনে ফেলে।

একটি জরুরী প্রশ্ন হিসেবে, আমাদের কি আদৌ কোন শস্য-সমস্যা আছে? নিঃসন্দেহে আছে। শস্য-সমস্যা যে সোভিয়েতের সামাজিক জীবনের প্রতিটি দিক এখন হয়রাণ করে ছাড়ছে এ বিষয়ে যদি কেউ সন্দেহ করে তাহলে সে অবশ্যই অন্ধ। আমরা জিপসীদের মতো বাঁচতে পারি না। বাঁচতে পারি না শস্য মজুত ব্যতিরেকে, শস্য ফলনের ব্যর্থতার অবস্থায় কতক পরিমাণে মজুত ছাড়া, বাজারে কৌশল চালাবার মতো মজুত ছাড়া, যুদ্ধের অনিশ্চিত

সম্ভাবনার বিরুদ্ধে মজুত ব্যতিরেকে এবং সর্বশেষে, রপ্তানীর জন্য কিছু কিছু মজুত ব্যতীত। এমনকি ক্ষুদ্র কৃষকও, তার কৃষিকার্যের সমস্ত স্বল্পতা নিয়েও মজুত ছাড়া, কিছুটা ষ্টক ছাড়া চলতে পারে না। এটা কি স্পষ্ট নয় যে একটি বিরাট দেশ, যার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে পৃথিবীর এক-ষষ্ঠাংশ জায়গা, সেই দেশ তার আভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ প্রয়োজনসমূহের জন্য শস্যের মজুত ছাড়া চলতে পারে না?

ইউক্রেনে শীতকালীন শস্য ধ্বংস হয়নি এবং আমরা শস্য-সংগ্রহের বছর ঠিক 'সমান সমান অবস্থায়' শেষ করতে পেরেছিলাম এটা ধরে নিলে—এই অবস্থাটিকেই কি যথেষ্ট মনে করা যেত? না, তা যেত না। আমরা ঠিক 'সমান সমান অবস্থার' ভিত্তিতে জীবনযাত্রা চালিয়ে যেতে পারি না। যদি আমরা আভ্যন্তরীণ এবং বহিঃস্থ উভয় দিকেই সোভিয়েত সরকারের অবস্থান উচ্চে তুলে ধরতে চাই, তাহলে আমাদের আয়ত্তে অবশ্যই রাখতে হবে কোন একটি সর্বনিম্ন পরিমাণের মজুত।

প্রথমতঃ, আমাদের বিরুদ্ধে যে সশস্ত্র আক্রমণ হবে না, তার কোন গ্যারান্টি নেই। আপনারা কি মনে করেন সৈন্যবাহিনীর জন্য যদি আমাদের শস্যের মজুত না থাকে, তাহলে কি আমরা দেশকে রক্ষা করতে পারি? আজকের কৃষক ছয় বছর আগে সে যেমনটি ছিল, যখন তার ভীতি ছিল যে জমিদার তার জমি নিয়ে নিতে পারে, তেমনটি আর নেই—যে কমরেডরা এখানে এ কথা বলেছেন তাঁরা সম্পূর্ণরূপে সঠিক কথাই বলেছেন। ইতিমধ্যেই কৃষক জমিদারকে ভুলতে আরম্ভ করেছে। সে এখন জীবনযাত্রার নতুন এবং উৎকৃষ্টতর অবস্থা দাবি করছে। শত্রু কর্তৃক আক্রমণের ঘটনায়, আমরা কি যুদ্ধফ্রন্টে বহিঃস্থ শত্রুর সাথে যুদ্ধ চালানোর সঙ্গে সঙ্গে একই সময়ে সৈন্যবাহিনীর জন্য জরুরী শস্য-সংগ্রহের জন্য পশ্চাদ্ভাগে মুঝিকের সাথে লড়াই চালিয়ে যেতে পারি? না, আমরা তা পারি না এবং অতি অবশ্য তা করব না। দেশের প্রতিরক্ষার জন্য সৈন্যবাহিনীকে সরবরাহার্থে আমাদের অতি অবশ্য কিছু কিছু ষ্টক রাখতে হবে—যদি তা মাত্র ছয় মাসের জন্যও হয়। ছয় মাসের জন্য নিঃশ্বাস ফেলার সময় আমাদের প্রয়োজন কেন? কৃষক যাতে পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্যক্ উপলব্ধি করতে পারে তার জন্য তাকে সময় দেওয়া, যুদ্ধের বিপদ উপলব্ধি করা, ঘটনাসমূহের গতি কিভাবে চলছে তা বুঝতে পারা এবং দেশের প্রতিরক্ষার সাধারণ স্বার্থের জন্য তার দায়িত্বটুকু পালন করার জন্য প্রস্তুত হওয়া

—এ সবের জন্য ছয় মাস সময়ের প্রয়োজন। যদি আমরা ঠিক 'সমান সমান অবস্থায়' থাকা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকি, তাহলে যুদ্ধের অনিশ্চিত সম্ভাবনার বিরুদ্ধে আমাদের কখনো মজুত থাকবে না।

দ্বিতীয়তঃ, শস্যের বাজারে যে জটিলতা ঘটবে না, তার কোন গ্যারান্টি নেই। একটা নির্দিষ্ট মজুত নিশ্চিতরূপে প্রয়োজন যাতে আমরা শস্যের বাজারে হস্তক্ষেপ করে আমাদের দরদামের নীতি কার্যকর করতে সক্ষম হই। কারণ আমরা প্রত্যেকবারই জরুরী ব্যবস্থাবলীর আশ্রয় নিতে পারি না এবং অবশ্যই তা নেব না। কিন্তু কখনো আমাদের এমন মজুত হবে না, যদি আমরা সব সময়ে খাড়া গিরিচূড়ার প্রান্তে অবস্থান করি এবং সংগ্রহের বছরকে ঠিক 'সমান সমান অবস্থায়' শেষ করতে পারলেই সন্তুষ্ট থাকি।

তৃতীয়তঃ, শস্যফলন যে ব্যর্থ হবে না, সে বিষয়ে কোন গ্যারান্টি নেই। শস্য ফলনের ব্যর্থতার অবস্থায় অন্ততঃ কিছু দূর পর্যন্ত এবং কিছু সময় পর্যন্ত দুর্ভিক্ষপীড়িত এলাকাগুলিকে সরবরাহ করার জন্য একটি নির্দিষ্ট শস্য মজুত অবশ্য প্রয়োজনীয়। কিন্তু আমাদের এরূপ কোন মজুত থাকবে না, যদি না আমরা বিক্রয়যোগ্য শস্যের উৎপাদন না বাড়াই এবং যদি না মজুত ব্যতিরেকে বাস করবার পুরানো অভ্যাস নিশ্চিতরূপে এবং চূড়ান্তভাবে বর্জন করি।

পরিশেষে শস্য রপ্তানী করতে আমাদের সক্ষম করার জন্য একটি মজুত নিশ্চিতরূপে প্রয়োজন। শিল্পের জন্য আমাদের যন্ত্রপাতি আমদানী করতে হয়। আমাদের আমদানী করতে হয় কৃষি সংক্রান্ত মেশিনপত্র, ট্রাক্টর এবং তাদের জন্য অতিরিক্ত যন্ত্রাংশ। কিন্তু এসব করা যেতে পারে না, যদি না আমরা শস্য রপ্তানী করি এবং শস্য রপ্তানী করে যদি না আমরা বৈদেশিক মুদ্রার কিছুটা মজুত করি। যুদ্ধের আগে আমরা ৫০০,০০০,০০০ থেকে ৬০০,০০০,০০০ পুড শস্য রপ্তানী করতাম। আমরা নিজেরা ঘাটতি নিয়ে চলতাম, তাই আমরা এই পরিমাণ শস্য রপ্তানী করতে পারতাম। এটা সত্য কথা। কিন্তু এটা উপলব্ধি করতে হবে যে, তৎসত্ত্বেও যুদ্ধের আগে আমাদের বিক্রয়যোগ্য শস্য ছিল আজকের তুলনায় দ্বিগুণ। এবং ঠিক যেহেতু এখন আমাদের বিক্রয়যোগ্য শস্য হল কেবলমাত্র তার অর্ধেক, সেইহেতু শস্য এখন আর রপ্তানীর একটা দফা থাকছে না। আর শস্য রপ্তানী করা থেকে বিরত হওয়ার অর্থ কি? তার অর্থ হল, সেই উৎসটি হারানো যা আমাদের শিল্পের জন্য যন্ত্রপাতি, ট্রাক্টর, এবং কৃষির জন্য মেশিনপত্র আমদানী করতে—কেননা

আমাদের আমদানী করতেই হবে—সক্ষম করত। আমরা কি রপ্তানীর জন্য শস্য মজুত না করে এইভাবে জীবনযাত্রা চালিয়ে যেতে পারি? না, আমরা পারি না।

তাহলে আপনারা দেখছেন শস্য মজুত সম্পর্কে আমাদের অবস্থান কতটা নিরাপত্তাহীন এবং অনিশ্চিত?

এটা এই ঘটনা থেকে পৃথক যে, এই চারটি উদ্দেশ্যের জন্য আমাদের যে শস্যের মজুত নেই, শুধু তাই নয়, এমনকি আমাদের একটা নিম্নতম মজুতও নেই যার দ্বারা একটি সংগ্রহের বছর থেকে তার পরবর্তী সংগ্রহের বছর পর্যন্ত চরম দুর্দশা ছাড়া চালিয়ে যেতে এবং জুন ও জুলাই মাসের মতো দুরূহ মাসগুলিতে শহরগুলিকে সরবরাহ অব্যাহতভাবে চালিয়ে যেতে সক্ষম হতে পারি।

তাহলে কি এটা অস্বীকার করা যায় যে, শস্য-সমস্যা হল তীব্র এবং শস্য ফ্রণ্টে আমাদের অসুবিধাগুলি হল গুরুতর?

কিন্তু, শস্যের ব্যাপারে আমাদের অসুবিধাগুলির জন্য আমরা রাজনৈতিক চরিত্রের অসুবিধাগুলিরও সম্মুখীন হচ্ছি। কমরেডগণ, কোন অবস্থাতেই এটা বিস্মৃত হলে অবশ্যই চলবে না। আমি সেই সমস্ত অসন্তোষের কথা উল্লেখ করছি যা, লক্ষ্য করা গিয়েছিল কৃষকসমাজের কোন একটা অংশের, গরিব কৃষকদের এবং মাঝারি কৃষকদেরও কোন কোন অংশের মধ্যে এবং তা বন্ধনের পক্ষে একটা নিশ্চিত ভীতি সৃষ্টি করেছিল।

অবশ্য এটা বলা সম্পূর্ণ ভুল হবে—ফ্রামকিন তাঁর নোটে উল্লেখ করেছেন—যে, বন্ধনের বদলে ইতিমধ্যেই ছাড়াছাড়ি ঘটে গেছে। কমরেডগণ, তা সত্য নয়। ছাড়াছাড়ির অর্থ হল, স্বয়ং গৃহযুদ্ধ না হলেও, গৃহযুদ্ধের সূচনা। 'সাংঘাতিক' কথা বলে আমাদের আতংকিত করে তুলবেন না। ব্যাপক আতংকে ভেঙে পড়বেন না। তা হবে বলশেভিকদের অনুপযুক্ত কাজ। ছাড়াছাড়ির অর্থ হবে এই যে, কৃষকসমাজ সোভিয়েত সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়েছে। কিন্তু কৃষক যদি সত্যসত্যই সোভিয়েত সরকার **যা হল কৃষকদের শস্যের মুখ্য ক্রেতা**, তার সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে ফেলত, তাহলে কৃষক তার শস্য-এলাকা বাড়াত না। অথচ আমরা দেখছি, **ব্যতিক্রমহীনভাবে, সমস্ত** শস্য-এলাকাতেই বসন্তকালের শস্য-এলাকা সম্প্রসারিত হয়েছে। এটা কি ছাড়াছাড়ির মতো দেখায়? কৃষক চাষবাসের পক্ষে এরূপ অবস্থাকে কি একটি

'হতাশাপূর্ণ ভবিষ্যৎ' বলা যায়, দৃষ্টান্তস্বরূপ, যা ফ্রান্‌কিন বলছেন? এটাকে কি একটা 'হতাশাপূর্ণ ভবিষ্যতের' মতো দেখায়?

আমাদের শস্য সম্পর্কিত অসুবিধাগুলির **ভিত্তি** কি—অসুবিধাগুলির **অতি পুরানো** এবং **মূলগত** কারণগুলির অর্থে, সাময়িক, অবস্থা সংক্রান্ত অসুবিধাগুলির অর্থে নয়?

আমাদের শস্য সম্পর্কিত অসুবিধাগুলির ভিত্তি নিহিত রয়েছে কৃষির ক্রমবর্ধমান বিক্ষিপ্ত এবং বিভক্ত চরিত্রের মধ্যে। এটা প্রকৃত ঘটনা যে, কৃষিকার্য, বিশেষতঃ শস্যের চাষবাস, পরিধিতে ক্রমেই ক্ষুদ্রতর হচ্ছে, ক্রমবর্ধমানভাবে কম লাভপ্রদ এবং বিক্রয়যোগ্য উদ্‌বৃত্তের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত কম উৎপাদনশীল হচ্ছে। বিপ্লবের পূর্বে যেখানে দেড়কোটি থেকে ১ কোটি ৬০ লক্ষ কৃষি-খামার ছিল, সেখানে এখন দাঁড়িয়েছে ২ কোটি ৪০ লক্ষ থেকে ২ কোটি ৫০ লক্ষ কৃষি-খামার; অধিকন্তু, বিভাজনের প্রক্রিয়ার ক্রমেই বেশি বেশি লক্ষণীয় হবার ঝোঁক দেখা যাচ্ছে।

এটা সত্য যে, আজ আমাদের শস্য-এলাকা প্রাক্-যুদ্ধের এলাকার তুলনায় কিছুটা কম, এবং শস্যের **মোট** উৎপাদন যুদ্ধের পূর্বে যে পরিমাণ ছিল তার তুলনায় মাত্র ৫ শতাংশ কম। কিন্তু বিপদ হল এখানে যে, এসব সত্ত্বেও আমাদের **বিক্রয়যোগ্য** শস্যের উৎপাদন মাত্র **অর্ধেক**, অর্থাৎ যুদ্ধ-পূর্ব উৎপাদনের তুলনায় প্রায় ৫০ শতাংশ। বিষয়টির মূল হল সেখানে।

বিষয়টি কি? বিষয়টি হল এই যে, ক্ষুদ্রায়তন চাষবাস হল অপেক্ষাকৃত কম লাভপ্রদ, অপেক্ষাকৃত অল্প বিক্রয়যোগ্য উদ্‌বৃত্ত উৎপাদন করে এবং বৃহদায়তন চাষবাসের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম সুপ্রতিষ্ঠিত। ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন বৃহদায়তন উৎপাদনের তুলনায় কম মুনাফাপ্রদ—এই মার্কসীয় তত্ত্ব কৃষিকার্যের পক্ষেও সম্পূর্ণরূপে প্রযোজ্য। তার জন্যই, একই এলাকা থেকে, ক্ষুদ্রায়তনের কৃষি চাষবাস বৃহদাকার চাষাবদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত অনেক কম বিক্রয়যোগ্য শস্য প্রদান করে।

এই পরিস্থিতি থেকে বের হবার উপায় কি?

পলিটব্যুরোর প্রস্তাব বলছে, তিনটি উপায় আছে।

(১) বের হবার উপায় হল, ক্ষুদ্র এবং মাঝারি কৃষকদের চাষবাসের উৎপাদন যথাসম্ভব বৃদ্ধি করা, কাঠের লাঙলের পরিবর্তে ইস্পাতের লাঙল প্রতিস্থাপন করা, ক্ষুদ্র এবং মাঝারি রকমের মেশিনপত্র, সার, বীজ এবং কৃষি সংক্রান্ত

সাহায্য সরবরাহ করা, কৃষকসমাজকে সমবায়ে সংগঠিত করা, সমগ্র গ্রামগুলির সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন করা, তাদের ধারে সর্বোৎকৃষ্ট মানের বীজ সরবরাহ করা এবং এইভাবে কৃষকদের যৌথ ঋণ নিশ্চিত করা ও সর্বশেষে মেশিন ভাড়া-দেওয়া স্টেশনগুলির মাধ্যমে তাদের আয়ত্তিতে বড় বড় মেশিন রাখা।

যে সমস্ত কমরেড দৃঢ়তা সহকারে বলেন যে, আরও উন্নয়নের পক্ষে ক্ষুদ্র কৃষকের চাষবাস তার সমস্ত সম্ভাবনা নিঃশেষ করে ফেলেছে, এবং সেজন্য তাকে আর কোন সাহায্য দেওয়া লাভজনক নয়, তাঁরা ভ্রান্ত। তা সম্পূর্ণ অসত্য। ব্যক্তিগত কৃষকের চাষবাসের উন্নয়নের পক্ষে এখনো তার কম সম্ভাবনা নেই। কেবলমাত্র জানার দরকার কিভাবে সাহায্য করলে তার সম্ভাবনাগুলিকে বাস্তবে রূপায়িত করা যায়।

ক্র্যাস্‌নায়া গ্যাজেতাও[৫১] সঠিক নয় যখন তা দৃঢ়তাসহকারে বলে যে, সরবরাহ এবং বিক্রয়ের সমবায়গুলিতে ব্যক্তিগত কৃষকদের খামারগুলিকে সংগঠিত করার নীতি তার ন্যায্যতা প্রতিপাদন করেনি। কমরেডগণ, তা সম্পূর্ণ অসত্য। পক্ষান্তরে, কৃষকসমাজের মধ্যে যৌথ খামার আন্দোলনের দিকের প্রতি ঝোঁকের জন্য একটি খাঁটি ভিত্তি সৃষ্টি করে সরবরাহ ও বিক্রয়ের সমবায়গুলি সংগঠিত করার নীতির ন্যায্যতা তারা সম্পূর্ণরূপে প্রতিপাদন করেছে। কোন সন্দেহই নেই যে, যদি আমরা সরবরাহ এবং বিক্রয়ের সমবায়গুলি বিবর্ধিত না করতাম, তাহলে এখন কৃষকসমাজের মনোভাবে যৌথ চাষবাসের প্রতি যে ঝোঁক দেখা যাচ্ছে এবং যা যৌথ খামার আন্দোলনকে সামনের দিকে পরিচালিত করার ক্ষেত্রে আমাদের সাহায্য করছে, সেই ঝোঁক দেখতে পেতাম না।

(২) বেরিয়ে আসার আরও উপায় হল, নতুন প্রযুক্তিকৌশলগত সরঞ্জাম এবং যৌথ শ্রমের ভিত্তিতে স্থাপিত বড় বড় যৌথ খামারে তাদের বিক্ষিপ্ত ছোট ছোট খামারগুলিকে ক্রমে ক্রমে ঐক্যবদ্ধ করতে গরিব এবং মাঝারি কৃষকদের সাহায্য করা—এই বড় বড় যৌথ খামারগুলি হল অধিকতর লাভপ্রদ এবং বৃহত্তর বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্ত প্রদান করে। আমার মনে রয়েছে, সাধারণ সমবায় থেকে আর্টেল পর্যন্ত, ছোট ছোট খামারগুলিকে বড় বড় সমাজ-পরিচালিত খামারে ঐক্যবদ্ধ করার সমস্ত ধরনগুলি—এইরূপ বড় বড় খামার-গুলি বিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র কৃষকের খামারগুলির তুলনায় অতুলনীয়ভাবে অধিকতর উৎপাদনশীল এবং অনেক বেশি বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্ত প্রদান করে।

সমস্যাটির সমাধান করার পক্ষে এটাই হল ভিত্তি।

কমরেডরা ভ্রান্ত হন যখন, যৌথ খামারগুলি সমর্থন করার সাথে সাথে তাঁরা ক্ষুদ্র কৃষকের চাষবাসকে 'পুনর্বাসিত করার' দোষে আমাদের অভিযুক্ত করেন। স্পষ্টতঃই তাঁরা মনে করেন যে, ব্যক্তিগত কৃষক খামারগুলির প্রতি মনোভাব হওয়া উচিত তাদের সাথে লড়াই করে তাদের ধ্বংস করার, তাদের সাহায্য করা এবং আমাদের দিকে টেনে আনার নয়। কমরেডগণ, এটা সম্পূর্ণ ভুল। ব্যক্তিগত কৃষকের চাষবাসের 'পুনর্বাসনের' কোন প্রয়োজন নেই। সত্য বটে, এটি খুব লাভপ্রদ নয়। কিন্তু তার অর্থ এটা নয় যে তা সম্পূর্ণরূপে অলাভজনক। যৌথ খামারগুলি ব্যক্তিগত কৃষকের খামারকে দিনের পর দিন অতি অবশ্য সাহায্য ও সমর্থন দিয়ে যাবে—এই লেনিনীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সরে গিয়ে আমরা যদি ব্যক্তিগত কৃষকের চাষবাসের সঙ্গে লড়াই করে তাদের ধ্বংস করার মনোভাব গ্রহণ করতাম, তাহলে আমরা বন্ধনসূত্র ধ্বংস করতাম।

এমনকি আরও ভ্রান্ত হল তারা, যারা যৌথ খামারগুলিকে প্রশংসা করার সাথে সাথে ঘোষণা করে যে, ব্যক্তিগত কৃষকের চাষবাস হল আমাদের পক্ষে 'অভিশাপ'। এতে কৃষকের চাষবাসের উপর ডাহা সংগ্রামের আভাষ পাওয়া যায়। তারা কোথা থেকে এই ধারণা পেল? যদি কৃষকদের চাষবাস একটা 'অভিশাপ' হয়, তাহলে শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে প্রধান ব্যাপক কৃষকসমাজের মৈত্রীকে তারা কিভাবে ব্যাখ্যা করবে? একটা 'অভিশাপের' সঙ্গে শ্রমিক-শ্রেণীর মৈত্রী—এর মতো উদ্ভট আর কি হতে পারে? কিভাবে তারা বন্ধনের অনুকূলে প্রচার করার সঙ্গে সঙ্গে এই ধরনের কথা বলতে পারে? তারা মনে করিয়ে দেয় লেনিন যা বলেছিলেন, কৃষকের ক্ষুদ্র ঘোড়া থেকে শিল্পের ইস্পাতসম তেজী ঘোড়ায় ক্রমে ক্রমে পরিবর্তন করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে এটা খুবই ভাল। কিন্তু একটা ঘোড়া থেকে অন্য ঘোড়ায় পরিবর্তন করার পথ কি এইটা? যৌথ খামারসমূহের একটা বিরাট প্রথার আকারে একটি প্রশস্ত ও শক্তিশালী ভিত্তির সৃষ্টি হবার আগে কৃষকের চাষবাসকে একটা 'অভিশাপ' বলে ঘোষণা করা—তার পরিণতি কি এই হবে না যে আমাদের কোন ঘোড়াই থাকবে না, আদৌ কোন ভিত্তি থাকবে না? (**কণ্ঠস্বর: 'সম্পূর্ণ সঠিক!'**) এই সমস্ত কমরেডের ভুল হল এই যে, তারা ব্যক্তিগত কৃষকের চাষবাসকে যৌথ চাষবাসের **বিপরীতে রেখে সমতার করতে** চায়। কিন্তু আমরা যা চাই তা হল এই যে, এই দুই ধরনের চাষবাসকে বিপরীতে রেখে

সমভার করা নয়, তাদের **একটি বন্ধনসূত্রে একত্রে সংযুক্ত করতে হবে** এবং এই বন্ধনসূত্রের কাঠামোর মধ্যে যৌথ খামারগুলি ব্যক্তিগত কৃষককে সাহায্য করবে এবং ধীরে ধীরে যৌথ খামারের লাইনে চলে যেতে তাদের সাহায্য করবে। হাঁ, আমরা যা চাই তা হল, কৃষকরা যৌথ খামারগুলিকে শত্রু বলে গণ্য করবে না, গণ্য করবে তাদের বন্ধু হিসেবে, যে বন্ধু তাদের দারিদ্র্য থেকে মুক্ত করার জন্য সাহায্য করে এবং সাহায্য করবে। (কণ্ঠস্বর: 'সত্যিই!') তা যদি সত্য হয় তাহলে আপনাদের বলা উচিত না যে আমরা ব্যক্তিগত কৃষকের চাষবাসকে 'পুনর্বাসিত করছি' বা কৃষকের চাষবাস আমাদের পক্ষে 'অভিশাপ'।

যা বলা উচিত তা হল, বড় বড় যৌথ খামারের তুলনায় ক্ষুদ্র-কৃষকের খামার কম লাভজনক, অথবা এমনকি সবচেয়ে কম লাভজনক, কিন্তু তাহলেও তারা কিছুটা—একেবারে কম নয়—কল্যাণ সাধন করে। কিন্তু আপনারা যা বলছেন তা থেকে এই সিদ্ধান্ত বেরিয়ে আসে যে, ক্ষুদ্র কৃষকের চাষবাস সম্পূর্ণরূপে অলাভজনক এবং সম্ভবতঃ এমনকি ক্ষতিকরও বটে।

ক্ষুদ্র কৃষকের চাষবাস সম্পর্কে লেনিনের অভিমত তা ছিল না। এই সম্পর্কে 'পণ্যের মাধ্যমে কর' সম্পর্কে তাঁর ভাষণে লেনিন যা বলেছিলেন, তা হল এই:

> 'যদি কৃষকের চাষবাসের আরও উন্নয়ন ঘটে, তাহলে পরবর্তী পর্যায়েও এর উত্তরণকে আমরা অতি অবশ্য দৃঢ়ভাবে সুনিশ্চিত করব, এবং এই পরবর্তী পর্যায়ে উত্তরণ, ছোট ছোট বিচ্ছিন্ন,—সর্বাপেক্ষা কম লাভজনক এবং সর্বাপেক্ষা পশ্চাদপদ—কৃষক খামারগুলি ক্রমে ক্রমে সামাজিকভাবে পরিচালিত বড় বড় খামারে ঐক্যবদ্ধ হবার মধ্যে অবশ্যম্ভাবীরূপে নিহিত থাকবে। সোশ্যালিষ্টরা চিরদিন এইভাবেই ধারণা করে এসেছে। আর আমাদের কমিউনিস্ট পার্টিও এই ধারণাই পোষণ করে' (২৬তম খণ্ড)।

এ থেকে বেরিয়ে আসে যে, ব্যক্তিগত কৃষকের চাষবাস মোটের উপর কিছুটা কল্যাণদায়ক।

যখন একটা উচ্চতর রূপের কর্মসংস্থা, বৃহদায়তন কর্মসংস্থা, একটি নিম্নতর রূপের কর্মসংস্থার সাথে লড়াই করে তাকে ধ্বংস করে—সেটা হল একটা জিনিস। পুঁজিবাদের অধীনে এরূপই ঘটে। সম্পূর্ণরূপে অন্য জিনিস হল, যখন উচ্চতর রূপের কর্মসংস্থা নিম্নতর রূপের কর্মসংস্থাকে ধ্বংস করে না, পরন্তু

তাকে তুলে ধরতে, যৌথ লাইনে যেতে সাহায্য করে। সোভিয়েত প্রথার অধীনে এরকমটাই ঘটে।

আর যৌথ খামার এবং ব্যক্তিগত কৃষকের খামার সম্পর্কে লেনিন যা বলেছেন তা হল :

> 'বিশেষ করে আমাদের এদিকে নজর দিতে হবে যে, সোভিয়েত সরকারের আইন (যৌথ খামার ও রাষ্ট্রীয় খামার সম্পর্কে—জে. স্তালিন) যা দাবি করে যে, রাষ্ট্রীয় খামারসমূহ, কৃষি সংক্রান্ত কমিউনগুলি এবং অনুরূপ সমিতিগুলি **চারিপাশের মাঝারি কৃষকদের আশু এবং সর্বাঙ্গীণ সাহায্য প্রদান করবে,** সেই আইন যেন প্রকৃতপক্ষে এবং অধিকন্তু পরিপূর্ণরূপে, কার্যে পরিণত হয়। **এরূপ সাহায্য যদি বাস্তবে দেওয়া হয়,** কেবলমাত্র তাহলেই **মাঝারি কৃষকের সঙ্গে চুক্তি সম্ভব।** কেবলমাত্র এইভাবেই তার আস্থা অর্জন করতে পারা যায় এবং পারা উচিত' (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন) (২৪তম খণ্ড)।

এ থেকে এই সিদ্ধান্ত বেরিয়ে আসে যে যৌথ খামার ও রাষ্ট্রীয় খামারগুলি কৃষক খামারগুলিকে ঠিক ঠিক ব্যক্তিগত খামার হিসেবে অতি অবশ্যই সাহায্য করবে।

সর্বশেষে, লেনিন থেকে তৃতীয় উদ্ধৃতিটি :

> 'কেবলমাত্র যদি আমরা বাস্তবক্ষেত্রে কৃষকদেরকে জমির সাধারণ, যৌথ, সমবায়ী, আর্টেল চাষবাসের সুবিধাসমূহ দেখাতে সফল হই, কেবলমাত্র যদি আমরা সমবায়ী, আর্টেল চাষবাসের সাহায্যে কৃষকদের সহায়তা করতে সাফল্যলাভ করি, তাহলেই শ্রমিকশ্রেণী কৃষকদের নিকট তার নীতির সঠিকতা প্রকৃতপ্রস্তাবে প্রমাণ করবে এবং প্রকৃতপক্ষে বিরাট ব্যাপক কৃষকসমাজের প্রকৃত এবং স্থায়ী অনুগামিতা অর্জন করবে' (২৪তম খণ্ড)।

আপনারা দেখছেন, আমাদের দেশের সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরণের পক্ষে লেনিন যৌথ খামার আন্দোলনের মূল্য কত প্রগাঢ়ভাবে উপলব্ধি করতেন।

এটা অত্যন্ত বিস্ময়কর যে, কোন কোন কমরেড তাঁদের দীর্ঘ বক্তৃতায় ব্যক্তিগত কৃষক খামারগুলির প্রশ্নের উপর একচেটিয়াভাবে মনোযোগ নিবদ্ধ করেছেন এবং আমাদের পার্টির একটা জরুরী ও চূড়ান্ত কর্তব্যকাজ হিসেবে

যৌথ খামারগুলি উন্নীত করার করণীয় কাজ সম্পর্কে একটি শব্দও—আক্ষরিক অর্থে একটি শব্দও—বলেননি।

(৩) সর্বশেষে, বের হবার উপায় হল, সবচেয়ে বেশি লাভজনক এবং বৃহত্তম বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্ত প্রদানকারী অর্থনৈতিক ইউনিট হিসেবে পুরানো রাষ্ট্রীয় খামারগুলিকে শক্তিশালী করা এবং নতুন, বড় বড় রাষ্ট্রীয় খামারগুলির উন্নতিবর্ধন করা।

এরূপই হল তিনটি প্রধান প্রধান কর্তব্যকাজ, যেগুলি সম্পাদন করলে আমরা শস্য-সমস্যার সমাধান করতে, এবং এইভাবে শস্য-ফ্রন্টে আমাদের অসুবিধাগুলির ভিত্তি বিলোপ করতে সক্ষম হব।

বর্তমান মুহূর্তের বিশেষভাবে নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য হল এই যে, প্রথম কর্তব্যকাজ —ব্যক্তিগত কৃষক চাষবাস উন্নত করার কাজটি যদিও এখনো আমাদের প্রধান করণীয় কাজ হিসেবে রয়েছে, কিন্তু তা শস্যের সমস্যা সমাধান করার ক্ষেত্রে **ইতিমধ্যেই অপর্যাপ্ত হয়েছে।**

বর্তমান মুহূর্তের নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য হল যে, প্রথম কাজকে বাস্তবক্ষেত্রে অতি অবশ্যই **সম্পূরণ করতে হবে** যৌথ খামারসমূহ উন্নীত করা এবং রাষ্ট্রীয় খামারসমূহ উন্নীত করা, এই দুটি নতুন কর্তব্যকাজের দ্বারা।

আমরা যদি এই কর্তব্যকাজগুলিকে সংযুক্ত না করি, আমরা যদি এই তিনটি খাত বরাবর অধ্যবসায় সহকারে কাজ না করি তাহলে, দেশকে বিক্রয়-যোগ্য শস্য সরবরাহ করার অর্থেই হোক, অথবা আমাদের সমগ্র জাতীয় অর্থ-নীতিকে সমাজতন্ত্রের কর্মপন্থায় রূপান্তর করার অর্থেই হোক, শস্যের সমস্যা সমাধান করা অসম্ভব হবে।

এ বিষয়ে লেনিনের দৃষ্টিভঙ্গি কি ছিল? আমাদের কাছে একটা দলিল আছে যাতে দেখা যায় যে, এই পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে পেশ করা প্রস্তাবটি কৃষির উন্নয়নের জন্য বাস্তব পরিকল্পনার যে রূপরেখা লেনিন এই দলিলে দিয়েছিলেন তার সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে মিলে যায়। লেনিনের নিজের হাতে লেখা 'সি. এল. ডি-র নির্দেশের' কথা আমি উল্লেখ করছি (সি. এল. ডি—শ্রম ও প্রতিরক্ষা পরিষদ)। ১৯২১ সালের মে মাসে এই দলিলটি প্রকাশিত হয়েছিল। এই দলিলে লেনিন বাস্তব প্রশ্নসমূহের তিনটি গ্রুপকে বিশ্লেষণ করেছেন: প্রথম গ্রুপটি ব্যবসা ও শিল্পের সঙ্গে, দ্বিতীয় গ্রুপটি কৃষির উন্নতি বর্ধনের সঙ্গে, এবং তৃতীয় গ্রুপটি বিভিন্ন অর্থনৈতিক পরিষদ[৫২] এবং অর্থনৈতিক বিষয়সমূহের নিয়ন্ত্রণ ও

সমন্বয়সাধনের প্রশ্নে আঞ্চলিক সম্মেলনসমূহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

কৃষি সম্পর্কে এই দলিলটি কি বলছে? 'সি. এল. ডি-র নির্দেশ' থেকে একটি উদ্ধৃতি হল এই :

> 'দ্বিতীয় গ্রুপ প্রশ্ন। কৃষির উন্নতি বর্ধন : (ক) কৃষকের চাষবাস, (খ) রাষ্ট্রীয় খামারসমূহ, (গ) কমিউনসমূহ, (ঘ) আর্টেলগুলি, (ঙ) সমবায়-গুলি, (চ) সামাজিকভাবে পরিচালিত চাষবাসের অন্যান্য রূপ' (২৬তম খণ্ড)।

আপনারা দেখছেন, শস্য-সমস্যার সমাধানের এবং সাধারণভাবে কৃষি সংক্রান্ত সমস্যার প্রশ্নে পলিটব্যুরোর প্রস্তাবে বিধৃত বাস্তব সিদ্ধান্তগুলি ১৯২১ সালের 'সি. এল. ডি-র নির্দেশে' উপস্থাপিত লেনিনের পরিকল্পনার সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে মিলে যাচ্ছে।

কত প্রকৃতরূপে যৌবনসুলভ আনন্দের সঙ্গে সেই বিরাট ব্যক্তি, যিনি পাহাড় নাড়াতে পারতেন, তাদের সম্মুখীন হতে পারতেন, সেই লেনিন এক-জোড়া বা ঐরকম যৌথ খামার গঠনের সংবাদের প্রতিটি দফাকে বা কোন রাষ্ট্রীয় খামারে ট্রাক্টরের আগমনকে অভিনন্দন জানাতেন, তা লক্ষ্য করা অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ, সোভিয়েত রাশিয়াকে প্রযুক্তিগত সাহায্য-দানের সোসাইটির নিকট একটি চিঠি থেকে একটি উদ্ধৃতি হল :

> 'প্রিয় কমরেডগণ, কিরসানোভ উয়েজ্‌দের, তাম্বভ গুবের্নিয়ার রাষ্ট্রীয় খামারগুলিতে এবং ওদেসা গুবের্নিয়ার মিতিনো স্টেশনে আপনাদের সোসাইটির সদস্যদের কাজ সম্পর্কে, তথা ডন অববাহিকার খনি-শ্রমিকদের একটি গ্রুপের কাজ সম্পর্কে অত্যন্ত সন্তোষজনক রিপোর্ট আমাদের সংবাদপত্রে বেরিয়েছে। ··আমি সারা-রাশিয়া কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের নিকট এই অনুরোধ জানিয়ে আবেদন করছি যে, সর্বাপেক্ষা বিশিষ্ট খামারগুলিকে আদর্শ খামারসমূহের শ্রেণীভুক্ত করা হোক এবং তাদের কাজের অনুকূল উন্নয়নের পক্ষে প্রয়োজনীয় বিশেষ এবং অগ্রাধিকার সম্পন্ন সাহায্য তাদের দেওয়া হোক। আমাদের সাধারণতন্ত্রের নামে আমি আর একবার আরও গভীরভাবে আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আপনাদের স্মরণ করতে অনুরোধ করছি যে ট্রাক্টর দ্বারা জমির চাষবাসের রূপে আমাদের প্রতি আপনাদের সাহায্য হল বিশেষভাবে সময়োচিত ও মূল্যবান। ২০০টি

কৃষি সংক্রান্ত কমিউন সংগঠিত করা সম্পর্কে আপনাদের পরিকল্পনার প্রশ্নে আপনাদের অভিনন্দন জানাবার এই সুযোগ পেয়ে আমি বিশেষভাবে আনন্দিত' (২৭তম খণ্ড)।

আর আমেরিকায় সোভিয়েত রাশিয়ার সুহৃদদের সোসাইটির নিকট একটা চিঠি থেকে একটি উদ্ধৃতি হল :

'প্রিয় কমরেডগণ,

"তয়কিনো" নামক **একটি সোভিয়েত খামারে** (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন) একটি ট্রাক্টর ইউনিট সংগঠিত করার কাজ সম্পর্কে, পার্ম সরকারে, হ্যারল্ড অয়ারের নেতৃত্বে আপনাদের সোসাইটির সদস্যদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে আমাদের পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত একটি অসামান্য সংবাদের সত্যতা পার্ম কর্মপরিষদের নিকট একটি বিশেষ অনুরোধের মাধ্যমে আমি সবেমাত্র প্রতিপাদন করেছি।···আমি সারা-রাশিয়া কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের নিকট আবেদন করছি—এই সোভিয়েত খামারটিকে আদর্শ খামারগুলির সারিতে স্থাপন করতে এবং এর গঠনমূলক কাজে সর্বরকমে সম্ভাব্য উপায়ে একে বিশেষ এবং লক্ষণীয় সাহায্য দেবার জন্য এবং একটি মেরামতি শপ সংগঠিত করার পক্ষে প্রয়োজনীয় গ্যাসোলিন, ধাতু এবং অন্যান্য বস্তু সরবরাহ করার জন্য। আমাদের সাধারণতন্ত্রের নামে আমি আর একবার আপনাদের ধন্যবাদ দিতে চাই এবং উল্লেখ করতে চাই যে, আপনারা আমাদের যে সাহায্য দিয়েছেন, তার তুলনায় সাহায্যের অন্য কোন প্রকারই আমাদের পক্ষে এত সময়োচিত ও এত গুরুত্বপূর্ণ নয়।' (২৭তম খণ্ড।)

তাহলে আপনারা দেখছেন যৌথ খামার এবং রাষ্ট্রীয় খামারগুলির উন্নয়ন সম্পর্কে, সংবাদের প্রতিটি দফাকে, তা সে যত ক্ষুদ্রই হোক, লেনিন কত আনন্দের সাথে গ্রহণ করতেন।

যাঁরা মনে করেন তাঁরা ইতিহাসকে প্রতারিত করতে পারেন এবং আমাদের দেশে সফলভাবে সমাজতন্ত্র নির্মাণে যৌথ খামার এবং রাষ্ট্রীয় খামারগুলিকে বাদ দিয়েও চলতে পারেন, তাঁদের সকলের নিকট এটা একটা শিক্ষা হোক।

কমরেডগণ, আমি উপসংহার টানছি। আমি মনে করি, শস্য সম্পর্কে

অসুবিধাগুলি আমাদের পক্ষে উপযুক্ত মূল্যবান না হয়ে যেত না। আমাদের পার্টি সমস্ত রকমের অসুবিধা ও সংকটগুলি অতিক্রম করে শিক্ষালাভ করেছে এবং উন্নতির পথে অগ্রসর হয়েছে। আমি মনে করি, বর্তমানের অসুবিধাগুলি আমাদের বলশেভিক কর্মীদের ইস্পাতদৃঢ় করবে এবং পুরোদস্তুর কায়দায় শস্য-সমস্যার সমাধান মোকাবিলা করতে তাদের প্রণোদিত করবে। এবং এই সমস্যাটির সমাধান আমাদের দেশের সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরণের পক্ষে বাধাস্বরূপ অন্যতম সর্ববৃহৎ অসুবিধাকে দূরীভূত করবে।

শ্রমিক ও কৃষকের বন্ধনসূত্র এবং রাষ্ট্রীয় খামার সম্পর্কে

(১৯২৮ সালের ১১ই জুলাই তারিখে প্রদত্ত বক্তৃতা থেকে)

কোন কোন কমরেড রাষ্ট্রীয় খামার সম্পর্কে তাঁদের বক্তৃতায় শস্য-সংগ্রহের প্রশ্নে গতকল্যকার বিতর্কে ফিরে গেছেন। বেশ, আমরাও গতকল্যকার বিতর্কে ফিরে যাই।

কাল কি নিয়ে বিতর্ক হয়েছিল? সর্বপ্রথম, শহর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে 'কাচির' প্রসঙ্গ নিয়ে বিতর্ক হয়। বলা হয়েছিল যে, কৃষকেরা এখনো শিল্পজাত দ্রব্যের বেশি দাম দিচ্ছে এবং কৃষিজাত দ্রব্যের জন্য কম দাম পাচ্ছে। বলা হয়েছিল যে, এই বেশি-দেওয়া ও কম-পাওয়া কৃষকদের পক্ষে একরকমের অধিকর হয়ে দাঁড়াচ্ছে, 'উপঢৌকন' জাতীয় কিছুর মতো, শিল্পায়নের প্রয়োজনে বাড়তি করের মতো; এই কর আমাদের বিলোপ করতেই হবে। কিন্তু যদি আমাদের অভিপ্রায় না থাকে যে, আমাদের শিল্প নষ্ট হয়ে যাক, আমাদের শিল্পোন্নতির সুনির্দিষ্ট হার নষ্ট হয়ে যাক, যা সমগ্র দেশের পক্ষে কাজ করছে এবং জাতীয় অর্থনীতিকে সমাজতন্ত্রের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, তাহলে এখনই আমরা তা বিলোপ করতে পারছি না।

কেউ কেউ এটা পছন্দ করেননি। এসব কমরেড সত্যকে স্বীকার করতে ভয় পান বলে মনে হয়। অবশ্য এটা রুচির ব্যাপার। কেউ কেউ মনে করেন যে, কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে সম্পূর্ণ সত্য বলাটা যুক্তিযুক্ত নয়। কিন্তু আমি মনে করি, আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে সমগ্র সত্য প্রকাশ করাই আমাদের কর্তব্য। এ কথা ভুললে চলবে না যে, কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনকে জনসভা বলে মনে করা যায় না। অবশ্য 'অধিকর', 'বাড়তি কর' শব্দগুলি অপ্রীতিকর, এসব শব্দের প্রতিক্রিয়া কঠোর। কিন্তু প্রথমতঃ, এটা শব্দের প্রশ্ন নয়। দ্বিতীয়তঃ, শব্দগুলির সঙ্গে বাস্তব অবস্থার হুবহু মিল রয়েছে। তৃতীয়তঃ, কঠোর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই এইসব অপ্রীতিকর শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, যাতে বলশেভিকরা 'অধিকরের' অবসান ঘটানোর জন্য, 'কাঁচির' বিলোপ সাধনের জন্য ঐকান্তিক কর্মপ্রচেষ্টায় প্রবৃত্ত হতে বাধ্য হন।

আর, কিভাবে এইসব অপ্রীতিকর বিষয়ের অবসান ঘটানো যেতে পারে? আমাদের শিল্পকে নিয়মিতভাবে বিজ্ঞানসম্মত করে এবং শিল্পজাত দ্রব্যের মূল্য কমিয়ে এনে; কৃষির প্রযুক্তিকৌশল নিয়মাবদ্ধভাবে উন্নত করে ও ফসলের পরিমাণ বাড়িয়ে এবং কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয় ক্রমশঃ কমিয়ে এনে; বাণিজ্য ও সংগ্রহের যন্ত্রকে নিয়মিতভাবে বিজ্ঞানসম্মত করে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

নিশ্চয়ই দুই-এক বছরের মধ্যে এ সবের সম্পাদন সম্ভব নয়। তবে, আমরা যদি সবরকমে অপ্রীতিকর বিষয় থেকে আমাদের বাঁচাতে চাই—যেসব বাস্তব বিষয় আমাদের কঠোরভাবে আঘাত করে তা থেকে আমাদের রক্ষা করতে চাই, তাহলে কয়েক বছরের মধ্যে এসব নিশ্চিতরূপে সম্পাদন করতেই হবে।

গতকাল কোনও কোনও কমরেড **এখনই** 'কাঁচির' অবসানের জন্য বিশেষভাবে চাপ দেন, তাঁরা যেন কৃষিজাত দ্রব্যের **পরিবর্ত মূল্য** প্রবর্তনের জন্য দাবি জানাচ্ছিলেন। আমি এবং অন্য কয়েকজন কমরেড এর বিরুদ্ধে আপত্তি জানাই এবং বলি যে, **বর্তমান মুহূর্তে** এই দাবি দেশের শিল্পায়নের স্বার্থের বিরোধী, এবং সেজন্য আমাদের রাষ্ট্রের স্বার্থ-বিরোধী।

এই ছিল আমাদের গতকল্যকার বিরোধের বিষয়।

আজ এইসব কমরেড বলছেন যে, তাঁরা পরিবর্ত মূল্য নীতির জন্য আর জিদ ধরছেন না। এটা বেশ ভাল কথা। এতে বোঝা যাচ্ছে যে, গতকল্যকার সমালোচনা এইসব কমরেডের উপর প্রভাব না ফেলে যায়নি।

যৌথ খামার ও রাষ্ট্রীয় খামার সংক্রান্ত একটা দ্বিতীয় প্রশ্ন রয়েছে। আমি আমার বক্তৃতায় এই মন্তব্য করি যে, কোনও কোনও কমরেড যখন শস্য-সংগ্রহ সম্পর্কে কৃষির উন্নতিসাধনের উপায়গুলির কথা বলেন তখন যৌথ খামার ও রাষ্ট্রীয় খামারের উন্নতির গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সম্পর্কে একটি কথাও তাঁরা বলেননি, যা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক ও অদ্ভুত। যৌথ খামার ও রাষ্ট্রীয় খামারের উন্নয়নের কর্তব্যকাজের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গটি 'ভুলে যাওয়া' কিভাবে সম্ভব? আমরা কি জানি না বর্তমানে ব্যক্তিগত কৃষকের খামারের উন্নয়নের কাজ গুরুত্বপূর্ণ হলেও সেটা **যথেষ্ট নয়** এবং আমরা যদি যৌথ খামার ও রাষ্ট্রীয় খামারের উন্নয়নের নতুন নতুন কর্তব্যকাজ দ্বারা বাস্তবক্ষেত্রে এই করণীয় কাজের **সম্পূর্ণতা সাধন না করি** তাহলে শস্যের খামার সংক্রান্ত সমস্যার **সমাধান হবে না** এবং আমাদের অসুবিধাগুলি আমরা **কাটিয়ে উঠতে পারব না**—

আমাদের সমগ্র জাতীয় অর্থনীতির সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরণের (এবং এই জন্ত কৃষক খামারেরও রূপান্তরণের) স্বার্থে যেমন এটা প্রযোজ্য, তেমনি দেশে বিক্রয়-যোগ্য করার মতো শস্য মজুতের নিশ্চয়তা সৃষ্টি করার জন্তও এটা প্রযোজ্য ?

এইসব অবস্থাতে, যৌথ খামার ও রাষ্ট্রীয় খামারের উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রশ্ন কিভাবে 'ভুলে যাওয়া' সম্ভব, সম্ভব তা এড়িয়ে যাওয়া এবং সে-সম্পর্কে নীরব থাকা ?

এখন বৃহৎ বৃহৎ রাষ্ট্রীয় খামারের প্রশ্নে আসা যাক। যেসব কমরেড দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন যে, উত্তর আমেরিকায় বৃহৎ বৃহৎ শস্যের খামার নেই, তাঁরা ভ্রান্ত। বস্তুতঃ উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় এ ধরনের খামার রয়েছে। আমি অধ্যাপক তুলাইকভের মতো ব্যক্তির সাক্ষ্য উদ্ধৃত করতে পারি। তিনি আমেরিকার কৃষি সম্পর্কে সমীক্ষা করেছিলেন এবং তাঁর সিদ্ধান্তগুলি **নিৎস্নি পোভোলঝাই** পত্রিকায়[৫৩] প্রকাশিত হয়েছিল (সংখ্যা ৯)।

তুলাইকভের প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত করতে আমাকে অনুমতি দিন।

'মণ্টানা গমের খামারের মালিক হল ক্যাম্পবেল ফার্মিং কর্পোরেশন। এর এলাকা ৫০ হাজার একর অর্থাৎ প্রায় ৩২ হাজার ডেসিয়াটিন। এই খামারটি অবিভক্ত অঞ্চল। কাজের সুবিধার জন্ত একে চারটি অংশে, যাকে আমরা খুটোর বলি, ভাগ করা হয়েছে। প্রত্যেক অংশের রয়েছে এক-একজন ম্যানেজার। সমগ্র খামারটি পরিচালনা করেন একটিমাত্র ব্যক্তি—কর্পোরেশনের ডিরেক্টর টমাস ক্যাম্পবেল।

'সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে, যে সংবাদ নিশ্চয়ই খামার থেকে এসেছে, যে, এ বছর সমগ্র এলাকার প্রায় অর্ধেকে কাজ হয়েছে এবং আশা করা যাচ্ছে যে, ৪ লক্ষ ১০ হাজার বুশেল গম (প্রায় ৮ লক্ষ পুড), ২০ হাজার বুশেল জই, এবং ৭০ হাজার বুশেল তিসি উৎপন্ন হবে। খামারের কাজে ৫ লক্ষ ডলার আয় আশা করা যাচ্ছে।

'এই খামারে ট্রাক্টর, মোটর-লরি ও মোটরগাড়ি প্রায় সম্পূর্ণরূপে ঘোড়া ও খচ্চরের স্থান নিয়েছে। চাষের কাজ, বীজ বপন এবং সাধারণভাবে খেতের সমস্ত কাজ এবং বিশেষ করে ফসল কাটার কাজ রাতদিন চলে, যন্ত্রগুলি যাতে রাত্রিতে কাজ করতে পারে তার জন্ত সব খেতে আলো ঝলমল করে। যেহেতু খেতগুলির আয়তন বিশাল, সেজন্ত যন্ত্রগুলি না ঘুরে অনেক দূর পর্যন্ত কাজ চালিয়ে যেতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা

যেতে পারে ফসল কাটার ও মাড়াই-এর যেসব যন্ত্রের সম্মুখভাগ ২৪ ফুট (তা ব্যবহার করার মতো যদি ফসলের অবস্থা হয়), তা ২০ মাইল পর্যন্ত যেতে পারে। অর্থাৎ ৩০ ভার্স্টের কিছু বেশি। পূর্বে এই কাজের জন্য ৪০টি ঘোড়া এবং লোকজন দরকার হতো। প্রত্যেক ট্রাক্টরে ৪টি করে আঁটি বাঁধার প্রক্রিয়া আটকে দেওয়া হয় এবং তাতে ৪০ ফুট চওড়া এবং ২৮ মাইল দীর্ঘ খেতে কাজ হয়, যে দূরত্বটা হল মোটামুটি ৪২ ভার্স্ট। ফসল কাটার সঙ্গে সঙ্গে তা মাড়াই করার মতো যথেষ্ট শুকনো যদি না হয়, তাহলে আঁটি বাঁধার প্রক্রিয়া ব্যবহৃত হয়। সে অবস্থায় ফসল কাটার যন্ত্র থেকে আঁটি বাঁধার প্রক্রিয়া খুলে দেওয়া হয় এবং ফসলের কাটা ডাঁটাগুলি বিশেষ কনভেয়ারের সাহায্যে সারি দিয়ে রাখা হয়। এই সারিগুলি ২৪ ঘণ্টা বা ৪৮ ঘণ্টা পর্যন্ত রেখে দেওয়া হয়; তার মধ্যেই শস্য শুকিয়ে যায় এবং ফসলের সঙ্গে যে আগাছাগুলি কাটা হয়েছিল, তার বীজ মাটিতে ঝরে পড়ে। তারপর ফসল কাটাই-মাড়াইয়ের যন্ত্র দিয়ে শস্য তুলে নেওয়া হয়। এই যন্ত্রের কাটবার ফলার স্থানে আপনা থেকে তুলে নেওয়ার প্রক্রিয়া লাগানো হয় এবং তা সোজাসুজি মাড়াইয়ের ড্রামে শুকনো শস্য ঢেলে দেয়। এই মেশিনে কাজ করে মাত্র দুজন লোক। একজন ট্রাক্টর চালায়, আরেকজন মাড়াই-এর যন্ত্রটা দেখাশুনা করে। মাড়াইয়ের যন্ত্র থেকে শস্য সোজাসুজি গিয়ে পড়ে ছয় টনের ট্রাকগুলির মধ্যে যে ট্রাকগুলি নিয়ে যায় এলিভেটর পর্যন্ত। একখানা ট্রাক্টর ১০ খানা ট্রাকের একটি সারিকে টেনে নিয়ে যায়। সংবাদে বলা হয়েছে, এইভাবে ১৬ হাজার থেকে ২০ হাজার বুশেল শস্য প্রতিদিন মাড়াই হয়। (১৯২৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ৯নং **নিঝনি পোভোলঝাই** দ্রষ্টব্য।)

পুঁজিবাদী ধরনের একটি বিশাল খামারের বর্ণনা আপনারা পেলেন। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় এইরকম সব বিরাট বিরাট খামার আছে।

কোনও কোনও কমরেড এখানে বলেছেন যে, পুঁজিবাদী দেশের অবস্থা এই ধরনের বিরাট খামারের উন্নয়নের পক্ষে সব সময় অনুকূল নয়, অথবা সম্পূর্ণরূপে অনুকূল নয়; এইজন্য সময় সময় এই ধরনের খামারকে ছোট ছোট ইউনিটে ভাগ করা হয়, যার আয়তন ১ হাজার ডেসিয়াটিন থেকে ৫ হাজার ডেসিয়াটিন। এ কথা সম্পূর্ণ সত্য।

এইসব কমরেড এ থেকে এইসব সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, সোভিয়েতের অবস্থাতেও বৃহদাকার খামারের কোন ভবিষ্যৎ নেই। এইক্ষেত্রে তাঁরা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত।

এইসব কমরেড স্পষ্টতঃই পুঁজিবাদী প্রথা ও সোভিয়েত প্রথার পার্থক্য বোঝেন না, বা দেখতে পান না। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় জমির মালিকানা ব্যক্তিগত এবং সেজন্য জমির খাজনা অবাধ, যার ফলে কৃষির উৎপাদনে ব্যয় বৃদ্ধি পায় এবং প্রকৃত উন্নতির পথে অলংঘ্য বাধা সৃষ্ট হয়। পক্ষান্তরে, সোভিয়েত প্রথায় জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা নেই, জমির অবাধ খাজনাও নেই, তার ফলে কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস পেতে বাধ্য, এবং কাজে কাজেই প্রযুক্তিগত উন্নতি ও অন্যান্য উন্নতির সঙ্গে বৃহদাকার কৃষির অগ্রগতি সহজ হবেই।

তাছাড়া, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় বৃহদাকার শস্যের খামারের লক্ষ্য হল সর্বাধিক মুনাফা অর্জন, অথবা পুঁজির এমন মুনাফা যার সঙ্গে মুনাফার গড় হার বলে যা পরিচিত, তার মিল থাকে, যা না হলে, সাধারণভাবে বলা যায়, এসব খামার চলতে পারে না বা আদৌ টিঁকে থাকতে পারে না। এই অবস্থায় উৎপাদনের ব্যয়বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী; যার ফলে বৃহদাকার খামারের উন্নয়নে দারুণ বিঘ্নের সৃষ্টি হয়। পক্ষান্তরে সোভিয়েত প্রথায় শস্যের বৃহৎ খামারগুলি হল রাষ্ট্রীয় খামার। সেগুলির উন্নয়নের জন্য সর্বোচ্চ মুনাফা অথবা গড় মুনাফার প্রয়োজন নেই। সেগুলি ন্যূনতম মুনাফায় সন্তুষ্ট থাকতে পারে (সময় সময় কিছুকালের জন্য একেবারে বিনা মুনাফাতেও)। সেই সঙ্গে জমির অবাধ খাজনা না থাকায় শস্যের বৃহদাকার খামারগুলির উন্নয়নে বিশেষ অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হয়।

অবশেষে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শস্যের বৃহৎ খামারগুলির ঋণের সুবিধা অথবা করের সুবিধা নেই। সেখানে সোভিয়েত প্রথায় সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে চরম উৎসাহ দেওয়া হয়। সোভিয়েত প্রথায় এইসব সুবিধা রয়েছে এবং থাকবেও।

সোভিয়েত প্রথায় (পুঁজিবাদী প্রথা থেকে যা পৃথক) এইসব এবং এই ধরনের অন্যান্য বিষয় রাষ্ট্রীয় খামারগুলিকে বৃহৎ শস্য খামাররূপে উন্নয়নের পক্ষে অনুকূল।

পরিশেষে, এ প্রশ্নও রয়েছে যে, বন্ধনসূত্র সুদৃঢ় করার পক্ষে, শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বের ভূমিকা নিশ্চিত করার পক্ষে রাষ্ট্রীয় খামার ও যৌথ খামার শক্তিশালী

কেন্দ্র। গ্রামাঞ্চলের সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্যে নিশ্চিতভাবে পৌছানোর জন্যই শুধু যৌথ খামার ও রাষ্ট্রীয় খামারের প্রয়োজন নয়। **বর্তমান মুহূর্তে** গ্রামাঞ্চলে শক্তিশালী সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক কেন্দ্র সৃষ্টির জন্যও যৌথ খামার ও রাষ্ট্রীয় খামার আবশ্যক, বন্ধনসূত্র সুদৃঢ় করার জন্য এবং সেই বন্ধনসূত্রের আওতায় শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বের ভূমিকা নিশ্চিত করার জন্যও তা প্রয়োজন। আমরা কি করে বলতে পারি যে, এই মুহূর্তে এ ধরনের শক্তিশালী কেন্দ্র সৃষ্টি ও উন্নীত করার সামর্থ্য আমাদের আছে? এই বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ যে, সে সামর্থ্য আমাদের আছে এবং থাকা উচিত। খ্লেবৎসেনতর্[৫৪] রিপোর্ট দিয়েছে যে, বিভিন্ন যৌথ খামার, আর্টেল এবং সমবায় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তার যে চুক্তি হয়েছে তাতে তাদের কাছ থেকে তা ৪ কোটি থেকে ৫ কোটি পুড শস্য পাবে। রাষ্ট্রীয় খামারগুলিব তথ্য অনুসারে এ বছর নতুন ও পুরানো রাষ্ট্রীয় খামার আড়াই কোটি থেকে তিন কোটি পুড বিক্রয়-যোগ্য শস্য জোগাতে পারবে।

এর সঙ্গে কৃষকদের ব্যক্তিগত খামারগুলির সঙ্গে চুক্তি অনুসারে কৃষি সমবায়গুলি যে তিন কোটি থেকে সাড়ে তিন কোটি পুড শস্য পাবে তা যুক্ত হলে আমরা ১০ কোটি পুডের বেশি শস্য পাওয়ার পূর্ণ নিশ্চয়তা লাভ করব যা অন্ততঃ আভ্যন্তরীণ বাজারের পক্ষে সুনিশ্চিত মজুত সঞ্চয় করবে। মোটের উপর একটা উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা।

গ্রামাঞ্চলে আমাদের সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির শক্তিশালী কেন্দ্রের **প্রথম ফলসমূহ** এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন।

আর, এ থেকে কি প্রতিপন্ন হল? প্রতিপন্ন হল যে, সেইসব কমরেড ভ্রান্ত যাঁরা মনে করেন যে, শ্রমিকশ্রেণী গ্রামাঞ্চলে সমাজতান্ত্রিক অবস্থানসমূহ রক্ষা করতে অসমর্থ এবং তার একমাত্র করণীয় হল অবিরাম পেছিয়ে যাওয়া এবং পুঁজিবাদী শক্তির কাছে ক্রমাগত আত্মসমর্পণ করা। না, কমরেডরা, তা সত্য নয়। ভাসাভাসা দৃষ্টিতে গ্রামাঞ্চলে শ্রমিকশ্রেণীকে যত দুর্বল মনে হয়, তত দুর্বল তারা নয়। বলশেভিকদের সঙ্গে নিরানন্দ দর্শনের কোন সম্পর্ক নেই। গ্রামাঞ্চলে শ্রমিকশ্রেণীর বেশ কতকগুলি শক্তিশালী **অর্থনৈতিক কেন্দ্র** আছে—রাষ্ট্রীয় খামার, যৌথ খামার ও বাজার সমবায়ের আকারে এইসব কেন্দ্র রয়েছে, যার উপর নির্ভর করে শ্রমিকশ্রেণী গ্রামাঞ্চলের সঙ্গে তাদের বন্ধনসূত্র সুদৃঢ় করতে পারে, কুলাকদের কোণঠাসা করতে পারে এবং নিজেদের

নেতৃত্বের প্রতিষ্ঠা সুদৃঢ় করতে পারে। সোভিয়েতসমূহের আকারে, সংঘবদ্ধ দরিদ্র কৃষক প্রভৃতির আকারে গ্রামাঞ্চলে শ্রমিকশ্রেণীর কতকগুলি শক্তিশালী রাজনৈতিক কেন্দ্রও রয়েছে, যার উপর নির্ভর করে শ্রমিকশ্রেণী গ্রামাঞ্চলে তাদের রাজনৈতিক অবস্থান শক্তিশালী করতে পারে।

গ্রামাঞ্চলের এইসব অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ভিত্তির উপর নির্ভর করে এবং সর্বহারার একনায়কত্বের হাতে যেসব উপায় ও সংস্থা (মূল অবস্থান প্রভৃতি) রয়েছে, তা কাজে লাগিয়ে পার্টি ও সোভিয়েত সরকার গ্রামাঞ্চলে সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর সাধনের কাজ আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে পরিচালনা করতে পারে—শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকসমাজের মধ্যে মৈত্রী ধাপে ধাপে শক্তিশালী করে এবং সেই মৈত্রীর মাঝে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব ধীরে ধীরে সুদৃঢ় করে।

এই ব্যাপারে গরিব কৃষকদের মধ্যে কাজের উপর বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। এটা নিশ্চিত বলে ধরে নিতে হবে যে, গরিব কৃষকদের মধ্যে আমাদের কাজ যত বেশি ভাল ও ফলপ্রদ হবে, ততই গ্রামাঞ্চলে সোভিয়েত সরকারের মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে, আর, পক্ষান্তরে, গরিব কৃষকদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক যত খারাপ হবে, ততই সোভিয়েত সরকারের মর্যাদা অবনমিত হবে।

আমরা প্রায়ই মাঝারি কৃষকদের সঙ্গে মৈত্রীর কথা বলে থাকি। কিন্তু আমাদের বর্তমান অবস্থাতে এই মৈত্রী শক্তিশালী করতে হলে কুলাকদের বিরুদ্ধে এবং গ্রামাঞ্চলে পুঁজিবাদী শক্তির বিরুদ্ধে অতি অবশ্য সুদৃঢ় সংগ্রাম চালাতে হবে। এইজন্যই আমাদের পার্টির পঞ্চদশ কংগ্রেস সম্পূর্ণ সঙ্গতভাবেই কুলাকদের বিরুদ্ধে আক্রমণ তীব্র করার শ্লোগান প্রচার করেছিল। কিন্তু গরিব কৃষকদের মধ্যে কাজ যদি তীব্রতর করা না হয়, কুলাকদের বিরুদ্ধে গরিব কৃষকদের যদি জাগিয়ে তোলা না যায়, গরিব কৃষকদের যদি নিয়মিতভাবে সাহায্য দেওয়া না হয়, তাহলে কি কুলাকদের বিরুদ্ধে সাফল্যজনক সংগ্রাম পরিচালনা সম্ভব হতে পারে? নিশ্চয়ই না! মাঝারি কৃষকরা হল একটি দোদুল্যমান শ্রেণী। গরিব কৃষকদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক যদি খারাপ হয়, গরিব কৃষকদের সংগঠিত সমর্থন যদি সোভিয়েত সরকারের প্রতি না থাকে, তাহলে কুলাকরা নিজেদের শক্তিশালী বোধ করে এবং মাঝারি কৃষকরা সেক্ষেত্রে কুলাকদের দিকে ঝুঁকে থাকে। পক্ষান্তরে, গরিব কৃষকদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক যদি ভাল হয়, সোভিয়েত সরকারের প্রতি গরিব কৃষকদের সংগঠিত সমর্থন যদি থাকে, তাহলে কুলাকরা বোধ করে যে, তারা অবরুদ্ধ

অবস্থায় রয়েছে। সেক্ষেত্রে মাঝারি কৃষকরা শ্রমিকশ্রেণীর দিকে ঝুঁকে থাকে।

এইজন্য আমি মনে করি যে, আমাদের পার্টির সবচেয়ে অপরিহার্য কর্তব্য-কাজগুলির একটি হল গরিব কৃষকদের মধ্যে কাজ তীব্রতর করে তোলা, গরিব কৃষকদের নিয়মিতভাবে সাহায্যদানের ব্যবস্থা সংগঠিত করা, এবং সবশেষে, গ্রামাঞ্চলে গরিব কৃষকদিগকে শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠিত সমর্থকরূপে পরিণত করা।

সি. পি. এস. ইউ. (বি)র কেন্দ্রীয় কমিটির জুলাই মাসের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের ফলাফল

(সি. পি. এস. ইউ. (বি)র লেনিনগ্রাদ সংগঠনের সক্রিয় কর্মীদের এক সভায় প্রদত্ত রিপোর্ট, ১৩ই জুলাই, ১৯২৮)

কমরেডগণ, কেন্দ্রীয় কমিটির যে পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন এখনই শেষ হল, তাতে দুই প্রস্থ প্রশ্নের আলোচনা হয়েছে।

প্রথম প্রস্থের প্রশ্নগুলি হল, কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের আসন্ন ষষ্ঠ কংগ্রেসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বৃহৎ সমস্যাগুলি সম্পর্কে।

দ্বিতীয় প্রস্থের প্রশ্নগুলি হচ্ছে, কৃষি-এলাকায়—শস্য-সমস্যা ও শস্য-সংগ্রহ—এবং আমাদের শিল্পে প্রযুক্তিবিদ্ বুদ্ধিজীবী, শ্রমিকশ্রেণী থেকে আগত বুদ্ধিজীবী ক্যাডার জোগানোর ক্ষেত্রে ইউ. এস. এস. আরের গঠনমূলক কার্য সম্পর্কে।

প্রথম প্রস্থের প্রশ্নগুলি সম্পর্কে শুরু করা যাক।

১। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক

(১) কমিনটার্নের ষষ্ঠ কংগ্রেসের প্রধান সমস্যাবলী

বর্তমান সময়ে কমিনটার্নের ষষ্ঠ কংগ্রেসের সম্মুখে প্রধান সমস্যা কি কি? পঞ্চম ও ষষ্ঠ কংগ্রেসের মধ্যে অতিবাহিত কালটি লক্ষ্য করলে, এই সময়ে সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের অভ্যন্তরে পরিপক্ক দ্বন্দ্বসমূহ সর্বপ্রথম বিবেচনা করা প্রয়োজনীয়।

এইসব দ্বন্দ্বগুলি কি কি?

পঞ্চম কংগ্রেসের সময় প্রধান দ্বন্দ্ব হিসেবে ইঙ্গ-মার্কিন দ্বন্দ্বের কথা প্রায় কিছুই বলা হয়নি। এমনকি, তখন ইঙ্গ-মার্কিন মৈত্রীর কথা বলাই রীতি ছিল। পক্ষান্তরে, তখন ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মধ্যে, আমেরিকা ও জাপানের মধ্যে, বিজয়ী ও বিজিতদের মধ্যে দ্বন্দ্বসমূহ সম্পর্কে অনেক কথা বলা হয়। সেই সময়পর্ব ও বর্তমান সময়পর্বের মধ্যে পার্থক্য এই যে, এখন পুঁজিবাদী শিবিরের দ্বন্দ্বগুলির মধ্যে মার্কিন পুঁজিবাদ ও ব্রিটিশ পুঁজিবাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব

প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আপনারা যদি তেলের প্রশ্ন বিবেচনা করেন, পুঁজিবাদী অর্থনীতির উন্নয়নের ও যুদ্ধের জন্য যার গুরুত্ব চূড়ান্ত; আপনারা যদি বাজারের প্রশ্ন সম্বন্ধে চিন্তা করেন, আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদের অস্তিত্ব ও উন্নয়নের পক্ষে যার রয়েছে চরম গুরুত্ব, কারণ পণ্য বিক্রয়ের নিশ্চয়তা না থাকলে পণ্য উৎপাদন হতে পারে না; আপনারা যদি পুঁজি রপ্তানীর এলাকার প্রশ্ন বিবেচনা করেন, যা সাম্রাজ্যবাদী স্তরের অন্যতম সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য; অথবা সর্বশেষে, বাজার অথবা কাঁচামালের উৎসের সঙ্গে সংযোগসূত্রের কথা আপনারা যদি চিন্তা না করেন, তাহলে দেখবেন যে, এইসব প্রধান প্রধান প্রশ্ন একটি প্রধান সমস্যার দিকে যাচ্ছে, যে সমস্যা হল, বিশ্বে আধিপত্যের জন্য ব্রিটেন ও আমেরিকার মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। যে আমেরিকায় বিশাল আকারে পুঁজিবাদ বেড়ে উঠছে, সেই আমেরিকা যেখানেই নাক গলাতে চেষ্টা করে—তা সে চীন উপনিবেশসমূহ, দক্ষিণ আমেরিকা বা আফ্রিকা হোক—সেখানেই সে ব্রিটেনের সুদৃঢ় অবস্থানরূপী প্রচণ্ড বাধাসমূহের সম্মুখীন হচ্ছে।

অবশ্য, এর ফলে পুঁজিবাদী শিবিরের অন্যান্য দ্বন্দ্বগুলি চলে যায়নি: যেমন আমেরিকা ও জাপানের মধ্যে দ্বন্দ্ব, ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মধ্যে দ্বন্দ্ব, ফ্রান্স ও ইতালীর মধ্যে, জার্মানি ও ফ্রান্সের মধ্যে এবং এইরকম অন্যান্য দ্বন্দ্বসমূহ। এর অর্থ অবশ্য এই যে, এইসব দ্বন্দ্ব কোন-না-কোনভাবে প্রধান দ্বন্দ্বের সঙ্গে, ব্রিটেনের (যার ভাগ্য-তারকা নিম্নগামী) ও পুঁজিবাদী আমেরিকার (যার ভাগ্য-তারকা উর্ধ্বগামী) দ্বন্দ্বের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

এই প্রধান দ্বন্দ্ব কিসে পরিপূর্ণ? খুব স্বাভাবিকভাবেই যুদ্ধে পরিপূর্ণ। যখন দুই দানবে সংঘর্ষ বাধে—যখন তারা মনে করে যে, তাদের দুজনের থাকার পক্ষে পৃথিবীটা বড় ছোট, তখন তারা যুদ্ধ বাধিয়ে পৃথিবীর উপর প্রভুত্বের প্রশ্নের মীমাংসা করার চেষ্টা করে।

সর্বপ্রথম এই কথাটি মনে রাখতে হবে।

দ্বিতীয় দ্বন্দ্ব হল সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশসমূহের মধ্যে দ্বন্দ্ব। পঞ্চম কংগ্রেসের সময়েও এই দ্বন্দ্ব ছিল। কিন্তু কেবলমাত্র এখনই তা তীব্র আকার ধারণ করেছে। সে-সময় চীনে এমন শক্তিশালী বৈপ্লবিক আন্দোলন ছিল না, এক বছর আগে চীনের বিপুল সংখ্যক শ্রমিক ও কৃষকের মধ্যে যে আলোড়ন সৃষ্ট হয়েছে এবং এখনো যা চলছে, তা তখন ছিল না। এবং এটাই সব নয়। সে-সময়ে, কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের পঞ্চম কংগ্রেসের সময়ে, ভারতবর্ষে

এখনকার মতো শক্তিশালী শ্রমিক-আন্দোলন ও জাতীয় মুক্তি-সংগ্রাম ছিল না। এই দুটি বৃহৎ ঘটনা উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশ সংক্রান্ত প্রশ্নকে সম্মুখবর্তী করেছে।

এই দ্বন্দ্বের বৃদ্ধি কিসে পরিপূর্ণ? পরিপূর্ণ হল উপনিবেশগুলিকে জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ এবং সাম্রাজ্যবাদীদের হস্তক্ষেপে।

এই অবস্থাটিও অতি অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে।

সর্বশেষে, তৃতীয় দ্বন্দ্বটি—পুঁজিবাদী দুনিয়া ও ইউ. এস. এস. আরের মধ্যে দ্বন্দ্ব, যা কমে আসা দূরের কথা, ক্রমেই তীব্রতর হচ্ছে। কমিনটার্নের পঞ্চম কংগ্রেসের সময় বলা যেতে পারত যে, কমবেশি দীর্ঘ সময়ের জন্য দুই জগতের মধ্যে—দুটি উল্টোপিঠের মধ্যে—সোভিয়েত জগৎ ও পুঁজিবাদী জগতের মধ্যে অবশ্য কতকটা অস্থায়ী ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু এখন এই কথা দৃঢ়ভাবে বলার বিশেষ যুক্তি আছে যে, এ ভারসাম্য শেষ হয়ে আসছে।

এ কথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, এই দ্বন্দ্ব বৃদ্ধি পাওয়ায় সশস্ত্র হস্তক্ষেপের বিপদ অবশ্যম্ভাবী।

ধরে নিতে হবে যে, ষষ্ঠ কংগ্রেসে এই অবস্থাও বিবেচিত হবে।

এইভাবেই এইসব দ্বন্দ্বের একটি প্রধান বিপদ ঘনিয়ে আসছে; সে বিপদ হল নতুন নতুন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের ও সশস্ত্র হস্তক্ষেপের বিপদ।

সুতরাং, নতুন নতুন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ও হস্তক্ষেপের বিপদই বর্তমান সময়ের প্রধান প্রশ্ন।

শ্রমিকশ্রেণীকে ঘুম পাড়িয়ে রাখার জন্য এবং যুদ্ধের বিপদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম থেকে তাদের বিমুখ করার জন্য অবলম্বিত সবচেয়ে ব্যাপক পদ্ধতি হল এখনকার বুর্জোয়া শান্তিবাদ, যার সঙ্গে রয়েছে তার জাতিসংঘ, তার 'শান্তির বাণী', যুদ্ধের বিরুদ্ধে তার 'নিষেধাজ্ঞা', তার 'নিরস্ত্রীকরণের' কথা ইত্যাদি।

অনেকে মনে করেন যে, সাম্রাজ্যবাদী শান্তিবাদ শান্তি রক্ষার সহায়ক। তা একেবারেই ভুল। সাম্রাজ্যবাদী শান্তিবাদ হল যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতির সহায়ক এবং ভণ্ডামিপূর্ণ শান্তির কথা বলে সে-প্রস্তুতি গোপন রাখার সহায়ক। এই শান্তিবাদ এবং তার সহায়ক জাতিসংঘকে বাদ দিয়ে, আজকের অবস্থায় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি অসম্ভব।

এমন সরল বিশ্বাসী লোকও আছেন, যাঁরা মনে করেন যে যেহেতু সাম্রাজ্যবাদী শান্তিবাদ রয়েছে, সেজন্য যুদ্ধ আর হবে না। বরং অবস্থা তার বিপরীত,

যাঁরা বিষয়টি তলিয়ে বুঝতে চান, তাঁদের এই ধারণা বদলে বলা উচিত : যেহেতু সাম্রাজ্যবাদী শান্তিবাদ ও তার জাতিসংঘ ফেঁপে উঠছে, তাই নতুন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ও হস্তক্ষেপ অবশ্যম্ভাবী।

এবং এইসব ব্যাপারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হল এই যে, সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসি হল শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী শান্তিবাদের প্রধান খাত— সুতরাং, নতুন নতুন যুদ্ধ ও হস্তক্ষেপের প্রস্তুতিসাধনে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসি হল পুঁজিবাদের প্রধান সমর্থক।

কিন্তু নতুন নতুন যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য শান্তিবাদই যথেষ্ট নয়, এমনকি সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির মতো গুরুত্বপূর্ণ শক্তির দ্বারা সমর্থিত হলেও নয়। এর জন্য সাম্রাজ্যবাদী কেন্দ্রগুলিতে জনগণকে দাবিয়ে রাখার একটা উপায়ও প্রয়োজন। সাম্রাজ্যবাদের পশ্চাদ্ভাগ যদি সুদৃঢ় না হয়, তাহলে সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে যুদ্ধ বাধানো অসম্ভব। শ্রমিকদের দমন না করে সাম্রাজ্যবাদের পশ্চাদ্ভাগ সুদৃঢ় করা যায় না। এই কাজের জন্যই ফ্যাসিবাদ।

এইসব কারণেই পুঁজিবাদী দেশগুলির অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব বেড়ে উঠছে, সে দ্বন্দ্ব শ্রমিক ও পুঁজির মধ্যে।

একদিকে, নতুন নতুন যুদ্ধের প্রস্তুতি আরও ভালভাবে চালাবার জন্য সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের মুখ দিয়ে শান্তিবাদ প্রচার, অন্যদিকে যুদ্ধ ও হস্তক্ষেপ আরও ফলপ্রদভাবে চালাবার উদ্দেশ্যে ফ্যাসিষ্ট পদ্ধতিগুলি প্রয়োগ করে পশ্চাদ্ভাগে শ্রমিকশ্রেণীকে, কমিউনিস্ট পার্টিগুলিকে দমন—এই হল নতুন নতুন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতির উপায়সমূহ।

অতএব কমিউনিস্ট পার্টিগুলির কর্তব্যকাজ হল :

প্রথমতঃ, সর্বক্ষেত্রে, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট তত্ত্বের বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম পরিচালনা; রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত থাকবে শ্রমিকশ্রেণীর অধিকাংশকে কমিউনিজমের পক্ষে জয় করে আনার লক্ষ্য নিয়ে বুর্জোয়া শান্তিবাদের 'ছদ্মাবরণ' উন্মোচন।

দ্বিতীয়তঃ, অগ্রসর দেশগুলির শ্রমিকদের সঙ্গে উপনিবেশসমূহের ব্যাপক শ্রমিক জনতার যুক্তফ্রন্ট গঠন, যার উদ্দেশ্য হবে যুদ্ধের বিপদ ঠেকিয়ে রাখা, অথবা যুদ্ধ যদি বেধে যায়, তাহলে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে গৃহযুদ্ধে পরিণত করা, ফ্যাসিবাদ চূর্ণ করা, পুঁজিবাদের উচ্ছেদ ঘটানো, সোভিয়েত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত

করা, উপনিবেশগুলিকে দাসত্ব থেকে মুক্তিদান এবং বিশ্বে প্রথম সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রের সর্বাঙ্গীণ প্রতিরক্ষা সংগঠিত করা।

এইসব প্রধান প্রধান সমস্যা ও কর্তব্যই ষষ্ঠ কংগ্রেসের সামনে হাজির হয়েছে।

কমিনটার্নের কর্মপরিষদ যে এইসব সমস্যা ও কর্তব্য সম্বন্ধে বিবেচনা করছে, তা কমিনটার্নের ষষ্ঠ কংগ্রেসের আলোচ্যসূচী লক্ষ্য করলেই আপনারা সহজে বুঝতে পারবেন।

(২) কমিনটার্নের কর্মসূচী

কমিনটার্নের কর্মসূচী সংক্রান্ত প্রশ্ন আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের প্রধান সমস্যাবলী সংক্রান্ত প্রশ্নের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত।

কমিনটার্নের কর্মসূচীর মৌলিক তাৎপর্য এই যে, তা কমিউনিস্ট আন্দোলনের মূল কর্তব্যকাজসমূহকে বৈজ্ঞানিকভাবে সূত্রবদ্ধ করে, এইসব কর্তব্যকর্ম সম্পাদনের প্রধান উপায়গুলির ইঙ্গিত দেয় এবং এইভাবে কমিনটার্নের শাখাগুলির জন্য এমন পরিষ্কার লক্ষ্য ও উপায় স্থির করে, যা না হলে আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে অগ্রসর হওয়া যায় না।

কমিনটার্নের কর্মপরিষদের কর্মসূচী কমিশন কর্তৃক উপস্থাপিত খসড়া কর্মসূচীর নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে কয়েকটি কথা। এইরকম অন্তত: ৭টি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা যেতে পারে।

(১) যে খসড়ায় কর্মসূচী দেওয়া হয়েছে, তা নির্দিষ্ট কোন জাতীয় কমিউনিস্ট পার্টির জন্য নয়, বরং একত্রে সমস্ত কমিউনিস্ট পার্টির জন্য; সার্বজনীন ও মূল বিষয়গুলি তার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই জন্যই এটি হল মলনীতি ও তত্ত্বের ভিত্তিতে রচিত কর্মসূচী।

(২) 'সভ্য' জাতিগুলির জন্য একটি কর্মসূচী দেওয়া আগেকার রীতি ছিল। খসড়া প্রস্তাবের বৈশিষ্ট্য এই যে, তা জগতের সমস্ত দেশের জন্য—সাদা-কালো দুই-ই, প্রধান প্রধান (মেট্রোপলিটান) ও উপনিবেশসমূহ, সবার উদ্দেশ্যেই তা রচিত। এইজন্য তার চরিত্র সর্বব্যাপী এবং প্রবলভাবে আন্তর্জাতিক।

(৩) এই খসড়ার পার্থক্য এইখানে যে, কোনও বিশেষ দেশের অথবা বিশ্বের কোনও বিশেষ অংশের বিশেষ পুঁজিবাদ তাতে বিবেচিত হয়নি, সমগ্র আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থা এবং তার বিপরীত দিকে সমাজতান্ত্রিক

অর্থনীতির বিশ্ব ব্যবস্থাকে রেখে এতে বিবেচনা করা হয়েছে। এই জন্যই সমস্ত পূর্ববর্তী কর্মসূচী থেকে এটা পৃথক।

(৪) খসড়ার গোড়ার দিকে পুঁজিবাদী দেশগুলির অসম বিকাশের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং এই সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে, পৃথক পৃথক দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয় সম্ভব; এইভাবে দুটি সমান্তরাল আকর্ষণকেন্দ্র গঠিত হওয়ার সম্ভাবনা বিবেচিত হয়েছে—একটি আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদের কেন্দ্র, অন্যটি আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রের কেন্দ্র।

(৫) খসড়াতে ইউরোপীয় যুক্তরাষ্ট্রের শ্লোগানের পরিবর্তে সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রগুলির ফেডারেশনের শ্লোগান উপস্থাপিত হয়েছে, যার অন্তর্ভুক্ত হবে সেইসব অগ্রবর্তী দেশ ও উপনিবেশ যেগুলি সাম্রাজ্যবাদী প্রথা থেকে বেরিয়ে গেছে বা বেরিয়ে যাচ্ছে এবং যারা বিশ্ব সমাজতন্ত্রের জন্য তাদের সংগ্রামে বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিরোধী।

(৬) শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে পুঁজিবাদের প্রধান সমর্থক এবং কমিউনিজমের প্রধান শত্রু হিসেবে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির বিরোধিতার উপর খসড়ায় বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে অন্যান্য সব প্রবণতা (নৈরাজ্যবাদ, অ্যানার্কো-সিণ্ডিক্যালিজম, গিল্ড সোশ্যালিজম[৫৫] প্রভৃতি) আসলে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক তত্ত্বেরই বিভিন্ন রূপ।

(৭) সর্বহারার প্রভুত্ব এবং তার পরে সর্বহারার একনায়কত্বকেও নিশ্চিত করার প্রাথমিক শর্ত হিসেবে প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে কমিউনিস্ট পার্টিগুলিকে সংহত করার কর্তব্যভারকে সর্বপ্রথম স্থান দেওয়া হয়েছে।

কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে কমিনটার্নের খসড়া কর্মসূচী নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়েছে এবং যে সমস্ত কমরেডদের খসড়া সম্পর্কে সংশোধনী প্রস্তাব আছে, ষষ্ঠ কংগ্রেসের কর্মসূচী কমিশনে সেগুলি পেশ করার জন্য তাঁদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এই হল কমিনটার্নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নসমূহের কথা।

এখন আমাদের আভ্যন্তরীণ বিকাশ সম্পর্কিত প্রশ্নাবলীর আলোচনায় যাওয়া যাক।

২। ইউ. এস. এস. আরে সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্য সংক্রান্ত প্রশ্নসমূহ

(১) শস্য-সংগ্রহের নীতি

আপনাদের অনুমতি নিয়ে কিছু ঐতিহাসিক তথ্য উল্লেখ করছি।

এই বছর ১লা জানুয়ারি নাগাদ অবস্থা কেমন ছিল? পার্টির দলিল থেকে আপনারা জেনেছেন যে, গত বছরে ঐ সময়ের তুলনায় এ বছর ১লা জানুয়ারি নাগাদ ১২ কোটি ৮০ লক্ষ পুড শস্যের ঘাটতি ছিল। এই ঘাটতির কারণ সংক্রান্ত বিতর্কে আমি যাব না; সংবাদপত্রে প্রকাশিত পার্টির দলিলগুলিতে তার উল্লেখ আছে। এখন আমাদের পক্ষে এটাই গুরুত্বপূর্ণ যে আমাদের ১২ কোটি ৮০ লক্ষ পুড ঘাটতি ছিল। অথচ তখন রাস্তায় বসন্তকালের বরফ গলতে মাত্র দু-তিন মাস বাকী। সুতরাং, আমাদের সামনে তখন বিকল্প ছিল: হয় বিনষ্ট সময়ের ক্ষতিপূরণ করতে হবে এবং ভবিষ্যতে শস্য-সংগ্রহের স্বাভাবিক হার প্রবর্তন করতে হবে; অথবা, আমাদের সমগ্র জাতীয় অর্থনীতির দারুণ অনিবার্য সংকটের সম্মুখীন হতে হবে।

বিনষ্ট সময়ের ক্ষতিপূরণের জন্য কি করতে হয়েছিল? সর্বপ্রথম সেইসব কুলাক ও ফাটকাবাজদের আঘাত করা আবশ্যক হল, যারা শস্যের দাম বাড়াচ্ছিল এবং দেশে অন্নাভাব ঘটার আশংকা সৃষ্টি করছিল। দ্বিতীয়তঃ, শস্যোৎপাদনের অঞ্চলগুলিতে সর্বাধিক পরিমাণে যন্ত্রোৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী পাঠানোর প্রয়োজন হল। সর্বশেষে, আমাদের পার্টির সমস্ত সংগঠনকে সক্রিয় করে তোলার প্রয়োজন ঘটল এবং ঘটনাস্রোতকে যথেচ্ছ চলতে দেওয়ার অভ্যাস ত্যাগ করে শস্য-সংগ্রহের কাজে আমূল পরিবর্তন আনা আবশ্যক হল। এইভাবে আমরা জরুরী ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করতে বাধ্য হলাম। আমাদের অবলম্বিত ব্যবস্থাগুলি ফলবতী হল এবং মার্চ মাসের শেষাশেষি আমরা ২৭ কোটি ৫০ লক্ষ পুড শস্য-সংগ্রহ করতে সমর্থ হলাম। বিনষ্ট সময়ের ক্ষতিই শুধু আমরা পূরণ করিনি, আমাদের সমগ্র অর্থনীতির সংকটই শুধু আমরা এড়াইনি, শস্য-সংগ্রহের গত বছরের হারেই আমরা শুধু পৌছাইনি, পরবর্তী কয়েক মাসে (এপ্রিল, মে ও জুন) সংগ্রহের স্বাভাবিক হার বজায় রাখলে, আমাদের সংগ্রহ-সংকট অবাধে অতিক্রম করার সম্ভাবনাও সর্বতোভাবে সৃষ্টি হল।

কিন্তু দক্ষিণ ইউক্রেনে সমগ্রভাবে এবং উত্তর ককেশাসে আংশিকভাবে শীতকালীন ফসল নষ্ট হওয়াতে দক্ষিণ ইউক্রেন পরিপূর্ণভাবে এবং উত্তর

ককেশাস আংশিকভাবে শস্য সরবরাহের অঞ্চল থেকে বাদ পড়ে এবং তার ফলে সাধারণতন্ত্র ২ কোটি থেকে ৩ কোটি পুড শস্য থেকে বঞ্চিত হয়। এই অবস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল আমাদের শস্যের অতিরিক্ত ব্যয় (যা আমরা মঞ্জুর করেছিলাম), যার জন্য আমরা অন্যান্য অঞ্চলে কঠোরতর চাপ দেওয়ার অনিবার্য প্রয়োজনীয়তার সম্মুখীন হই এবং এইভাবে কৃষকদের জরুরী ভাণ্ডার-গুলিতে হস্তক্ষেপ করতে হয় এবং তাতে পরিস্থিতি অনিবার্যভাবে খারাপ হয়ে পড়ে।

যেখানে কৃষকদের **কাজ চালিয়ে নেবার** ভাণ্ডারগুলি কেবলমাত্র ক্ষুণ্ণ করে জানুয়ারি-মার্চ মাসে আমরা প্রায় ৩০ কোটি পুড শস্য সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়েছিলাম, যেখানে এপ্রিল-জুন মাসে আমরা ১০ কোটি পুডও শস্য সংগ্রহ করতে পারিনি; এর কারণ হল এই যে, কৃষকদের **জরুরী** ভাণ্ডারগুলিতে আমাদের হাত দিতে হয়েছিল, অধিকন্তু, সে-সময়টা ছিল এমন যে কি পরিমাণ ফসল উঠবে তা তখনো স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল না। তবু শস্য আমাদের সংগ্রহ করতেই হবে। এইজন্য ঘটল নতুন করে জরুরী ব্যবস্থাগুলির আশ্রয় গ্রহণ, শাসন সংক্রান্ত বিধিবহির্ভূত ব্যবস্থা, বিপ্লবী আইনের লংঘন, প্রতি গৃহে অবাঞ্ছিত আবির্ভাব, বে-আইনী তল্লাসী প্রভৃতি; এতে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি আরও খারাপ হল এবং বন্ধনসূত্রের পক্ষে আশংকার সৃষ্টি হল।

এটা কি বন্ধনের ছিন্ন হওয়া? না, তা নয়। তবে কি এটা, সম্ভবতঃ, বিবেচনার অযোগ্য কোন তুচ্ছ বিষয়? না, এটা তুচ্ছ বিষয়ও নয়। এটা শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকসমাজের মধ্যে বন্ধনসূত্রের পক্ষে ভয়ের বিষয়। প্রকৃত-পক্ষে, এটাই ব্যাখ্যা করে, কেন আমাদের পার্টির কিছু কিছু কর্মী উদ্ভূত পরিস্থিতি শান্তভাবে ও বিনা অতিরঞ্জনে মূল্যায়ন করার মানসিক প্রশান্তি ও দৃঢ়তা হারিয়ে ফেলেছিলেন।

পরবর্তীকালে ভাল ফসল ওঠার সম্ভাবনায় এবং জরুরী ব্যবস্থাসমূহ আংশিক প্রত্যাহৃত হওয়ায় আবহাওয়া ঠাণ্ডা হয়েছিল, পরিস্থিতির উন্নতি ঘটেছিল।

শস্য ফ্রণ্টে আমাদের অসুবিধাগুলির প্রকৃতি কি? এসব অসুবিধার ভিত্তি কি? এটা কি প্রকৃত ঘটনা নয় যে, এখন আমাদের শস্য উৎপাদনের এলাকা যুদ্ধের পূর্ববর্তী এলাকার প্রায় সমান (মাত্র ৫ শতাংশ কম)? এটাও কি সত্য ঘটনা নয় যে, এখন আমরা প্রায় যুদ্ধের পূর্ববর্তী পরিমাণ শস্য উৎপাদন করছি (৫০০ কোটি পুড অথবা শুধুমাত্র ২০-৩০ কোটি পুড কম)? তাহলে

এটা কি রকম যে, এই অবস্থা সত্ত্বেও বিক্রয়যোগ্য করার জন্য আমরা যে শস্য উৎপাদন করছি তা যুদ্ধের পূর্ববর্তী পরিমাণের অর্ধেক মাত্র ?

এর কারণ, আমাদের কৃষি বড় বেশি বিক্ষিপ্ত। যুদ্ধের আগে যেখানে আমাদের ১ কোটি ৬০ লক্ষ কৃষক খামার ছিল, সেখানে এখন তার সংখ্যা ২ কোটি ৪০ লক্ষের কম নয়; তাছাড়া কৃষক পরিবারসমূহের ও কৃষকের সম্পত্তির ভাগ হয়ে যাবার প্রবণতা বন্ধ হওয়ার কোন লক্ষণ নেই। এবং ক্ষুদ্র কৃষি চাষ-আবাদটা কি ? এ হল এমন ধরনের কৃষিকার্য যাতে বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্ত খুব কমই উৎপন্ন হয়। যাতে আয় সব চাইতে কম, এবং সর্বোচ্চ পরিমাণে স্বাভাবিক পেট চালানোর মতো একটি কৃষিকার্য যাতে, মাত্র ১২-১৫ শতাংশ বিক্রয়যোগ্য শস্য উৎপন্ন হয়। অথচ আমাদের শহর ও শিল্প দ্রুত গড়ে উঠছে, গঠনকার্যের বিকাশ ঘটছে এবং বিক্রয়যোগ্য শস্যের দাবি অবিশ্বাস্য দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। শস্য ফ্রণ্টে আমাদের অসুবিধাগুলির এই হল ভিত্তি।

এই সম্পর্কে লেনিন তাঁর 'পণ্যের মাধ্যমে কর' সংক্রান্ত বক্তৃতায় বলেন :

> 'কৃষক খামারের যদি আরও উন্নতি হয়, তাহলে পরবর্তী স্তরে তার উত্তরণের সুদৃঢ় নিশ্চয়তাও সৃষ্টি করতে হবে ; এবং পরবর্তী স্তরে উত্তরণে কৃষক খামারগুলি অনিবার্যভাবে হয়ে পড়বে ক্ষুদ্র এবং নিঃসঙ্গ, সব চাইতে কম লাভজনক ও সব চাইতে পশ্চাদ্বর্তী ; তারা ধীরে ধীরে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সামাজিকভাবে পরিচালিত বৃহৎ খামারে পরিণত হবে। সমাজতন্ত্রীরা সর্বদাই এইভাবে বিষয়টি ভেবে এসেছে। আমাদের কমিউনিস্ট পার্টিও এইভাবে এটা ভাবে' (২৬তম খণ্ড)।

তাহলে শস্য ফ্রণ্টে আমাদের অসুবিধার ভিত্তি এখানেই।

এখন পরিত্রাণের উপায় কি ?

পরিত্রাণের উপায় হল, প্রথমতঃ, ছোট ও মাঝারি কৃষক খামারের উন্নতি সাধন, তাদের ফলন ও উৎপাদন শক্তিকে সম্প্রসারিত করার ক্ষেত্রে সর্বতোভাবে উৎসাহদান। আমাদের কর্তব্যকাজ হল কাঠের লাঙলের জায়গায় স্টীলের লাঙলের প্রবর্তন, বিশুদ্ধ বীজ, সার ও ছোট ছোট মেশিন সরবরাহ করা, সমগ্র গ্রামগুলির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে ব্যক্তিগত কৃষক খামারগুলিকে বিশাল বিশাল সমবায় সংস্থার অন্তর্ভুক্ত করা। সমগ্র গ্রামগুলির সঙ্গে কৃষি সমবায়গুলির চুক্তি সম্পাদনের পদ্ধতি আছে। এর উদ্দেশ্য হল, কৃষকদের বীজ সরবরাহ করা এবং

এইভাবে বেশি ফসল ফলানো, রাষ্ট্রকে কৃষকদের কৃত শস্য সরবরাহ নিশ্চিত করা, পরিবর্তে বোনাস হিসেবে কৃষকদের চুক্তির দামের চাইতে কিছু বেশি দেওয়া এবং রাষ্ট্র ও কৃষকসমাজের মধ্যে সুদৃঢ় সম্পর্ক স্থাপন করা। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে এই ব্যবস্থা বাস্তব ফলপ্রসূ।

এমন অনেক লোক আছেন, যাঁরা মনে করেন যে, কৃষিতে ব্যক্তিগত কৃষক খামারের সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে, একে সমর্থন করার আর কোন অর্থ হয় না। কমরেডগণ, তা সত্য নয়। এইসব লোকের মতের সঙ্গে আমাদের পার্টির লাইনের কোন মিল নেই।

পক্ষান্তরে এমন অনেক লোক আছেন, যাঁরা মনে করেন যে কৃষিতে ব্যক্তিগত কৃষক খামারই সব কিছু। এ কথাও সত্য নয়। তাছাড়া, এইসব লোক স্পষ্টতঃই লেনিনবাদের নীতিসমূহের বিরোধিতা করছেন।

ব্যক্তিগত কৃষক খামারের নিন্দাকারী ও প্রশংসাকারী—কাউকেই আমরা চাই না। আমরা চাই শান্তচিত্ত রাজনীতিক, যাঁরা ব্যক্তিগত কৃষক খামার থেকে যা পাওয়া সম্ভব তা পুরোপুরি আদায় করতে পারবেন, এবং সেই সঙ্গে ব্যক্তিগত খামারকে ধীরে ধীরে যৌথ পদ্ধতিতে রূপান্তরিত করতে সমর্থ হবেন।

পরিত্রাণের দ্বিতীয় উপায় হল, বিচ্ছিন্ন ছোট ও মাঝারি কৃষকখামারগুলিকে ধীরে ধীরে বৃহৎ বৃহৎ যৌথ ও সমবায় খামারে ঐক্যবদ্ধ করা। এগুলি হবে নতুন প্রয়োগবিদ্যার ভিত্তিতে—ট্রাক্টর ও অন্যান্য কৃষি যন্ত্রপাতির ভিত্তিতে কর্মরত সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সংস্থা।

ছোট খামারের চেয়ে যৌথ খামারের সুবিধা কি? সুবিধা এই ঘটনায় যে, যৌথ খামারগুলি বস্তুতঃ বৃহৎ খামার এবং সেইজন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ফল তারা পুরোপুরি ব্যবহার করতে পারে; এইগুলি বেশি লাভজনক ও দৃঢ়-ভিত্তিক; এইগুলিতে বেশি উৎপন্ন হয় এবং বিক্রয়যোগ্য করার জন্য বেশি শস্য উদ্বৃত্ত থাকে। এ কথা ভুললে চলবে না যে, যৌথ খামারগুলি ৩০ থেকে ৩৫ শতাংশ বিক্রয়যোগ্য শস্য উৎপাদন করে এবং কখনো কখনো তাদের উৎপাদনের পরিমাণ প্রতি ডেসিয়াটিনে ২০০ পুড অথবা তারও বেশি হয়।

পরিত্রাণের শেষ উপায় হল, পুরানো রাষ্ট্রীয় খামারগুলির উন্নতি সাধন এবং নতুন নতুন বৃহৎ রাষ্ট্রীয় খামারের প্রতিষ্ঠা। স্মরণ রাখতে হবে যে, বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্ত শস্য সবচাইতে বেশি উৎপন্ন করার অর্থনৈতিক ইউনিট হল রাষ্ট্রীয় খামার। আমাদের এমন সব রাষ্ট্রীয় খামার আছে, যাতে বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্ত

শস্য ৬০ শতাংশের কম উৎপন্ন হয় না।

এই তিনটি কর্তব্যকর্মকে সঠিকভাবে একত্রে সংযুক্ত করা এবং এই তিনটি পন্থায় অক্লান্তভাবে কাজ করা আমাদের কর্তব্যকর্ম।

বর্তমান মুহূর্তের সুনিদিষ্ট বৈশিষ্ট্য হল, প্রথম কর্তব্যকর্মটির সম্পাদন—ব্যক্তিগত ছোট ও মাঝারি কৃষক খামারের উন্নতিসাধন। কৃষির এলাকায় এটা আমাদের প্রধান কর্তব্যকর্ম হলেও, সমগ্রভাবে সমস্যা সমাধানের পক্ষে এটা যথেষ্ট নয়।

বর্তমান মুহূর্তের সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, দুটি নতুন বাস্তব কর্তব্যকর্মের দ্বারা প্রথম কর্তব্যকর্মটিকে সম্পূরিত করা: যথা, যৌথ খামারে উৎসাহদান ও রাষ্ট্রীয় খামারের উন্নতিসাধন।

কিন্তু মূল কারণ ছাড়াও, সুনির্দিষ্ট ও সাময়িক কারণও ছিল যা আমাদের সংগ্রহের অসুবিধাগুলিকে সংগ্রহের সংকটে রূপান্তরিত করে। এই সব কারণ কি কি? কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে এইগুলির উল্লেখ করা হয়েছে:

(ক) যন্ত্রোৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীর জন্য কৃষকদের কার্যকরী চাহিদা ঐ পণ্যের সরবরাহের চেয়ে বৃদ্ধি পাওয়াতে বাজারের ভারসাম্য বিনষ্ট হয়। এর কারণ—কয়েকবার ভাল ফসল হওয়াতে গ্রামাঞ্চলে আয় বৃদ্ধি পায়, বিশেষতঃ সম্পন্ন স্তরের ও কুলাক স্তরের আয় বৃদ্ধি পেয়েছিল;

(খ) শস্যের দাম এবং অন্যান্য কৃষিজাত পণ্যের দামের মধ্যে প্রতিকূল সম্পর্ক, যার ফলে উদ্বৃত্ত শস্য বিক্রয়ের উৎসাহ কমে যায়। অবশ্য, পার্টি এই বছর বসন্তকালে অর্থনৈতিক দিক থেকে গ্রামের অধিবাসীদের দুর্বল স্তরের স্বার্থহানি না ঘটিয়ে এই অবস্থা পরিবর্তন করতে পারেনি;

(গ) পরিকল্পিত পরিচালনায় ভুল; গ্রামাঞ্চলে সময়মতো যন্ত্রোৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী প্রেরণে, কর প্রবর্তনে (গ্রামবাসী ধনীদের স্তরের উপর কম করভার) এবং শস্যের ভাণ্ডার যথাযথভাবে ব্যবহারে বড় বড় ভুল হয়েছিল;

(ঘ) পার্টি এবং সোভিয়েত সংগ্রহ-সংস্থাগুলির ত্রুটিবিচ্যুতি (যুক্তফ্রন্ট হয়নি, উৎসাহশীল কর্মতৎপরতার অভাব, আপনা-আপনি কাজ হয়ে যাবার উপর নির্ভরশীলতা);

(ঙ) বিপ্লবী আইনের লংঘন, বিধিবহির্ভূত প্রশাসনিক ব্যবস্থাসমূহ, গৃহে গৃহে অবাঞ্ছিত আবির্ভাব, স্থানীয় বাজার আংশিকভাবে বন্ধ করে দেওয়া ইত্যাদি;

(চ) শহর ও গ্রামের পুঁজিবাদী উপাদানগুলি (কুলাক, ফাটকাবাজ) শস্য-সংগ্রহের প্রচেষ্টাকে বানচাল করে দিয়ে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির অবনতি ঘটানোর উদ্দেশ্যে এই সমস্ত প্রতিকূল অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করে।

সাধারণ কারণগুলি দূর করতে কয়েক বছর সময় লাগলেও, অবিলম্বে সুনির্দিষ্ট, সাময়িক কারণগুলি দূর করা এবং এইভাবে শস্য-সংগ্রহ সংকটের পুনঃ-সংঘটন সম্ভাবনা রোধ করা সম্পূর্ণরূপে সম্ভব।

এই সুনির্দিষ্ট কারণগুলি দূর করার জন্য কি করা প্রয়োজন?

প্রয়োজন হল :

(ক) এখনই, প্রতি গৃহে অবাঞ্ছিত আবির্ভাবের অভ্যাস, বে-আইনী তল্লাশী এবং বিপ্লবী আইনের অন্যান্য লংঘন বন্ধ করা;

(খ) উদ্বৃত্ত সংগ্রহ প্রথার সর্বপ্রকার পরিবর্তন ও কৃষকদের বাজার বন্ধ করার প্রচেষ্টা এখনই রহিত করা এবং রাষ্ট্র কর্তৃক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের নমনীয় পদ্ধতি অবলম্বন;

(গ) শস্যের কিছু কিছু মূল্য বৃদ্ধি, বিভিন্ন অঞ্চল ও শস্যের রকম অনুযায়ী তাতে কিছু কিছু পার্থক্য;

(ঘ) শস্য-সংগ্রহের এলাকাগুলিতে যন্ত্রোৎপাদিত পণ্যসমূহ সরবরাহের উপযুক্ত সংগঠন;

(ঙ) অত্যধিক ব্যয় ব্যতিরেকে শস্য-সংগ্রহের উপযুক্ত সংগঠন;

(চ) অতি অবশ্য শস্যের সংরক্ষিত রাষ্ট্রীয় ভাণ্ডার স্থাপন।

এ বছরের ভাল ফসলের কথা হিসেবে ধরে এইসব ব্যবস্থা সৎভাবে ও সুসংবদ্ধভাবে বাস্তবে পরিণত করা হলে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে যাতে আগামী শস্য-সংগ্রহ অভিযানে কোনওরকম জরুরী ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা আর ঘটবে না।

এইসব ব্যবস্থা যাতে বিশ্বস্ততার সঙ্গে কার্যে পরিণত হয়, তার প্রতি লক্ষ্য রাখা পার্টির আশু কর্তব্য।

শস্য সংক্রান্ত অসুবিধার ফলে আমরা বন্ধনসূত্র সম্পর্কিত প্রশ্নের—শ্রমিক ও কৃষকদের ভিতর মৈত্রীর ভবিষ্যৎ সংক্রান্ত প্রশ্নের এবং এ মৈত্রীকে শক্তিশালী করার প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছি। কেউ কেউ বলেন যে, বন্ধনসূত্র আর নেই; তার জায়গায় এখন এসেছে পরস্পরের মধ্যে ছাড়াছাড়ি। এটা অবশ্য বোকার মতো কথা, শুধু আতংক প্রচারকারীদের যোগ্য কথা। এ

বন্ধনসূত্র না থাকলে কৃষক ভবিষ্যতের প্রতি আস্থা হারায়, সে তখন শুধু নিজের প্রতি মনোযোগী হয়, সোভিয়েত সরকারের স্থিতিশীলতায় আর বিশ্বাস করে না (যে সরকার কৃষকের শস্যের প্রধান ক্রেতা), সে শস্য উৎপাদনের এলাকা কমিয়ে আনে, অন্ততঃ তা প্রসারিত করার ঝুঁকি আর নেয় না। তার ভয় হয়—আবার প্রতি গৃহে অবাঞ্ছিত আবির্ভাব, তল্লাসী প্রভৃতি ঘটবে এবং তার কাছ থেকে তার শস্য কেড়ে নেওয়া হবে।

কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে আমরা কি দেখছি? আমরা দেখছি যে, বসন্তকালীন শস্য-এলাকা সব অঞ্চলেই প্রসারিত হয়েছে। এটা বাস্তব ঘটনা যে, প্রধান প্রধান শস্য উৎপাদনের অঞ্চলগুলিতে কৃষকরা তাদের বসন্তকালীন শস্যের এলাকা ২ শতাংশ থেকে ১৫ ও ২০ শতাংশ পর্যন্ত প্রসারিত করেছে। এটা কি স্পষ্ট নয় যে, জরুরী ব্যবস্থাগুলি স্থায়ী হবে বলে কৃষকেরা বিশ্বাস করে না, শস্যের দাম যে বাড়বে সে বিষয়ে বিশ্বাস করার তাদের পুরোদস্তুর যুক্তি আছে? এটা কি ছাড়াছাড়ির লক্ষণ? এর অর্থ অবশ্য এই নয় যে, বন্ধনসূত্র সম্পর্কে কোনও ভয়ের কারণ থাকেনি বা নেই। কিন্তু এ থেকে ছাড়াছাড়ির সিদ্ধান্তে আসার অর্থ বুদ্ধিভ্রষ্টতা এবং আদিম শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ।

কোনও কোনও কমরেড মনে করেন যে, বন্ধনসূত্র শক্তিশালী করার জন্য ভারি শিল্পের উপর জোর না দিয়ে হালকা শিল্পের উপর (বস্ত্রশিল্পের উপর) জোর দেওয়া একান্ত প্রয়োজন; তাদের বিশ্বাস, বস্ত্রশিল্প হল প্রধান এবং একমাত্র 'বন্ধনসূত্রের' শিল্প। কমরেডগণ, এ কথা সত্য নয়, সম্পূর্ণ অসত্য!

অবশ্য, সমাজতান্ত্রিক শিল্প ও কৃষক খামারের মধ্যে পণ্য-বিনিময় প্রতিষ্ঠার পক্ষে বস্ত্রশিল্পের গুরুত্ব বিরাট। কিন্তু তাই বলে বস্ত্রশিল্পকে বন্ধনসূত্রের একমাত্র ভিত্তি মনে করাটা খুব বড় রকমের ভুল। প্রকৃতপক্ষে, একমাত্র কৃষকের ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় কার্পাসজাত দ্রব্যের দ্বারাই শিল্প ও কৃষক খামারের মধ্যে বন্ধনসূত্র রক্ষিত হয় না, শস্যের উৎপাদক হিসেবে কৃষকের প্রয়োজনীয় ধাতব দ্রব্য, বীজ, সার এবং কৃষির যন্ত্রপাতির দ্বারাও এই বন্ধনসূত্র রক্ষিত হয়। তাছাড়া ভারি শিল্পের মেশিন তৈরীর শিল্পের উন্নতি যদি না হয়, তাহলে বস্ত্রশিল্পের উন্নতিসাধন সম্ভব নয়।

শ্রেণীগুলিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এবং তাদের স্থায়ী করার জন্য বন্ধনসূত্রের প্রয়োজন নয়। বন্ধনসূত্রের প্রয়োজন হল, কৃষকসমাজকে শ্রমিকশ্রেণীর আরও কাছে টানার জন্য, কৃষককে নতুন করে শিক্ষা দেওয়ার জন্য, তার ব্যক্তিকেন্দ্রিক

মনোভাবকে নতুন ছাঁচে ঢালার জন্য, যৌথ ভাবধারায় তাকে নতুন করে উদ্বুদ্ধ করার জন্য এবং এইভাবে সমাজতান্ত্রিক সমাজের ভিত্তিতে শ্রেণীসমূহের অবসান ও উচ্ছেদের পথকে প্রশস্ত করার জন্য। যারা এটা বোঝে না বা বুঝতে চায় না, তারা মার্কসবাদী নয়, লেনিনবাদী নয়; তারা হল 'কৃষক দার্শনিক' যারা সামনে না তাকিয়ে পিছনে তাকায়।

কৃষককে কিভাবে নতুন করে গড়া যায়, কিভাবে তাকে নতুন ছাঁচে ঢালা যায়? প্রথমতঃ এবং প্রধানতঃ তাকে নতুন ছাঁচে ঢালা যায় শুধুমাত্র নতুন নতুন প্রযুক্তিগত সাজসজ্জার দ্বারা এবং যৌথ শ্রমের দ্বারা।

এই সম্পর্কে লেনিন বলেছেন:

'ছোট চাষীদের নতুন করে গড়া, তাদের সমগ্র মানসিকতা ও অভ্যাসকে নতুন ছাঁচে ঢালা কয়েক পুরুষের কাজ। একমাত্র বস্তুগত ভিত্তির দ্বারা, প্রযুক্তিকৌশলগত উপায়ের দ্বারা, কৃষিতে ব্যাপকভাবে ট্রাক্টর ও মেশিন প্রবর্তনের দ্বারা, ব্যাপক আকারে বৈদ্যুতিকীকরণের দ্বারা ছোট চাষীর এই সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে, বলতে গেলে, তার সমগ্র মানসিকতাকে সুস্থ পথে আনা সম্ভব হতে পারে। এই সবই ছোট চাষীকে মূলগতভাবে এবং প্রবলবেগে নতুন করে গড়তে পারে' (২৬তম খণ্ড)।

এটা স্পষ্ট, যিনি মনে করেন যে, একমাত্র বস্ত্রশিল্পের দ্বারা বন্ধনসূত্রের নিশ্চয়তা সৃষ্টি করা যেতে পারে, এবং ভুলে যান যে ধাতু ও মেশিনের সাহায্যে কৃষক খামারকে যৌথ খামারের মধ্য দিয়ে রূপান্তরিত করা যেতে পারে, তিনি শ্রেণীগুলিকে চিরস্থায়ী করতে সাহায্য করেন; তিনি প্রলেতারীয় বিপ্লবী নন, তিনি হলেন 'কৃষক দার্শনিক'।

অন্য একটি অনুচ্ছেদে লেনিন বলেছেন:

'জমির এজমালি চাষের, যৌথ চাষের, সমবায় পদ্ধতিতে চাষের, আর্টেল পদ্ধতিতে চাষের সুবিধাগুলি যদি আমরা বাস্তবক্ষেত্রে কৃষকদের দেখিয়ে দিতে পারি, যদি সমবায় প্রথায় চাষ ও আর্টেল চাষের দ্বারা কৃষকদের সাহায্য করতে সমর্থ হই, একমাত্র তাহলেই রাষ্ট্রক্ষমতাসম্পন্ন শ্রমিকশ্রেণী কৃষকের কাছে তার নীতির নির্ভুলতা সত্য সত্য প্রমাণ করতে সমর্থ হবে এবং বিশাল ব্যাপক কৃষক জনতার প্রকৃত ও স্থায়ী অনুবর্তিতা সত্য সত্য লাভ করবে' (২৪তম খণ্ড)।

এইভাবেই বিশাল ব্যাপক কৃষকসমাজের প্রকৃতপক্ষে ও স্থায়ীভাবে শ্রমিক-শ্রেণীর দিকে আসা—সমাজতন্ত্রের দিকে আসা নিশ্চিত করা যেতে পারে।

কখনো কখনো বলা হয় যে, বন্ধনসূত্র নিশ্চিত করার জন্য একটিমাত্র সংরক্ষিত অস্ত্র আছে, তা হল কৃষকসমাজকে সুবিধাদান। এই ধারণা থেকেই ক্রমাগত সুবিধা দিয়ে যাওয়ার তত্ত্ব কখনো কখনো উপস্থাপিত হয়, এবং তা হয় এই বিশ্বাসে যে ক্রমাগত সুবিধা দিয়ে গেলে শ্রমিকশ্রেণী তার অবস্থান সুদৃঢ় করতে পারে। কমরেডগণ, এ কথা সত্য নয়। এ কথা সম্পূর্ণ অসত্য! এই তত্ত্ব সব কিছু নষ্ট করে দিতে পারে। এটা হল হতাশার তত্ত্ব।

বন্ধনসূত্র সুদৃঢ় করার জন্য সুবিধাদানের সংরক্ষিত অস্ত্র ছাড়া আরও কতকগুলি সংরক্ষিত অস্ত্র আমাদের হাতে থাকা একান্ত আবশ্যক; যথা, গ্রামাঞ্চলে শক্তিশালী অর্থনৈতিক কেন্দ্র (উন্নত সমবায় সংস্থা, যৌথ খামার, রাষ্ট্রীয় খামার) এবং শক্তিশালী রাজনৈতিক কেন্দ্র (গরিব কৃষকদের মধ্যে সোৎসাহে কাজ এবং গরিব কৃষকদের সমর্থনের নিশ্চয়তা)।

মাঝারি কৃষকসমাজ হল দোদুল্যমান শ্রেণী। আমরা যদি গরিব কৃষকদের সমর্থন না পাই, সোভিয়েত সরকার যদি গ্রামাঞ্চলে দুর্বল হয়, তাহলে মাঝারি কৃষকরা কুলাকদের দিকে ঝুঁকতে পারে। আবার বিপরীতে, আমাদের প্রতি যদি গরিব কৃষকদের নিশ্চিত সমর্থন থাকে, তাহলে নিশ্চয়তার সঙ্গে বলা যেতে পারে যে, মাঝারি কৃষকরা সোভিয়েত সরকারের দিকে ঝুঁকবে। এরজন্য গরিব কৃষকদের মধ্যে রীতিমাফিক কাজ করা এবং তাদের বীজ পাওয়ার ও অল্প মূল্যের শস্য পাওয়ার নিশ্চয়তা সৃষ্টি করা পার্টির আশু কর্তব্য কাজ।

(২) শিল্পের গঠনকার্যের জন্য ক্যাডারদের প্রশিক্ষণ

এখন আমাদের শিল্পে প্রয়োগবিদ্যায় পারদর্শী নতুন বুদ্ধিজীবী ক্যাডার যোগানোর প্রশ্নে আসা যাক।

এই প্রশ্নটি শিল্পে আমাদের অসুবিধাগুলির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, যা শাখ্‌তির ঘটনা থেকে জানা যায়।

শিল্পোন্নতির দৃষ্টিকোণ থেকে শাখ্‌তির ঘটনার মর্মবস্তুটি কি? শাখ্‌তি ঘটনার মর্মবস্তু এই যে, আমাদের শিল্পক্ষেত্রে শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থের প্রতি ন্যূনতম সংখ্যক বিশেষজ্ঞ যোগানোর ব্যাপারে বাস্তবক্ষেত্রে আমরা অক্ষম, সম্পূর্ণ পশ্চাদ্বর্তী, কলংকজনকভাবে পশ্চাদ্বর্তী প্রতিপন্ন হয়েছি। শাখ্‌তি ঘটনার

শিক্ষা এই যে, শ্রমিকশ্রেণীর সদস্যদের নিয়ে প্রয়োগবিদ্যায় পারদর্শী এমন একটি নতুন বুদ্ধিজীবী দলের দ্রুত প্রশিক্ষণ ও সংগঠন একান্ত আবশ্যক, যারা সমাজতান্ত্রিক স্বার্থের প্রতি অনুগত এবং সমাজতান্ত্রিক শিল্পের প্রায়োগিক পরিচালনায় সক্ষম।

তার অর্থ এই নয় যে, যেসব বিশেষজ্ঞ সোভিয়েতভাবাপন্ন বা কমিউনিস্ট নন, অথচ সোভিয়েত সরকারের সঙ্গে সহযোগিতায় আগ্রহী, তাঁদের আমরা বর্জন করব। এর অর্থ তা নয়। পার্টি-বহির্ভূত যেসব বিশেষজ্ঞ ও কারিগর শিল্প গঠনে সোভিয়েত সরকারের সঙ্গে একত্রে কাজ করতে প্রস্তুত, তাঁদের সহযোগিতালাভের জন্য আমরা সর্বতোভাবে চেষ্টা করতে থাকব। এখনই তাঁদের সামাজিক ও রাজনৈতিক মত ত্যাগ করার জন্য আমরা দাবি জানাব না, অথবা এখনই তাঁদের পরিবর্তন করাতে আমরা চাইব না। আমাদের দাবি মাত্র একটি—স্বেচ্ছায় সোভিয়েত সরকারের সঙ্গে সহযোগিতায় সম্মত হবার পর তাঁরা সৎভাবে সোভিয়েত সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন।

কিন্তু ব্যাপার এই যে, সোভিয়েত সরকারের সঙ্গে একত্রে কাজ করতে আগ্রহী পুরানো বিশেষজ্ঞদের সংখ্যা ক্রমেই অপেক্ষাকৃতভাবে হ্রাস পাচ্ছে। ঘটনা হল এই যে, একদল তরুণ বিশেষজ্ঞ কর্তৃক তাঁদের স্থান গ্রহণ একান্ত প্রয়োজন। পার্টি মনে করে, আমরা যদি নতুন নতুন বিস্ময়ের সম্মুখীন হতে না চাই, তাহলে এই স্থান গ্রহণ অত্যন্ত দ্রুত হওয়া আবশ্যক, এবং এইসব নতুন বিশেষজ্ঞ আসবে শ্রমিকশ্রেণী থেকে, মেহনতী মানুষের মধ্য থেকে। এর অর্থ হল, প্রয়োগবিদ্যায় পারদর্শী একদল বুদ্ধিজীবী গঠন, যারা আমাদের শিল্পের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম।

বাস্তবক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, শিক্ষাবিভাগের গণ-কমিশার এই গুরুত্বপূর্ণ কর্মসম্পাদনে অক্ষম। আমাদের এটা বিশ্বাস করার কোনও কারণ নেই যে, ব্যাপারটা ছেড়ে দিলে শিক্ষাবিভাগের গণ-কমিশার অদূর ভবিষ্যতে এই কর্তব্যকর্মের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারবে; এই কমিশার দপ্তরের সঙ্গে শিল্পের কোন সম্পর্ক নেই, এই সংস্থা উদ্যমহীন এবং উপরন্তু কিছু করার ব্যাপারে রক্ষণশীল। এই জন্যই পার্টি এই সিদ্ধান্তে এসেছে যে, দ্রুত প্রয়োগবিদ্যায় পারদর্শী বুদ্ধিজীবী দল গঠনের কাজ তিনটি গণ-কমিশারের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হবে—শিক্ষাবিভাগের গণ-কমিশার, জাতীয় অর্থনীতির সর্বোচ্চ পরিষদ এবং পরিবহন বিভাগের গণ-কমিশার। পার্টি মনে করে যে, এই গুরুত্বপূর্ণ

কাজে প্রয়োজনীয় গতি সঞ্চারের জন্য এই ব্যবস্থা সবচেয়ে বেশি উপযোগী। এই জন্যই কতকগুলি প্রয়োগবিদ্যার কলেজ জাতীয় অর্থনীতির সর্বোচ্চ পরিষদে এবং পরিবহন বিভাগের গণ-কমিশারে স্থানান্তরিত হয়েছে।

এর অর্থ অবশ্য এই নয় যে, দ্রুত প্রয়োগবিদ্যায় পারদর্শী নতুন বুদ্ধিজীবী কর্মীদল গঠনে প্রয়োগবিদ্যার কলেজগুলি স্থানান্তরিত করাই একমাত্র প্রয়োজন। এতে সন্দেহ নেই যে, ছাত্রদের জন্য বস্তুগত ব্যবস্থা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই জন্য সোভিয়েত সরকার নতুন কর্মীদলকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যয় ও শিল্পোন্নয়নের জন্য মূলধন সংক্রান্ত ব্যয়কে গুরুত্বের দিক থেকে একই স্তরে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, এবং এই উদ্দেশ্যে প্রতি বৎসর ৪ কোটি ডলার বরাদ্দ করবেন স্থির করেছেন।

৩। উপসংহার

কমরেডগণ, এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, আমরা আমাদের অসুবিধা-গুলি ও ভুল থেকে সর্বদাই শিক্ষা গ্রহণ করেছি। অন্ততঃপক্ষে এখনো পর্যন্ত বিভিন্ন অসুবিধা, কোন-না-কোনও সংকট এবং আমাদের কৃত বিভিন্ন ভুলের বিদ্যালয়ে ইতিহাস আমাদের পার্টিকে শিক্ষা দিয়েছে এবং তাকে শক্ত করেছে।

১৯১৮ সালে, পূর্বফ্রন্টে আমাদের অসুবিধাগুলি থেকে, কলচাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আমাদের বিপর্যয় থেকে আমরা শেষ পর্যন্ত নিয়মিত পদাতিক বাহিনী গঠনের প্রয়োজনীয়তা বোধ করি এবং প্রকৃতপক্ষে তা গঠন করিও।

১৯১৯ সালে, ডেনিকিন ফ্রন্টে আমাদের অসুবিধাগুলির ফলে আমাদের পেছন দিকে মামনতভের আক্রমণের ফলে, আমরা শেষ পর্যন্ত একটি নিয়মিত শক্তিশালী অশ্বারোহী বাহিনী গঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করি এবং প্রকৃত-পক্ষে তা গঠন করিও।

আমার মনে হয়, এখনকার অবস্থাও কমবেশি সেইরকম। শস্য সম্পর্কিত অসুবিধাগুলি আমাদের কাছে মূল্যহীন হয়নি। তা বলশেভিকদের কর্মে উদ্বুদ্ধ করবে, কৃষির উন্নয়নের জন্য, বিশেষতঃ শস্য উৎপাদনের খামারের উন্নয়নের জন্য, তাদের ঐকান্তিকভাবে কাজ করার প্রেরণা যোগাবে। এইসব অসুবিধাগুলি না ঘটলে বলশেভিকরা শস্য-সমস্যা সমাধানের জন্য এমন ঐকান্তিকভাবে কাজ করতেন কিনা সন্দেহ।

শাখ্‌তির ঘটনা এবং তজ্জনিত অসুবিধাগুলি সম্পর্কেও ঐ একই কথা বলা

যেতে পারে। শাখ্‌তির ঘটনার শিক্ষা পার্টির কাছে মূল্যহীন হবে না, হতে পারে না। আমার মনে হয়, এইসব শিক্ষা সমাজতান্ত্রিক শিল্পে কাজ করতে সক্ষম একদল নতুন বুদ্ধিজীবী প্রযুক্তিবিদ্‌ গঠনের সমস্যার উপযুক্তভাবে সম্মুখীন হতে আমাদের উদ্বুদ্ধ করবে।

প্রসঙ্গতঃ বলছি, আপনারা দেখছেন যে, একদল নতুন বুদ্ধিজীবী প্রযুক্তি-বিদ্‌ গঠনের সমস্যা সমাধানের জন্য ইতিপূর্বে আমরা প্রথম ঐকান্তিক পদক্ষেপ নিয়েছি। আমরা আশা করব যে, এই পদক্ষেপই শেষ পদক্ষেপ হবে না। (**প্রবল ও দীর্ঘস্থায়ী হর্ষধ্বনি।**)

লেনিনগ্রাদস্কায়া প্রাভদা, সংখ্যা ১৬২
১৪ই জুলাই, ১৯২৮

লেনিনগ্রাদ ওসোয়াভিয়াখিমের প্রতি[৫৬]

সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিরক্ষাকে শক্তিশালী করা হল সমস্ত মেহনতী জনগণের স্বার্থ।

গৃহযুদ্ধের লড়াইগুলিতে লেনিনগ্রাদের সর্বহারারা ছিল সর্বপ্রথম সারিতে। শ্রমিকশ্রেণীর শত্রুদের বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিরক্ষার প্রস্তুতি সাধনের ক্ষেত্রে লেনিনগ্রাদের সর্বহারারা এখন অতি অবশ্য সংগঠন, নিয়মানুবর্তিতা এবং সংহতির দৃষ্টান্তও স্থাপন করবে।

আমার কোন সন্দেহ নেই যে, লেনিনগ্রাদের সর্বহারাদের গণ-সংগঠন লেনিনগ্রাদ ওসোয়াভিয়াখিম সর্বহারার একনায়কত্বের দেশের প্রতি তার কর্তব্য সম্পাদন করবে।

জে. স্তালিন

ক্র্যাসনায়া গ্যাজেতা (লেনিনগ্রাদ)
সংখ্যা ১৬৩, ১৫ই জুলাই, ১৯২৮

কমরেড কুইবিশেভের নিকট চিঠি

অভিনন্দন, কমরেড কুইবিশেভ !

কুপার আজ এসেছেন। কথাবার্তা আগামীকাল হবে। মার্কিন পরিকল্পনা-গুলি সম্পর্কে তাঁর কি বলবার আছে, আমরা তা বুঝে-পড়ে দেখব।

নীপার জলবিদ্যুৎ শক্তি কেন্দ্রের প্রশ্নে কুপারের ষষ্ঠ রিপোর্ট-সম্বলিত চিঠি আমি পড়েছি। অবশ্যই অন্য পক্ষের কথাও শুনতে হবে। তৎসত্ত্বেও আমার মনে হয় (এটা হল আমার প্রথম ধারণা) যে, **কুপারই সঠিক** এবং উইণ্টার ভ্রান্ত। সাধারণভাবে স্বীকৃত ঘটনা যে কুপার-টাইপের পেটিকা-বাঁধ (উইণ্টার যার বিরোধিতা করেছেন) একমাত্র উপযুক্ত বাঁধ হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে—এই ঘটনাই দেখায় যে, কুপারের যা বলার আছে তা মনোযোগ সহকারে শুনতে হবে। ভাল হতো, যদি কুপারের ষষ্ঠ চিঠিটি উপযুক্ত স্থানে বিবেচিত হতো এবং **নীতিগতভাবে** গৃহীত হতো।

আপনার দিনকাল কেমন চলছে ? আমি শুনেছি যে, তমস্কি আপনার বিরুদ্ধে লেগেছেন। তমস্কি একজন ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তি এবং তাঁর পদ্ধতি-আচরণে তিনি সব সময়ে পরিচ্ছন্ন নন। আমার মনে হয়, তিনি ভ্রান্ত। র‍্যাশনালাইজেশন (বিজ্ঞানসম্মতভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ—অনুবাদক) সম্পর্কে আপনার রিপোর্ট আমি পড়েছি। সঠিক ধরনের রিপোর্ট এটি। তমস্কি আপনার কাছ থেকে আর কি চান ?

জারিৎসিন ট্রাক্টর ওয়ার্কস এবং লেনিনগ্রাদ ট্রাক্টর ওয়ার্কশপগুলিতে কাজকর্ম কেমন চলছে ? আশা করতে পারি কি সেগুলি সাফল্যমণ্ডিত হবে ?

আন্তরিকভাবে,

৩১শে আগস্ট, ১৯২৮ — স্তালিন

এই সর্বপ্রথম প্রকাশিত

কমরেড আই. আই. স্ক্‌ভোৎ‌সভ-স্তেপানভের স্মৃতির উদ্দেশ্যে

একজন একনিষ্ঠ ও অটল লেনিনবাদী, আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, কমরেড স্ক্‌ভোৎ‌সভ-স্তেপানভকে মৃত্যু আমাদের মধ্য থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে।

একজন পেশাদার বিপ্লবীর জীবনের সমস্ত দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে কমরেড স্ক্‌ভোৎ‌সভ-স্তেপানভ কয়েক দশক ধরে আমাদের কর্মী-সারিতে থেকে সংগ্রাম করে গেছেন। বহুসহস্র কমরেড আমাদের মার্কসবাদী লেখকদের মধ্যে প্রাচীনতম এবং সর্বাধিক জনপ্রিয় লেখকদের অন্যতম হিসেবে তাঁকে জেনে এসেছে। অক্টোবর বিপ্লবে একজন খুবই সক্রিয় অংশগ্রহণকারী হিসেবেও তাঁকে তারা জেনে এসেছে। সর্বশেষে, তাঁকে তারা জেনে এসেছে আমাদের পার্টির লেনিনীয় ঐক্য ও লৌহদৃঢ় সংহতির একজন অতি একনিষ্ঠ সমর্থক হিসেবে।

সর্বহারার একনায়কত্বের বিজয়ের স্বার্থে কমরেড স্ক্‌ভোৎ‌সভ-স্তেপানভ তাঁর অত্যুজ্জ্বল শ্রম-সমৃদ্ধ সমগ্র জীবন একান্তভাবে নিয়োজিত করেছিলেন।

কমরেড স্ক্‌ভোৎ‌সভ-স্তেপানভের স্মৃতি শ্রমিকশ্রেণীর অন্তঃকরণে জীবন্ত থাকুক!

জে. স্তালিন

প্রাভদা, সংখ্যা ২৩৫
৯ই অক্টোবর, ১৯২৮

সি. পি. এস. ইউ (বি)-তে দক্ষিণপন্থী বিপদ

(সি. পি. এস. ইউ (বি)র মস্কো কমিটি এবং মস্কো নিয়ন্ত্রণ কমিশনের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে প্রদত্ত ভাষণ, ১৯শে অক্টোবর, ১৯২৮)

কমরেডগণ, যে প্রশ্নটি নিয়ে আমরা গভীরভাবে জড়িত—দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির প্রশ্নটি সম্পর্কে সিদ্ধান্তে উপনীত হবার জন্য প্রথমতঃ আমাদের মনকে অবশ্যই তুচ্ছ ব্যাপার, ব্যক্তিগত ব্যাপারসমূহ থেকে মুক্ত করতে হবে।

আমাদের পার্টিতে কি দক্ষিণপন্থী, সুবিধাবাদী বিপদ আছে? এরূপ একটি বিপদের অগ্রগতির পক্ষে অনুকূল বাস্তব অবস্থা কি সেখানে বিদ্যমান? এই বিপদের সঙ্গে কিভাবে সংগ্রাম করতে হবে? আমরা এখন এই সমস্ত প্রশ্নেরই সম্মুখীন হয়েছি।

কিন্তু যে সমস্ত তুচ্ছ ব্যাপার এবং অতিরিক্ত উপাদান দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতিকে ঘিরে আছে এবং তার সারবস্তু উপলব্ধি করতে আমাদের বাধা দেয়, সেই সমস্ত থেকে দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতিকে বিশোধিত করতে না পারলে আমরা এই প্রশ্নের নিষ্পত্তি করতে পারব না।

দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির প্রশ্ন একটা আকস্মিক প্রশ্ন, এরূপ চিন্তা করায় ঝাপোলস্কি ভ্রান্ত। তিনি দৃঢ়ভাবে বলছেন যে, এটি একটি দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির ব্যাপারই নয়, এটি হল তুচ্ছ ঝগড়াঝাটি, ব্যক্তিগত ষড়যন্ত্র ইত্যাদির ব্যাপার। একমুহূর্তের জন্য ধরে নেওয়া যাক যে—যেমন সমস্ত সংগ্রামেই ঘটে থাকে—তুচ্ছ ঝগড়াঝাটি, ব্যক্তিগত ষড়যন্ত্র এখানে কিছু ভূমিকা পালন করে। কিন্তু সমস্ত কিছুই তুচ্ছ কলহাদি দিয়ে ব্যাখ্যা করা এবং এইসব কলহাদির পশ্চাতে প্রশ্নটির সারবস্তু দেখতে না পারার অর্থ হল সঠিক মার্কসবাদী পথ থেকে বিচ্যুত হওয়া।

মস্কো সংগঠন নিঃসন্দেহে যেমন, তেমন একটি দীর্ঘদিনের বৃহৎ এবং ঐক্যবদ্ধ সংগঠন কয়েকজন ঝগড়াটে এবং ষড়যন্ত্রকারীদের প্রচেষ্টার দ্বারা আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত আলোড়িত এবং গতিশীল হতে পারত না। না, কমরেডগণ, এই ধরনের অলৌকিক ঘটনা ঘটে না। তাছাড়া এই ঘটনাও রয়েছে যে মস্কো সংগঠনের শক্তি ও ক্ষমতার মূল্যায়ন এত হাল্‌কাভাবে করা যায় না।

স্পষ্টতঃ, এখানে গভীরতর কারণ সক্রিয় হয়েছে—এমন সব কারণ যার সাথে, তুচ্ছ কলহাদি অথবা ষড়যন্ত্রের কোন সম্পর্ক নেই।

ক্রুস্তভও ভ্রান্ত, কেননা যদিও তিনি একটি দক্ষিণপন্থী বিপদের কথা স্বীকার করেন কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ কর্মব্যস্ত লোকদের পক্ষে গভীরভাবে এ ব্যাপারে জড়িয়ে পড়া তিনি লাভজনক মনে করেন না। তাঁর মতে, দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতি হল হুজুগে লোকদের একটা ব্যাপার, রাশভারী লোকদের নয়। আমি ক্রুস্তভকে সম্পূর্ণরূপে বুঝতে পারি: দিনের পর দিন ব্যবহারিক কাজে তিনি এত মগ্ন যে আমাদের উন্নয়নের ভবিষ্যতের কথা ভাববার তাঁর সময় নেই। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, আমরা আমাদের কিছু কিছু পার্টি-কর্মীদের সংকীর্ণ, একমাত্র অভিজ্ঞতাবলে লব্ধ ব্যবহারিক জ্ঞানকে অতি অবশ্য আমাদের গঠনকার্যের আপ্তবাক্যে পরিণত করব। সুস্থ ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা ভাল জিনিস; কিন্তু তা যদি আমাদের কাজের ভবিষ্যৎ দেখতে না পায়, এবং কাজকে পার্টির মূল লাইনের অধীন করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে তা একটা অসুবিধায় পরিণত হয়। এবং তত্রাচ এটা উপলব্ধি করা দুরূহ হবে না যে, দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির প্রশ্ন হল আমাদের পার্টির মূল লাইনের একটি প্রশ্ন; এই প্রশ্নটি হল, আমাদের পার্টির পঞ্চদশ কংগ্রেসে আমাদের পার্টি ভবিষ্যৎ উন্নয়নের যে রূপরেখা রচনা করেছে, তা সঠিক বা ভ্রান্ত, সেই সংক্রান্ত প্রশ্ন।

যে সমস্ত কমরেড দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির সমস্যার আলোচনাকালে দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির প্রতিভূ ব্যক্তিমানুষগুলির প্রশ্নের উপরেই তাঁদের আলোচনা কেন্দ্রীভূত করেন, তাঁরাও ভ্রান্ত। তাঁরা বলেন যে, দক্ষিণপন্থী ও আপোষকামীদের আমাদের দেখিয়ে দাও, যাতে তাদের সাথে আমরা সেই অনুযায়ী মোকাবিলা করতে পারি। প্রশ্নটি উপস্থাপিত করার এটা সঠিক পদ্ধতি নয়। অবশ্যই, ব্যক্তিমানুষেরা কিছুটা ভূমিকা পালন করে। তৎসত্ত্বেও, প্রশ্নটি ব্যক্তিমানুষের নয়, প্রশ্নটি হল, যে অবস্থা, যে পরিস্থিতি পার্টিতে দক্ষিণপন্থী বিপদের উদ্ভব ঘটায়, সেই সবের প্রশ্ন। ব্যক্তিমানুষদের বাদ দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, তার দ্বারা আমরা পার্টিতে দক্ষিণপন্থী বিপদের একেবারে শিকড় কেটে দিতে পেরেছি। এইজন্য, ব্যক্তিমানুষদের প্রশ্ন বিষয়টির নিষ্পত্তি করে না, যদিও নিঃসন্দেহে তা বেশ আগ্রহ জাগায়

এই প্রসঙ্গে ১৯১৯ সালের শেষদিকে এবং ১৯২০ সালের প্রথমদিকে ওদেসায় সংঘটিত একটি ঘটনা আমি স্মরণ না করে পারি না। তখন আমাদের

বাহিনীসমূহ ডেনিকিনের সৈন্যবাহিনীদের ইউক্রেন থেকে তাড়িয়ে বের করে দিয়ে, ওদেসা অঞ্চলে ডেনিকিনের সৈন্যবাহিনীর অবশিষ্টদের চূর্ণ করেছিল। লালফৌজের একটি দল ওদেসায় 'আঁতাতের লোকজনদের' খুঁজে বের করার জন্য এলাকাটি চষে ফেলছিল—তারা কৃতনিশ্চয় ছিল যে যদি তারা তাদের—আঁতাতের—লোকজনদের একবার ধরে ফেলতে পারে, তাহলে যুদ্ধে সমাপ্তি ঘটবে (**সাধারণের হাসি**)। এটা ভাবা যেতে পারে যে, আমাদের লাল-ফৌজের লোকেরা ওদেসায় অবস্থিত আঁতাতের কিছু কিছু প্রতিনিধিদের ধরে ফেলতে পারত, কিন্তু তা নিশ্চয়ই আঁতাতের প্রশ্নটির নিষ্পত্তি ঘটাতে পারত না, কেননা আঁতাতের শিকড় ওদেসায় অবস্থিত ছিল না—যদিও সে-সময় ওদেসা ছিল ডেনিকিন সমর্থকদের শেষতম ঘাঁটি, আঁতাতের শিকড় নিহিত ছিল বিশ্ব পুঁজিবাদে।

আমাদের কিছু কিছু কমরেড, যাঁরা দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির প্রশ্নে বিচ্যুতির প্রতিনিধি ব্যক্তিমানুষগুলির উপর আলোচনা কেন্দ্রীভূত করেন এবং যে সমস্ত অবস্থা এই বিচ্যুতির উদ্ভব ঘটিয়েছে সেসব ভুলে যান, তাঁদের সম্বন্ধেও একই কথা বলা যেতে পারে।

তার জন্যই এখানে আমরা সর্বপ্রথম অতি অবশ্য ব্যাখ্যা করব সেইসব অবস্থাসমূহ যা দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতি এবং লেনিনীয় নীতি থেকে ভ্রষ্ট 'বামপন্থী' (ট্রটস্কিপন্থী) বিচ্যুতির উৎপত্তি ঘটায়।

পুঁজিবাদী অবস্থাধীনে, সাম্যবাদে দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতি সূচিত করে একটি প্রবণতা, একটি ঝোঁক—যা, সত্য বটে, এখনো রূপ পরিগ্রহ করেনি এবং সম্ভবতঃ সচেতনতার সঙ্গে গভীরভাবে অনুভূতও হয়নি—কিন্তু তৎসত্ত্বেও সূচিত করে মার্কসবাদের বিপ্লবী লাইন থেকে চ্যুত হয়ে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির দিকে যাবার পক্ষে কমিউনিস্টদের একটি অংশের একটি প্রবণতা। যখন কমিউনিস্টদের কিছু কিছু গ্রুপ নির্বাচনী প্রচারে 'শ্রেণীর বিরুদ্ধে শ্রেণীর' শ্লোগানের উপ-যোগিতা অস্বীকার করে (ফ্রান্স) অথবা কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে তার নিজের প্রার্থী মনোনয়নের বিরোধিতা করে (ব্রিটেন), অথবা 'বামপন্থী' সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির বিরুদ্ধে সংগ্রামকে একটা তীব্র আচরণীয় বিষয় করতে অনিচ্ছুক হয় (জার্মানি) ইত্যাদি ইত্যাদি, তখন তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, কমিউনিস্ট পার্টিগুলিতে এমন সব লোকজন আছে যারা সাম্যবাদকে সোশ্যাল ডিমো-ক্র্যাসির সাথে খাপ খাইয়ে নিতে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

পুঁজিবাদী দেশগুলির কমিউনিস্ট পার্টিগুলিতে দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির বিজয়ের অর্থ হল, মতাদর্শের দিক থেকে কমিউনিস্ট পার্টিগুলির চরম পরাজয় এবং সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক তত্ত্বের প্রভূত শক্তিলাভ। আর সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক তত্ত্বের প্রভূত শক্তিলাভের অর্থ কি? এর অর্থ হল পুঁজিবাদের শক্তি ও সংহতিলাভ, কেননা সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসি হল শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে পুঁজিবাদের প্রধান সমর্থক।

সুতরাং পুঁজিবাদী দেশগুলির কমিউনিস্ট পার্টিগুলিতে দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির জয়লাভের ফলে পুঁজিবাদ সংরক্ষণের পক্ষে প্রয়োজনীয় অবস্থাসমূহের বিকাশ ঘটে।

সোভিয়েত বিকাশের অবস্থাধীনে, যখন ইতিমধ্যেই পুঁজিবাদের উচ্ছেদ ঘটে গেছে, কিন্তু তার শিকড়গুলি এখনো উৎপাটিত হয়নি, সাম্যবাদে দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতি সূচিত করে একটি প্রবণতা, একটি ঝোঁক—যা, সত্য বটে, এখনো রূপ পরিগ্রহ করেনি এবং সম্ভবতঃ সচেতনতার সঙ্গে গভীরভাবে অনুভূত হয়নি—কিন্তু তৎসত্ত্বেও সূচিত করে আমাদের পার্টির সাধারণ লাইন থেকে চ্যুত হয়ে বুর্জোয়া মতাদর্শের দিকে কমিউনিস্টদের একটি অংশের একটি প্রবণতা। যখন আমাদের কমিউনিস্টদের কতকগুলি দল, গ্রামাঞ্চলে পুঁজিবাদী উপাদানের বিরুদ্ধে আক্রমণের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করে পঞ্চদশ কংগ্রেসের সিদ্ধান্তসমূহ থেকে পার্টিকে পেছনের দিকে টেনে নিতে সচেষ্ট হয়; অথবা শিল্পের সংকোচন দাবি করে এই বিশ্বাসে যে অগ্রগতির বর্তমান দ্রুত হার দেশের পক্ষে মারাত্মক; অথবা যৌথ খামার ও রাষ্ট্রীয় খামার-গুলিকে অনুদান দেবার উপযোগিতা অস্বীকার করে এই বিশ্বাসে যে এরূপ সব অনুদান দেওয়া হল টাকা জলে ফেলে দেওয়া; অথবা আত্মসমালোচনার পদ্ধতি-সমূহের মাধ্যমে আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করার উপযোগিতা অস্বীকার করে এই বিশ্বাসে যে আত্মসমালোচনা আমাদের পার্টি যন্ত্রের ক্ষতিসাধন করে; অথবা দাবি করে যে বৈদেশিক বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকারকে শিথিল করতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি, তখন তার অর্থ হল এই যে, আমাদের পার্টির কর্মীসারিতে এমন সব লোকজন আছে যারা—হয়ত নিজেরা বুঝতে না পেরেও—আমাদের সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যকে 'সোভিয়েত' বুর্জোয়াদের রুচি ও প্রয়োজনসমূহের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

আমাদের পার্টিতে দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির জয়ের অর্থ হবে আমাদের দেশের

পুঁজিবাদী উপাদানসমূহের প্রভূত শক্তিলাভ। আর আমাদের দেশে পুঁজিবাদী উপাদানসমূহের প্রভূত শক্তিলাভের অর্থ কি? অর্থ হল, সর্বহারার একনায়কত্বের দুর্বল হওয়া এবং পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবার সম্ভাবনাসমূহ বৃদ্ধি পাওয়া।

সুতরাং, আমাদের পার্টিতে দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির জয়ের অর্থ হবে, পুঁজিবাদের **পুনরুজ্জীবনের পক্ষে** প্রয়োজনীয় অবস্থাসমূহের বিকাশলাভ।

আমাদের সোভিয়েত দেশে এমন কোন অবস্থা কি আছে যা পুঁজিবাদের পুনরুজ্জীবনকে **সম্ভবপর** করে তুলবে? হাঁ, এমন অবস্থা বিদ্যমান। কমরেডগণ, এ কথা অদ্ভুত মনে হতে পারে, কিন্তু এটি একটি প্রকৃত ঘটনা। আমরা পুঁজিবাদকে উৎখাত করেছি, সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করেছি। আমরা দ্রুত পদক্ষেপে আমাদের সমাজতান্ত্রিক শিল্পের উন্নয়ন ঘটাচ্ছি এবং কৃষি অর্থনীতিকে তার সাথে সংযুক্ত করছি। কিন্তু আমরা এখনো পুঁজিবাদের শিকড়গুলিকে উৎপাটিত করিনি। এই শিকড়গুলি কোথায় নিহিত রয়েছে? তারা নিহিত রয়েছে পণ্যদ্রব্য উৎপাদনের, শহরগুলিতে, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে ক্ষুদ্র উৎপাদনের অভ্যন্তরে।

লেনিন বলেছেন, পুঁজিবাদের শক্তি নিহিত রয়েছে **ক্ষুদ্র উৎপাদনের শক্তিতে।** কেননা, দুর্ভাগ্যক্রমে, বিশ্বে ক্ষুদ্র উৎপাদন এখনো অত্যধিক পরিমাণে বহুবিস্তৃত এবং ক্ষুদ্র উৎপাদন প্রতিদিন, প্রতি ঘণ্টায়, স্বতঃস্ফূর্তভাবে এবং ব্যাপক পরিধিতে অবিরাম পুঁজিবাদ এবং বুর্জোয়াদের **জন্ম দেয়'** (২৫তম খণ্ড)।

এটা স্পষ্ট যে, যেহেতু আমাদের দেশে ক্ষুদ্র উৎপাদন একটি ব্যাপক এবং এমনকি **একটি প্রাধান্যপূর্ণ** চরিত্র ধারণ করে আছে এবং যেহেতু তা, বিশেষ করে **নেপের** অবস্থাধীনে পুঁজিবাদ ও বুর্জোয়াদের অবিরাম এবং ব্যাপক পরিধিতে **জন্ম দিচ্ছে,** সেইহেতু আমাদের দেশে এমন সব অবস্থা রয়েছে যা পুঁজিবাদের পুনরুজ্জীবনকে **সম্ভবপর** করে।

আমাদের সোভিয়েত দেশে পুঁজিবাদের পুনরুজ্জীবনের **সম্ভবনাকে** বিলোপ করা, নির্মূল করার পক্ষে প্রয়োজনীয় উপায় ও শক্তি কি আমাদের আছে? হাঁ, আছে। আর এই ঘটনাই ইউ. এস. এস. আরে একটি পরিপূর্ণ সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোলার **সম্ভাবনার** প্রশ্নে লেনিনের তত্ত্বের সঠিকতা

প্রমাণ করে। এই উদ্দেশ্যসাধনে প্রয়োজন হল সর্বহারার একনায়কত্বকে সংহত করা, শ্রমিকশ্রেণী এবং কৃষকসমাজের মধ্যেকার মৈত্রী সুদৃঢ় করা, দেশকে শিল্পায়িত করার দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের মূল অবস্থানগুলি বিকশিত করা, দ্রুত হারে শিল্পোন্নয়ন করা, দেশের বৈদ্যুতিকীকরণ সম্পাদন করা, আমাদের সমগ্র জাতীয় অর্থনীতিকে একটি নতুন প্রযুক্তিকৌশলগত ভিত্তির উপর স্থাপন করা, কৃষকসমাজকে ব্যাপক পরিধিতে সমবায়সমূহে সংগঠিত করা এবং খামারগুলিতে শস্য ফলন বৃদ্ধি করা, ব্যক্তিগত কৃষকের খামারগুলিকে ক্রমে ক্রমে সামাজিকভাবে পরিচালিত যৌথ খামারসমূহে ঐক্যবদ্ধ করা, রাষ্ট্রীয় খামার বিকশিত করা, শহর এবং গ্রামাঞ্চলে পুঁজিবাদী উপাদানগুলিকে সীমাবদ্ধ ও পরাজিত করা ইত্যাদি, ইত্যাদি।

এই বিষয়ে লেনিনের বক্তব্য হল:

'যতদিন পর্যন্ত আমরা একটি ক্ষুদ্র-কৃষকপ্রধান দেশে বাস করছি, ততদিন রাশিয়ায় সাম্যবাদের অপেক্ষা পুঁজিবাদের জন্য নিশ্চিততর অর্থনৈতিক ভিত্তি থাকছে। এটা অতি অবশ্য মনে রাখতে হবে। যে-কেউই, শহরগুলিতে জীবনযাত্রার তুলনায় গ্রামাঞ্চলে জীবনযাত্রা সযত্নে লক্ষ্য করেছে, সে-ই জানে যে আমরা পুঁজিবাদের শিকড়গুলি উৎপাটিত করিনি এবং আভ্যন্তরীণ শত্রুর প্রতিষ্ঠা ও ভিত্তিমূল ধ্বংস করিনি। শেষোক্তটি ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদনের উপর নির্ভরশীল এবং একে ধ্বংস করার মাত্র একটি পথই আছে, আর তা হল, কৃষিসহ দেশের অর্থনীতিকে একটি প্রযুক্তি-কৌশলগত ভিত্তি, আধুনিক বৃহদাকার উৎপাদনের প্রযুক্তিকৌশলগত ভিত্তির উপর স্থাপন করা। এবং একমাত্র বিদ্যুৎশক্তিই হল এরূপ একটি ভিত্তি। কমিউনিজম্ হল সোভিয়েত ক্ষমতা ও সমগ্র দেশের বৈদ্যুতিকী-করণের যোগফল। অন্যথায়, দেশটি একটি ক্ষুদ্র-কৃষকপ্রধান দেশ থেকে যাবে, আর আমাদের তা পরিষ্কারভাবে বুঝতে হবে। আমরা শুধু বিশ্ব-পরিধিতে নয়, আমাদের দেশের অভ্যন্তরেও পুঁজিবাদের তুলনায় দুর্বলতর। প্রত্যেকেই তা জানে। আমরা এ সম্পর্কে সচেতন, এবং আমরা বিশেষ-ভাবে নজর দেব যাতে আমাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি একটি ক্ষুদ্র-কৃষকপ্রধান ভিত্তি থেকে একটি বৃহদায়তন শিল্পগত ভিত্তিতে রূপান্তরিত হয়। যখন আমাদের দেশ বিদ্যুতায়িত হবে, যখন আমাদের শিল্প, আমাদের কৃষি, আমাদের যানবাহন ব্যবস্থা আধুনিক বৃহদাকার শিল্পের প্রযুক্তিকৌশলগত

ভিত্তির উপর স্থাপিত হবে, কেবলমাত্র তখনই আমরা চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করব' (২৬তম খণ্ড)।

প্রথমতঃ, এ থেকে এটা বেরিয়ে আসে যে, যতদিন পর্যন্ত আমরা একটি ক্ষুদ্র কৃষকপ্রধান দেশে বাস করব, যতদিন পর্যন্ত আমরা পুঁজিবাদের শিকড় উৎপাটিত করতে না পারব, ততদিন পর্যন্ত সাম্যবাদের তুলনায় ধনতন্ত্রের পক্ষে নিশ্চিততর অর্থনৈতিক ভিত্তি থাকবে। এটা ঘটতে পারে যে একটা গাছ কাটা হল অথচ তার শিকড়গুলি উৎপাটিত করা গেল না: শক্তিতে কুলাল না। এই জন্যই আমাদের দেশে পুঁজিবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা।

দ্বিতীয়তঃ, এটা বেরিয়ে আসে যে, পুঁজিবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা ছাড়াও আমাদের দেশে **সমাজতন্ত্রের বিজয়ের সম্ভাবনাও রয়েছে**, কেননা যদি আমরা দেশকে বিদ্যুতায়িত করার কাজ তীব্রতর করি, যদি আমরা আমাদের শিল্প, কৃষি ও যানবাহনকে আধুনিক বৃহদায়তন শিল্পের প্রযুক্তিগত ভিত্তির উপর স্থাপন করি, তাহলে আমরা পুঁজিবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠার সম্ভাবনাকে বিনষ্ট করতে পারি এবং পুঁজিবাদের শিকড়সমূহ উৎপাটিত করে পুঁজিবাদের উপর চূড়ান্ত বিজয়লাভ করতে পারি। এইজন্যই আমাদের দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয়ের সম্ভাবনা।

সর্বশেষে এটা বেরিয়ে আসে যে, গ্রামাঞ্চল আপনা-আপনি শহরগুলির নেতৃত্ব অনুসরণ করবে, এটা ধরে নিয়ে কৃষিকে স্বতঃস্ফূর্ত উন্নয়নের করুণার উপর ছেড়ে দিয়ে আমরা শুধুমাত্র শিল্পে সমাজবাদ গড়ে তুলতে পারি না। গ্রামাঞ্চলে সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর সাধনের পক্ষে শহরগুলিতে সমাজতান্ত্রিক শিল্পের অস্তিত্ব হল প্রধান উপাদান। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে এই উপাদানটিই পুরোপুরি পর্যাপ্ত। যদি গোটা পথ ধরে সমাজতান্ত্রিক শহরগুলিকে কৃষকপ্রধান গ্রামাঞ্চলের নেতৃত্ব দিতে হয়, তাহলে—লেনিন যেমন বলেছেন—অবশ্য প্রয়োজনীয় হল, '**কৃষিসহ** দেশের অর্থনীতিকে নতুন প্রযুক্তিগত ভিত্তি—আধুনিক বৃহদাকার উৎপাদনের ভিত্তির উপর স্থাপন করা' (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন)।

লেনিনের বক্তব্য থেকে এই উদ্ধৃতি কি '**নেপ** সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির ভিত্তি স্থাপন করার সম্ভাবনাকে পুরোপুরি নিশ্চিত করে' এই মর্মে লেনিনের আর একটা বক্তব্যের বিরোধিতা করে? (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন।) না, তা করে না। পক্ষান্তরে, লেনিনের দুটি বক্তব্যের মধ্যে

হুবহু মিল রয়েছে। লেনিন কোনক্রমেই বলেননি যে নেপ একেবারে তৈরী সমাজতন্ত্র আমাদের হাতে তুলে দেবে। লেনিন শুধু বলেছেন যে, নেপ সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির ভিত্তি স্থাপন করার **সম্ভাবনাকে** আমাদের পক্ষে সুনিশ্চিত করে। সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার **সম্ভাবনা** এবং **প্রকৃতপ্রস্তাবে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার** মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। সম্ভাবনা এবং বাস্তব সংঘটনকে গুলিয়ে ফেললে অতি অবশ্য চলবে না। ঠিক ঠিক সম্ভাবনাকে বাস্তব সংঘটনে রূপান্তরিত করার জন্যই আমাদের দেশে সমাজতন্ত্রের চূড়ান্ত বিজয়ের শর্ত হিসেবে লেনিন দেশটিকে বিদ্যুতায়িত করা এবং শিল্প, কৃষি ও যানবাহন ব্যবস্থাকে আধুনিক বৃহদায়তন উৎপাদনের প্রযুক্তিগত ভিত্তির উপর স্থাপন করার প্রস্তাব করেছেন।

কিন্তু দুই-এক বছরে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার এই শর্ত পূর্ণতালাভ করতে পারে না! দুই-এক বছরের মধ্যে দেশটিকে শিল্পায়িত করা, একটি সুদৃঢ় শিল্প গড়ে তোলা, বিশাল ব্যাপক কৃষকসমাজকে সমবায় সংস্থাসমূহের মধ্যে সংগঠিত করা, কৃষিকে একটি নতুন প্রযুক্তিকৌশলগত ভিত্তিতে স্থাপন করা, ব্যক্তিগত কৃষকদের খামারগুলিকে বৃহৎ বৃহৎ যৌথ খামারে ঐক্যবদ্ধ করা, রাষ্ট্রীয় খামারগুলিকে বিকশিত করা এবং শহর ও গ্রামাঞ্চলে পুঁজিবাদী উপাদানসমূহকে সীমাবদ্ধ ও পরাভূত করা অসম্ভব। এর জন্য প্রয়োজন হবে সর্বহারার একনায়কত্বের দ্বারা বহু বছরের নিবিড় গঠনমূলক কার্য। আর, যতদিন না তা সম্পাদিত হচ্ছে—এবং তা হঠাৎ সম্পাদন করা যায়ও না—ততদিন আমাদের দেশ একটি ক্ষুদ্র কৃষকের দেশ থেকে যাবে, যেখানে ক্ষুদ্র উৎপাদন নিরবচ্ছিন্নভাবে এবং ব্যাপক পরিধিতে পুঁজিবাদ ও বুর্জোয়াদের জন্ম দেয় এবং যেখানে পুঁজিবাদের পুনরুজ্জীবনের বিপদ থেকে যায়।

আর যেহেতু সর্বহারারা শূন্যে বাস করে না, বাস করে সমস্ত রকমের রূপ সহ সর্বাধিক বাস্তব এবং প্রকৃত জীবনযাত্রার মধ্যে, সেইহেতু 'ক্ষুদ্র উৎপাদনের ভিত্তিতে জায়মান বুর্জোয়া উপাদানসমূহ পেটি-বুর্জোয়া আদিম শক্তিসমূহ দিয়ে সর্বহারাকে চারিপাশে পরিবেষ্টন করে, যার সাহায্যে তারা সর্বহারার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে এবং তাকে দুর্নীতিগ্রস্ত করে ও পেটি-বুর্জোয়া মেরুদণ্ডহীনতা, অনৈক্য, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ এবং পালাক্রমে উল্লাস ও হতাশার মেজাজ তাদের মধ্যে তারা অবিরত নিয়ে আসে' (লেনিন, ২৫তম খণ্ড); তার দ্বারা সর্বহারার স্তরের ও তার পার্টির মধ্যে কিছুটা পরিমাণ দোদুল্যমানতা, কিছুটা পরিমাণ

অস্থিরচিত্ততা প্রবর্তিত হয়।

এখানেই আপনারা পাচ্ছেন আমাদের পার্টির কর্মীদলে লেনিনবাদী লাইন থেকে দোদুল্যমানতা এবং বিচ্যুতিসমূহ।

সেই জন্যই আমাদের পার্টিতে দক্ষিণপন্থী এবং 'বামপন্থী' বিচ্যুতিসমূহকে তুচ্ছ ব্যাপার বলে গণ্য করা চলে না।

আমাদের পার্টিতে দক্ষিণপন্থী, স্পষ্টভাবে সুবিধাবাদী বিপদ কোথায় নিহিত আছে? নিহিত আছে এই ঘটনায় যে তা আমাদের শত্রুশক্তিকে খাটো করে দেখে, পুঁজিবাদের পুনরুজ্জীবনের বিপদ তার নজরে পড়ে না, সর্বহারার একনায়কত্বের অধীনে তা শ্রেণী-সংগ্রামের যন্ত্রকৌশল উপলব্ধি করে না এবং তার জন্য তা পুঁজিবাদকে সুযোগ-সুবিধা দিতে এত চট্‌পট্‌ সম্মত হয়—এই বিচ্যুতি দাবি করে আমাদের শিল্পোন্নয়নের হার মন্থর-করা, শহরে ও গ্রামে পুঁজিবাদী অংশসমূহের জন্য সুযোগ-সুবিধা, যৌথ খামার ও রাষ্ট্রীয় খামারসমূহের প্রশ্ন পিছনে ফেলে রাখা, বৈদেশিক বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার শিথিল করা ইত্যাদি, ইত্যাদি।

কোন সন্দেহ নেই যে, আমাদের পার্টিতে দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির বিজয় পুঁজিবাদের শক্তিসমূহকে বল্‌গামুক্ত করবে, সর্বহারার বৈপ্লবিক অবস্থানসমূহের ক্ষতিসাধন করবে এবং আমাদের দেশে পুঁজিবাদের পুনরুজ্জীবনের সম্ভাবনা বৃদ্ধি করবে।

আমাদের পার্টিতে 'বামপন্থী' (ট্রটস্কিবাদী) বিচ্যুতির বিপদ কোথায় নিহিত আছে? নিহিত আছে এই ঘটনায় যে তা শত্রুশক্তিকে—পুঁজিবাদের শক্তিকে অধিক মূল্য দেয়; পুঁজিবাদের পুনরুজ্জীবনের সম্ভাবনা শুধু তার নজরে পড়ে, কিন্তু আমাদের দেশের প্রচেষ্টাসমূহের দ্বারা সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার সম্ভাবনা তা উপলব্ধি করতে পারে না; তা হতাশার নিকট হার স্বীকার করে এবং আমাদের পার্টিতে থার্মিডোর ঝোঁকসমূহ নিয়ে বকবক্ করে নিজেকে সান্ত্বনা দেয়।

'যতদিন আমরা একটি ক্ষুদ্র-কৃষকপ্রধান দেশে বাস করছি, ততদিন রাশিয়ায় সাম্যবাদের অপেক্ষা পুঁজিবাদের জন্য নিশ্চিততর ভিত্তি থাকছে'—লেনিনের এই কথাগুলি থেকে 'বামপন্থী' বিচ্যুতি এই ভুল সিদ্ধান্ত টানে যে, ইউ. এস. এস. আরে আদৌ সমাজতন্ত্র গড়ে তোলা অসম্ভব এবং কৃষকসমাজকে ভর করে আমরা কোথাও গিয়ে পৌঁছাতে পারি না, ভুল সিদ্ধান্ত টানে যে—

শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকসমাজের মধ্যে মৈত্রীর ধারণা একটা সেকেলে ধারণা; পশ্চিমে একটি বিজয়ী বিপ্লব যদি আমাদের সাহায্যে না আসে তাহলে ইউ. এস. এস. আরে সর্বহারার একনায়কত্ব হয় ধ্বসে পড়বে না হয় অধঃপতিত হবে; এবং কৃষকসমাজের সঙ্গে মৈত্রীর মূল্যেও যদি আমরা অতি-শিল্পায়নের উদ্ভট পরিকল্পনা গ্রহণ না করি, তাহলে ইউ. এস. এস. আরে সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যের কোন ভবিষ্যৎ নেই বলে ধরে নিতে হবে।

এইজন্যই 'বামপন্থী' বিচ্যুতির নীতিতে হঠকারিতাবাদ; এইজন্যই নীতির ক্ষেত্রে তার 'অতি-মানবিক' লম্ফঝম্ফ।

কোন সন্দেহ নেই যে, আমাদের পার্টিতে 'বামপন্থী' বিচ্যুতির বিজয়ের ফলে শ্রমিকশ্রেণী তার কৃষক ঘাঁটি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে, শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রবাহিনী অবশিষ্ট ব্যাপক শ্রমিক জনতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে এবং, তার পরিণতিতে সর্বহারারা পরাজিত হবে এবং পুঁজিবাদের পুনরুজ্জীবনের পক্ষে অবস্থাসমূহ সহজতর হবে।

তাহলে আপনারা দেখছেন, 'বামপন্থী' এবং দক্ষিণপন্থী উভয় বিপদ এবং লেনিনীয় পথ থেকে দক্ষিণপন্থী এবং 'বামপন্থী' উভয় বিচ্যুতির ফলে একই পরিণতি ঘটে, যদিও পৃথক পৃথক দিক থেকে।

এর মধ্যে কোন্ বিপদটি অধিকতর খারাপ? আমার মতে দুটি বিপদই সমান খারাপ।

এই দুটি বিপদের সঙ্গে সফলভাবে লড়াই করার দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের মধ্যে পার্থক্য এই ঘটনার মধ্যে নিহিত যে, বর্তমান মুহূর্তে 'বামপন্থী' বিচ্যুতির বিপদ দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির বিপদের তুলনায় পার্টির নিকট অধিকতর স্পষ্ট। 'বামপন্থী' বিচ্যুতির বিরুদ্ধে কয়েক বছর ধরে যে তীব্র সংগ্রাম চালানো হয়েছে—এই ঘটনা পার্টির পক্ষে এখন নিশ্চিতরূপে মূল্যপ্রদ না হয়ে পারেনি। এটা স্পষ্ট যে, 'বামপন্থী' ট্রটস্কিবাদী বিচ্যুতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের বছরগুলিতে পার্টি অনেক কিছু শিখেছে এবং 'বামপন্থী' শব্দসম্ভারগুলির দ্বারা এখন অতি সহজে প্রতারিত হতে পারে না।

দক্ষিণপন্থী বিপদ আগেও ছিল, কিন্তু এখন তা আরও লক্ষণীয় হয়ে পড়েছে; তার কারণ হল, গত বছরের শস্য-সংগ্রহের সংকটের ফলে পেটি-বুর্জোয়া আদিম শক্তিগুলির উদ্ভব হয়েছে—আমি মনে করি, পার্টির কিছু কিছু অংশের কাছে তা ততটা পুরোপুরি সুস্পষ্ট নয়। সেইহেতু আমাদের

কর্তব্যকাজ অবশ্যই হবে—'বামপন্থী' ট্রট্স্কিবাদী বিপদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম বিন্দুমাত্র শিথিল না করার সঙ্গে সঙ্গে—দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির উপর জোর দেওয়া এবং সমস্ত রকম উপায়ে এই বিচ্যুতির বিপদকে ট্রট্স্কিবাদী বিপদের তুল্যই সুস্পষ্ট করে তোলা।

আমাদের উন্নয়নের অনুষঙ্গী **অসুবিধাগুলির সঙ্গে** দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতি যদি সম্পর্কযুক্ত না থাকে, তাহলে সম্ভবতঃ এই বিচ্যুতির প্রশ্নটি এখন যতটা তীব্র, ততটা তীব্র হতো না। কিন্তু সমগ্র বিষয়টি হল এই যে, দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতি আমাদের উন্নয়নের অসুবিধাগুলি জটিল করে তোলে এবং এই সমস্ত অসুবিধা উত্তীর্ণ হবার পক্ষে আমাদের প্রচেষ্টাগুলি ব্যাহত করে। আর, যেহেতু দক্ষিণপন্থী বিপদ অসুবিধাগুলি উত্তীর্ণ হবার পক্ষে আমাদের প্রচেষ্টাগুলিকে ব্যাহত করে, ঠিক সেই কারণেই দক্ষিণপন্থী বিপদকে উত্তীর্ণ হওয়ার প্রশ্ন আমাদের পক্ষে বিশেষভাবে বিরাট গুরুত্ব অর্জন করেছে।

আমাদের অসুবিধাগুলির প্রকৃতি সম্পর্কে কয়েকটি কথা। এটা মনে রাখতে হবে যে, আমাদের অসুবিধাগুলিকে কোনমতেই নিশ্চল অবস্থা অথবা অবনতির অসুবিধা বলে গণ্য করা চলবে না। অর্থনৈতিক অবনতি অথবা নিশ্চল অবস্থার সময় নানা অসুবিধার উদ্ভব ঘটে; এরূপ অবস্থাসমূহে, নিশ্চল অবস্থাকে অপেক্ষাকৃত কম বেদনাদায়ক অথবা অবনতিকে অপেক্ষাকৃত কম গভীর করার জন্য প্রচেষ্টা চালানো হয়। সেই ধরনের অসুবিধার সঙ্গে আমাদের অসুবিধাগুলির কোন সম্পর্ক নেই। আমাদের অসুবিধাগুলির বৈশিষ্ট্যসূচক লক্ষণ হল এই যে, সেগুলি হল **সম্প্রসারণের** অসুবিধা, অগ্রগতির অসুবিধা। আমরা যখন অসুবিধার কথা বলি, তখন আমরা সাধারণতঃ বলতে চাই—শতকরা কত ভাগ শিল্প **সম্প্রসারিত হওয়া উচিত**, শতকরা কত ভাগ শস্য-এলাকা **বাড়াতে হবে**, শস্য ফলন কত পুড **বৃদ্ধি করতে হবে** ইত্যাদি, ইত্যাদি। আর, যেহেতু আমাদের অসুবিধাগুলি হল সম্প্রসারণের অসুবিধা, অবনতি বা নিশ্চল অবস্থার অসুবিধা নয়, সেইহেতু পার্টির পক্ষে বিশেষভাবে বিপজ্জনক কিছু হওয়া উচিত নয়।

কিন্তু তা সত্ত্বেও অসুবিধা অসুবিধাই। এবং যেহেতু অসুবিধাগুলি উত্তীর্ণ হতে সর্বতোভাবে প্রচেষ্টা প্রয়োগ করা প্রয়োজন, প্রয়োজন দৃঢ়তা ও ধৈর্য, এবং যেহেতু সকলেরই যথেষ্ট দৃঢ়তা ও ধৈর্য থাকে না—সম্ভবতঃ অবসাদ ও অত্যধিক খাটুনির জন্য অথবা সংগ্রাম এবং উত্তেজনা থেকে মুক্ত একটি নির্ঝঞ্ঝাট জীবন-

যাত্রাকে অধিকতর পছন্দ করার জন্য—সেইহেতু ঠিক এইখানেই দোদুল্যমানতা এবং অস্থিরচিত্ততা ঘটতে শুরু করে, শুরু হয় সর্বাপেক্ষা কম প্রতিরোধের লাইন গ্রহণ করার প্রবণতা, শিল্পোন্নয়নের হার মন্থর করার কথাবার্তা, পুঁজিবাদী অংশগুলিকে সুযোগ-সুবিধা দেবার কথাবার্তা, যৌথ খামার ও রাষ্ট্রীয় খামার-গুলি বাতিল করার কথাবার্তা, এবং সাধারণভাবে, দৈনন্দিন রুটিনের শান্ত এবং সুপরিচিত অবস্থার বাইরে সবকিছু বর্জন করার কথাবার্তা।

কিন্তু যদি আমরা আমাদের পথের অসুবিধাগুলি উত্তীর্ণ না হই, তাহলে আমাদের কোন অগ্রগতি ঘটবে না। আর, অসুবিধাগুলি উত্তীর্ণ হবার জন্য আমাদের অতি অবশ্য প্রথমে দক্ষিণপন্থী বিপদকে, দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতিকে পরাস্ত করতে হবে; এই বিচ্যুতি অসুবিধাগুলির বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রামকে ব্যাহত করছে এবং চেষ্টা করছে অসুবিধাগুলির সঙ্গে লড়াই করে আমাদের পার্টির সংকল্পকে ধ্বংস করতে।

অবশ্য, আমি দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির একটি প্রকৃত সংগ্রামের কথা বলছি, মৌখিক, কাগুজে সংগ্রামের কথা বলছি না। আমাদের পার্টিতে এমন লোক আছে যারা তাদের বিবেককে সান্ত্বনা দেবার জন্য দক্ষিণপন্থী বিপদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করতে সম্পূর্ণ ইচ্ছুক ঠিক যেমন পুরোহিতেরা কখনো কখনো চিৎকার করে বলে, 'ধন্য পরমেশ্বর! ধন্য পরমেশ্বর!' কিন্তু দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির বিরুদ্ধে দৃঢ়ভিত্তিতে সংগ্রাম সংগঠিত করতে এবং বাস্তবক্ষেত্রে এই বিচ্যুতিকে পরাভূত করতে তারা আদৌ কোন বাস্তব পন্থা গ্রহণ করবে না। আমরা এই মনোবৃত্তিকে দক্ষিণপন্থী, স্পষ্টভাবে সুবিধাবাদী বিচ্যুতির প্রতি একটি **আপোষকামী** মনোবৃত্তি বলি। এটা বোঝা কঠিন নয় যে এই আপোষকামী মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতি, দক্ষিণপন্থী বিপদের বিরুদ্ধে সাধারণ সংগ্রামের একটি অচ্ছেদ্য অংশ। কেননা আপোষ-কামী মনোবৃত্তি, যা সুবিধাবাদীদের তার আশ্রয়পুটে রাখে, তার বিরুদ্ধে একটি সুসম্বদ্ধ সংগ্রাম না চালিয়ে দক্ষিণপন্থী, সুবিধাবাদী বিচ্যুতিকে পরাস্ত করা সম্ভব নয়।

দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির প্রদর্শক কারা, এই প্রশ্নটা নিঃসন্দেহে আগ্রহ-উদ্দীপক, যদিও তা চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ নয়। গত বছর শস্য-সংগ্রহের সংকটকালে আমাদের নিম্নতর পার্টি-সংগঠনসমূহে এই দক্ষিণপন্থী বিপদের প্রদর্শকদের সাক্ষাৎ পাওয়া গিয়েছিল, যখন ভোলস্ত ও গ্রামগুলিতে কমিউনিস্টদের একটি সংখ্যা পার্টির

নীতির বিরোধিতা করে এবং কুলাক অংশগুলির সঙ্গে একটি বন্ধনসূত্র স্থাপন করার জন্য কার্যকলাপ চালায়। আপনারা জানেন, এরূপ লোকজনদের গত বসন্তকালে পার্টি থেকে বের করে দেওয়া হয়; এ বছর ফেব্রুয়ারি মাসে আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটির দলিলপত্রে এই বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়েছে।

কিন্তু এটা বলা ভুল হবে যে, পার্টিতে এরূপ লোকজন আর অবশিষ্ট নেই। আমরা যদি উপরের দিকে, উয়েজদ্ এবং গুবেনিয়া পার্টি-সংগঠনগুলির দিকে যাই, অথবা যদি সোভিয়েত ও সমবায়ী যন্ত্রের মধ্যে আরও গভীরে তলিয়ে দেখি তাহলে আমরা সহজেই দক্ষিণপন্থী বিপদের প্রদর্শকদের এবং তার প্রতি আপোষকামীদের দেখতে পাব। আমাদের পার্টি ও সোভিয়েত যন্ত্রে কর্মভার-প্রাপ্ত ব্যক্তিদের একটি সংখ্যা দ্বারা লিখিত 'চিঠিপত্র', 'ঘোষণা' এবং অন্যান্য দলিলের কথা জানি; এইগুলিতে দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির দিকে মনোবৃত্তি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে অভিব্যক্ত। আপনারা জানেন, কেন্দ্রীয় কমিটির জুলাই মাসের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের আক্ষরিক রিপোর্টে এইসব চিঠিপত্র এবং দলিল উল্লিখিত হয়েছিল।

আমরা যদি আরও উপরের দিকে যাই এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করি, তাহলে আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে, কেন্দ্রীয় কমিটিতেও কিছু কিছু লোকজন আছে—সত্য বটে, অতি নগণ্য সংখ্যায়—যাদের দক্ষিণপন্থী বিপদের প্রতি মনোবৃত্তি হল আপোষকামী। কেন্দ্রীয় কমিটির জুলাই মাসের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের আক্ষরিক রিপোর্টে এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ রয়েছে।

আচ্ছা, পলিটব্যুরো সম্বন্ধেই-বা কি? পলিটব্যুরোতে কি কোন বিচ্যুতি আছে? পলিটব্যুরোতে দক্ষিণপন্থী বা 'বামপন্থী' বিচ্যুতি কোনটাই নেই, নেই কোন আপোষপন্থী মনোভাবাপন্ন এই সমস্ত বিচ্যুতির প্রতি। সম্পূর্ণ স্পষ্টভাবে এ কথা অতি অবশ্য বলতে হবে। আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটির পলিট-ব্যুরোতে দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতি আছে অথবা দক্ষিণপন্থী মনোভাবের প্রতি একটি আপোষপন্থী মনোভাব আছে—পার্টির শত্রুরা এবং সমস্ত ধরনের বিরোধীরা যে এই বাজে বক্‌বকানি প্রচার করছে তা বন্ধ করার সময় এসেছে।

মস্কো সংগঠন এবং তার শীর্ষ নেতৃত্ব, মস্কো কমিটিতে কি দোদুল্যমানতা এবং অস্থিরচিত্ততা ছিল? হাঁ, ছিল। সেখানে কোন দোদুল্যমানতা, কোন অস্থিরচিত্ততা ছিল না—এ কথা এখন দৃঢ়তাসহকারে বলা হাস্যকর হবে।

পেনকভের অকপট ভাষণ তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। মস্কো সংগঠনে এবং মস্কো কমিটিতে পেনকভ কোনক্রমেই ন্যূনতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি নন। আপনারা তাঁকে স্পষ্টাস্পষ্টি ও মনখোলাভাবে স্বীকার করতে শুনলেন যে, আমাদের পার্টিনীতির কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে তিনি ভুল করেছিলেন। অবশ্য, তার অর্থ এই নয় যে, সমগ্র-ভাবে মস্কো কমিটি দোদুল্যমানতার শিকার হয়ে পড়েছিল। না, তার অর্থ এই নয়। এই বছরের অক্টোবর মাসে মস্কো সংগঠনের সদস্যদের নিকট মস্কো কমিটির আবেদনের মতো একটা দলিল নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে, মস্কো কমিটি তার কিছু কিছু সদস্যদের দোদুল্যমানতা পরাস্ত করতে সক্ষম হয়েছে। আমার কোন সন্দেহই নেই যে মস্কো কমিটির নেতৃত্বদায়ী অন্তঃসার পরিস্থিতি ঋজু করে তুলতে সম্পূর্ণরূপে সক্ষম হবে।

কিছু কিছু কমরেড এই ঘটনায় অসন্তুষ্ট যে, জেলা সংগঠনগুলি এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে ও দাবি করে যে, সংগঠনের কোন কোন নেতার ভুলভ্রান্তি ও দোদুল্যমানতার অবসান ঘটানো হোক। আমি বুঝি না কিভাবে এই অসন্তুষ্টির ন্যায্যতা প্রতিপাদন করা যেতে পারে। ভুলভ্রান্তি ও দোদুল্যমানতার অবসান করা হোক, মস্কো সংগঠনের জেলা স্তরের কর্মীদের এই দাবি তোলায় অন্যায়টা কোথায়? নিচু থেকে আত্মসমালোচনার শ্লোগানের আওতায় কি আমাদের কাজকর্ম এগিয়ে চলে না? এটা কি প্রকৃত ঘটনা নয় যে, আত্মসমালোচনা পার্টির সাধারণ স্তরের কর্মীবৃন্দ এবং সাধারণভাবে প্রলেতারীয় সাধারণ স্তরের কর্মীবৃন্দের কর্মতৎপরতা বাড়ায়? জেলাস্তরের কর্মীরা পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে পারল, এই ঘটনায় অন্যায় বা বিপজ্জনক কি আছে?

এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে কেন্দ্রীয় কমিটি কি সঠিক কাজ করেছিল? আমি মনে করি কেন্দ্রীয় কমিটি সঠিক কাজই করেছিল। বাজিন মনে করেন, জেলা নেতাদের মধ্যে একজন, জেলা সংগঠন যার বিরোধী ছিল, তার অপসারণ দাবি করে কেন্দ্রীয় কমিটি মাত্রাধিক কঠোরতা দেখিয়েছিল। তা নিশ্চিতরূপে ভুল। বাজিনকে ১৯১৯ বা ১৯২০ সালের কতকগুলি ঘটনা আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই; তখন কেন্দ্রীয় কমিটির কিছু কিছু সদস্য পার্টি-লাইন সম্পর্কে, আমার মতে, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নয় এমন কতকগুলি ভুলভ্রান্তির দোষদুষ্ট হয়েছিল; কিন্তু লেনিনের প্রস্তাবমতো তাদের আদর্শ শাস্তি দেওয়া হয়— তাদের একজনকে পাঠানো হয় তুর্কিস্তানে, এবং অন্যকে কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে প্রায় বহিষ্করণের শাস্তি বহন করতে হয়।

লেনিন কি সঠিক কাজ করেছিলেন? আমি মনে করি তাঁর কাজ সম্পূর্ণ-রূপে সঠিক ছিল। কেন্দ্রীয় কমিটির তখনকার অবস্থা এখনকার মতো ছিল না। কেন্দ্রীয় কমিটির অর্ধেক সদস্য তখন ট্রট্‌স্কিকে অনুসরণ করতেন এবং কেন্দ্রীয় কমিটিতে পরিস্থিতি তখন সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল না। কেন্দ্রীয় কমিটি এখন অনেক বেশি অনুগ্রভাবে কাজ করছে। কেন? এটা কি সম্ভবতঃ এইজন্য যে আমরা লেনিনের তুলনায় অধিকতর নম্র হতে চাই? না, বিষয়টি তা নয়। বিষয়টি হল এই যে, তখনকার তুলনায় কেন্দ্রীয় কমিটির অবস্থান এখন অধিকতর সুপ্রতিষ্ঠিত এবং কেন্দ্রীয় কমিটি এখন অধিকতর অনুগ্রভাবে কাজ করতে সমর্থ।

কেন্দ্রীয় কমিটির হস্তক্ষেপ ঘটেছিল অনেক দেরীতে, এ কথা দৃঢ়ভাবে বলায় সাখারভও সঠিক নন। সাখারভ ভ্রান্ত এইজন্য যে, তিনি স্পষ্টতঃ জানেন না—ঠিক ঠিক বলতে গেলে—কেন্দ্রীয় কমিটির হস্তক্ষেপ আরম্ভ হয়ে'ছল এ বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে। সাখারভ যদি চান, তিনি প্রমাণ দ্বারা এ বিষয়ে তাঁর সন্দেহ দূর করতে পারেন। সত্য বটে, কেন্দ্রীয় কমিটির হস্তক্ষেপ যৎতৎক্ষণাৎই প্রয়োজনীয়ভাবে ফলপ্রসূ হয়নি। কিন্তু তার জন্য কেন্দ্রীয় কমিটিকে দোষারোপ করা অদ্ভুত ব্যাপার হবে।

সিদ্ধান্তসমূহ:

(১) দক্ষিণপন্থী বিপদ হল আমাদের পার্টিতে একটি গুরুতর বিপদ, কেননা এই বিপদের মূল আমাদের দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে দৃঢ় প্রোথিত;

(২) দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতি এবং তার প্রতি আপোষের মনোভাব পরাস্ত না করতে পারলে যে অসুবিধাগুলি উত্তীর্ণ হওয়া যাবে না, সেগুলির দ্বারাই দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির বিপদের প্রকোপ বৃদ্ধি পায়;

(৩) মস্কো সংগঠনে দোদুল্যমানতা ও অস্থিরচিত্ততা ছিল, অস্থির মতের লোকজন ছিল;

(৪) কেন্দ্রীয় কমিটি এবং জেলাস্তরের কর্মীদের সাহায্যে মস্কো কমিটির মূলগ্রন্থি এই সমস্ত দোদুল্যমানতার অবসান ঘটাতে সমস্ত রকমের উপায় অবলম্বন করেছিল;

(৫) কোন সন্দেহই থাকতে পারে না যে, অতীতে যে ভুলভ্রান্তিসমূহ আকার পরিগ্রহ করেছিল, সেগুলি উত্তীর্ণ হতে মস্কো কমিটি সফল হবে;

(৬) আমাদের কর্তব্যকাজ হল, আভ্যন্তরীণ সংগ্রাম বন্ধ করা, মস্কো সংগঠনকে সামগ্রিকভাবে একটিমাত্র এককে ঐক্যবদ্ধ করা, সম্পূর্ণরূপে বিকশিত আত্মসমালোচনার ভিত্তিতে পার্টি ইউনিটগুলিতে নির্বাচন সফলভাবে সম্পাদন করা। (হর্ষধ্বনি।)

প্রাভদা, সংখ্যা ২৪৭
২৩শে অক্টোবর, ১৯২৮

কমরেড SH-এর কাছে জবাব

কমরেড SH,

আমি আপনার চিঠি পেয়েছি এবং প্রত্যুত্তরে অবশ্য বলব যে সম্ভবতঃ আমি আপনার সাথে একমত হতে পারি না।

(১) লেনিনের রচনা হতে উদ্ধৃতি থেকে এটা স্পষ্ট যে, যতদিন পর্যন্ত আমাদের দেশ একটি ক্ষুদ্র কৃষকপ্রধান দেশ থেকে যাচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত পুঁজিবাদের পুনরুজ্জীবনের বিপদ থেকে যাবে। আপনি বলছেন যে, লেনিনের এই মত 'ইউ. এস. এস. আরের বর্তমান সময়পর্বে প্রযুক্ত হতে পারে না'। কেউ প্রশ্ন করতে পারে—আমাদের দেশ কি এখনো ক্ষুদ্র কৃষকপ্রধান দেশ নয়?

অবশ্য আমাদের সমাজতান্ত্রিক শিল্প বিকশিত হচ্ছে এবং অর্থনীতির যৌথ রূপগুলি গ্রামাঞ্চলে শিকড় গাড়তে আরম্ভ করেছে—এই ঘটনা বিচার করে দেখলে বোঝা যাবে, পুঁজিবাদের পুনরুজ্জীবনের সম্ভাবনা হ্রাস পাচ্ছে। তা একটি প্রকৃত ঘটনা। কিন্তু তার অর্থ কি এই যে আমাদের দেশ আর একটি ক্ষুদ্র-কৃষকপ্রধান দেশ নেই? তার অর্থ কি এই যে সমাজতান্ত্রিক রূপগুলি এতদূর বিকশিত হয়েছে যে ইউ. এস. এস. আরকে আর একটি ক্ষুদ্র কৃষকপ্রধান দেশ বলে গণ্য করা যায় না? স্পষ্টতঃ তার অর্থ এটা নয়।

কিন্তু এ থেকে কি বেরিয়ে আসে? কেবলমাত্র একটি জিনিসই বেরিয়ে আসে, তা হল এই যে, আমাদের দেশে পুঁজিবাদের পুনরুজ্জীবনের বিপদ বর্তমান রয়েছে। এরূপ একটি স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান ঘটনার প্রতিবাদ কেউ কি করতে পারে?

(২) আপনি আপনার চিঠিতে লিখেছেন—'দক্ষিণপন্থী ও "বামপন্থী" বিচ্যুতিগুলি সম্পর্কে আপনি যা বলেছেন, তা থেকে এটা মনে হবে যে, দক্ষিণপন্থী এবং "বামপন্থীদের" সঙ্গে আমাদের অমিল শুধু শিল্পায়নের হারের প্রশ্নে। অন্যদিকে কৃষকসমাজের প্রশ্ন আপনার ট্রট্স্কিপন্থীদের অবস্থানের মূল্যায়নে শুধুমাত্র সংক্ষিপ্তভাবে উল্লিখিত হয়েছিল। তা আপনার ভাষণের একটি অত্যন্ত আপত্তিজনক ব্যাখ্যা ঘটায়।'

এটা খুবই সম্ভব যে বিভিন্ন লোকে বিভিন্নভাবে আমার বক্তৃতার (এই খণ্ডের ২১১-২২৬ পৃ:—সম্পাদক) ব্যাখ্যা করছে। এটা হল রুচির প্রশ্ন। কিন্তু আপনার চিঠিতে যে ধারণা প্রকাশিত হয়েছে তা যে বাস্তবতা অনুসারে নয়, তা আমার নিকট সম্পূর্ণরূপে সুস্পষ্ট। আমি আমার বক্তৃতায় স্পষ্টাস্পষ্টি বলেছিলাম যে, দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতি আমাদের দেশে 'পুঁজিবাদের শক্তিকে প্রকৃত মূল্য অপেক্ষা কম মূল্য দেয়'; বলেছিলাম, 'পুঁজিবাদের পুনরুজ্জীবনের বিপদ তার নজরে পড়ে না', তা 'শ্রেণী সংগ্রামের যন্ত্রকৌশল উপলব্ধি করে না,' এবং 'তারজন্য তা পুঁজিবাদকে সুযোগ-সুবিধা দিতে এত চট্‌পট সম্মত হয়।' আমি আমার বক্তৃতায় স্পষ্টভাবে বলেছিলাম, 'দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির বিজয় আমাদের দেশে পুঁজিবাদের পুনরুজ্জীবনের সম্ভাবনা বৃদ্ধি করবে।' আপনি নিশ্চিতরূপে উপলব্ধি করবেন, এখানে যা উল্লিখিত হয়েছে তা কেবলমাত্র শিল্পায়নের হার নয়।

আপনার সন্তুষ্টিবিধানে দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতি সম্পর্কে আরও কি বলতে হবে?

'বামপন্থী' ট্রট্‌স্কিবাদী বিচ্যুতি সম্পর্কে আমি আমার বক্তৃতায় স্পষ্টভাবে বলেছিলাম যে, এই বিচ্যুতি আমাদের দেশে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার সম্ভাবনাকে অস্বীকার করে, শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকসমাজের মধ্যে মৈত্রীর ধারণাকে বাতিল করে, এবং কৃষকসমাজের সঙ্গে সম্পর্ক ভাঙনের মূল্যেও শিল্পায়নের উদ্ভট পরিকল্পনা কার্যকর করতে প্রস্তুত। আমি আমার বক্তৃতায় বলেছিলাম (আপনি যদি আমার বক্তৃতা পড়ে থাকেন) যে, 'আমাদের পার্টিতে "বামপন্থী" বিচ্যুতির ফলে শ্রমিকশ্রেণী তার কৃষক ঘাঁটি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে, শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রবাহিনী অবশিষ্ট ব্যাপক শ্রমিক জনতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে, এবং তার পরিণতিতে প্রলেতারিয়েত পরাজিত হবে এবং পুঁজিবাদের পুনরুজ্জীবনের পক্ষে অবস্থাসমূহ সহজতর হবে।' আপনি নিশ্চিত-রূপে উপলব্ধি করবেন, এখানে যা উল্লিখিত হয়েছে, তা কেবলমাত্র শিল্পায়নের হার নয়।

আমি মনে করি ট্রট্‌স্কিবাদ সম্পর্কে আমরা এ পর্যন্ত মৌলিক যা কিছু বলেছি, তা এখানে বলা হয়েছে।

অবশ্য, আমার বক্তৃতায় দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতি সম্বন্ধে যতটা বলা হয়েছে, 'বামপন্থী' বিচ্যুতি সম্বন্ধে তারচেয়ে কম বলা হয়েছে। কিন্তু তার কারণ, আমার বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতি; আমার বক্তৃতার প্রারম্ভে

আমি তা নির্দিষ্টভাবে বলেছিলাম এবং তাই ছিল মস্কো কমিটি এবং মস্কো নিয়ন্ত্রণ কমিশনের যুক্ত পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের কার্যসূচীর সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে সঙ্গতি-পূর্ণ। কিন্তু একটা জিনিস অস্বীকার করা যাবে না এবং তা হল এই যে, তা সত্ত্বেও, একদিকে লেনিনবাদ থেকে ট্রট্স্কিবাদের এবং অন্যদিকে লেনিন-বাদ থেকে দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির যা কিছু মৌলিক পার্থক্য তা আমার বক্তৃতায় বলা হয়েছে।

আপনার সন্তুষ্টিবিধানে দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতি সম্পর্কে উৎসর্গীকৃত বক্তৃতায় ট্রট্স্কিবাদ সম্পর্কে আর বেশি কি বলা যেতে পারে ?

(৩) পলিটব্যুরোতে দক্ষিণপন্থী বা 'বামপন্থী' বিচ্যুতি কোনটাই নেই, নেই তাদের প্রতি আপোষপন্থী মনোভাব—আমার এই বক্তব্যে আপনি খুশি নন। এরূপ বক্তৃতা করায় আমি কি ন্যায্য কাজ করেছিলাম ? আমি ন্যায্য কাজই করেছিলাম। কেন ? যেহেতু মস্কো সংগঠনের সদস্যদের নিকট কেন্দ্রীয় কমিটির প্রেরিত বার্তার বয়ান যখন পলিটব্যুরো কর্তৃক গৃহীত হয়, তখন পলিটব্যুরোর উপস্থিত সদস্যদের একজনও তার বিরুদ্ধে ভোট দেননি। এই জিনিসটি ভাল কি মন্দ ? আমি মনে করি, এটা ভাল জিনিস। ১৯২৮ সালের অক্টোবর মাসে পলিটব্যুরোর চরিত্র বর্ণনার সময় এরূপ একটি প্রকৃত ঘটনা কি উপেক্ষা করা যেতে পারে ? সুস্পষ্টভাবে উপেক্ষা করা যেতে পারে না।

কমিউনিস্ট অভিনন্দনসহ,

জে. স্তালিন

২৭শে অক্টোবর, ১৯২৮

এই সর্বপ্রথম প্রকাশিত

লেনিনবাদী যুব কমিউনিস্ট লীগের প্রতি

(সারা-ইউনিয়ন লেনিনবাদী যুব কমিউনিস্ট লীগের দশম জন্মবার্ষিকী দিনে অভিনন্দন)

লেনিনবাদী যুব কমিউনিস্ট লীগের দশম জন্মবার্ষিকী দিনে তাকে অভিনন্দন!

লেনিনবাদী যুব কমিউনিস্ট লীগ ছিল এবং আছে আমাদের বিপ্লবের যুব সংরক্ষিত বাহিনী। শ্রমিক ও কৃষকদের অপেক্ষাকৃত তরুণ প্রজন্মের হাজার হাজার সবচেয়ে চমৎকার প্রতিনিধিগণ যুব কমিউনিস্ট লীগের কর্মশালাতে প্রশিক্ষিত হয়েছে। ইস্পাতসম বৈপ্লবিক দৃঢ়তা অর্জন করেছে এবং প্রবীণ বলশেভিকদের উত্তরাধিকারী হিসেবে কাজ করার জন্য, আমাদের পার্টিতে, আমাদের সোভিয়েতসমূহে, আমাদের ট্রেড ইউনিয়নগুলিতে, আমাদের লাল-ফৌজে, আমাদের লাল নৌবাহিনীতে, আমাদের কো-অপারেটিভগুলিতে এবং আমাদের সাংস্কৃতিক সংগঠনসমূহে প্রবেশ করেছে।

যুব কমিউনিস্ট লীগ তাদের এই দুরূহ কাজে সাফল্যলাভ করেছে এইজন্য যে লীগ পার্টির পরিচালনায় তার কার্যকলাপ চালিয়েছে; তার কর্মতৎপরতায় লীগ, সাধারণভাবে অধ্যয়ন এবং বিশেষভাবে লেনিনবাদ অধ্যয়নের সঙ্গে তার দৈনন্দিন ব্যবহারিক কাজকে সংযুক্ত করতে সক্ষম হয়েছে; মেহনতী পুরুষ ও নারীর তরুণ প্রজন্মকে আন্তর্জাতিকতাবাদের নীতি ও মনোভাবে শিক্ষিত করতে লীগ সমর্থ হয়েছে; প্রবীণ ও যুব লেনিনবাদীদের মধ্যে, প্রবীণ ও যুব বলশেভিক কর্মীদের মধ্যে লীগ একটি সাধারণ বোঝাপড়ার ভাষার সন্ধান পেতে সক্ষম হয়েছে; লীগ তার সমস্ত কাজকর্মকে সর্বহারার একনায়কত্ব এবং সমাজতান্ত্রিক গঠনযজ্ঞের স্বার্থের অধীন করতে সক্ষম হয়েছে।

শুধুমাত্র এর জন্যই যুব কমিউনিস্ট লীগ লেনিনের পতাকা উচ্চে তুলে ধরতে সাফল্যলাভ করেছে।

আশা করি ভবিষ্যতেও যুব কমিউনিস্ট লীগ আমাদের সর্বহারা এবং আন্তর্জাতিক সর্বহারার প্রতি তার কর্তব্য সম্পাদনে সফলতা অর্জন করবে।

আমাদের পার্টির বিশ লক্ষ সংরক্ষিত বাহিনী, লেনিনবাদী যুব কমিউনিস্ট লীগকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি!

যুব কমিউনিস্ট প্রজন্ম দীর্ঘজীবী হোক!

জে. স্তালিন

প্রাভদা, সংখ্যা ২৫২

২৮শে অক্টোবর, ১৯২৮

নারী শ্রমিক ও নারী কৃষকদের প্রথম কংগ্রেসের দশম বার্ষিকীতে[৩৭]

নারী শ্রমিক এবং শহর ও গ্রামাঞ্চলের সমস্ত নারী শ্রমজীবিনীদের ভ্রাতৃত্ব-মূলক অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি!

শোষণ, নির্যাতন, অসমতা এবং অজ্ঞানতার অন্ধকার বিলুপ্ত করার তাঁদের সংগ্রামে আমি সাফল্য কামনা করছি!

সমস্ত মেহনতী জনগণের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ ফ্রণ্টে এবং শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বাধীন থেকে পুঁজিবাদের বিলুপ্তিসাধনে, প্রলেতারীয় একনায়কত্বের সংহতিসাধনে এবং একটি নতুন সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোলায় আপনারা এগিয়ে চলুন!

জে. স্তালিন

প্রাভদা, সংখ্যা ২৬৭
১৭ই নভেম্বর, ১৯২৮

দেশের শিল্পায়ন এবং সি. পি. এস. ইউ. (বি)তে দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতি

(সি. পি. এস. ইউ (বি র কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে প্রদত্ত বক্তৃতা,৫৮ ১৯শে নভেম্বর, ১৯২৮)

কমরেডগণ, পলিটব্যুরোর নিবন্ধগুলিতে উত্থাপিত তিনটি প্রধান প্রশ্ন নিয়ে আমি আলোচনা করব।

প্রথমতঃ, দেশের শিল্পায়ন এবং এই ঘটনা যে শিল্পায়নে মূল উপাদান হল উৎপাদনের উপায়সমূহের উৎপাদনের উন্নয়ন এবং সঙ্গে সঙ্গে এই উন্নয়নের যথাসম্ভব দ্রুতগতি নিশ্চিত করা।

তারপরে, এই ঘটনা যে আমাদের কৃষির উন্নয়নের হার আমাদের শিল্পের উন্নয়নের হারের অত্যধিক পিছনে পড়ে আছে এবং তার জন্য আজকের দিনে আমাদের আভ্যন্তরীণ নীতির সর্বাপেক্ষা জলন্ত প্রশ্ন হল কৃষির প্রশ্ন—এবং বিশেষ করে শস্য-সমস্যা—এবং কিভাবে কৃষিতে উন্নতিসাধন করা যায়, কৃষিকে নতুন প্রযুক্তিগত কৌশলের ভিত্তিতে পুনর্গঠন করা যায়, তার প্রশ্ন।

এবং তৃতীয়তঃ ও সর্বশেষে, পার্টি-লাইন থেকে বিচ্যুতিসমূহ, দুইটি ফ্রন্টে সংগ্রাম এবং এই ঘটনা যে বর্তমান মুহূর্তে আমাদের প্রধান বিপদ হল দক্ষিণপন্থী বিপদ, দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতি।

১। শিল্পোন্নয়নের হার

আমাদের নিবন্ধগুলির আরম্ভ এই সূত্র থেকে যে, সাধারণভাবে শিল্পো-ন্নয়নের দ্রুত হার এবং বিশেষভাবে উৎপাদনের উপায় উৎপাদনের দ্রুত হার হল আমাদের দেশের শিল্পায়নের ভিত্তিগত নীতি ও তার মূলগত বস্তু এবং আমাদের সমগ্র অর্থনীতিকে সমাজতান্ত্রিক বিকাশের পথে রূপান্তরিত করার ভিত্তিগত নীতি ও মূলগত বস্তু।

কিন্তু শিল্পোন্নয়নের দ্রুত হার কি নির্দেশ করে? নির্দেশ করে শিল্পে সর্বাধিক পরিমাণ মূলধনের বিনিয়োগ। এর ফলে আমাদের সমস্ত পরিকল্পনায় কঠিন চাপ পড়ে—বাজেটের ব্যাপারে এবং বাজেট-বহির্ভূত ব্যাপারেও। বস্তুতঃ গত তিন বছর পুনর্গঠনের কালে আমাদের নিয়ন্ত্রণ-সংখ্যাগুলির বৈশিষ্ট্য

এই যে, তা প্রবল চাপের মধ্যে সংকলিত হয় এবং বাস্তবে পরিণত হয়। আমাদের নিয়ন্ত্রণ-সংখ্যাগুলি যদি লক্ষ্য করেন, বাজেটের হিসেব পরীক্ষা করেন, আমাদের পার্টি-কমরেডদের সঙ্গে—যাঁরা পার্টি-সংগঠনগুলিতে কাজ করেন, এবং যাঁরা অর্থনৈতিক ব্যাপার ও সমবায়ের ব্যাপারসমূহ পরিচালনা করেন, তাঁদের সঙ্গে—আলোচনা করেন, তাহলে আপনারা সর্বত্র একটি বৈশিষ্ট্যসূচক লক্ষণ বুঝতে পারবেন, যথা, আমাদের পরিকল্পনাগুলিতে কঠিন চাপের অবস্থা বিদ্যমান।

প্রশ্ন ওঠে: আমাদের পরিকল্পনাগুলিতে এই কঠিন চাপের অবস্থাটা কি সত্যাই প্রয়োজন? এ ছাড়া কি চলতে পারে না? অপেক্ষাকৃত ধীরগতিতে এবং 'শান্ত' আবহাওয়ায় কাজ চালানো কি সম্ভব নয়? আমাদের পলিটব্যুরোর ও গণ-কমিশার পরিষদের সদস্যদের অশান্ত চরিত্রের জন্যই কি শিল্পোন্নয়নে দ্রুত হার অবলম্বিত হয়নি?

নিশ্চয়ই তা নয়! আমাদের পলিটব্যুরোর ও গণ-কমিশার পরিষদের সদস্যরা শান্তচিত্ত ও বিচক্ষণ ব্যক্তিবর্গ। তত্ত্বগতভাবে বলতে গেলে, অর্থাৎ বাইরের অবস্থা ও ভিতরের অবস্থা যদি আমরা উপেক্ষা করি, তাহলে আমরা নিশ্চয়ই অপেক্ষাকৃত ধীরগতিতে কাজ চালাতে পারি। কিন্তু ব্যাপার হল এই, প্রথমত: আমরা বাইরের ও ভিতরের অবস্থা উপেক্ষা করতে পারি না এবং দ্বিতীয়ত:, আমরা যদি পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতিকে কাজের আরম্ভস্থল বলে ধরি, তাহলে স্বীকার করতেই হবে যে, ঠিকঠিক এই অবস্থাই আমাদের শিল্পোন্নয়নের হারকে দ্রুত করার নির্দেশ দিয়েছে।

আপনাদের অনুমতিক্রমে এই পরিস্থিতিকে—যেসব বাইরের ও ভিতরের অবস্থা শিল্পোন্নয়নের হার দ্রুত করার নির্দেশ দিচ্ছে, তাকে বিশ্লেষণ করছি।

বাইরের অবস্থাসমূহ। আমরা যে দেশে ক্ষমতালাভ করেছি, সেখানে প্রযুক্তিগত সাজসজ্জা ভয়ংকরভাবে পশ্চাদ্বর্তী। কমবেশি আধুনিক প্রযুক্তি-কৌশলভিত্তিক গুটিকয়েক শিল্প প্রতিষ্ঠান ছাড়া আমাদের এমন শত শত হাজার হাজার কলকারখানা আছে, যাদের প্রযুক্তিগত সাজসজ্জা আধুনিক প্রযুক্তিগত উন্নতির দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনারই যোগ্য নয়। সেই সঙ্গে আমাদের চতুর্দিকে রয়েছে এমন অনেকগুলি পুঁজিবাদী দেশ, শিল্পক্ষেত্রে যাদের প্রযুক্তি-ব্যবস্থা আমাদের দেশের তুলনায় অনেক বেশি উন্নত ও আধুনিক। পুঁজিবাদী দেশগুলিকে লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন যে, তাদের প্রযুক্তিবিদ্যা

শুধু অগ্রসরই হচ্ছে না, শিল্পগত প্রযুক্তিবিদ্যার পুরানো রূপগুলিকে পিছনে ফেলে অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে তা এগিয়ে চলেছে। সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি, একদিকে আমাদের প্রথা—সোভিয়েত প্রথা সবাপেক্ষা উন্নত, এবং আমাদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ধরন—সোভিয়েত ক্ষমতার ধরন পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে উন্নত; তার বিপরীতে, অন্যদিকে সমাজতন্ত্র ও সোভিয়েত ক্ষমতার ভিত্তি যে শিল্প, তা প্রয়োগবিদ্যার দিক থেকে অত্যন্ত পশ্চাদ্বর্তী। আপনারা কি মনে করেন, যতদিন এই বিরুদ্ধ অবস্থা থাকবে, ততদিন আমাদের পক্ষে সমাজতন্ত্রের চূড়ান্ত বিজয়লাভ সম্ভব?

এই বিরুদ্ধ অবস্থার অবসান ঘটানোর জন্য কি করতে হবে? এর অবসানের জন্য উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির অগ্রসর প্রযুক্তিবিদ্যার নাগাল আমাদের অতি অবশ্য ধরতে হবে এবং এ বিদ্যায় তাদের ছাড়িয়ে যেতে হবে। নতুন রাজনৈতিক প্রথা—সোভিয়েত প্রথা প্রতিষ্ঠার কথা ধরলে আমরা উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির নাগাল ধরেছি এবং তাদের ছাড়িয়ে গেছি। এটা ভাল কথা। কিন্তু এটাই যথেষ্ট নয়। আমাদের দেশে সমাজতন্ত্রের চূড়ান্ত বিজয়লাভের জন্য প্রযুক্তিবিদ্যা এবং অর্থনীতির দিক থেকেও ঐসব দেশের নাগাল আমাদের অতি অবশ্য ধরতে হবে এবং তাদের ছাড়িয়ে যেতে হবে। হয় এটা করতে হবে, নয় আমরা কঠিন চাপে পড়ব।

কেবল সমাজতন্ত্রের গঠন সম্পর্কেই এটা প্রযোজ্য নয়, পুঁজিবাদীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত অবস্থায় আমাদের দেশের স্বাধীনতা রক্ষার ব্যাপারেও এটা প্রযোজ্য। প্রতিরক্ষার পর্যাপ্ত শিল্পগত ভিত্তি যদি না থাকে, তাহলে আমাদের দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করাও সম্ভব নয়। আমাদের শিল্প যদি প্রয়োগবিদ্যায় আরও বেশি উন্নত না হয়, তাহলে এইরকম শিল্পগত ভিত্তি সৃষ্ট হতে পারে না।

এইজন্যই আমাদের শিল্পের উন্নতির দ্রুত হার আবশ্যক এবং একান্ত প্রয়োজনীয়।

আমাদের দেশের অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিবিদ্যাগত পশ্চাদ্বর্তিতা আমাদের দ্বারা উদ্ভাবিত হয়নি। এই পশ্চাদ্বর্তিতা যুগ-যুগান্তের এবং আমাদের দেশের সমগ্র ইতিহাস আমাদের উপর এই পশ্চাদ্বর্তিতা অর্পণ করেছে। এই পশ্চাদ্বর্তিতার গ্লানি পূর্বে, প্রাক্-বিপ্লব যুগে যেমন অনুভূত হয়েছিল, তেমনি পরে, বিপ্লবোত্তরকালেও তা অনুভূত হয়। পিটার দি গ্রেটকে যখন পাশ্চাত্যের অধিকতর উন্নত দেশগুলির সঙ্গে মোকাবিলা করতে হয়েছিল, তখন সেনা-

বাহিনীকে যোগানোর জন্য এবং দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করার জন্য তাঁকে ব্যাকুলভাবে কলকারখানা নির্মাণ করতে হয়েছিল। সেটা ছিল পশ্চাদ্বর্তিতা কাটিয়ে ওঠার জন্য তখনকার মতো প্রচেষ্টা। তবে এটা সম্পূর্ণ বোধগম্য যে, পূর্বেকার কোন শ্রেণী—সামন্ততান্ত্রিক আভিজাতশ্রেণী বা বুর্জোয়া-শ্রেণী—আমাদের দেশের পশ্চাদ্বর্তিতা দূর করার সমস্যার সমাধান করতে পারেনি। শুধু তাই নয়, এইসব শ্রেণী সমস্যার সমাধানে শুধু অসমর্থই হয়নি, তারা কর্তব্যকর্ম সন্তোষজনকভাবে সূত্রবদ্ধ করতেও অসমর্থ হয়। একমাত্র সফল সমাজতান্ত্রিক গঠনের পথেই আমাদের দেশের যুগব্যাপী পশ্চাদ্বর্তিতা দূর হতে পারে। একমাত্র সর্বহারারাই তা দূর করতে সক্ষম, যারা নিজেদের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং যাদের উপর রয়েছে দেশকে পরিচালনার ভার।

এ কথা মনে করে আমাদের সান্ত্বনা পাওয়ার চেষ্টা মূর্খতা যে, যেহেতু আমাদের দেশের পশ্চাদ্বর্তিতা আমরা উদ্ভাবন করিনি, আমাদের দেশের সমগ্র ইতিহাস আমাদের উপর তা অর্পণ করেছে, সেইজন্য আমরা সে সম্পর্কে দায়ী হতে পারি না, হওয়ার প্রয়োজনও নেই। কমরেডগণ, এটা ঠিক নয়। যেহেতু আমরা ক্ষমতালাভ করেছি এবং দেশকে সমাজতান্ত্রিক ভিত্তিতে রূপান্তরিত করার কর্তব্যভার কাঁধে নিয়েছি, সেইজন্য ভালো-মন্দ সব কিছুর জন্যই আমরা দায়ী এবং আমাদের দায়ী হতে হবে। আর, যেহেতু আমরা সব কিছুর জন্যই দায়ী, সেইজন্য আমাদের অতি অবশ্য প্রযুক্তিগত পশ্চাদ্বর্তিতা ও অর্থনৈতিক পশ্চাদ্বর্তিতা দূর করতে হবে। আমরা যদি সত্যসত্যই উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির নাগাল ধরতে চাই এবং তাদের পিছনে ফেলে এগিয়ে যেতে চাই, তাহলে অতি অবশ্যই আমাদের তা করতে হবে, এবং একমাত্র আমরা বলশেভিকরাই তা করতে পারি। কিন্তু ঠিক ঠিক এই কর্তব্যভার সম্পাদনের জন্যই অতি অবশ্য আমাদের শিল্পের উন্নতির দ্রুত হার রীতিবদ্ধভাবে আমাদের অর্জন করতে হবে। আমরা যে ইতিমধ্যেই শিল্পে উন্নতির দ্রুত হার অর্জন করতে সমর্থ হচ্ছি, তা সকলের কাছেই স্পষ্ট।

প্রযুক্তিবিদ্যা ও অর্থনৈতিক দিক থেকে উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির নাগাল ধরার এবং তাদের পিছনে রেখে এগিয়ে যাওয়ার প্রশ্ন আমাদের—বলশেভিকদের কাছে নতুন নয়, অপ্রত্যাশিতও নয়। সেই ১৯১৭ সালে—অক্টোবর বিপ্লবের আগে আমাদের দেশে এই প্রশ্ন ওঠে। ১৯১৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, অক্টোবর বিপ্লবের অব্যবহিত পূর্বে, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সময়েই লেনিন আসন্ন বিপর্যয়

ও কিভাবে তার বিরুদ্ধে লড়তে হবে শীর্ষক তাঁর পুস্তিকায় এই প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন।

এই সম্পর্কে লেনিন বলেন :

'বিপ্লবের ফল এই হয়েছে যে, কয়েক মাসের মধ্যেই রাশিয়ার রাজনৈতিক প্রথা উন্নত দেশগুলির রাজনৈতিক প্রথার নাগাল ধরেছে। কিন্তু এইটাই যথেষ্ট নয়। সংগ্রাম অপ্রতিরোধ্য ; এর বিকল্প নির্মম ভয়ংকর ; হয় ধ্বংস, অথবা অর্থনীতির ক্ষেত্রে উন্নত দেশগুলির নাগাল ধরো এবং তাদের পেছনে ফেলে এগিয়ে যাও।...ধ্বংস হতে হবে, অথবা পূর্ণ বেগে এগিয়ে চলতে হবে। ইতিহাস আমাদের এই বিকল্পের সম্মুখীন করেছে' (২১তম খণ্ড)।

আপনারা দেখছেন, আমাদের প্রযুক্তিগত ও অর্থনৈতিক পশ্চাদ্বর্তিতা দূর করার প্রশ্নটি লেনিন কেমন চাঁছাছোলাভাবে উপস্থাপিত করেছেন।

লেনিন এসব লেখেন অক্টোবর বিপ্লবের অব্যবহিত আগে, প্রলেতারিয়েত ক্ষমতা হাতে নেবার পূর্ববর্তীকালে, যখন বলশেভিকদের হাতে তখনো রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ছিল না, সমাজতান্ত্রিক শিল্পও ছিল না, লক্ষ লক্ষ কৃষককে অন্তর্ভুক্ত করে শাখা-প্রশাখায় বিস্তারিত সমবায় সংস্থার জাল-বুনট ছিল না, যৌথ খামার ছিল না, রাষ্ট্রীয় খামারও ছিল না। আজ যখন আমাদের প্রযুক্তিগত ও অর্থনৈতিক পশ্চদ্বর্তিতা সম্পূর্ণরূপে দূর করার পক্ষে বাস্তবক্ষেত্রে কিছু আমাদের হয়েছে, তখন লেনিনের কথাগুলি মোটামুটিভাবে আমরা শব্দান্তরিত করতে পারি :

'সর্বহারার একনায়কত্বের প্রতিষ্ঠা করে রাজনৈতিক দিক থেকে উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির নাগাল আমরা ধরেছি এবং তাদের পিছনে ফেলে এগিয়ে গেছি। কিন্তু তা যথেষ্ট নয়। অর্থনৈতিক দিক থেকেও, উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির নাগাল ধরার জন্য ও তাদের পিছনে ফেলে এগিয়ে যাবার জন্য আমরা অতি অবশ্য প্রলেতারিয়েত একনায়কত্ব ব্যবহার করব, আমাদের সমাজীকৃত শিল্প, পরিবহন, ঋণ-ব্যবস্থা প্রভৃতি, সমবায় সংস্থাসমূহ, যৌথ খামার, রাষ্ট্রীয় খামার প্রভৃতিকে ব্যবহার করব।'

দ্রুত হারে শিল্পোন্নতির প্রশ্ন আমাদের সামনে এখনকার মতো এমন তীব্র হয়ে দেখা দিত না, যদি আমাদের খুব উন্নত শিল্প থাকত ; এবং ধরুন, জার্মানির মতো অত্যুন্নত প্রযুক্তিবিদ্যা আমাদের দেশে থাকত, আমাদের দেশের সমগ্র

জাতীয় অর্থনীতিতে শিল্পের আপেক্ষিক গুরুত্ব, দৃষ্টান্তস্বরূপ, যদি জার্মানির মতো হতো। **অবস্থা যদি সেরকম হতো,** তাহলে আমরা ধীরগতিতে আমাদের শিল্পের উন্নতি করতে পারতাম, পুঁজিবাদী দেশগুলির পিছনে পড়ে থাকার ভয় আমাদের থাকত না, কারণ আমরা জানতাম যে, এক ধাক্কাতেই তাদের পিছনে ফেলে আমরা এগিয়ে যেতে পারি। তাহলে দাঁড়াল যে, প্রযুক্তিবিদ্যার দিক থেকে ও অর্থনীতির দিক থেকে এখনকার মতো এমন দারুণ পশ্চাদ্বর্তী হয়ে থাকা আমাদের উচিত নয়। সমস্ত ব্যাপারটা হল—এই ক্ষেত্রে আমরা জার্মানির থেকে পিছনে, প্রযুক্তিবিদ্যা ও অর্থনীতির দিক থেকে তার নাগাল ধরতে এখনও অনেক বাকি।

দ্রুত হারে শিল্পোন্নয়নের প্রশ্ন এমন তীব্রভাবে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হতো না, যদি আমাদের দেশ সর্বহারার একনায়কত্বের **একটিমাত্র দেশ না হয়ে কয়েকটি দেশের মধ্যে একটি দেশ হতো**; যদি সর্বহারার একনায়কত্ব একমাত্র আমাদের দেশে না থেকে অন্যান্য উন্নত দেশেও থাকত, যেমন, ধরুন, জার্মা'ন ও ফ্রান্সেও তা থাকত।

অবস্থা যদি সেরূপ হতো, তাহলে পুঁজিবাদী পরিবেষ্টন এখনকার মতো বিপজ্জনক হতো না, আমাদের দেশের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার প্রশ্ন তখন স্বভাবতঃ পিছনে পড়ে থাকত, অধিকতর উন্নত প্রলেতারীয় রাষ্ট্র-গুলির প্রথার সাথে আমরা যুক্ত হতে পারতাম, আমাদের শিল্প ও কৃষিকে আরও উৎপাদনশীল করার জন্য আমরা তাদের কাছ থেকে যন্ত্রপাতি পেতে পারতাম এবং তার বিনিময়ে আমরা তাদের কাঁচামাল ও খাদ্যসামগ্রী যোগাতাম এবং সেইহেতু আরও ধীরগতিতে আমাদের শিল্পকে আমরা প্রসারিত করতে পারতাম। কিন্তু আপনারা ভালভাবেই জানেন যে, এখনো অবস্থা তেমন হয়নি, এখনো আমরা প্রলেতারীয় একনায়কত্বের **একটিমাত্র** দেশ এবং পুঁজিবাদী দেশগুলির দ্বারা পরিবেষ্টিত—এইসব দেশের অনেকগুলি প্রযুক্তিবিদ্যা ও অর্থনীতির দিক থেকে আমাদের চেয়ে অনেক বেশি অগ্রসর।

এইজন্যই অর্থনীতির দিক থেকে উন্নত দেশগুলির নাগাল ধরার ও তাদের ছাপিয়ে যাওয়ার প্রশ্নকে লেনিন আমাদের জীবন-মরণ প্রশ্নরূপে উপস্থাপিত করেন।

বাইরের এরূপ অবস্থাসমূহই আমাদের শিল্পের দ্রুতহারে উন্নতির জন্য অমোঘ নির্দেশ দিচ্ছে।

ভিতরের অবস্থা। এইসব বাইরের অবস্থা ছাড়া ভিতরের অবস্থাসমূহও রয়েছে, যেগুলি আমাদের সমগ্র জাতীয় অর্থনীতির প্রধান ভিত্তিরূপে আমাদের শিল্পের দ্রুত উন্নয়নের জন্য অসংখ্য নির্দেশ দিচ্ছে। আমি আমাদের কৃষির এবং তাঁর প্রযুক্তিগত ও সাংস্কৃতিক স্তরের চরম পশ্চাদ্বর্তিতার কথা বলছি। আমি উল্লেখ করছি আমাদের দেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পণ্যোৎপাদনকারীদের অতিমাত্রায় প্রাধান্য থাকার কথা; তারা সারা দেশে ছড়ানো রয়েছে এবং তাদের উৎপাদন অত্যন্ত পশ্চাদ্বর্তী। তাদের সঙ্গে তুলনায় আমাদের বৃহদাকার সমাজতান্ত্রিক শিল্পের অবস্থা হল সমুদ্রের মাঝখানে একটি দ্বীপের মতো। এ দ্বীপের ভিত রোজই প্রসারিত হচ্ছে; তবুও তা সমুদ্রের মাঝে একটি দ্বীপই।

আমরা বলতে অভ্যস্ত যে, কৃষিসহ সমগ্র জাতীয় অর্থনীতির ভিত্তি হল শিল্প, এ হচ্ছে আমাদের পশ্চাদ্বর্তী ও বিচ্ছিন্ন কৃষি প্রথাকে যৌথ ভিত্তিতে পুনর্গঠিত করার মূল সহায়ক বস্তু। এ কথা সম্পূর্ণ সত্য। এই অবস্থান থেকে আমাদের মুহূর্তের জন্য বিচ্যুত হওয়া উচিত নয়। তবে, আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, শিল্প যেমন প্রধান ভিত্তি, তেমনি কৃষিও শিল্পজাত পণ্যসমূহ বিক্রয়ের বাজার হিসেবে, কাঁচামাল ও খাদ্যসামগ্রীর সরবরাহকারীরূপে, তথা জাতীয় অর্থনীতির জন্য আবশ্যক যন্ত্রপাতি আমদানী করার একান্ত প্রয়োজন মেটাবার জন্য রপ্তানীযোগ্য সংরক্ষিত পণ্যের উৎস হিসেবে শিল্পোন্নতির ভিত্তি। কৃষিকে সম্পূর্ণরূপে প্রযুক্তিগত পশ্চাদ্বর্তিতায় রেখে, শিল্পকে কৃষি সংক্রান্ত ভিত্তি না যুগিয়ে, কৃষিকে পুনর্গঠিত না করে এবং তাকে শিল্পের সমান স্তরে না এনে আমাদের পক্ষে শিল্পের প্রসার ঘটানো কি সম্ভব? না, তা সম্ভব নয়।

এইজন্যই নতুন প্রযুক্তিগত ভিত্তিতে কৃষির পুনর্গঠন ত্বরান্বিত ও উন্নীত করার জন্য তাকে সর্বাধিক পরিমাণে একান্ত প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও উৎপাদনের উপকরণ জোগানো আমাদের কর্তব্য। কিন্তু এই কর্তব্য সম্পাদনের জন্যই শিল্পের দ্রুত হারে উন্নতি প্রয়োজন। অবশ্য, ঐক্যবদ্ধ এবং কেন্দ্রীভূত সমাজতান্ত্রিক শিল্পের পুনর্গঠনের চেয়ে ঐক্যবিহীন ও বিক্ষিপ্ত কৃষির পুনর্গঠন এত কঠিন যে দুইয়ের তুলনাই হয় না। কিন্তু আজ আমরা এই কর্তব্যের সম্মুখীন, আমাদের তা সম্পন্ন করতেই হবে; এবং শিল্পোন্নয়নের দ্রুত হার ব্যতিরেকে আমরা তা সম্পন্ন করতে পারি না।

দুটি পৃথক ভিত্তির উপর নির্ভর করে সোভিয়েত শাসনব্যবস্থা ও সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্য অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত, অর্থাৎ বহুকাল পর্যন্ত চলতে পারে না

—একটি হল সবচেয়ে বৃহদায়তন ও ঐক্যবদ্ধ সমাজতান্ত্রিক শিল্পের ভিত্তি এবং অন্যটি হল সবচেয়ে বিক্ষিপ্ত ও পশ্চাদ্বর্তী স্বল্প পণ্য উৎপাদনের কৃষক-অর্থনীতির ভিত্তি। কৃষিকে অতি অবশ্য ধীরে ধীরে অথচ রীতিবদ্ধভাবে ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে নতুন প্রযুক্তিগত ভিত্তিতে—বৃহদাকার উৎপাদনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে এবং তাকে সমাজতান্ত্রিক শিল্পের সমপর্যায়ে আনতে হবে। হয় আমরা এই কর্তব্য সম্পাদন করব এবং তাতে আমাদের দেশে সমাজতন্ত্রের চরম বিজয় নিশ্চিত হবে, অথবা তা থেকে বিমুখ হয়ে এই কর্তব্য সম্পাদন করব না এবং তাতে পুঁজিবাদের পুনরাগমন অনিবার্য হতে পারে।

এই সম্পর্কে লেনিন বলেন:

'যতদিন আমরা ক্ষুদ্র-কৃষকপ্রধান দেশে বাস করব, ততদিন রাশিয়ায় কমিউনিজম্ অপেক্ষা পুঁজিবাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি অধিকতর নিশ্চিত থাকবে। এ কথা আমাদের অতি অবশ্যই মনে রাখতে হবে। পল্লী অঞ্চলের জীবন যাঁরা সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন, তাঁরা শহর অঞ্চলের জীবনের সঙ্গে তাকে তুলনা করে বুঝেছেন যে, আমরা পুঁজিবাদের মূল উৎপাটন করিনি এবং আভ্যন্তরীণ শত্রুর আশ্রয়ভূমিকে বানচাল করিনি। আভ্যন্তরীণ শত্রু ক্ষুদ্র উৎপাদনকে আশ্রয় করে রয়েছে এবং এ আশ্রয় বানচাল করার উপায় শুধু একটি; যথা, কৃষি সহ দেশের সমগ্র অর্থনীতিকে নতুন প্রযুক্তিগত ভিত্তিতে স্থাপন—আধুনিক বৃহদাকার উৎপাদনের প্রযুক্তিগত ভিত্তিতে সংস্থাপন; এবং একমাত্র বিদ্যুৎশক্তি হল এরকম ভিত্তি। সোভিয়েতের ক্ষমতা ও সমগ্র দেশের বিদ্যুতায়নের যোগফলই হল কমিউনিজম্' (২৬তম খণ্ড)।

আপনারা দেখছেন যে, লেনিন যখন দেশকে বিদ্যুতায়িত করার কথা বলেন, তখন তিনি পৃথক পৃথকভাবে বিদ্যুৎশক্তির কেন্দ্র স্থাপনের কথা বলেননি; তিনি বলেছেন, '**কৃষিসহ** (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন) দেশের সমগ্র অর্থনীতিকে নতুন প্রযুক্তিগত ভিত্তিতে স্থাপন—আধুনিক বৃহদাকার উৎপাদনের প্রযুক্তিগত ভিত্তিতে তার সংস্থাপনের' কথা, যা কোন-না-কোনভাবে—প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিদ্যুতায়নের সঙ্গেই সংযুক্ত।

১৯২০ সালের ডিসেম্বর মাসে নয়া অর্থনৈতিক নীতি (নেপ) প্রবর্তনের ঠিক অব্যবহিত পূর্বে সোভিয়েতসমূহের অষ্টম কংগ্রেসে লেনিন এই বক্তৃতা করেন; তিনি তখন তথাকথিত বিদ্যুতায়নের পরিকল্পনা—গোয়েলরো (GOELRO)

পরিকল্পনাকে বাস্তব রূপ দিচ্ছিলেন। কোনও কোনও কমরেড যুক্তি দেখান যে, এই উদ্ধৃতিতে ব্যক্ত অভিমত বর্তমান পরিস্থিতিতে আর প্রযোজ্য নয়। আমরা প্রশ্ন করি, কেন? তাঁরা বলেন যে, সে-সময়ের পরে অনেক ঘটনা ঘটে গেছে। সত্যই, সে-সময়ের পর অনেক ঘটনা ঘটেছে। এখন আমাদের উন্নত সমাজতান্ত্রিক শিল্প আছে, বহু সংখ্যক যৌথ খামার আছে, নতুন ও পুরাতন রাষ্ট্রীয় খামার আছে, সুউন্নত সমবায় সংস্থাগুলি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে আছে, কৃষক খামারগুলিকে সাহায্য করার জন্য মেশিন ভাড়া দেওয়ার স্টেশন আছে, এখন আমরা নতুন বন্ধনসূত্রের আকারে চুক্তি-প্রথা ব্যবহার করি; কৃষিকে নতুন প্রযুক্তিগত ভিত্তিতে ধীরে ধীরে স্থাপনের জন্য এইসব ব্যবস্থাকে এবং অন্যান্য ব্যবস্থাকে প্রয়োগ করতে পারি। এ সব কথাই সত্য। কিন্তু এ কথাও সত্য যে, এসব সত্ত্বেও আমাদের দেশ এখনো একটি ক্ষুদ্র-কৃষকপ্রধান দেশ, যেখানে রয়েছে ক্ষুদ্রাকার উৎপাদনের প্রাধান্য। এইটিই হচ্ছে মূল কথা; এবং যতদিন এটি মূল কথা থেকে যাবে, ততদিন লেনিনের এই তত্ত্বটিও অকাট্য থাকবে যে, 'যতদিন আমরা ক্ষুদ্র-কৃষকপ্রধান দেশে বাস করব, ততদিন রাশিয়ায় কমিউনিজম্ অপেক্ষা পুঁজিবাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি অধিকতর নিশ্চিত থাকবে', এবং এইজন্যই পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার আশংকা ফাঁকা কথা নয়।

লেনিন তাঁর 'খাদ্যের মাধ্যমে কর' শীর্ষক পুস্তিকার পরিকল্পনায় একই কথা বলেছেন এবং বলেছেন তীক্ষ্ণ ভাষায়; নেপ প্রবর্তিত হওয়ার (১৯২১-এর মার্চ-এপ্রিল) পরে এই পুস্তিকা লিখিত হয়:

> 'যদি দশ-বিশ বছরের মধ্যে আমাদের বিদ্যুতায়ন হয়ে যায়, তাহলে ক্ষুদ্র চাষীর ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা এবং স্থানীয়ভাবে তার ব্যবসায়ের স্বাধীনতা মোটেই আশংকার বিষয় নয়। যদি আমাদের বিদ্যুতায়ন না হয়, তাহলে যে-কোনভাবে পুঁজিবাদের প্রবর্তন অনিবার্য হবে।'

এবং তিনি আরও বলেন:

> 'দশ-বিশ বছরের জন্য কৃষকসমাজের সঙ্গে আমাদের সঠিক সম্পর্ক থাকলে বিশ্বব্যাপী বিজয় সুনিশ্চিত (এমনকি জায়মান প্রলেতারীয় বিপ্লবসমূহ বিলম্বিত হলেও); তা না হলে ২০-৪০ বছর শ্বেতরক্ষীদের সন্ত্রাসবাদী যন্ত্রণা' (২৬তম খণ্ড)।

আপনারা দেখছেন, লেনিন কেমন চাঁছাছোলাভাবে বিদ্যুতায়নের প্রশ্নটি উত্থাপন করেছেন: হয় বিদ্যুতায়ন, অর্থাৎ 'কৃষিসহ দেশের সমগ্র অর্থনীতিকে নতুন প্রযুক্তিগত ভিত্তিতে স্থাপন—আধুনিক বৃহদাকার উৎপাদনের প্রযুক্তিগত ভিত্তিতে তার সংস্থাপন' অথবা পুঁজিবাদে প্রত্যাবর্তন।

'কৃষকসমাজের সঙ্গে সঠিক সম্পর্কের' প্রশ্নটা লেনিন এইভাবেই বুঝেছিলেন। কৃষকের গায়ে হাত বুলানো এবং তাকে সঠিক সম্পর্ক স্থাপন মনে করার ব্যাপার এটা নয়; কারণ গায়ে হাত বুলিয়ে বিশেষ কোন লাভ হবে না। এটা হল কৃষিকার্যকে 'নতুন প্রযুক্তিগত ভিত্তিতে স্থাপনে—আধুনিক বৃহদাকার উৎপাদনের প্রযুক্তিগত ভিত্তিতে সংস্থাপনে' কৃষককে সাহায্য করার ব্যাপার; কারণ কৃষককে দারিদ্র্য থেকে মুক্ত করার এই হল প্রধান উপায়।

আর, দেশের অর্থনীতিকে নতুন প্রযুক্তিগত ভিত্তিতে স্থাপন করা অসম্ভব, যদি না আমাদের শিল্পের—প্রথমতঃ উৎপাদনের উপায়গুলির উৎপাদন দ্রুত-গতিতে অগ্রসর হয়।

এই আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিই আমাদের শিল্পের দ্রুত হারে উন্নয়নের অমোঘ নির্দেশ দিচ্ছে।

এইসব আভ্যন্তরীণ ও বাইরের পরিস্থিতিই আমাদের জাতীয় অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণ-সংখ্যায় এত চাপ সৃষ্ট হওয়ার কারণ।

এইজন্যই আমাদের অর্থনৈতিক পরিকল্পনাগুলিতে বাজেটের অন্তর্ভুক্ত বা বাজেট-বহির্ভূত পুঁজির বিবর্ধনের খাতে প্রচুর লগ্নীর জন্য চাপ রয়েছে, দ্রুত হারে শিল্পের উন্নয়ন বজায় রাখা তার লক্ষ্য।

প্রশ্ন হতে পারে, নিবন্ধগুলির কোথায়, কোন্ অনুচ্ছেদে এ কথা বলা হয়েছে? (**একটি কণ্ঠস্বর**: হাঁ, কোথায় এ কথা বলা হয়েছে?) নিবন্ধগুলিতে এর সাক্ষ্য রয়েছে ১৯২৮-২৯-এর জন্য পুঁজিতে মোট বিনিয়োগের পরিমাণে। মোটের উপর, আমাদের নিবন্ধগুলি নিয়ন্ত্রণ-সংখ্যা সংক্রান্ত নিবন্ধ বলেই অভিহিত। তাই নয় কি কমরেডগণ? (**একটি কণ্ঠস্বর**: 'হাঁ।') নিবন্ধগুলিতে বলা হয়েছে যে, ১৯২৮-২৯-এ শিল্পের পুঁজি গঠনে আমরা ১৬৫ কোটি রুবল বিনিয়োগ করব। অন্য কথায়, এই বছর আমরা গত বছরের চেয়ে ৩৩ কোটি রুবল বেশি বিনিয়োগ করব।

সুতরাং দাঁড়াল এই যে, আমরা শিল্পোন্নয়নের হার শুধু বজায় রাখছি না, গত বছরের চেয়ে বেশি বিনিয়োগ করে এক ধাপ এগিয়েও যাচ্ছি, অর্থাৎ

নিশ্চিতভাবে ও আপেক্ষিকভাবে পুঁজির প্রসার ঘটাচ্ছি।

জাতীয় অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণ-সংখ্যা সংক্রান্ত নিবন্ধগুলির এই হল সারকথা। তবুও কোনও কোনও কমরেড এই সুস্পষ্ট ব্যাপারটি লক্ষ্য করেননি। তাঁরা সব দিক থেকে নিয়ন্ত্রণ-সংখ্যা সংক্রান্ত নিবন্ধগুলির খুঁটিনাটি বিষয়ের সমালোচনা করেছেন; কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি লক্ষ্য করতে তাঁরা ব্যর্থ হয়েছেন।

২। শস্য-সমস্যা

এতক্ষণ আমি নিবন্ধগুলির প্রথম প্রধান প্রশ্ন সম্বন্ধে—শিল্পোন্নয়নের হার সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। এখন আমি দ্বিতীয় প্রধান প্রশ্ন সম্বন্ধে—শস্য-সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করব। এই নিবন্ধগুলির বৈশিষ্ট্যসূচক লক্ষণ হল, এইগুলিতে সাধারণভাবে কৃষির উন্নয়ন-সমস্যার উপর জোর দেওয়া হয়েছে এবং বিশেষ করে জোর দেওয়া হয়েছে শস্য উৎপাদনের খামারের প্রতি। এটা কি নিবন্ধগুলির পক্ষে ঠিক কাজ হয়েছে? আমার মনে হয়, ঠিকই হয়েছে। জুলাই মাসের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনেই বলা হয়েছিল যে, আমাদের জাতীয় অর্থনীতির উন্নয়নে সবচেয়ে দুর্বল স্থান হল সাধারণভাবে কৃষির এবং বিশেষভাবে শস্য উৎপাদনের খামারের অত্যধিক পশ্চাদ্বর্তিতা।

আমাদের কৃষি আমাদের শিল্প অপেক্ষা পশ্চাদ্বর্তী বলে যখন লোকে অভিযোগ করে, তখন অবশ্য তারা গুরুত্ব দিয়ে কথা বলে না। কৃষি সব সময়েই শিল্প অপেক্ষা পশ্চাদ্বর্তী থেকেছে এবং থাকবেও। আমাদের অবস্থাতে, যেখানে শিল্প সর্বাধিক পরিমাণে কেন্দ্রীভূত এবং কৃষি সর্বাধিক পরিমাণে বিক্ষিপ্ত, সেখানে এ কথা বিশেষভাবে সত্য। স্বভাবতঃ, ঐক্যবদ্ধ শিল্প বিচ্ছিন্ন কৃষির চেয়ে দ্রুত উন্নত হবে। তাতে, প্রসঙ্গক্রমে, কৃষির তুলনায় শিল্প প্রধান স্থান লাভ করে। সুতরাং শিল্প থেকে কৃষির যে রীতিগত পশ্চাদ্বর্তিতা, তা শস্য-সমস্যা উত্থাপনের যথেষ্ট কারণ নয়।

কৃষি-সমস্যার এবং বিশেষভাবে শস্য উৎপাদনের খামার সংক্রান্ত সমস্যার তখনই আবির্ভাব ঘটে, যখন শিল্প থেকে কৃষির রীতিগত পশ্চাদ্বর্তিতা উন্নয়ন হারে তার অত্যধিক পশ্চাদ্বর্তিতায় পর্যবসিত হয়। আমাদের জাতীয় অর্থ-নীতির বর্তমান অবস্থার বৈশিষ্ট্যসূচক লক্ষণ এই যে, আমরা শিল্পের উন্নয়ন হার অপেক্ষা শস্যের খামারের উন্নয়ন হারের অত্যধিক পশ্চাদ্বর্তিতার সম্মুখীন হয়েছি; অথচ এই সময় বিক্রয়যোগ্য শস্যের জন্য শহর ও শিল্প এলাকাগুলির

দাবি অতি দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এখন শিল্পের উন্নয়ন হার শস্য খামারে উন্নয়ন হারের স্তরে নামিয়ে আনা আমাদের কর্তব্য হতে পারে না (তাহলে সব উল্টেপাল্টে যাবে এবং উন্নয়নের গতি বিপরীতমুখী হবে), আমাদের কর্তব্য হল শস্য-খামারের উন্নয়ন হার শিল্পে উন্নয়ন হারের সমান করা এবং শস্য-খামারের উন্নয়ন হার এমন স্তরে তোলা, যাতে সমগ্র জাতীয় অর্থনীতির—শিল্প ও কৃষি উভয়েরই—দ্রুত অগ্রগতি নিশ্চিতরূপে ঘটে।

হয় আমরা এই কর্তব্য সম্পাদন করব এবং তদ্দ্বারা শস্য-সমস্যার সমাধান করে ফেলব, অথবা আমরা এ কর্তব্য সম্পাদন করব না এবং তখন সমাজতান্ত্রিক শহর ও ক্ষুদ্র-কৃষকপ্রধান গ্রামাঞ্চলের মধ্যে বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী হবে।

কমরেডগণ, ব্যাপারটা এই অবস্থায় রয়েছে। এই হল শস্য-সমস্যার সারকথা।

এর অর্থ কি এই নয় যে, আমাদের কৃষি-উন্নয়নে এখন রয়েছে 'স্রোতোহীন অবস্থা', এমনকি তার 'পশ্চাৎগতি'? ফ্রামৃকিন তাঁর দ্বিতীয় চিঠিতে ঠিক এই কথাই দৃঢ়ভাবে বলেছেন; তাঁর অনুরোধে এই চিঠিখানি আমরা আজ কেন্দ্রীয় কমিটি ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের সদস্যদের মধ্যে বিলি করেছি। তিনি তাঁর চিঠিতে স্পষ্ট করেই বলেছেন যে, আমাদের কৃষিতে 'স্রোতোহীন' অবস্থা। তিনি বলেছেন, 'সংবাদপত্রের মাধ্যমে আমরা পশ্চাৎগতির কথা বলতে পারি না; অবশ্য তা বলবও না। কিন্তু পার্টির অভ্যন্তরে এই সত্য লুকানো আমাদের উচিত হবে না যে, এই পশ্চাদ্বর্তিতা পশ্চাৎগতিরই সমান।'

ফ্রামৃকিনের এই কথা কি সঠিক? এই কথা নিশ্চয়ই সঠিক নয়। আমরা—পলিটব্যুরোর সদস্যরা এ উক্তির সঙ্গে মোটেই একমত নই এবং শস্য উৎপাদনের খামারের অবস্থা সম্পর্কে এই অভিমত থেকে পলিটব্যুরোর নিবন্ধগুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ পৃথক।

বস্তুতঃ, পশ্চাৎগতিটা কি এবং কৃষিতে তার প্রকাশ কিভাবে ঘটে? কৃষির পশ্চাদ্বর্তী নিম্নগামী গতিতে—নতুন ধরনের খামার থেকে দূরে সরে পুরানো মধ্যযুগীয় ধরনের দিকে যাওয়াতে তার অবশ্যম্ভাবী প্রকাশ ঘটে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে, কৃষকরা যদি তিন-ফসলী পদ্ধতি পরিত্যাগ করে দীর্ঘকাল জমি পতিত রাখার পদ্ধতি গ্রহণ করে, লোহার লাঙল ও যন্ত্রপাতি ছেড়ে কাঠের লাঙল ধরে, পরিষ্কার বাছাই-করা বীজের পরিবর্তে বাছাই-না-করা নিম্নমানের বীজ ব্যবহার করে, খামারের আধুনিক পদ্ধতি ত্যাগ করে নিম্নতর পদ্ধতি অবলম্বন করে, ইত্যাদি ইত্যাদি, তাহলে এর প্রকাশ অনিবার্য। কিন্তু

এই ধরনের কিছু কি আমরা দেখতে পাচ্ছি? কে না জানে যে, প্রতি বছর হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ কৃষক-খামার তিন-ফসলী পদ্ধতি ত্যাগ করে চার-ফসলী ও বহু-ফসলী পদ্ধতি অবলম্বন করছে, নিম্নমানের বীজ ব্যবহারের পরিবর্তে বাছাই-করা বীজ ব্যবহার করছে, কাঠের লাঙল ছেড়ে লোহার লাঙল ও যন্ত্রপাতি ধরছে, নিম্নতর খামার পদ্ধতির পরিবর্তে উচ্চতর পদ্ধতি অবলম্বন করছে? এটা কি পশ্চাৎগতি?

নিজের দৃষ্টিভঙ্গি প্রমাণ করার জন্য পলিটব্যুরোর কোনও-না-কোনও সদস্যের কোটের প্রান্ত ধরা ফ্রামকিনের স্বভাব। খুব সম্ভব এই ক্ষেত্রেও তিনি বুখারিনের কোটের প্রান্ত ধরে দেখাতে চাইবেন যে, বুখারিনও তাঁর 'অনৈক অর্থনীতি-বিদের টীকা' প্রবন্ধে 'একই কথা' বলেছেন। কিন্তু বুখারিন মোটেই 'একই কথা' বলেননি। বুখারিন তাঁর প্রবন্ধে পশ্চাৎগতির সম্ভাবনা বা বিপদ সম্বন্ধে সূক্ষ্ম তত্ত্বগত প্রশ্ন তুলেছেন। সূক্ষ্মভাবে, এই প্রশ্ন সূত্রায়িত করা সম্পূর্ণ সম্ভব ও ন্যায়ানুমোদিত। কিন্তু ফ্রামকিন কি করেছেন? কৃষিতে পশ্চাৎ-গতির সম্ভাবনা সম্পর্কে সূক্ষ্ম প্রশ্নকে তিনি **বাস্তব ঘটনারূপে** দাঁড় করিয়েছেন, এবং একেই তিনি শস্য-খামারের অবস্থার বিশ্লেষণ আখ্যা দিয়েছেন। এটা কি হাস্যকর নয়, কমরেডগণ?

সোভিয়েত সরকারের অস্তিত্বের একাদশ বৎসরে যদি কৃষির পশ্চাৎগতি এসে থাকে, তাহলে এই সরকার সত্যই চমৎকার! সে সরকার তো সমর্থন পাওয়ারই যোগ্য নয়, পোটলা-পুটলি বেঁধে বিদায় হওয়ারই যোগ্য। এ সরকার যদি কৃষিকে পশ্চাৎগতির অবস্থায় নামাত, তাহলে শ্রমিকেরা অনেক আগেই তাকে পোটলা-পুটলি বেঁধে বিদায় করে দিত। সবরকম বুর্জোয়া বিশেষজ্ঞরাই এই পশ্চাৎগতির ধুঁয়া তুলেছে; তাঁরা আমাদের কৃষির পশ্চাৎগতির স্বপ্ন দেখেন। ট্রট্স্কিও এক সময়ে পশ্চাৎগতির ধুঁয়া তুলেছিলেন। ফ্রামকিন এই দ্বিধাপূর্ণ পন্থা গ্রহণ করবেন বলে আমি আশা করিনি।

কিসের ভিত্তিতে ফ্রামকিন পশ্চাৎগতির কথা বলছেন? সর্বপ্রথম এই ভিত্তিতে যে, এ বছর দানা-ফসলের এলাকা গত বছরের চেয়ে কম। এর কারণ কি? সোভিয়েত সরকারের নীতিই কি এর কারণ? নিশ্চয়ই না। এর কারণ হল, ইউক্রেনের স্তেপ এলাকায় এবং আংশিকভাবে উত্তর ককেশাসে শীতকালীন ফসলের হানি এবং গ্রীষ্মকালে ইউক্রেনের ঐ একই এলাকায় খরা। আবহাওয়ার অবস্থা, যার উপর কৃষি সম্পূর্ণরূপে এবং সমগ্রভাবে নির্ভরশীল, তা যদি প্রতিকূল

-না হতো, তাহলে এ বছর দানা-শস্যের এলাকা গত বছরের তুলনায় অন্ততঃ ১০ লক্ষ ডেসিয়াটিন বেশি হতো।

তাঁর বক্তব্যের আর একটি ভিত্তি হল, এ বছর আমাদের শস্যের মোট উৎপাদন গত বছরের চেয়ে মাত্র সামান্য (৭ কোটি পুড) বেশি এবং গম ও রাইয়ের উৎপাদন গত বছরের তুলনায় ২০ কোটি পুড কম। এসবের কারণ কি? কারণ—আবার ঐ খরা এবং তুষারপাতে শীতকালীন শস্যের হানি। আবহাওয়া এরূপ প্রতিকূল না হলে এ বছর আমাদের শস্যের মোট উৎপাদন গত বছরের তুলনায় ৩০ কোটি পুড বেশি হতো। খরা, তুষারপাত প্রভৃতি উপেক্ষা করা যায় কেমন করে যখন কোনও-না-কোনও অঞ্চলে ফসলের পক্ষে এর তাৎপর্য অপরিসীম?

শস্যের এলাকার ৭ শতাংশ প্রসার, শস্যের উৎপাদন ৩ শতাংশ বাড়ানো এবং শস্যের মোট উৎপাদন, আমার মনে হয়, ১০ শতাংশ বৃদ্ধি করা আমরা এখন আমাদের কর্তব্য বলে গ্রহণ করছি। এ সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই যে, আমরা এইসব কর্তব্য সম্পাদনে সর্বতোভাবে সচেষ্ট হব। কিন্তু আমাদের সর্ববিধ ব্যবস্থা সত্ত্বেও, এটা বিবেচনার বহির্ভূত নয় যে, আমরা আবার আংশিক শস্যহানির, কোনও-না-কোনও অঞ্চলে তুষার অথবা খরার সম্মুখীন হতে পারি, তাতে এমন অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে যে, শস্যের মোট উৎপাদন আমাদের পরিকল্পনার চেয়ে, এমনকি এই বছরের মোট উৎপাদনের চেয়েও কম হয়ে পড়তে পারে। তার অর্থ কি এই হয় যে, কৃষির 'পশ্চাৎগতি' ঘটেছে, সোভিয়েত সরকারের নীতি এই 'পশ্চাৎগতির' জন্য দায়ী, আমরা কৃষকের অর্থনৈতিক প্রেরণা 'নষ্ট করেছি' এবং আমরা তাকে উন্নতির সম্ভাবনা থেকে 'বঞ্চিত করেছি'?

কয়েক বছর আগে ট্রট্স্কি এই ভুল করেছিলেন। তিনি ঘোষণা করেন যে 'একটু-আধটু বৃষ্টির' কোন গুরুত্ব নেই। রাইকভ তাঁর কথার প্রতিবাদ করেন এবং তিনি কেন্দ্রীয় কমিটিতে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতার সমর্থন পান। এখন ফ্রামকিন ঐ একই ভুল করছেন, কৃষির পক্ষে চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ আবহাওয়াকে তিনি উপেক্ষা করছেন এবং সবকিছুর জন্য আমাদের পার্টির নীতিকে দায়ী করতে চেষ্টা করছেন।

সাধারণভাবে কৃষির এবং বিশেষভাবে শস্যের খামারের উন্নয়ন হার বৃদ্ধি করার জন্য কোন্ কোন্ উপায় ও পন্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন? এরকম তিনটি উপায় বা পথ আছে:

(ক) শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করে এবং দরিদ্র ও মাঝারি চাষীর ব্যক্তিগত চাষের এলাকা বাড়িয়ে;

(খ) যৌথ খামারগুলির আরও উন্নতি করে;

(গ) পুরানো রাষ্ট্রীয় খামারসমূহ প্রসারিত করে ও নতুন নতুন রাষ্ট্রীয় খামার স্থাপন করে।

জুলাই মাসের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের প্রস্তাবেই এসবের উল্লেখ আছে। জুলাই-এর পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের কথাই নিবন্ধগুলিতে আবার বলা হয়েছে; বিষয়টিকে আরও বাস্তবভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে এবং সুনির্দিষ্ট বিনিয়োগের আকারে তা অঙ্কে ব্যক্ত করা হয়েছে। এখানেও ফ্রাম্কিন তুচ্ছ আপত্তি তোলার মতো কিছু পেয়ে গেছেন। তিনি মনে করেন, যেহেতু ব্যক্তিগত চাষের এলাকাকে প্রথম স্থান দেওয়া হয়েছে এবং যৌথ খামারকে দ্বিতীয় ও রাষ্ট্রীয় খামারকে তৃতীয় স্থান দেওয়া হয়েছে, এর অর্থ একমাত্র এই যে, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিরই বিজয় সূচিত হচ্ছে। এটা হাস্যকর, কমরেডগণ। এটা স্পষ্ট যে, কৃষির প্রত্যেকটি ধরনের আপেক্ষিক গুরুত্বের দিক থেকে যদি আমরা বিষয়টির বিচার করি, তাহলে অতি অবশ্য ব্যক্তিগত খামারকেই প্রথম স্থান দিতে হবে, কারণ যৌথ খামার ও রাষ্ট্রীয় খামারের তুলনায় প্রায় ছয় গুণ বিক্রয়যোগ্য শস্য ব্যক্তিগত খামার থেকে আসে। কিন্তু আমরা যদি খামারের ধরনের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করি—অর্থনীতির কোন্ ধরন আমাদের লক্ষ্যের সবচেয়ে বেশি সগোত্রীয়, তাহলে নিশ্চয়ই যৌথ খামার ও রাষ্ট্রীয় খামারকে প্রথম স্থান দিতে হবে; এগুলি ব্যক্তিগত কৃষক-খামারের চেয়ে উচ্চতর ধরনের কৃষিকার্য। দুটি দৃষ্টিভঙ্গিই যে আমাদের নিকট সমভাবে গ্রহণীয়, তা কি সত্যই দেখাবার প্রয়োজন আছে?

কৃষির উন্নয়নের হার এবং প্রধানতঃ, শস্যের খামারের বাস্তব উন্নয়নের জন্য এই তিনটি পন্থায় আমাদের কাজ চলা প্রয়োজন।

সর্বপ্রথম, কৃষির প্রতি আমাদের পার্টির ক্যাডারদের মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া এবং শস্য-সমস্যার বাস্তব দিকগুলির প্রতি তাদের মনোযোগ কেন্দ্রীভূত হওয়া প্রয়োজন। বাস্তবতাবর্জিত বাগ্‌বৈশিষ্ট্য এবং সাধারণভাবে কৃষির সম্বন্ধে কথা বলা আমাদের ছাড়তে হবে। বিভিন্ন এলাকার বিভিন্ন অবস্থার উপযোগী শস্য খামারের উন্নতিসাধনের বাস্তব ব্যবস্থা প্রণয়নের জন্য আমাদের আত্মনিয়োগ করতে হবে। কথা ছেড়ে কাজ করার সময় এসেছে, শস্যের

উৎপাদন **কিভাবে** বাড়ানো যায়, এবং গরিব ও মাঝারি কৃষকদের শস্য চাষের এলাকা **কিভাবে** প্রসারিত করা যায়, যৌথ খামার ও রাষ্ট্রীয় খামারের উন্নয়ন **কিভাবে** সম্ভব, যৌথ খামার ও রাষ্ট্রীয় খামারগুলি যাতে ভাল বীজ ও ভাল জাতের গরু-মোষ সরবরাহ করে, তার ব্যবস্থা **কিভাবে** করা যায়, মেশিন ভাড়া দেওয়ার স্টেশনগুলি থেকে কৃষকদের মেশিন ও অন্যান্য সরঞ্জাম সরবরাহের ব্যবস্থা **কিভাবে** হতে পারে, সাধারণভাবে চুক্তি ব্যবস্থা ও কৃষি সমবায় ব্যবস্থা **কিভাবে** প্রসারিত ও উন্নত করা যায়—এইসব বাস্তব প্রশ্নের এখন মোকাবিলা করতে হবে। (**একটি কণ্ঠস্বর**: 'এ তো অভিজ্ঞতা-নির্ভর কথা।') এই অভিজ্ঞতা-নির্ভর কথাই এখন একান্ত আবশ্যক ; তা না হলে শস্য-সমস্যা সমাধানের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি কৃষি সংক্রান্ত সাধারণ ফাঁকা আলোচনায় পর্যবসিত হবে।

গণ-কমিশার পরিষদের ও পলিটব্যুরোর যেসব মুখ্য কর্মী প্রধান প্রধান শস্য অঞ্চলের জন্য দায়ী, তাঁদের কাছ থেকে কেন্দ্রীয় কমিটি কৃষির উন্নয়ন সম্পর্কিত বাস্তবতাভিত্তিক রিপোর্ট পাওয়ার ব্যবস্থা করেছে। এই পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে আপনারা উত্তর ককেশাসের শস্য-সমস্যা সমাধানের উপায় সম্পর্কে কমরেড আন্দ্রিয়েভের রিপোর্ট শুনবেন। আমার মনে হয়, এর পর আমরা ইউক্রেন, মধ্য কৃষ্ণমৃত্তিকা অঞ্চল, ভল্‌গা অঞ্চল, সাইবেরিয়া প্রভৃতি অঞ্চলের অনুরূপ রিপোর্ট পরপর শুনব। শস্য-সমস্যার প্রতি পার্টির মনোযোগ নিবদ্ধ করার জন্য এবং পার্টির কর্মীরা যাতে শস্য-সমস্যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলির বাস্তবানুগ সূত্রায়ণে সমর্থ হয় তার জন্য এটা একান্তভাবে প্রয়োজন।

দ্বিতীয়তঃ, এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া আবশ্যক যে, গ্রামাঞ্চলে পার্টি-কর্মীরা তাঁদের বাস্তব কাজে মাঝারি কৃষক ও কুলাকদের মধ্যে তীক্ষ্ণ পার্থক্য রেখে চলেন, উভয়কে একত্রে জড়িয়ে না ফেলেন, যখন আঘাত করা প্রয়োজন কুলাকদের, তখন যেন মাঝারি কৃষকদের আঘাত না করে বসেন। এসব ভুলের (যদি ভুলই বলি) অবসানে আর দেরী করা চলে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ব্যক্তিগত ট্যাক্সের কথা ধরা যাক। ট্যাক্স সম্পর্কে পলিটব্যুরোর সিদ্ধান্তে এবং তদনুসারে প্রবর্তিত আইনে ২-৩ শতাংশের বেশি পরিবারে ব্যক্তিগত ট্যাক্স প্রবর্তিত হওয়ার কথা নয়, অর্থাৎ সবচেয়ে বেশি ধনী কুলাকদের উপর ট্যাক্স বসাবার কথা। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে কি হচ্ছে? অনেক জেলায় ১০, ১২ শতাংশ এবং এমনকি তারও বেশি পরিবারের উপর ট্যাক্স ধার্য হয় ; তার ফলে কৃষক-

সমাজের মাঝারি শ্রেণীর উপরেও ট্যাক্সের চাপ পড়ে। এই অপরাধের অবসান ঘটানোর সময় কি আসেনি?

এইসব অত্যাচার এবং এই ধরনের অত্যাচার বন্ধ করার বাস্তব ব্যবস্থা সম্পর্কে ইঙ্গিত না দিয়ে আমাদের প্রিয় 'সমালোচকেরা' কথার ফুলঝুরি ছাড়েন। তাঁরা প্রস্তাব তোলেন যে, 'সবচেয়ে বেশি ধনী কুলাকদের'—এইসব শব্দগুলির পরিবর্তে 'কুলাকদের সবচেয়ে ক্ষমতাশালী অংশ' অথবা 'কুলাকদের সবচেয়ে উপরের অংশ' কথাগুলি বসানো হোক। এইসব কথা যেন একই অর্থবোধক নয়! কৃষকসমাজের যে মাত্র ৫ শতাংশ কুলাক তা দেখানো হয়েছে। এটাও দেখানো হয়েছে যে, মাত্র ২-৩ শতাংশ পরিবারের উপর ব্যক্তিগত ট্যাক্স ধার্য হবে, অর্থাৎ ট্যাক্স ধায হবে সবচেয়ে বেশি ধনী কুলাকদের উপর। আরও দেখানো হয়েছে যে কার্যতঃ বহু এলাকায় এই আইন লংঘিত হচ্ছে। তবু, এটা বন্ধ করার বাস্তব ব্যবস্থা সম্পর্কে কোন ইঙ্গিত না দিয়ে 'সমালোচকেরা' শুধু মৌখিক সমালোচনায় উৎসাহ দেখান এবং বুঝতেই চান না যে, এতে অবস্থার তিলমাত্র হেরফের হয় না। এটা চুলচেরা বিচার মাত্র! (**একটি কণ্ঠস্বর:** 'তাঁরা চান যে, সমস্ত কুলাকের উপর ব্যক্তিগত ট্যাক্স ধার্য হোক।') বেশ কথা, তাহলে ২-৩ শতাংশের উপর ট্যাক্স ধার্য করার আইন বাতিল করার জন্য তাঁদের দাবি জানানো উচিত। ব্যক্তিগত ট্যাক্সের আইন বাতিল করার জন্য কেউ দাবি করেছেন বলে আমি কিন্তু এখনো শুনিনি। বলা হয় যে, স্থানীয় বাজেট সম্পূরণের জন্য ব্যক্তিগত টাক্স যথেচ্ছ বৃদ্ধি করা হয়। কিন্তু আইন ভঙ্গ করে, পার্টির নির্দেশ লংঘন করে আপনারা কিছুতেই স্থানীয় বাজেট সম্পূরণ করবেন না। আমাদের পার্টি রয়েছে, এখনো তা উঠে যায়নি। সোভিয়েত সরকার রয়েছে, এখনো তার উচ্ছেদ ঘটেনি। আপনাদের স্থানীয় বাজেটের জন্য যদি যথেষ্ট অর্থ না থাকে, তাহলে আপনারা অতি অবশ্য স্থানীয় বাজেট পুনর্বিবেচনা করতে বলবেন—আইন লংঘন করবেন না; পার্টির নির্দেশ অমান্য করবেন না।

এরপর, গরিব ও মাঝারি চাষীর খামারকে আরও প্রেরণা যোগানো প্রয়োজন। নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে, ইতিমধ্যে শস্যের মূল্য বৃদ্ধির প্রবর্তন, বিপ্লবী আইনের বাস্তব প্রয়োগ, চুক্তি-ব্যবস্থার আকারে গরিব ও মাঝারি চাষীর খামারকে প্রদত্ত বাস্তব সাহায্য প্রভৃতি কুলাকদের প্রেরণাকে যথেষ্ট বৃদ্ধি করবে। ফ্রামৃকিন মনে করেন যে, ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনায় কৃষকদের বঞ্চিত

করে আমরা তাদের প্রেরণা সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করেছি, অথবা প্রায় নষ্ট করে দিয়েছি। এটা অবশ্য বাজে কথা। এ কথা যদি সত্য হয়, তাহলে বন্ধনসূত্র —শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকসমাজের মধ্যে মৈত্রীবন্ধন প্রকৃতপক্ষে কি আশ্রয় করে রয়েছে, তা ভাবাই যায় না। এ কথা নিশ্চয় মনে করা চলে না যে, এই মৈত্রী-বন্ধন ভাবপ্রবণতাকে আশ্রয় করে রয়েছে। মোটের উপর, এটা অতি অবশ্য বুঝতে হবে যে, বৈষয়িক ক্রিয়াকর্মের ভিত্তিতেই শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকসমাজের মৈত্রী, এটি হল দুটি শ্রেণীর স্বার্থের মৈত্রী, পারস্পরিক স্বার্থে শ্রমিকদের সঙ্গে কৃষকসমাজের প্রধান অংশের শ্রেণীগত মৈত্রী। এটা স্পষ্ট যে, আমরা যদি কৃষকদেরকে ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনা থেকে বঞ্চিত করে তাদের অর্থ-নৈতিক প্রেরণা সম্পূর্ণরূপে অথবা প্রায় নষ্ট করতাম, তাহলে কোনই বন্ধনসূত্র থাকত না—শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকসমাজের মধ্যে কোন মৈত্রী থাকত না। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, গরিব ও মাঝারি কৃষকদের অর্থনৈতিক প্রেরণা 'সৃষ্টি করা' বা তা 'মুক্ত করা' এখানে আলোচনার বিষয় নয়—শ্রমিকশ্রেণীর ও কৃষক-সমাজের প্রধান কৃষকজনতার পারস্পরিক স্বার্থে এই প্রেরণাকে সুদৃঢ় করা এবং তাকে উন্নীত করাই আলোচ্য বিষয়। জাতীয় অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত প্রবন্ধগুলিতে ঠিক্ ঠিক তারই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

পরিশেষে, গ্রামাঞ্চলে পণ্যের সরবরাহ বৃদ্ধি করা আবশ্যক। আমি যেমন ভোগ্য পণ্যের কথা মনে করছি, তেমনি বিশেষ করে মনে করছি পণ্য উৎপাদন করার দ্রব্যসামগ্রীর কথাও (মেশিন, সার প্রভৃতি) যাতে কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পেতে পারে। এক্ষেত্রে যা যা হওয়া উচিত ছিল, তা হয়েছে এ কথা বলা চলে না। আপনারা জানেন যে, পণ্য ঘাটতির লক্ষণগুলি দূর হতে এখনো অনেক বাকী, এবং এত শীঘ্র বোধহয় দূর হবেও না। পার্টির কোন কোন মহলে এই ভুল ধারণা রয়েছে যে, আমরা এখনই পণ্যের ঘাটতি দূর করতে পারি। দুর্ভাগ্যের বিষয়, এটা সত্য নয়। স্মরণ রাখতে হবে যে, প্রথমতঃ শ্রমিক ও কৃষকের ক্রমবর্ধমান সমৃদ্ধির সঙ্গে এবং পণ্যের চাহিদার বিপুল বৃদ্ধির সঙ্গে—যার উৎপাদন প্রতি বছর বেড়ে গেলেও চাহিদা পূরণের পক্ষে যা যথেষ্ট নয়—পণ্য ঘাটতির লক্ষণগুলি সংশ্লিষ্ট এবং শিল্প পুনর্গঠনের বর্তমানকালের সঙ্গে তার সম্পর্ক।

শিল্পের পুনর্গঠনে ভোগ্য পণ্যের উৎপাদনের ক্ষেত্র থেকে উৎপাদনের উপায়-উপকরণের উৎপাদনের ক্ষেত্রে অর্থ স্থানান্তরিত করার প্রয়োজন হয়। এ ছাড়া

ঠিকমতো পুনর্গঠন সম্ভব নয়, বিশেষতঃ আমাদের সোভিয়েত অবস্থাতে তো নয়ই। কিন্তু এর অর্থ কি? এর অর্থ হল—নতুন নতুন কারখানা নির্মাণে অর্থ নিয়োজিত হচ্ছে এবং নতুন নতুন শহর ও নতুন নতুন ভোক্তার সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। অথচ, এইসব নতুন কারখানা কেবল তিন-চার বছর পরেই প্রচুর পরিমাণে অতিরিক্ত পণ্য উৎপাদন করতে পারে। এটা বোঝা সহজ যে, পণ্যের ঘাটতি বন্ধ করার পক্ষে এই অবস্থা অনুকূল নয়।

এর অর্থ কি এই যে, আমরা হাত গুটিয়ে বসে থাকব এবং মেনে নেব যে পণ্য ঘাটতির লক্ষণ সম্বন্ধে কোনরকম ব্যবস্থা করার সাধ্য আমাদের নেই? না, তা এর অর্থ নয়। ব্যাপার হল, পণ্য ঘাটতির তীব্রতা কমাবার জন্য এবং তাকে সীমাবদ্ধ করার জন্য বাস্তব ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। এ কাজটা আমরা করতে পারি এবং এখনই আমাদের তা করতে হবে। এর জন্য শিল্পের সেইসব শাখার প্রসার আমাদের অতি অবশ্য ত্বরান্বিত করতে হবে, যা কৃষি-পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধিতে প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা করে (স্তালিনগ্রাদের ট্রাক্টর কারখানা, রোস্তভের কৃষিযন্ত্রের কারখানা, ভরোনেঝের বীজ-বাছাই করার কারখানা ইত্যাদি)। তা ছাড়া, এর জন্য আমাদের অতি অবশ্য শিল্পের সেই সব শাখারও যথাসম্ভব প্রসার ঘটাতে হবে, যা ঘাটতি পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করে (কাপড়, কাচ, পেরেক প্রভৃতি) ইত্যাদি ইত্যাদি।

কুবিয়াক বলেছেন যে, জাতীয় অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণ-সংখ্যা ব্যক্তিগত কৃষক খামারে গত বছরের চেয়ে এ বছর কম অর্থ বরাদ্দের প্রস্তাব করেছে। আমার মনে হয়, এ কথা ঠিক নয়। কুবিয়াক এই বিষয়টি লক্ষ্য করেননি বলে মনে হচ্ছে যে, এ বছর চুক্তি-ব্যবস্থার মাধ্যমে আমরা কৃষকদের ৩০ কোটি রুবল ঋণ দিচ্ছি (গত বছরের চেয়ে ১০ কোটি রুবল বেশি)। এটা যদি হিসেব করা যায়—এবং তা করতেই হবে—তাহলে দেখা যাবে যে, ব্যক্তিগত কৃষক খামারের জন্য আমরা গত বছরের তুলনায় এ বছর বেশি বরাদ্দ ধরছি। আর পুরানো ও নতুন রাষ্ট্রীয় খামারে এবং যৌথ খামারে আমরা ৩০ কোটি রুবল বিনিয়োগ করছি (গত বছরের চেয়ে ১৫ কোটি রুবল বেশি)।

যৌথ খামার, রাষ্ট্রীয় খামার ও চুক্তি-ব্যবস্থার প্রতি আমাদের বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। এগুলিকে শুধু বিক্রয়যোগ্য শস্যের ভাণ্ডার বৃদ্ধি করার উপায় মনে করা উচিত হবে না। একই সঙ্গে তারা শ্রমিকশ্রেণী এবং কৃষক-সমাজের প্রধান ব্যাপক জনতার মধ্যে নতুন ধরনের বন্ধনসূত্রও বটে।

চুক্তি-ব্যবস্থা সম্বন্ধে ইতিমধ্যেই অনেক কিছুই বলা হয়েছে এবং সে বিষয়ে আমি আর আলোচনা করব না। প্রত্যেকেই এ কথা বোঝেন যে ব্যাপকভাবে এই ব্যবস্থা প্রয়োগ ব্যক্তিগত কৃষক খামারগুলির প্রয়াসকে ঐক্যবদ্ধ করা সহজতর করে তোলে, রাষ্ট্র ও কৃষকসমাজের মধ্যেকার সম্পর্কে স্থায়িত্বের উপাদান এনে দেয় এবং সেই কারণে শহর ও গ্রামের বন্ধনকে শক্তিশালী করে তোলে।

কৃষকদের মনে যা এক বিপ্লব সৃষ্টি করে ও তাদেরকে রক্ষণশীলতা, নিয়মতান্ত্রিকতা ঝেড়ে ফেলতে সাহায্য করে সেই এক নতুন কারিগরী ভিত্তিতে কৃষির পুনর্গঠনের কাজ যা সহজ করে তোলে তেমন নিয়ন্ত্রক যন্ত্র হিসেবে যৌথ খামারগুলির প্রতি, বিশেষতঃ রাষ্ট্রীয় খামারগুলির প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আমাদের শস্য-এলাকাগুলিতে ট্রাক্টর, বৃহৎ কৃষি-যন্ত্রসমূহ এবং ট্রাক্টর বিভাগের উদ্ভবের সুনিশ্চিত প্রতিক্রিয়া আছে চতুষ্পার্শের কৃষক খামারগুলির ওপর। চতুষ্পার্শের কৃষকদেরকে বীজ, যন্ত্র ও ট্রাক্টরের মাধ্যমে যে সাহায্য করা হয় তা নিঃসংশয়ে কৃষকদের দ্বারা প্রশংশিত হয় এবং সেই সোভিয়েত রাষ্ট্রেরই শক্তি ও দৃঢ়তার এক চিহ্ন বলে পরিগণিত হয় যা তাদেরকে কৃষির এক যথেষ্ট মাত্রার উন্নতির উচ্চমার্গে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। আমরা এখনো পর্যন্ত এই পরিস্থিতিকে বিবেচনা করিনি এবং এখনো তা যথেষ্ট মাত্রায় করি না। কিন্তু আমি মনে করি যে এটিই হল সেই প্রধান জিনিস যা যৌথ খামার ও রাষ্ট্রীয় খামারগুলি শস্য-সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে ও নতুন রূপের বন্ধনকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে বর্তমান মুহূর্তে দিচ্ছে এবং দিতে পারে।

সাধারণভাবে বলা যায় যে শস্য-সমস্যা সমাধানে আমাদের কাজের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি ও উপায়গুলিকেই আমাদের নিশ্চিত গ্রহণ করতে হবে।

৩। বিচ্যুতির ও সেগুলির সঙ্গে আপোষের বিরুদ্ধে লড়াই

এবার আমরা আমাদের তত্ত্বাবলীর তৃতীয় প্রধান প্রশ্ন—লেনিনবাদী লাইন থেকে বিচ্যুতির প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব।

বিচ্যুতিগুলির সামাজিক ভিত্তি হল এই ঘটনা যে আমাদের দেশে ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদনের প্রাধান্য বর্তমান, এই ঘটনা যে ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন ধনতান্ত্রিক শক্তির উদ্ভব ঘটায়, এই ঘটনা যে আমাদের পার্টি পেটি-বুর্জোয়া

প্রকৃতির শক্তিদের দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং সবশেষে এই ঘটনা যে আমাদের পার্টি-সংগঠনগুলির মধ্যে কিছু কিছু এই প্রকৃতির শক্তিদের দ্বারা সংক্রামিত।

মুখ্যতঃ এখানেই বিচ্যুতিগুলির সামাজিক ভিত্তি নিহিত।

এইসব বিচ্যুতিই হল পেটি-বুর্জোয়া চরিত্রের।

এখানে যেটি প্রধান প্রশ্ন সেই দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতিটা কি? কোন্‌দিকে তা যেতে চায়? তার ঝোঁক বুর্জোয়া মতাদর্শের অভিযোজনের দিকে, 'সোভিয়েত' বুর্জোয়াশ্রেণীর পছন্দ আর প্রয়োজনের সঙ্গে আমাদের কর্মনীতির অভিযোজনের দিকে।

আমাদের পার্টির ভেতর দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতি যদি জয়লাভ করে তাহলে তা কিসের হুমকি তুলে ধরে? তার অর্থ হবে আমাদের পার্টির চরম মতাদর্শগত পরাজয়, পুঁজিবাদী শক্তিগুলির বল্গাহীনতা, পুঁজিবাদের পুনরুত্থানের অথবা লেনিন যেমন বলেছিলেন সেই 'পুঁজিবাদে প্রত্যাবর্তন'-এর সম্ভাবনার বৃদ্ধি।

মুখ্যতঃ কোথায় দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির প্রবণতার অধিষ্ঠান? আমাদের সোভিয়েত, অর্থনৈতিক, সমবায় ও ট্রেড ইউনিয়ন হাতিয়ারগুলিতে এবং সেই সঙ্গে পার্টি হাতিয়ারগুলিতেও, বিশেষতঃ গ্রামাঞ্চলে তার নিম্নতর যোগসূত্রগুলিতে।

আমাদের পার্টি-সদস্যদের মধ্যে কি দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির প্রবক্তা আছে? নিশ্চয়ই আছে। রাইকভ শাতুনোভ্‌স্কির দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন যে নীপার জলবিদ্যুৎ শক্তিকেন্দ্র নির্মাণের বিরুদ্ধে ঘোষণা করেছিল। এ বিষয়ে কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না যে শাতুনোভ্‌স্কি একটি দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির অপরাধে অপরাধী, সে বিচ্যুতি প্রকাশ্য সুবিধাবাদমুখী। তথাপি আমি মনে করি যে শাতুনোভ্‌স্কি দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির, তার চেহারার এক প্রতীকী নমুনা নয়। আমি মনে করি যে এই বিষয়ে জয়পত্রটি ফ্রাম্‌কিনেরই পাওয়া উচিত। (**হাস্যরোল।**) আমি তাঁর প্রথম পত্রটির (জুন, ১৯২৮) এবং তারপর কেন্দ্রীয় কমিটি ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের সদস্যদের মধ্যে যেটি বিলি করা হয়েছে তাঁর সেই দ্বিতীয় পত্রটির (নভেম্বর, ১৯২৮) উল্লেখ করছি।

দুটি পত্রই পরীক্ষা করে দেখা যাক। প্রথম পত্রটির 'মূল বক্তব্যগুলি' ধরা যাক।

(১) **'দরিদ্র কৃষকদের একটি ক্ষুদ্র অংশ ছাড়া গ্রামাঞ্চলের মনোভাব আমাদের বিরুদ্ধে।'** এটা কি সত্য? এটা নিশ্চয়ই অসত্য। যদি

এটা সত্যিই হতো তাহলে বন্ধনটি একটি স্মৃতি হিসেবেও থাকত না। কিন্তু জুনের পর থেকে (চিঠিটি জুনেই লেখা) প্রায় ছ'মাস কেটে গেছে কিন্তু যে-কেউই যদি অন্ধ না হয় তাহলে দেখতে পারে যে শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে কৃষক-সমাজের মূল সাধারণ অংশের বন্ধন অব্যাহত আছে ও তার শক্তি আরও বাড়ছে। ফ্রামকিন কেন এমন বাজে কথা লেখেন? পার্টিকে আতংকিত করার ও তাকে দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির কাছে মাথা নোয়ানোর উদ্দেশ্যে।

(২) **'ইদানীংকালের গৃহীত কর্মনীতি মধ্য কৃষকদের প্রধান সাধারণ অংশকে আশাহারা, ভবিষ্যতের সম্ভাবনাহারা করে তুলেছে।'** এটা কি সত্য? এটা পুরোপুরি অসত্য। এটা নিশ্চিত যে এই বছরের বসন্তকালে মধ্য কৃষকদের মূল সাধারণ যদি অর্থনৈতিক আশা ও সম্ভাবনাশূন্য হয়ে থাকত তাহলে তারা সমস্ত প্রধান শস্য ফলন অঞ্চলে যেমন করেছিল তেমনভাবে বসন্তকালীন শস্য-এলাকাকে প্রসারিত করত না। বসন্তকালীন রোপন এপ্রিল-মে মাসে হয়। ফ্রামকিনের চিঠিটি লেখা হয়েছিল জুন মাসে। আমাদের দেশে সোভিয়েত শাসনাধীনে খাদ্যশস্যের প্রধান ক্রেতা কে? তা হল রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত সমবায়গুলি। এটা নিশ্চিত যে মধ্য কৃষকদের সাধারণ অংশ যদি অর্থনৈতিক সম্ভাবনাশূন্য হয়ে থাকত, তারা যদি সোভিয়েত সরকারের থেকে 'বিচ্ছিন্ন' অবস্থায় থাকত তাহলে তারা শস্যের প্রধান ক্রেতা রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য বসন্তকালীন ফলন-এলাকার প্রসার ঘটাত না। ফ্রামকিন নিশ্চিত বাজে বকছেন। এখানেও তিনি নৈরাশ্যকর সম্ভাবনার 'ভয়ে' পার্টিকে আতংকিত করতে চেষ্টা করছেন যাতে তা তাঁর—ফ্রামকিনের মতের কাছে মাথা নোয়ায়।

(৩) **'আমাদের অবশ্যই চতুর্দশ ও পঞ্চদশ কংগ্রেসে ফিরতে হবে।'** এ ব্যাপারে কোনও সন্দেহ থাকতে পারে না যে পঞ্চদশ কংগ্রেসকে এখানে নিছক তালছাড়া ও অর্থশূন্যভাবে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। এখানে পঞ্চদশ কংগ্রেস কোনও জটিল বিষয় নয়, জটিলতা আছে 'চতুর্দশ কংগ্রেসে ফিরে চল' এই শ্লোগানে। এর অর্থ কি? এর অর্থ হল 'কুলাকদের বিরুদ্ধে আক্রমণোদ্যোগকে জোরদার করা'কে পরিবর্জন (পঞ্চদশ কংগ্রেসের প্রস্তাব দেখুন)। চতুর্দশ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যুক্তি দেখানোর জন্য আমি এটা বলছি না। আমি এটা বলছি এই কারণে যে চতুর্দশ কংগ্রেসে প্রত্যাবর্তনের দাবি তুলে ফ্রামকিন সেই অগ্রগতির পদক্ষেপকে বাতিল করছেন পার্টি যা 'চতুর্দশ ও পঞ্চদশ

কংগ্রেসের মধ্যবর্তীকালে ফেলেছিল আর তা বাতিল করে তিনি পার্টিকে পিছনে টেনে রাখার চেষ্টা করছেন। কেন্দ্রীয় কমিটির জুলাই প্লেনাম এই প্রশ্নে তার মত ঘোষণা করেছে। পরিষ্কারভাবে তা তার প্রস্তাবে বলেছে যে, যেসব লোক 'কুলাকদের বিরুদ্ধে আক্রমণোদ্যোগকে আরও বিকশিত কর'— এই মর্মে পঞ্চদশ কংগ্রেসের গৃহীত সিদ্ধান্তটি পরিহার করতে সচেষ্ট তারা 'আমাদের দেশে বুর্জোয়া প্রবণতার এক বহিঃপ্রকাশ'।

(৪) **'যৌথ খামারে যোগদানকারী দরিদ্র কৃষকদের সর্বোচ্চ পরিমাণ সাহায্য।'** আমরা সর্বদাই আমাদের যথাসামর্থ্য ও যথাসঙ্গতি সেই দরিদ্র কৃষকদেরকে সর্বোচ্চ পরিমাণ সাহায্য যুগিয়েছে যারা যৌথ খামারগুলিতে যোগ দিচ্ছে, এমনকি যারা দিচ্ছে না। এতে নূতনত্ব কিছু নেই। চতুর্দশ কংগ্রেসের সিদ্ধান্তসমূহের তুলনায় পঞ্চদশ কংগ্রেসের সিদ্ধান্তসমূহের ভেতর যেটা নতুন তা এই নয়, নতুন হল এই যে পঞ্চদশ কংগ্রেস যৌথ খামার আন্দোলনের সর্বোচ্চ বিকাশকে আজকের দিনে অন্যতম প্রধান কর্তব্য স্থির করেছে। ফ্রাম্‌কিন যখন যৌথ খামারে যোগদানকারী দরিদ্র কৃষকদেরকে সর্বোচ্চ পরিমাণ সাহায্যদানের কথা বলেন তখন তিনি বস্তুতঃ যৌথ খামার আন্দোলনকে চূড়ান্ত বিকাশের যে কর্তব্যটি পঞ্চদশ কংগ্রেসের মাধ্যমে পার্টি নির্দিষ্ট করেছে তাকে পরিহার করছেন, তার প্রতি মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন। ফ্রাম্‌কিন হলেন যৌথ খামারকে বিকশিত করার নীতির মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে সমাজতান্ত্রিক ক্ষেত্রকে শক্তিশালী করার কাজকে বিকশিত করার বিরোধী।

(৫) **'অভিঘাত বা অতিরিক্ত-অভিঘাত কৌশলের দ্বারা রাষ্ট্রীয় খামারগুলিকে প্রসারিত করা ঠিক নয়।'** ফ্রাম্‌কিন এটা না জেনে পারেন না যে পুরানো রাষ্ট্রীয় খামারগুলিকে প্রসারের ও নতুন রাষ্ট্রীয় খামারগুলিকে প্রতিষ্ঠার কাজটি গুরুত্ব দিয়ে করতে আমরা সবে **শুরুই** করছি। ফ্রাম্‌কিন এটা না জেনে পারেন না যে এই উদ্দেশ্যে আমাদের যদি কোনও মজুত থাকত তাহলে যে পরিমাণ বরাদ্দ করা আমাদের উচিত তারচেয়ে অনেক কম অর্থই আমরা এই বাবদ বরাদ্দ করছি। 'অভিঘাত ও অতিরিক্ত-অভিঘাত কৌশল' শব্দগুলি এখানে ঢোকানো হয়েছে যাতে মানুষকে 'আতংকগ্রস্ত' করা যায় ও রাষ্ট্রীয় খামারগুলির কোনও গুরুত্বপূর্ণ প্রসারের প্রতি ফ্রাম্‌কিনের নিজের অনীহাকে ঢাকা দেওয়া যায়। ফ্রাম্‌কিন আসলে এখানে রাষ্ট্রীয় খামারের নীতির মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে সমাজতান্ত্রিক ক্ষেত্রকে শক্তিশালী

করার প্রতি তাঁর বিরোধিতাই প্রকাশ করছেন।

এবার ফ্রাম্‌কিনের এইসব বক্তব্য একত্র করুন এবং তাহলেই আপনারা দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির চারিত্র্যবিশিষ্ট একটি পুষ্পস্তবক পেয়ে যাবেন।

ফ্রাম্‌কিনের দ্বিতীয় পত্রটির আলোচনায় আসা যাক। প্রথম পত্রটির সঙ্গে দ্বিতীয় পত্রটির পার্থক্য কোন্‌খানে? এইখানে যে, প্রথম পত্রটির যা ভুলত্রুটি দ্বিতীয় পত্রে তাই জোরদার হয়েছে। প্রথমটি বলেছে যে মধ্য কৃষক-খামার প্রথার কোনও সম্ভাবনা নেই। দ্বিতীয়টি বলেছে কৃষির 'পশ্চাৎগতির' কথা। প্রথম চিঠি বলেছে যে কুলাকদের বিরুদ্ধে আক্রমণোদ্যোগকে ঢিলে দেওয়ার অর্থে আমাদের অবশ্যই চতুর্দশ কংগ্রেসে ফিরতে হবে। দ্বিতীয় চিঠিতে কিন্তু বলা হয়েছে যে, 'আমাদের অবশ্যই কুলাক খামারে উৎপাদন ব্যাহত করা চলবে না।' প্রথম চিঠিতে শিল্পের বিষয়ে কিছু বলা হয়নি। কিন্তু দ্বিতীয় চিঠিটি এই মর্মে এক 'নতুন' তত্ত্বের বিকাশ করে যে শিল্প নির্মাণের জন্য কম বরাদ্দ করা উচিত। প্রসঙ্গত: বলা যায় যে দুটি বিষয় আছে, যে ব্যাপারে দুটি চিঠিই একমত। যৌথ খামার সম্বন্ধে এবং রাষ্ট্রীয় খামার সম্বন্ধে। দুটি চিঠিতেই ফ্রাম্‌কিন যৌথ খামার ও রাষ্ট্রীয় খামারগুলির বিকাশের বিরুদ্ধে বক্তব্য রেখেছেন। পরিষ্কার যে, দ্বিতীয় চিঠিটি প্রথম চিঠির ভুলগুলিকে আরও বাড়িয়ে তোলে।

'পশ্চাৎগতির' তত্ত্ব সম্বন্ধে আমি এর আগেই বলেছি। সন্দেহ নেই যে তত্ত্বটি হল সেই বুর্জোয়া বিশেষজ্ঞদের উদ্ভাবন যারা সর্বদাই এমন একটা সোরগোল তুলতে প্রস্তুত যে সোভিয়েত শাসনের সর্বনাশ হয়েছে। ফ্রাম্‌কিন সেই বুর্জোয়া বিশেষজ্ঞদের দ্বারা নিজেকে আতংকিত হতে দিয়েছেন অর্থবিষয়ক গণ-কমিশারমণ্ডলীর চারপাশে যাদের আশ্রয়স্থল রয়েছে এবং এখন তিনি আবার স্বয়ং চেষ্টা চালাচ্ছেন যাতে দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির কাছে পার্টিকে বশ্যতা স্বীকার করানোর জন্য তাকে সন্ত্রস্ত করা যায়। যৌথ খামার ও রাষ্ট্রীয় খামারগুলির সম্বন্ধেও অনেক কিছু বলা হয়েছে। সুতরাং তার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। বাদবাকী দুটি বিষয় যথা কুলাক খামার প্রথা ও শিল্পে পুঁজিবাদী লগ্নী সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক।

কুলাক খামার প্রথা। ফ্রাম্‌কিন বলেছেন যে **'আমাদের অবশ্যই কুলাক খামারে উৎপাদন ব্যাহত করলে চলবে না।'** এর অর্থ কি? এর অর্থ হল কুলাকদের শোষক অর্থনীতিকে বিকাশ করার ক্ষেত্রে তাদেরকে

বাধা না দেওয়া। কিন্তু কুলাকদেরকে তাদের শোষক অর্থনীতি বিকাশে বাধা না দেওয়ার অর্থ কি? এর অর্থ হল গ্রামাঞ্চলে ধনতন্ত্রকে বল্গাহীন করে দেওয়া, তাকে স্বাধীনতা দেওয়া, মুক্তি দেওয়া। ফরাসী উদারনীতিকদের পুরানো শ্লোগানটি আমরা পাই: 'লেসে ফেয়্যার, লেসে পাসার' অর্থাৎ বুর্জোয়াদেরকে তাদের কারবার চালাতে বাধা দিও না, বুর্জোয়াদের মুক্ত গতিবিধিতে বাধা দিও না।

এই শ্লোগানটি ফরাসী বুর্জোয়া বিপ্লবের কালে, সামন্তবাদী জমানা যা বুর্জোয়াশ্রেণীকে শৃংখলিত করছিল ও তাকে বিকশিত হতে দিচ্ছিল না তার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সময়ে পুরানো ফরাসী উদারনীতিকদের দ্বারা উপস্থাপিত হয়েছিল। তাহলে দাঁড়ায় এই যে আমাদের অবশ্যই এখন 'পুঁজিবাদী শক্তির ওপর নিত্য-বর্ধমান নিয়ন্ত্রণসমূহ' (নিয়ন্ত্রণ তথ্য সম্বন্ধীয় তত্ত্ব দেখুন)—এই **সমাজতান্ত্রিক** শ্লোগান থেকে 'গ্রামাঞ্চলে পুঁজিবাদের বিকাশে বাধা দিও না' —এই **বুর্জোয়া-উদারপন্থী** শ্লোগানে পুনরনুশীলন করতে হবে। কেন আমরা সত্যসত্যই বলশেভিক থেকে বুর্জোয়া উদারপন্থীতে পরিণত হওয়ার কথা ভাবছি? ফ্রাম্‌কিনের এই বুর্জোয়া-উদারনৈতিক শ্লোগানের সঙ্গে পার্টির কর্মনীতির সঙ্গতি কোথায়?

(**ফ্রামকিন**। 'কমরেড স্তালিন, অন্য বিষয়গুলিও পড়ে দেখুন।') আমি গোটা বিষয়টিই পড়ব: 'আমরা কুলাক খামারগুলির উৎপাদন ব্যাহত করব না যদিও **একই সঙ্গে কুলাকদের যে দাসত্ব-আরোপকারী শোষণ তার বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাব**।' প্রিয় ফ্রাম্‌কিন, আপনি কি সত্যসত্যই মনে করেন যে বাক্যটির দ্বিতীয় অংশ বিষয়গুলিকে উন্নতই করে এবং তাকে আরও খারাপ করে দেয় না? দাসত্ব-আরোপকারী শোষণের বিরুদ্ধে লড়াই চালানোর অর্থ কি? কারণ, দাসত্ব-আরোপকারী শোষণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের শ্লোগান হল সামন্তবাদী-ভূমিদাস বা আধা-সামন্তবাদী পদ্ধতির শ্লোগানের বিরুদ্ধে বুর্জোয়া বিপ্লবের একটি শ্লোগান। আমরা নিঃসন্দেহে এই শ্লোগানটি উপস্থিত করেছিলাম এমন এক সময়ে যখন দাসত্ব-আরোপকারী শোষণ যেটা বিলোপ করতে আমরা সচেষ্ট তার এবং দাসত্ব-আরোপকারী নয় এমন তথাকথিত 'প্রগতিশীল' রূপের শোষণ যেটা সেই সময়ে আমরা সংকুচিত বা বিলুপ্ত করতে পারিনি যেহেতু বুর্জোয়া ব্যবস্থা কায়েম ছিল তার—এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করে আমরা বুর্জোয়া বিপ্লবের দিকে আগুয়ান হচ্ছিলাম।

কিন্তু সেই সময় আমরা এক বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের দিকে এগোচ্ছিলাম। যা হোক এখন, যদি জানতে আমার ভুল না হয়, তাহলে আমরা এক সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে আছি যা 'প্রগতিশীল' ধরনের সহ সকল ধরনের শোষণকেই বিলুপ্ত করার জন্য এগোচ্ছে, এমন না এগিয়ে তা পারে না। সত্য সত্যাই কি আপনি চান যে আমরা যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব বিকশিত করছি ও এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি তা থেকে বুর্জোয়া বিপ্লবের শ্লোগানগুলিতে ফিরে যাব? কি করে একজন নিজেকে এমন বাজে-বকায় এগিয়ে দেয়?

অধিকন্তু, কুলাক অর্থনীতিকে ব্যাহত না করার অর্থ কি? এর অর্থ হল কুলাকদের অবাধ অধিকার দেওয়া। আর কুলাকদের এই অবাধ অধিকার দেওয়ার অর্থ কি? এর অর্থ হল তাকে ক্ষমতা যোগানো। ফরাসী বুর্জোয়া উদারপন্থীরা যখন দাবি করেছিল যে সামন্তবাদী সরকার বুর্জোয়াশ্রেণীর বিকাশকে ব্যাহত করবে না তখন তারা সেই দাবিতে সুসম্বদ্ধভাবেই এ কথা প্রকাশ করেছিল যে বুর্জোয়াশ্রেণীকে ক্ষমতা দিতে হবে। আর তারা ঠিকই ছিল। ঠিক ঠিক বিকশিত হতে গেলে বুর্জোয়াশ্রেণীর অবশ্য ক্ষমতা থাকতে হবে। পরিণতিক্রমে, সঙ্গতিপূর্ণ থাকার জন্য আপনি বলবেন: কুলাকদের ক্ষমতায় নাও। কারণ এটা সর্বোপরি বুঝতে হবে যে কুলাকদের থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে ও শ্রমিকশ্রেণীর হাতে তা কেন্দ্রীভূত করে আপনি কুলাক অর্থনীতির সংকোচন না করে পারেন না। ফ্রামকিনের দ্বিতীয় চিঠিটি পড়লে এই সিদ্ধান্তগুলিই স্বতঃস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

শিল্পে পুঁজি গঠন। নিয়ন্ত্রণ তথ্যগুলি যখন আলোচনা করেছিলাম তখন আমাদের সামনে তিনটি পরিসংখ্যান ছিল: জাতীয় অর্থনীতির সর্বোচ্চ পরিষদ চেয়েছেন ৮২৫,০০০,০০০ রুবল; রাষ্ট্রীয় যোজনা কমিশন দিতে চান ৭৫০,০০০,০০০ রুবল; অর্থবিষয়ক গণ-কমিশারমণ্ডলী দেবেন মাত্র ৬৫০,০০০,০০০ রুবল। এ সম্বন্ধে আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি কি সিদ্ধান্ত নিয়েছিল? তা সংখ্যাটিকে ৮০০,০০০,০০০ রুবলে নির্দিষ্ট করেছিল অর্থাৎ অর্থবিষয়ক গণ-কমিশারমণ্ডলীর প্রস্তাব থেকে ঠিক ১৫০,০০০,০০০ রুবল বেশি। অর্থবিষয়ক গণ-কমিশারমণ্ডলী যে কম দিতে চেয়েছিল সেটা অবশ্য কিছু বিস্ময়ের নয়; অর্থবিষয়ক গণ-কমিশারমণ্ডলীর ব্যয়কুণ্ঠতার কথা সাধারণভাবেই জানা; তাকে ব্যয়কুণ্ঠ হতেই হবে। কিন্তু এখন মূল ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। মূল ব্যাপারটা এই যে ফ্রামকিন যে ৬৫০,০০০,০০০ রুবলের এই অঙ্কটিকে তার

ব্যয়কুণ্ঠতার জন্য রক্ষা করেছেন তা নয়, সেটা করছেন তাঁর নবোদ্ভাবিত 'সম্ভাব্যতা'র তত্ত্বের জন্য; তার দ্বিতীয় চিঠিতে ও অর্থবিষয়ক গণ-কমিশার-মণ্ডলীর পত্রিকায় এক বিশেষ নিবন্ধে তিনি জোর দিয়ে বলেছেন যে **পুঁজি গঠনের জন্য জাতীয় অর্থনীতির সর্বোচ্চ পরিষদের ওপর ৬৫০,০০০,০০০ রুবলের অতিরিক্ত ভার আমরা চাপাই তাহলে নিশ্চিতভাবেই আমরা আমাদের অর্থনীতিকে আহত করব।** আর এর অর্থটা কি? এর অর্থ এই যে ফ্রাম্‌কিন শিল্প বিকাশের বর্তমান হারকে অব্যাহত রাখার বিরুদ্ধে, স্পষ্টতঃই তিনি এ কথা বুঝতে ব্যর্থ যে এই হারকে যদি স্তিমিত করা হয় তাহলে তা সত্যসত্যই আমাদের গোটা অর্থনীতিরই ক্ষতিসাধন করবে।

এইবার ফ্রাম্‌কিনের দ্বিতীয় চিঠির এই দুটি বক্তব্য—কুলাক খামার প্রথা সম্বন্ধীয় বক্তব্য ও শিল্পে পুঁজিগঠন সম্বন্ধীয় বক্তব্য—এই দুটিকে যুক্ত করুন, এর সঙ্গে 'পশ্চাৎগতির' তত্ত্বটি জুড়ে দিন এবং তাহলেই পেয়ে যাবেন দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির চেহারাটা।

আপনারা জানতে চান যে দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতি কি ও তাকে কিসের মতো দেখতে? ফ্রাম্‌কিনের দুটি চিঠি পড়ুন, সেগুলি অনুধাবন করুন আর তাহলেই আপনারা ব্যাপারটা বুঝতে পারবেন।

দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির চেহারা সম্বন্ধে এই পর্যন্ত।

কিন্তু এই তত্ত্বগুলি তো কেবল দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতিকেই প্রকাশ করে না। তা তথাকথিত 'বামপন্থী' বিচ্যুতির কথাও বলে। 'বামপন্থী' বিচ্যুতিটা কি? পার্টিতে কি সত্যসত্যই একটি তথাকথিত 'বামপন্থী' বিচ্যুতি আছে? আমাদের তত্ত্বাবলীতে যেমন বলা হয়েছে, সেইরকম আমাদের পার্টিতে কি মধ্য কৃষক-বিরোধী ঝোঁক, অতি-শিল্পায়নের ঝোঁক ইত্যাদি আছে? হাঁ, সেগুলি আছে। সেটা কতদূর পর্যন্ত? তা আছে ট্রট্স্কিবাদমুখী বিচ্যুতি পর্যন্ত। জুলাই প্লেনামে এ কথা ইতিমধ্যেই বলা হয়েছে। আমি জুলাই প্লেনামের শস্য-সংগ্রহ নীতি সম্বন্ধীয় প্রস্তাবের উল্লেখ করছি যা দুটি রণাঙ্গনে লড়াইয়ের কথা বলে, যথা: দক্ষিণপন্থীদের বিরুদ্ধে যারা পঞ্চদশ কংগ্রেস থেকে পেছনে ফিরে যেতে চায় এবং 'বামপন্থীদের' বিরুদ্ধে যারা জরুরী বিধানগুলিকে পার্টির একটি স্থায়ী নীতিতে পরিণত করতে চায়, সেই ট্রট্স্কিবাদমুখী ঝোঁকের বিরুদ্ধে।

স্পষ্টতঃই, আমাদের পার্টির মধ্যে ট্রট্স্কিবাদের উপাদান ও ট্রট্স্কিবাদী

মতাদর্শের প্রতি একটি ঝোঁক বিদ্যমান। আমার মনে হয় যে পঞ্চদশ কংগ্রেসের পূর্ববর্তী আলোচনার সময় প্রায় চার হাজার ব্যক্তি আমাদের বক্তব্যের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিল। (একটি কণ্ঠস্বর : 'দশ হাজার।') আমার মনে হয় যে যদি দশ হাজার বিরুদ্ধে ভোট দেয় তাহলে অন্ততঃ সেই দশ হাজারের দ্বিগুণ সংখ্যক পার্টি-সদস্য যারা ট্রট্স্কিবাদের অনুরাগী তারা একেবারে ভোটই দেয়নি কারণ তারা সভাগুলিতে হাজিরই হয়নি। এরাই হল ট্রট্স্কিপন্থী শক্তি যারা পার্টি ছাড়েনি এবং নিশ্চয়ই মনে করতে হবে যে তারা এখনো পর্যন্ত ট্রট্স্কিবাদী মতাদর্শ থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করেনি। অধিকন্তু, আমার এও মনে হয় যে ট্রট্স্কিপন্থীদের একটি অংশ যারা পরবর্তীকালে ট্রট্স্কিবাদী সংগঠন থেকে বেরিয়ে আসে ও পার্টিতে ফিরে আসে তারা এখনো ট্রট্স্কিবাদী মতাদর্শ ঝেড়ে ফেলতে সফল হয়নি এবং তারা সম্ভবতঃ পার্টি-সদস্যদের মধ্যে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ছড়িয়ে দিতে পরাঙ্মুখও নয়। পরিশেষে, এই ঘটনাও আছে যে আমাদের কিছু সংখ্যক পার্টি-সংগঠনের মধ্যে ট্রট্স্কিবাদী মতাদর্শের কিছুটা মাত্রায় পুনঃপ্রকোপও আমাদের আছে। এই সবকিছু যোগ করুন, তাহলেই আপনারা পার্টিতে ট্রট্স্কিবাদের প্রতি একটি ঝোঁকের আবশ্যক উপাদানগুলির সবকটি পাবেন।

আর এটা তো বোধগম্য : পেটি-বুর্জোয়া প্রকৃতিবিশিষ্ট শক্তিসমূহ বিদ্যমান থাকায় এবং আমাদের পার্টির ওপর এই শক্তিগুলি যে চাপ সৃষ্টি করে তা থাকায় পার্টির মধ্যে ট্রট্স্কিবাদী প্রবণতা না থেকে পারে না। ট্রট্স্কিপন্থী ক্যাডারদের বাধা দেওয়া অথবা তাদেরকে পার্টি থেকে বহিষ্কার করে দেওয়া হল এক জিনিস। ট্রট্স্কিপন্থী মতাদর্শকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হল আরেক জিনিস। সেটা হবে আরও কঠিন। এবং আমরা বলে থাকি যে যেখানেই একটি দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতি আছে সেখানে অবধারিতভাবেই একটি 'বাম' বিচ্যুতিও থাকে। 'বাম' বিচ্যুতি হল দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির ছায়া। অটজোভিস্টদের কথা উল্লেখ করে লেনিন বলতেন যে 'বামপন্থীরা' হল মেনশেভিকই, কেবল তাদের ভেতর দিকটা উল্টে-বাইরে-আনা। এটা খুবই সত্য। বর্তমান 'বামপন্থীদের' সম্বন্ধেও একই কথা অবশ্যই বলতে হবে। ট্রট্স্কিবাদের দিকে যেসব লোক বিচ্যুত হয়েছে তারা বস্তুতঃ দক্ষিণপন্থীও, কেবল তাদের ভেতর দিকটা উল্টে-বাইরে-আনা, তারা এমন দক্ষিণপন্থী যারা 'বামপন্থী' বুলির আড়ালে নিজেদেরকে ঢেকে রাখে।

সুতরাং দুটি রণাঙ্গনে লড়াই চাই: দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির বিরুদ্ধে এবং 'বামপন্থী' বিচ্যুতিরও বিরুদ্ধে।

বলা যেতে পারে যে, 'বাম' বিচ্যুতি যদি সারগতভাবে দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদী বিচ্যুতিরই অনুরূপ জিনিস হয় তাহলে এই দুইয়ের মধ্যে তফাৎটা কোথায় এবং কোথায়ই-বা আপনারা সত্যসত্যই দুটি রণাঙ্গন পাবেন? সত্যসত্যই যদি দক্ষিণপন্থীদের কোনও জয়লাভের অর্থ হয় পুঁজিবাদের পুনরুত্থানের সম্ভাবনাবৃদ্ধি এবং 'বামপন্থীদের' জয়লাভও সেই একই পরিণতিতে পৌছায় তবে তাদের মধ্যে পার্থক্যটা কোথায়, আর কেনই-বা কাউকে বলা হয় দক্ষিণপন্থী এবং কাউকে বলে 'বামপন্থী'? আর, তাদের মধ্যে পার্থক্যই যদি থাকে তবে সেটা কি? এটা কি সত্য নয় যে এই দুটি বিচ্যুতির সামাজিক উৎসভূমি একই, তারা উভয়েই পেটি-বুর্জোয়া বিচ্যুতি? এটা কি সত্য নয় যে এই উভয় বিচ্যুতিই যদি জয়যুক্ত হয় তবে একটিই এবং সমান পরিণতিতেই পৌছাবে? তাহলে এদের ভেতর ফারাকটা কোথায়?

ফারাকটা হল তাদের কর্মপন্থায়, তাদের দাবিতে, তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে এবং তাদের পদ্ধতিতে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, দক্ষিণপন্থীরা যদি বলে যে: **'নীপার জলবিদ্যুৎ শক্তিকেন্দ্র নির্মাণ একটি ভুল হয়েছিল** এবং অপরদিকে 'বামপন্থীরা' ঘোষণা করে যে: **'একটি নীপার জলবিদ্যুৎ শক্তিকেন্দ্রে কি লাভ, প্রতি বছরই একটি করে নীপার জলবিদ্যুৎ শক্তিকেন্দ্র আমাদের পেতে হবে' (হাস্যরোল)** তাহলে এটা মানতেই হবে যে নিশ্চিতভাবেই একটি পার্থক্য বিদ্যমান।

দক্ষিণপন্থীরা যদি বলে: **'কুলাকদের একলা ছেড়ে দাও, তাকে অবাধে বিকশিত হতে দাও'** এবং 'বামপন্থীরা' পক্ষান্তরে ঘোষণা করে: **'শুধু কুলাকদের ওপরেই নয়, মধ্য কৃষকদের ওপরেও আঘাত হান কারণ মধ্য কৃষক ঠিক কুলাকেরই মতো এক ব্যক্তিগত মালিক'** তাহলে মানতেই হবে যে নিশ্চিত এক পার্থক্য আছে।

যদি দক্ষিণপন্থীরা বলে: **'ঝামেলা দেখা দিয়েছে, এইবার কি প্রস্থানের সময় নয়?'** আর অপরদিকে বামপন্থীরা ঘোষণা করে যে, **'আমাদের আবার ঝামেলা কি, তোমাদের ঝামেলাকে গ্রাহ্যই করি না—পুরোদমে এগিয়ে যাও!' (হাস্যরোল)** তাহলে স্বীকার করতেই

হবে যে নিশ্চিতভাবেই একটি পার্থক্য আছে।

তাহলে আপনারা 'বামপন্থীদের' নির্দিষ্ট কর্মপন্থা ও নির্দিষ্ট পদ্ধতিগুলি জানলেন। বস্তুতঃ এটাই ব্যাখ্যা করে যে 'বামপন্থীরা' কেন বাগাড়ম্বরপূর্ণ 'বামপন্থী' সব বুলির সাহায্যে ও দক্ষিণপন্থীদের বিরুদ্ধে নিজেদেরকে অত্যন্ত দৃঢ়মনা বিরোধী হিসেবে ভান করে শ্রমিকদের একটা অংশকে নিজেদের পক্ষে প্রলুব্ধ করে আনতে সফল হয়, যদিও গোটা দুনিয়াই জানে যে তাদেরও, ঐ বামপন্থীদের, দক্ষিণপন্থীদেরই অনুরূপ সামাজিক উৎস বর্তমান এবং লেনিনবাদী কর্মনীতির বিরুদ্ধে লড়বার জন্য তারা প্রায়শঃই দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে একটা চুক্তিতে আসে, জোট বাঁধে।

সেই কারণেই আমাদের, লেনিনবাদীদের ক্ষেত্রে দুটি রণাঙ্গনেই লড়াই চালানো অবশ্য কর্তব্য—দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতি ও বামপন্থী বিচ্যুতি উভয়েরই বিরুদ্ধে।

কিন্তু ট্রট্স্কিবাদী প্রবণতা যদি একটি 'বামপন্থী' বিচ্যুতিকেই প্রকাশ করে তবে তার অর্থ কি এই নয় যে 'বামপন্থীরা' লেনিনবাদের চাইতেও বামমার্গে বেশি ঝোঁকে? না, তার অর্থ এই নয়। লেনিনবাদ হল বিশ্ব শ্রমিক-আন্দোলনে **সবচেয়ে বেশি বামপন্থী** (উদ্ধৃতিচিহ্ন ছাড়া) প্রবণতা। আমরা লেনিনবাদীরা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিস্ফোরণ পর্যন্ত সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের চরম বামপন্থী গোষ্ঠী হিসেবেই দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকে ছিলাম। আমরা দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকে থাকিনি ও দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের মধ্যে একটি ফাটল চেয়েছিলাম ঠিক এই কারণে যে চরম বামপন্থী গোষ্ঠী হিসেবে আমরা মার্কসবাদের প্রতি যারা পেটি-বুর্জোয়া বিশ্বাসঘাতক, সামাজিক-শান্তিবাদী এবং সামাজিক-উগ্র জাতীয়তাবাদী তাদের সঙ্গে একই দলে থাকতে চাইনি।

এই রণকৌশলগুলি ও এই মতাদর্শই পরবর্তীকালে দুনিয়ার সকল বলশেভিক পার্টির বনিয়াদে পরিণত হয়। আমাদের পার্টিতে আমরা লেনিনবাদীরাই হলাম উদ্ধৃতিচিহ্ন ছাড়া **একমাত্র** বামপন্থী। ফলতঃ, আমরা আমাদের নিজেদের পার্টির মধ্যে 'বামপন্থী'ও নই, নই দক্ষিণপন্থীও। আমাদের হল মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের পার্টি। আর, আমাদের পার্টির ভেতরে আমরা শুধু তাদের বিরুদ্ধেই লড়ি না যাদেরকে আমরা খোলাখুলি সুবিধাবাদী ভ্রষ্টাচারী বলি, সেই সঙ্গে তাদের বিরুদ্ধেও লড়াই করি যারা মার্কসবাদের চাইতেও অধিকতর 'বামপন্থী', লেনিনবাদের চাইতেও অধিকতর 'বামপন্থী' বলে ভান

করে এবং যারা তাদের দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদী প্রকৃতিকে বাগাড়ম্বরপূর্ণ 'বামপন্থী' বুলির আড়ালে লুকিয়ে রাখে।

প্রত্যেকেই বোঝেন যে ট্রট্স্কিবাদী প্রবণতা থেকে যারা নিজেদেরকে এখনো মুক্ত করেনি তাদের যখন 'বামপন্থী' বলে ডাকা হয় তখন সেটা বিদ্রূপ-ভরে বলা হয়। লেনিন 'বামপন্থী কমিউনিস্টদের' উল্লেখ করেছেন কখনো উদ্ধৃতিচিহ্ন সমেত আবার কখনো বিনা-উদ্ধৃতিচিহ্নের বামপন্থী হিসেবে। কিন্তু প্রত্যেকেই বোঝেন যে লেনিন তাদের বিদ্রূপভরেই 'বামপন্থী' বলেছেন ও তদ্দ্বারা এটাই জোর দিয়ে বুঝিয়েছেন যে তারা কেবল কথায় আর চেহারাতেই বামপন্থী কিন্তু বাস্তবে তারা পেটি-বুর্জোয়া দক্ষিণপন্থী প্রবণতারই প্রতিনিধিত্ব করে।

কোন্ সম্ভাব্য অর্থে ট্রট্স্কিবাদী শক্তিগুলিকে বামপন্থী (উদ্ধৃতিচিহ্ন ছাড়া) বলা যায় যদি তারা এই গতকালই মাত্র খোলাখুলি সুবিধাবাদী শক্তি-গুলির সঙ্গে এক ঐক্যবদ্ধ লেনিনবাদ-বিরোধী জোটে যোগ দিয়ে থাকে ও নিজেদেরকে সরাসরি ও তৎক্ষণাৎই দেশের সোভিয়েত-বিরোধী স্তরের সঙ্গে সংযুক্ত করে? এটা কি একটা ঘটনা নয় যে এই গতকালই মাত্র আমরা লেনিনবাদী পার্টির বিরুদ্ধে 'বামপন্থী' ও দক্ষিণপন্থীদের এক প্রকাশ্য জোট দেখেছি ও সেই জোটটির পেছনে নিঃসংশয়ভাবে বুর্জোয়া শক্তিবর্গের মদৎ আছে? আর এটা কি দেখিয়ে দেয় না যে তারা—'বামপন্থীরা' এবং দক্ষিণ-পন্থীরা একটি ঐক্যবদ্ধ জোটে একত্র যোগ দিতে পারত না যদি তাদের একই সামাজিক উৎস না থাকত, যদি তারা একই রকম সুবিধাবাদী প্রকৃতির না হতো? ট্রট্স্কিপন্থী জোটটি এক বছর আগে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। দক্ষিণপন্থীদের কেউ কেউ, যথা শাতুনোভ্স্কি, জোট পরিত্যাগ করে। ফলতঃ, জোটের দক্ষিণপন্থী সদস্যরা এবার দক্ষিণপন্থী হিসেবে এগিয়ে আসবে আর 'বামপন্থীরা' তাদের দক্ষিণপন্থাকে 'বামপন্থী' বুলি দিয়ে ঢেকে রাখবে। কিন্তু এ ব্যাপারে গ্যারান্টি কি আছে যে 'বামপন্থী' এবং দক্ষিণপন্থীরা আবার একে অপরকে খুঁজে পাবে না? (**হাস্যরোল।**) নিশ্চিতভাবেই এ ব্যাপারে কোনও গ্যারান্টি নেই, তা থাকতেও পারে না।

কিন্তু আমরা যদি দুই রণাঙ্গনে লড়াইয়ের স্লোগান তুলে ধরি তাহলে তার অর্থ কি এই যে আমরা আমাদের পার্টির মধ্যে **মধ্যপন্থার** প্রয়োজন ঘোষণা করছি। দুই রণাঙ্গনে লড়াইয়ের অর্থ কি? সেটা কি মধ্যপন্থা নয়?

আপনারা জানেন যে ট্রট্‌স্কিপন্থীরা এভাবেই জিনিসগুলিকে চিত্রিত করে : 'বামপন্থীরা' আছে অর্থাৎ 'আমরা', ট্রট্‌স্কিপন্থীরা, 'সত্যকারের লেনিনবাদীরা' আছি ; 'দক্ষিণপন্থীরা' আছে অর্থাৎ বাদবাকী সবাই ; এবং সবশেষে আছে 'মধ্যপন্থীরা' যারা 'বামপন্থী' ও দক্ষিণপন্থীদের মধ্যে দোদুল্যমান। এটাকেই কি আমাদের পার্টির একটি সঠিক ছবি বলে ধরা যায় ? নিশ্চয়ই নয়। শুধু সেই লোকেরাই এমন বলতে পারে যারা তাদের সমস্ত চিন্তার ক্ষেত্রে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে ও যারা অনেকদিন আগেই মার্কসবাদ থেকে বিচ্যুত হয়েছে। এটা একমাত্র সেই লোকেরাই বলতে পারে যারা যুদ্ধ-পূর্বকালের সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট পার্টি যা সর্বহারাশ্রেণীর ও পেটি-বুর্জোয়া স্বার্থের একটি **জোটের** পার্টি তার সঙ্গে বিপ্লবী সর্বহারাশ্রেণীর **একশিলা** পার্টি কমিউনিস্ট পার্টির **নীতিভিত্তিক পার্থক্যটি** দেখতে পায় না ও বুঝতে পারে না।

মধ্যপন্থাকে কোনও স্থানিক ধারণা হিসেবে গণ্য করা চলবে না, যথা দক্ষিণপন্থীরা বসছে একদিকে, 'বামপন্থীরা' অন্যদিকে এবং মধ্যপন্থীরা দুইয়ের মাঝখানে। মধ্যপন্থা হল একটি রাজনৈতিক ধারণা। এর মতাদর্শ হল **একটি সাধারণ পার্টির মধ্যেই** পেটি-বুর্জোয়াদের স্বার্থের সঙ্গে সর্বহারাশ্রেণীর স্বার্থের অভিযোজন, পেটি-বুর্জোয়াদের স্বার্থের কাছে সর্বহারাশ্রেণীর স্বার্থের নতি স্বীকার। এই মতাদর্শ লেনিনবাদের কাছে অপরিচিত ও ঘৃণাসহ পরিহার-যোগ্য।

মধ্যপন্থা হল এমন এক ব্যাপার যা যুদ্ধ-পূর্বকালের দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকে স্বাভাবিক ছিল। সেখানে ছিল দক্ষিণপন্থীরা (সংখ্যাগরিষ্ঠ), বামপন্থীরা (উদ্ধৃতিচিহ্ন ছাড়া) এবং মধ্যপন্থীরা যাদের গোটা কর্মনীতিই ছিল দক্ষিণ-পন্থীদের সুবিধাবাদকে বামপন্থী বুলি দিয়ে অলংকৃত করা ও দক্ষিণপন্থীদের কাছে বামপন্থীদের নতি স্বীকার করানো।

সে-সময় বামপন্থীদের—যার মধ্যে প্রধান ছিল বলশেভিকরা—তাদের কর্ম-নীতি কি ছিল ? সেটা ছিল মধ্যপন্থীদের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে লড়াই করা, দক্ষিণপন্থীদের থেকে একটি ভাঙনের জন্য লড়াই করা (বিশেষতঃ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিস্ফোরণের পরে) এবং খাঁটি বামপন্থীদের নিয়ে, খাঁটি সর্বহারা শক্তি নিয়ে একটি নতুন বৈপ্লবিক আন্তর্জাতিক সংগঠিত করা।

সেই সময় দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের মধ্যে ঐরকম একটি শক্তিবিন্যাসের, তার মধ্যে বলশেভিকদের ঐরকম একটি নীতির উদ্ভব হতে পেরেছিল—

এটা সম্ভব হয়েছিল কেন? কারণ দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক ছিল সে-সময় সর্বহারা ও পেটি-বুর্জোয়া স্বার্থের একটি **জোটের** পার্টি যা পেটি-বুর্জোয়া সামাজিক-শান্তিবাদী এবং সামাজিক-উগ্র জাতীয়তাবাদীদের স্বার্থ বহন করছিল। কারণ বলশেভিকরা তখন সেই মধ্যপন্থীদের ওপরেই তাদের আক্রমণ কেন্দ্রীভূত না করে পারেনি যারা পেটি-বুর্জোয়াদের স্বার্থের কাছে সর্বহারার শক্তিকে মাথা নোয়ানোর চেষ্টা করছিল। কারণ বলশেভিকরা তখন একটি ভাঙনের চিন্তা-ধারার সপক্ষে প্রচার করতে বাধ্য হয়েছিল, কেননা অন্যথায় সর্বহারারা তাদের নিজেদের একশিলা বৈপ্লবিক মার্কসবাদী পার্টি সংগঠিত করতে পারত না।

এটা কি জোর দিয়ে বলা যেতে পারে যে আমাদের কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যেও অনুরূপ এক শক্তিবিন্যাসই বর্তমান এবং যুদ্ধ-পূর্বকালের দ্বিতীয় আন্ত-র্জাতিকের পার্টিগুলিতে বলশেভিকরা যে নীতি' অনুসরণ করেছিল এখানেও সেই নীতিই অনুসরণ করতে হবে? নিশ্চয়ই না। তা বলা যেতে পারে না এইজন্য যে সেটা সর্বহারা ও পেটি-বুর্জোয়া শক্তির একটি **জোটের** পার্টি হিসেবে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির সঙ্গে বিপ্লবী সর্বহারাশ্রেণীর **একশিলা** কমিউনিস্ট পার্টির **নীতিভিত্তিক পার্থক্যটি** অনুধাবনে ব্যর্থতাকেই সূচিত করবে। ওদের (সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের) পার্টির মূলগত শ্রেণীভিত্তি একটা। আমাদের (কমিউনিস্টদের) এক সম্পূর্ণ পৃথক মূলগত ভিত্তি। ওদের (সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের) কাছে মধ্যপন্থা হল এক স্বাভাবিক ব্যাপার কারণ বিষম স্বার্থের একটি জোটের পার্টি মধ্যপন্থীদের ছাড়া চলতে পারে না আর বলশেভিকরা একটা ভাঙনের জন্য কাজ করতে বাধ্য। আমাদের (কমিউ-নিস্টদের) কাছে মধ্যপন্থা হল উদ্দেশ্যবিহীন, লেনিনবাদী পার্টির নীতির সঙ্গে তা খাপ খায় না, কারণ কমিউনিস্ট পার্টি তো বিষম শ্রেণী-উপাদানের একটি জোটের পার্টি নয়, তা হল সর্বহারাশ্রেণীর **একশিলা** পার্টি।

এবং যেহেতু আমাদের পার্টিতে প্রাধান্যবিস্তারী শক্তি হল দুনিয়ার শ্রমিক-আন্দোলনের প্রবণতাগুলির মধ্যে সবচেয়ে যারা বামপন্থী তারা (লেনিন-বাদী) তাই লেনিনবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের পার্টির মধ্যে কোনও ভাঙন সৃষ্টির নীতির পক্ষে যুক্তি নেই আর তা থাকতে পারেও না। (**একটি কণ্ঠস্বর:** 'আমাদের পার্টির মধ্যে কোনও ভাঙন সম্ভব, কি সম্ভব নয়?') ব্যাপারটা এই নয় যে একটা ভাঙন সম্ভব, কি সম্ভব নয়; ব্যাপারটা এই যে লেনিনবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের একশিলা লেনিনবাদী পার্টির মধ্যে একটা

ভাঙন সৃষ্টির নীতির পক্ষে কোনও যুক্তি থাকতে পারে না।

এই নীতিগত পার্থক্যটি যে বুঝতে ব্যর্থ হয় সে লেনিনবাদের বিরুদ্ধেই যাচ্ছে ও লেনিনবাদ থেকে বিচ্যুত হচ্ছে।

সেই কারণে আমি মনে করি যে কেবল সেই লোকেরাই গুরুত্বসহকারে এ কথা জোর দিয়ে বলতে পারে যে আমাদের পার্টির নীতি, দুই রণাঙ্গণে লড়াইয়ের নীতি হল এক মধ্যপন্থা নীতি যারা সমস্ত জ্ঞানগম্যি হারিয়েছে ও মার্কসবাদের কণাটুকুও যাদের নেই।

লেনিন সর্বদাই আমাদের পার্টিতে দুটি রণাঙ্গণে লড়াই চালিয়েছেন—'বামপন্থী' এবং সরাসরি মেনশেভিক বিচ্যুতি উভয়েরই বিরুদ্ধে। লেনিনের **'বামপন্থী' কমিউনিজম্, একটি শিশুসুলভ বিশৃংখলা** পুস্তিকাটি ভাল করে পড়ুন, আমাদের পার্টির ইতিহাস অধ্যয়ন করুন এবং তখনি আপনারা বুঝবেন যে দক্ষিণ ও 'বাম'—দুই বিচ্যুতির বিরুদ্ধে লড়াই করার মাধ্যমেই আমাদের পার্টি বেড়ে উঠেছে ও শক্তি সঞ্চয় করেছে। একদিকে অটজোভিষ্ট ও 'বাম' কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে লড়াই এবং অপরদিকে অক্টোবর বিপ্লবের আগে ও পরে প্রকাশ্য সুবিধাবাদী শক্তিগুলির বিরুদ্ধে লড়াই—আমাদের পার্টি তার বিকাশের ক্ষেত্রে এই পর্যায়গুলিই অতিক্রম করেছে। লেনিনের এই বক্তব্যের সঙ্গে সকলেই পরিচিত যে প্রকাশ্য সুবিধাবাদী ও 'বামপন্থী' মতান্ধ—এই উভয়েরই বিরুদ্ধে আমাদের অবশ্যই সংগ্রাম চালাতে হবে।

এর অর্থ কি লেনিন মধ্যপন্থী ছিলেন, তিনি একটি মধ্যপন্থী নীতি অনুসরণ করেছিলেন? নিশ্চয়ই তা নয়।

ব্যাপার যদি এই হয় তাহলে দক্ষিণপন্থী ও 'বামপন্থী' ভ্রষ্টাচারীরা কিসের প্রতিনিধিত্ব করে?

দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতি সম্বন্ধে বলা যায় যে সেটা অবশ্যই যুদ্ধ-পূর্বকালের সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের সুবিধাবাদ নয়। সুবিধাবাদের দিকে বিচ্যুতি পুরোপুরি সুবিধাবাদ নয়। বিচ্যুতির ধারণা সম্বন্ধে লেনিনের দেওয়া ব্যাখ্যার সঙ্গে আমরা পরিচিত। দক্ষিণপন্থার দিকে বিচ্যুতি হল এমন একটা ব্যাপার যা এখনো সুবিধাবাদের চেহারা নেয়নি ও যা সংশোধন করা যায়। ফলতঃ, দক্ষিণপন্থার দিকে বিচ্যুতিকে আস্তস্ত সুবিধাবাদের সঙ্গে কিছুতেই অভিন্ন করে দেখা চলবে না।

আর 'বামপন্থী' বিচ্যুতি সম্বন্ধে বলা যায় যে যুদ্ধ-পূর্বকালের দ্বিতীয়

আন্তর্জাতিকে চরম বামপন্থীরা অর্থাৎ বলশেভিকরা যার প্রতিনিধিত্ব করত এটা তার থেকে পুরোপুরি বিপরীত একটা ব্যাপার। 'বামপন্থী' ভ্রষ্টাচারীরা বিনা-উদ্ধৃতি চিহ্নের বামপন্থী নয়, শুধু তাই নয়, সেই সঙ্গে তারা মূলতঃ দক্ষিণপন্থী ভ্রষ্টাচারীই। তফাৎ কেবল এই যে তারা অজ্ঞাতসারেই 'বামপন্থী' বুলির আড়ালে তাদের সত্যকারের প্রকৃতিকে ঢেকে রাখে। পার্টির বিরুদ্ধে এটা একটা অপরাধমূলক আচরণ হবে যদি আমাদের পার্টির মধ্যে 'বামপন্থী' ভ্রষ্টাচারীদের সঙ্গে সত্যকারের লেনিনবাদী যারা একমাত্র বামপন্থী (বিনা-উদ্ধৃতি চিহ্নের) তাদের বিশাল পার্থক্যটি উপলব্ধি না করা হয়। (**একটি কণ্ঠস্বর :** 'বিচ্যুতি-গুলি সম্বন্ধে আইনের কি হবে ?') বিচ্যুতির বিরুদ্ধে এক প্রকাশ্য সংগ্রাম চালানোর অর্থ যদি তার আইন হয় তাহলে এটা স্বীকার করতেই হবে যে লেনিন অনেকদিন আগেই সেগুলি 'আইনসিদ্ধ' করেছিলেন।

দক্ষিণপন্থী ও 'বামপন্থী' এই উভয় বিপথগামীদেরকেই অ-সর্বহারা স্তরের অত্যন্ত বিভিন্নধর্মী সব উপাদান, যেসব উপাদান পার্টির ওপর পেটি-বুর্জোয়া প্রকৃতির শক্তিদের চাপকে এবং পার্টির কিছু অংশের অধঃপতনকে প্রতিফলিত করে সেখান থেকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অন্যান্য দলের প্রাক্তন সদস্যবৃন্দ ; ট্রট্স্কিপন্থী ঝোঁকওয়ালা পার্টির লোকেরা ; পার্টির প্রাক্তন গোষ্ঠীগুলির অবশেষ-সমূহ ; রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক, সমবায়িক এবং ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনগুলির পার্টি-সদস্যরা যারা আমলাতান্ত্রিক হয়ে পড়ছে (অথবা হয়ে পড়েছে) এবং যারা এইসব সংগঠনগুলির সরাসরি বুর্জোয়া শক্তিসমূহের সঙ্গে নিজেদের হাত মেলাচ্ছে ; আমাদের গ্রামীণ সংগঠনগুলির সচ্ছল পার্টি-সদস্যরা যারা কুলাকদের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে ইত্যাদি ইত্যাদি—এরাই হল লেনিনবাদী লাইন থেকে বিচ্যুতির পুষ্টিকারক মাধ্যম। এটা নিশ্চিত যে এইসব শক্তি সত্যকারের কিছু বামপন্থী ও লেনিনবাদী বিষয়কে আত্তীকৃত করতে অক্ষম। তারা কেবল প্রকাশ্য সুবিধাবাদী বিচ্যুতি বা সেই তথাকথিত 'বাম' বিচ্যুতিই লালন করতে সক্ষম যা বামপন্থী বুলি দিয়ে তার সুবিধাবাদকে ঢেকে রাখে।

সেই কারণেই পার্টির পক্ষে একমাত্র সঠিক নীতি হল দুই রণাঙ্গনেই লড়াই করা।

পুনশ্চ। তত্ত্বাবলীতে এই বক্তব্য কি সঠিক যে দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য আমাদের **প্রধান পদ্ধতি** হওয়া উচিত এক পুরোদস্তুর মতাদর্শ-গত লড়াই ? আমি মনে করি যে তা সঠিক। ট্রট্স্কিবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের

অভিজ্ঞতা স্মরণ করা ভাল। ট্রট্স্কিবাদের বিরুদ্ধে কি নিয়ে আমরা লড়াই শুরু করেছিলাম? বোধহয় সাংগঠনিক দণ্ডাজ্ঞা নিয়ে—তাই না? নিশ্চয়ই তা নয়। আমরা তা এক মতাদর্শগত লড়াই দিয়েই শুরু করেছিলাম। আমরা তা ১৯১৮ সাল থেকে ১৯২৫ সাল পর্যন্ত চালিয়েছি। ১৯২৪ সালেই আমাদের পার্টি ও কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের পঞ্চম কংগ্রেস ট্রট্স্কিবাদের সম্বন্ধে একটি প্রস্তাব নেয় যাতে পেটি-বুর্জোয়া বিচ্যুতি হিসেবে তার সংজ্ঞা নির্দেশ করা হয়। তথাপি, ট্রট্স্কি আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটির ও পলিটব্যুরোর একজন সদস্য হিসেবেই থেকে যান। এটা কি একটা ঘটনা, না ঘটনা নয়? এটা ঘটনাই। ফলতঃ, আমরা কেন্দ্রীয় কমিটিতে ট্রট্স্কি এবং ট্রট্স্কিপন্থীদের 'সহ্য করেছি'। কেন আমরা নেতৃস্থানীয় পার্টি সংস্থায় তাদের বহাল থাকতে দিয়েছি? কারণ সেই সময়ে ট্রট্স্কিপন্থীরা পার্টির সঙ্গে তাদের মতানৈক্য সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্তগুলি মেনে নিয়েছিল এবং অনুগতও ছিল। কখন আমরা সাংগঠনিক দণ্ড আদৌ বিস্তৃতভাবে প্রয়োগ করতে শুরু করলাম? কেবল তারই পর যখন ট্রট্স্কিপন্থীরা তাদেরকে একটি উপদলে সংগঠিত করল, তাদের উপদলীয় কেন্দ্র স্থাপন করল, তাদের উপদলকে একটি নতুন পার্টিতে পরিণত করল এবং জনগণকে ডেকে সোভিয়েত-বিরোধী বিক্ষোভে জড়ো করতে শুরু করল।

আমি মনে করি যে দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির বিরুদ্ধে লড়াইয়েও আমাদের সেই একই পথ অবশ্য অনুসরণ করতে হবে। দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতি যদিও পার্টির মধ্যে ভিত তৈরী করছে তবু তাকে এখনো এমন একটা কিছু বলে ধরা যায় না যা নির্দিষ্ট আকার গ্রহণ করছে ও দানা-বেঁধে উঠেছে। তা কেবল আবার পরিগ্রহের ও দানা-বেঁধে ওঠার প্রক্রিয়ায় আছে। দক্ষিণপন্থী বিপথগামীদের কি কোনও উপদল আছে? আমি তা মনে করি না। এটা কি বলা যেতে পারে যে তারা আমাদের পার্টির সিদ্ধান্তকে মেনে নেয় না? আমি মনে করি যে এ ব্যাপারে তাদেরকে অভিযুক্ত করার কোনও ভিত্তি এখনো নেই। জোর দিয়ে কি এ কথা বলা যায় যে দক্ষিণপন্থী বিপথগামীরা নিশ্চিতভাবে নিজেদেরকে একটি উপদলে সংগঠিত করবে? আমার তাতে সন্দেহ আছে। সুতরাং এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির বিরুদ্ধে **এই পর্যায়ে** লড়াইয়ে আমাদের প্রধান পদ্ধতি হওয়া উচিত এক পুরোদস্তুর মতাদর্শগত সংগ্রামের। এটা আরও সঠিক এই কারণে যে আমাদের কিছু সংখ্যক পার্টি-সদস্যের মধ্যে একটি বিপরীত প্রবণতা আছে—সে প্রবণতা হল দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির বিরুদ্ধে

সংগ্রামকে এক মতাদর্শগত লড়াই দিয়ে নয়, পক্ষান্তরে সাংগঠনিক শাস্তি দিয়ে শুরু করা। তারা খোলাখুলি বলে : আমাদের অমন দশ-বিশটা দক্ষিণপন্থীদের দিন তো, আমরা তাদের এক মুহূর্তে টুক্‌রো টুক্‌রো করে দেব এবং এইভাবেই দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতিকে খতম করব। কমরেড, আমি মনে করি যে এরকম মানসিকতা ভুল ও বিপজ্জনক। ঠিক এইরকম মানসিকতায় ভেসে যাওয়াকে এড়ানোর জন্য ও দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির বিরুদ্ধে সঠিক পথে লড়াই চালানোর জন্যই এটা পরিষ্কার ও দৃঢ়ভাবে বলতেই হবে যে দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির বিরুদ্ধে **এই পর্যায়ে** আমাদের লড়াইয়ের প্রধান পদ্ধতি হল এক মতাদর্শগত লড়াই।

এর অর্থ কি এই যে আমরা সমস্ত সাংগঠনিক দণ্ডকে উড়িয়ে দিচ্ছি? না, তা নয়। কিন্তু এর নিঃসংশয় অর্থ এই যে সাংগঠনিক দণ্ডকে নিশ্চয়ই এক অধীনস্থ ভূমিকা পালন করতে হবে এবং দক্ষিণপন্থী ভ্রষ্টাচারীদের দ্বারা পার্টি-সিদ্ধান্ত লংঘনের কোনও দৃষ্টান্ত যদি না থাকে তাহলে আমরা অবশ্যই তাদেরকে নেতৃস্থানীয় সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে বহিষ্কার করব না। (**একটি কণ্ঠস্বর** : 'মস্কোর অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে কি বলবেন?')

আমি মনে করি না যে নেতৃস্থানীয় মস্কো কমরেডদের মধ্যে কোনও দক্ষিণপন্থী ছিল। মস্কোতে দক্ষিণপন্থী মানসিকতার প্রতি একটা ভুল দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। আরও স্পষ্টভাবে এরকম বলা যায় যে, সেখানে একটা মানিয়ে নেওয়ার প্রবণতা ছিল। কিন্তু এ কথা আমি বলতে পারি না যে মস্কো কমিটিতে একটা দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতি ছিল। (**একটি কণ্ঠস্বর** : 'কিন্তু সেখানে কি কোনও সাংগঠনিক লড়াই ছিল?')

একটা সাংগঠনিক লড়াই ছিল যদিও তা একটা ক্ষুদ্র ভূমিকাই পালন করেছিল। এইরকম একটা লড়াই ছিল এই কারণে যে মস্কোতে আত্ম-সমালোচনার ভিত্তিতে নতুন নির্বাচনগুলি অনুষ্ঠিত হচ্ছিল এবং জেলা কর্মী-সভাগুলির অধিকার ছিল তাদের সম্পাদকদের পরিবর্তন করার। (**হাস্যরোল।**) **একটি কণ্ঠস্বর** : 'আমাদের সম্পাদকদের নতুন নির্বাচনের ঘোষণা কি হয়েছে?') সম্পাদকদের নতুন নির্বাচন কেউ তো বারণ করেনি। কেন্দ্রীয় কমিটির জুনের আবেদন আছে, সেখানে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে কোনও সম্পাদককে বা কোনও কমিটিকে বদলাবার অধিকার যদি নিম্নতর সংগঠনগুলির হাতে দেওয়া না হয় তাহলে আত্মসমালোচনার বিকাশটি নেহাৎ ফাঁকা কথায় পরিণত হতে পারে। এইরকম একটি আবেদনের বিরুদ্ধে কি

আপত্তি আপনারা তুলতে পারেন? (একটি কণ্ঠস্বর: 'পার্টি-সম্মেলনের কাছে?') হাঁ, এমনকি পার্টি-সম্মেলনের কাছেও।

কিছু কমরেডের মুখে আমি একটা অবিশ্বাসীর হাসি দেখছি। কমরেড, ওটা চলবে না। আমি দেখছি যে আপনাদের কয়েকজনের মধ্যে দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির কিছু কিছু মুখপাত্রকে যথাশীঘ্র সম্ভব তাদের পদ থেকে অপসারিত করার একটা অদম্য ইচ্ছা আছে। কিন্তু, প্রিয় কমরেডগণ, ওটা সমস্যার কোনও সমাধান নয়। নিশ্চিতভাবেই দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতিকে, দক্ষিণপন্থী বিপদকে ব্যাখ্যা করে এবং কি করে তার বিরুদ্ধে লড়তে হবে সেটাও ব্যাখ্যা করে একটি বিস্তৃত ও বুদ্ধিমান অভিযান পরিচালনার চাইতে লোককে তার পদ থেকে হটিয়ে দেওয়াটা সহজতর। কিন্তু যা সহজসাধ্যতম তাকে সর্বোত্তম বলে অবশ্যই গণ্য করা চলে না। এমন ভাল হোন যাতে দক্ষিণপন্থী বিপদের বিরুদ্ধে একটি বিস্তৃত ব্যাখ্যামূলক অভিযান সংগঠিত করা যায়, এমন ভাল হোন যাতে এজন্য সময়ের ব্যাপারে বিরক্ত না হতে হয় এবং তাহলেই আপনারা দেখবেন যে অভিযানটি যত বিস্তৃততর ও গভীরতর হবে, দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির পক্ষে ব্যাপারটা ততই অধিকতর খারাপ হবে। সেইজন্য আমি মনে করি যে দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির বিরুদ্ধে আমাদের লড়াইয়ের কেন্দ্রীয় বিষয় হওয়া উচিত অবশ্যই এক মতাদর্শগত সংগ্রাম।

মস্কো কমিটির ব্যাপারে আমি জানি না যে সি. পি. এস. ইউ. (বি)র মস্কো কমিটি ও মস্কো নিয়ন্ত্রণ কমিশনের যুগ্ম প্লেনামে আলোচনার জবাবে উগলানভ যা বলেছেন তার থেকে বেশি কিছু যোগ দেওয়া যেতে পারে। তিনি পরিষ্কার বলেছেন:

'আমরা যদি একটু ইতিহাস স্মরণ করি, যদি স্মরণ করি যে কিভাবে ১৯২১ সালে লেনিনগ্রাদে আমি জিনোভিয়েভের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলাম তাহলে দেখা যাবে যে সে-সময় "মারামারিটা" কিছু ভীষণতরই হয়েছিল। আমরা সেদিন বিজয়ী ছিলাম কারণ আমরা ছিলাম সঠিক পথে। আজ আমরা পরাস্ত কারণ আমরা ভুল পথে আছি। এটা এক বড় শিক্ষাই হবে।'

এটা দাঁড়ায় যে জিনোভিয়েভের বিরুদ্ধে একদা যেভাবে উগলানভ একটা লড়াই করেছিলেন আজ ঠিক সেইভাবেই তিনি একটা লড়াই চালাচ্ছেন। জিজ্ঞাসা করতে পারি কি যে কার বিরুদ্ধে তিনি তাঁর বর্তমান লড়াইটি চালাচ্ছেন? স্পষ্টতঃই, কেন্দ্রীয় কমিটির নীতির বিরুদ্ধে। তাছাড়া আর কার

বিরুদ্ধে তিনি তা চালাবেন? কিসের ভিত্তিতে তিনি এই লড়াই চালাতে পারতেন? নিশ্চিতভাবেই দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির প্রতি মানিয়ে নেওয়ার মনোভাবের ভিত্তিতে।

সুতরাং, তত্ত্বসমূহে খুব সঠিকভাবেই আমাদের পার্টির অন্যতম আশু কর্তব্য হিসেবে লেনিনবাদী লাইন থেকে বিচ্যুতির প্রতি মানিয়ে নেওয়ার মনোভাবের বিরুদ্ধে, বিশেষতঃ দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির প্রতি মানিয়ে নেওয়ার মনোভাবের বিরুদ্ধে একটি সংগ্রাম পরিচালনার আবশ্যকতার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

সবশেষে, একটি শেষ বক্তব্য। তত্ত্বাবলীতে বলা হয়েছে যে বর্তমান সময়ে আমাদের অবশ্যই দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ওপর বিশেষ করে জোর দিতে হবে। এর অর্থ কি? এর অর্থ হল এই মুহূর্তে আমাদের পার্টির মধ্যে দক্ষিণপন্থী বিপদই হল প্রধান বিপদ। ট্রট্স্কিবাদী ঝোঁকগুলির বিরুদ্ধে লড়াই, এবং তাতে এক কেন্দ্রীভূত লড়াই প্রায় বছর দশেক হল ইতিমধ্যেই চলছে। এই লড়াইয়ের পরিণতিস্বরূপ প্রধান ট্রট্স্কিপন্থী ক্যাডাররা উৎখাত হয়েছে। এটা বলা যেতে পারে না যে প্রকাশ্য সুবিধাবাদী প্রবণতার বিরুদ্ধে লড়াইটা সমান গুরুত্ব দিয়েই সম্প্রতি চালানো হয়েছে। বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে তা চালানো হয়নি এই কারণে যে দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতি এখনো এক গঠন ও দানা-বেঁধে-ওঠার পর্বেই আছে, আমাদের শস্য-সংগ্রহের সমস্যাগুলির দ্বারা লালিত পেটি-বুর্জোয়া প্রকৃতিবিশিষ্ট উপাদানগুলির শক্তিবৃদ্ধির দরুণ তা বেড়ে উঠছে ও শক্তি সঞ্চয় করছে। সুতরাং প্রধান আঘাতটার অবশ্যই লক্ষ্য হবে দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতি।

উপসংহারে, কমরেড, আমি আরেকটা ঘটনার উল্লেখ করতে চাই যা এখানে বিবৃত হয়নি এবং আমার মতে যার গুরুত্ব কিছু কম নয়। আমরা, পলিটব্যুরোর সদস্যরা, আপনাদের সামনে নিয়ন্ত্রণ পরিসংখ্যানের ওপর আমাদের তত্ত্ব পেশ করেছি। আমার ভাষণে আমি এইসব তত্ত্বকে প্রশ্নাতীত-ভাবে সঠিক বলেই তুলে ধরেছি। আমি এ কথা বলছি না যে এইসব তত্ত্বে কিছু কিছু সংশোধন করা যেতে পারে না। কিন্তু সেগুলি যে মূলতঃ সঠিক এবং লেনিনবাদী লাইনের সঠিক রূপায়ণকে নিশ্চিত করে থাকে এ সম্বন্ধে কোনও সংশয় থাকতে পারে না। হাঁ, এটাও আপনাদের কাছে অবশ্যই বলতে হবে যে এই তত্ত্বগুলিকে আমরা পলিটব্যুরোতে সর্বসম্মতিক্রমেই গ্রহণ করেছিলাম। আমি মনে করি যে, আমাদের নানান ধরনের অশুভাকাঙ্ক্ষী,

বিরুদ্ধপন্থী আর শত্রুরা আমাদের সদস্যসারির মধ্যে মাঝেমাঝেই যেসব গুজব ছড়িয়ে থাকে তার পরিপ্রেক্ষিতে এই ঘটনাটির কিছু গুরুত্ব আছে। আমি সেইসব গুজবের কথা বলছি যেখানে বলা হয় যে আমাদের পলিটব্যুরোর মধ্যে একটি দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতি, একটি 'বামপন্থী' বিচ্যুতি, আপোষমুখিনতা এবং শয়তানই জানে এ ছাড়া আরও কি কি সব বর্তমান। আমাদের পলিটব্যুরোতে আমরা যে সকলে ঐক্যবদ্ধ সে সম্বন্ধে এই তত্ত্বগুলি আরেকটি, শততম বা একশ' একতম প্রমাণ যোগাক।

আমি চাই যে এই প্লেনাম সেই একই ঐক্যমতের সঙ্গে এই তত্ত্বগুলিকে নীতিগতভাবে গ্রহণ করুক। (হর্ষধ্বনি।)

প্রাভদা, সংখ্যা ২৭৩

২৪শে নভেম্বর, ১৯২৮

'কাতুস্কা' কারখানার শ্রমিকদের প্রতি, স্মলেনস্ক্ গুবের্নিয়ার অন্তর্গত ইয়ার্ৎসেভো কারখানার শ্রমিকদের প্রতি[৫৯]

সোভিয়েতগুলির জন্য নির্বাচনী অভিযানকে প্রকৃষ্টভাবে পরিচালিত করার উদ্দেশ্যে ভ্রাতৃত্বমূলক প্রতিযোগিতা সংগঠনে আপনাদের যে উদ্যোগ তাকে আমি স্বাগত জানাই।

শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের হাতিয়ারস্বরূপ সোভিয়েতগুলির জন্য নির্বাচন শ্রমিকদের নিজেদের একান্তভাবে সংশ্লিষ্ট হওয়ার মতো ব্যাপার।

নির্বাচনী অভিযানে আপনাদের অংশগ্রহণ যেন শুধুমাত্র আপনাদের নিজের শহরের নির্বাচনগুলিকে—শহরের সোভিয়েতগুলির নির্বাচনগুলিকে—যথোচিত এবং বলশেভিক কায়দায় পরিচালিত করতেই সীমাবদ্ধ না থাকে।

এর চেয়ে কঠিনতর, কিন্তু সমান প্রয়োজনীয়, কাজ হল গ্রামাঞ্চলের নির্বাচনী অভিযানে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ। কি পরিমাণে শহরগুলির শ্রমিক-শ্রেণী এবং গ্রামাঞ্চলের কৃষিমজুর ও দরিদ্র কৃষকরা এই অভিযানে অংশগ্রহণ করে, এই অভিযানের অগ্রগতির ওপর নিজেদের প্রভাব খাটায়, মধ্য কৃষকের থেকে সামনের সারিতে নিজেরা চলে আসে, কুলাকদের পেছনে ঠেলে দেয় এবং এইভাবে গ্রামাঞ্চলে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বকে নিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠিত করে—তারই ওপর বহুলাংশে নির্ভর করবে সোভিয়েতগুলিতে নির্বাচনের দূরপ্রসারী ফলাফল। সেই কারণেই ভ্রাতৃত্বমূলক প্রতিযোগিতায় যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বান বিনিময় আপনারা সংবাদপত্রের মাধ্যমে শুরু করেছেন, তার বিরাট তাৎপর্য থাকবে নির্বাচনী অভিযানে শ্রমিকদের ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণে প্রবুদ্ধ করার কাজে।

আমি আপনাদের সাফল্য কামনা করি।

জে. স্তালিন

প্রাভদা, সংখ্যা ২৭৪
২৫শে নভেম্বর, ১৯২৮

বেঝিস্তার অন্তর্গত ক্র্যাস্‌নি প্রোফিণ্টার্ন কারখানার শ্রমিকদের প্রতি

ক্র্যাস্‌নি প্রোফিণ্টার্ন কারখানার শ্রমিকদের প্রতি ভ্রাতৃত্বমূলক অভিনন্দন জানাই। ‘কাতুষ্কা’ এবং ইয়াৎ‌সেভো কারখানার শ্রমিকদের প্রতিযোগিতায় আহ্বান যে আপনারা গ্রহণ করেছেন, সেজন্য আপনাদের অভিনন্দন জানাই। সোভিয়েত নির্বাচনী অভিযানে আমি আপনাদের সাফল্য কামনা করি। আপনাদের কারখানায় উপস্থিত হ'তে না পারার জন্য মার্জনা ভিক্ষা করছি।

২৯শে নভেম্বর, ১৯২৮ জে. স্তালিন

প্রাভদা, সংখ্যা ২৭৮
৩০শে নভেম্বর, ১৯২৮

শ্রমিক এবং কৃষকের লালফৌজের ফ্রুঞ্জ সামরিক
বিদ্যায়তনের দশম বার্ষিকী উপলক্ষে

দশম বার্ষিকী উপলক্ষে ফ্রুঞ্জ সামরিক বিদ্যায়তনের প্রতি আমার আন্তরিক অভিনন্দন।

এই প্রতিষ্ঠানের সাফল্য এবং অব্যাহত উন্নতি কামনা করি।

স্তালিন

প্রাভদা, সংখ্যা ২৮৬
৯ই ডিসেম্বর, ১৯২৮

জার্মান কমিউনিস্ট পার্টিতে দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির আশংকা

(কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কর্মপরিষদের সভাপতিমণ্ডলীর একটি সভায় প্রদত্ত ভাষণ, ১৯শে ডিসেম্বর, ১৯২৮)

কমরেডগণ, যেহেতু কমরেড মলোটভ সি. পি. এস. ইউ (বি)র প্রতিনিধি-বর্গের মতামতকে ইতিমধ্যেই এখানে ব্যক্ত করেছেন, সেজন্য আমি অল্প কিছু কথা মাত্রই বলতে চাই। আলোচনা চলাকালে অবতারণা হয়েছে এমন তিনটি বিষয়ের ওপর কিছু বলতে চাই এবং তাও কেবল সহজভাবে।

বিষয়গুলি হল: ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার স্থিতিভবনের প্রশ্ন, এই স্থিতিভবনের ক্রমবর্ধমান দৌর্বল্যের পটভূমিতে সর্বহারার শ্রেণী-অভিযানগুলির সমস্যা, এবং জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির সমস্যা।

আমি দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি যে এই তিনটি প্রশ্নেই হুম্বার্ট-দ্রোৎস এবং সেরা উভয়েই জঘন্য সুবিধাবাদের পাঁকের মধ্যে নেমেছেন। এটা সত্য যে, হুম্বার্ট-দ্রোৎস অবশ্য এ পর্যন্ত রীতিগত প্রশ্নের ওপরই তাঁর বক্তব্য রেখেছেন। কিন্তু আমি উল্লেখ করছি নীতিগত প্রশ্নাবলীর ওপর তাঁর সেই বক্তৃতার যে বক্তৃতা তিনি রেখেছিলেন কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কর্মপরিষদের রাজনৈতিক সচিবমণ্ডলীর সভায়, যে সভায় আলোচিত হয়েছিল জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির ভিতরের দক্ষিণপন্থা ও সমঝওতাবাদীদের সমস্যাটি। আমার মনে হয় ঠিক এই বক্তৃতাটির মধ্যেই রয়েছে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সভাপতিমণ্ডলীতে সংখ্যা-লঘু অংশ এই সভায় যে মনোভাব নিয়েছেন, তার আদর্শগত ভিত্তি। ফলতঃ, কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কর্মপরিষদের রাজনৈতিক সচিবমণ্ডলীর সভায় নীতিগত প্রশ্নসমূহের ওপর হুম্বার্ট দ্রোৎসের বক্তব্যকে নীরবে এড়িয়ে যাওয়া যায় না।

আমি বলেছি যে হুম্বার্ট-দ্রোৎস এবং সেরা জঘন্য সুবিধাবাদের পাঁকের মধ্যে নেমেছেন। তার অর্থ কি? এর অর্থ এই যে প্রকাশ্য সুবিধাবাদ ছাড়াও প্রচ্ছন্ন সুবিধাবাদও আছে যা তার যথার্থ স্বরূপটি প্রকাশ করতে নারাজ। আর এটা আসলে দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির দিকে সমঝওতার সুবিধাবাদ।

সমঝওতা হল জঘন্য সুবিধাবাদ। আমি আবার বলছি, আমাকে দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করতে হয়েছে যে এই উভয় কমরেডই জঘন্য সুবিধাবাদের পাঁকে নেমেছেন।

কয়েকটি ঘটনার সাহায্যে আমার বক্তব্যকে প্রমাণ করার সুযোগ দিন।

১। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার স্থিতিভবনের সমস্যা

কমিনটার্ন মনে করে যে বর্তমান ধনতান্ত্রিক স্থিতিভবন হল একটি সাময়িক, অনিশ্চিত, টলটলায়মান এবং ক্ষয়িষ্ণু স্থিতিভবন, যা ধনতন্ত্রের সংকট বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমেই অধিকতর ফাটলের দিকে এগিয়ে যাবে।

এর দ্বারা অস্বীকার করা হচ্ছে না এই সাধারণভাবে স্বীকৃত ঘটনাটি যে ধনতন্ত্রের প্রযুক্তিকৌশল এবং বিজ্ঞানভিত্তিক নবরূপায়ণ এগিয়েই চলেছে। উপরন্তু এরা এগিয়ে যাচ্ছে বলেই স্থিতিভবনের আভ্যন্তরীণ দৌর্বল্য এবং ক্ষয়িষ্ণুতাও বেড়ে চলেছে।

কিন্তু কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কর্মপরিষদের রাজনৈতিক সচিবমণ্ডলীর সভায় তাঁর বক্তৃতার মধ্যে হুম্বার্ট-দ্রোৎস কি বলেছিলেন? তিনি স্থিতিভবনের অস্থির এবং অনিশ্চিত অবস্থাকে সরাসরি অস্বীকার করেছিলেন। তিনি তাঁর বক্তৃতায় স্রেফ বলে দিলেন যে 'এই স্থিতিভবন অসার, অস্থির এই বলে যে, অস্পষ্ট, এবং পরিব্যাপ্ত ধারণা তাকে ষষ্ঠ বিশ্ব কংগ্রেস কার্যতঃ ধিক্কার দিয়েছে, ইত্যাদি ইত্যাদি।' তিনি সোজা ঘোষণা করলেন যে তৃতীয় পর্বের উপর ষষ্ঠ কংগ্রেসের সিদ্ধান্তটি স্থিতিভবনের টলটলায়মানতা সম্বন্ধে কিছুই বলেনি। এ কথা কি মনে করা যায় হুম্বার্ট-দ্রোৎস এই জোরালো উক্তিটি সঠিকভাবেই করেছেন? না, তা করা যায় না। করা যায় না এই জন্য যে হুম্বার্ট-দ্রোৎস তাঁর ভাষণে যে দাবি করেছেন কমিনটার্নের ষষ্ঠ কংগ্রেস ঠিক তার একেবারে উল্টো কথাই বলেছে। তৃতীয় পর্ব সম্বন্ধীয় অনুচ্ছেদে কমিনটার্নের ষষ্ঠ কংগ্রেস পরিষ্কার বলেছে যে:

> 'এই সময়পর্বটি (অর্থাৎ তৃতীয় সময়পর্ব—জে. স্তালিন) অবশ্যম্ভাবীরূপেই ধনতান্ত্রিক স্থিতিভবনের দ্বন্দ্বগুলির আরও বিকাশের মধ্য দিয়ে ধনতান্ত্রিক স্থিতিভবনের **আরও এক অস্থির আলোড়নে** (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন) এবং ধনতন্ত্রের সাধারণ সংকটের এক তীক্ষ্ণ জোরালোতায় পরিণত হবে।'[৬০]

লক্ষ্য করুন 'স্থিতিভবনের আরও এক অস্থির আলোড়ন।'...এর অর্থ কি? এর অর্থ হল এই যে স্থিতিভবনটি ইতিমধ্যেই অস্থির ও অনিশ্চিত হয়ে আছে এবং তৃতীয় সময়পর্বে তা আরও অস্থির হয়ে পড়বে। তথাপি হুম্বার্ট-দ্রোৎস সমস্ত কিছুকেই অবজ্ঞাভরে ব্যঙ্গ করেন, ব্যঙ্গ করেন জার্মান কমিউনিস্ট পার্টিকেও যে বলে যে স্থিতিভবনটি অস্থির ও অনিশ্চিত, যে বলে যে শ্রমিকশ্রেণীর বর্তমান লড়াই পুঁজিবাদী স্থিতিভবনকে হেয় করছে ও ভেঙে ফেলছে। হুম্বার্ট-দ্রোৎস কাকে ব্যঙ্গ করছেন? নিশ্চিতভাবেই ষষ্ঠ কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত-গুলিকে।

এ থেকে এটাই দাঁড়ায় যে, কমিনটার্নের ষষ্ঠ কংগ্রেসের সিদ্ধান্তসমূহ তুলে ধরার ভান করে হুম্বার্ট দ্রোৎস আসলে সেগুলিকে সংশোধন করছেন এবং তদ্দ্বারা স্থিতিভবন সম্বন্ধে একটি সুবিধাবাদী ধারণায় বিচ্যুত হয়ে পড়ছেন।

বিষয়টির আনুষ্ঠানিক দিক সম্বন্ধে এই পর্যন্ত।

এবার বিষয়টির সারবস্তু পরীক্ষা করা যাক। যদি এরকম বলা না যায় যে বর্তমান স্থিতিভবনটি অস্থির অথবা অসার অথবা অনিশ্চিত তাহলে সর্বোপরি এটা কি জিনিস? কেবল একটি জিনিসই বাকী থাকে এবং তা হল এই মর্মে ঘোষণা করা যে স্থিতিভবনটি নিরাপদ এবং যে-কোনও অবস্থাতেই হোক তা দৃঢ়তর হয়ে বেড়ে উঠছে। কিন্তু দৃঢ়তর হয়ে বেড়ে উঠছে এমন একটি স্থিতিভবনেরই যদি সম্মুখীন হই তাহলে এ কথা বলার কি অর্থ থাকতে পারে যে বিশ্ব ধনতন্ত্রের সংকট তীক্ষ্ণতর ও গভীরতর হয়ে উঠছে? এটা কি পরিষ্কার নয় যে এর ফলে ধনতান্ত্রিক সংকটের গভীর হয়ে ওঠার কোনও পথ আর থাকে না? এটা কি পরিষ্কার নয় যে হুম্বার্ট-দ্রোৎস তাঁর নিজের ফাঁদে নিজেই জড়িয়ে পড়েছেন?

পুনশ্চ, লেনিন বলেছেন যে সাম্রাজ্যবাদের অধীনে পুঁজিবাদের বিকাশ হল এক দ্বৈত প্রক্রিয়া: একদিকে কতকগুলি দেশে ধনতন্ত্রের বৃদ্ধি এবং অপর-দিকে কতগুলি দেশে ধনতন্ত্রের অবক্ষয়। লেনিনের এই তত্ত্বটি কি সঠিক ছিল? আর তা যদি সঠিকই থাকে তাহলে এটা কি পরিষ্কার নয় যে পুঁজিবাদী স্থিতিভবন অবক্ষয় ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না?

পরিশেষে, কতকগুলি সাধারণভাবে জানা তথ্য সম্পর্কে দু-চার কথা।

আমাদের সামনে এরকম তথ্য আছে যথা বাজার এবং পুঁজি রপ্তানীর

ক্ষেত্রের জন্য সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীগুলির মধ্যে বেপরোয়া সংঘর্ষ।

আমাদের সামনে এরকম তথ্য আছে যথা ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে উন্মাদের মতো অস্ত্রশস্ত্রের বৃদ্ধি, নতুন সামরিক জোট গঠন এবং নতুন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের জন্য প্রকট প্রস্তুতি।

আমাদের সামনে এরকম তথ্য আছে যথা আমেরিকা ও ব্রিটেন এই দুই সাম্রাজ্যবাদী দৈত্য যারা প্রত্যেকেই নিজের নিজের কক্ষে অন্য সব দেশকে সামিল করতে চেষ্টা চালাচ্ছে তাদের মধ্যেকার দ্বন্দ্বের বর্ধমান তীব্রতা।

সবশেষে আমাদের সামনে এরকম তথ্যও আছে যথা সোভিয়েত ইউনিয়নের অস্তিত্ব এবং বিকাশের সকল ক্ষেত্রে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ও সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তার অগ্রগতি ও সাফল্য—সোভিয়েত ইউনিয়ন, যার অগ্রগতির কথা ছেড়েই দিলাম, শুধু তার অস্তিত্বই বিশ্ব পুঁজিবাদের একেবারে বনিয়াদটিকেই কাঁপিয়ে তুলছে ও ভেঙে দিচ্ছে।

এসবের পর কিভাবে মার্কসবাদীরা, লেনিনবাদীরা, কমিউনিস্টরা জোর দিয়ে বলে যে পুঁজিবাদী স্থিতিভবন অস্থির এবং ক্ষয়িষ্ণু নয়, বছরের পর বছর দিনের পর দিন বিষয়গুলি যেভাবে এগোচ্ছে ঠিক সেই ধারার মাধ্যমেই ঐ স্থিতিভবনটি কম্পিত হয়ে উঠছে না?

হুম্বার্ট-দ্রোৎস এবং তাঁর সঙ্গে সেরা বুঝছেন যে কোন্ পাঁকে তাঁরা ডুবতে চলেছেন?

এই ভুল থেকেই হুম্বার্ট-দ্রোৎস ও সেরার অন্য ভুলগুলিও উদ্ভূত।

২। সর্বহারার শ্রেণী-অভিযানের সমস্যা

অনুরূপ ভ্রান্তই হল ধনতান্ত্রিক দেশে সর্বহারার শ্রেণী-অভিযান বিষয়ে, তার চরিত্র ও গুরুত্ব বিষয়ে হুম্বার্ট-দ্রোৎসের বক্তব্য। রাজনৈতিক সচিবমণ্ডলীর সভায় প্রদত্ত হুম্বার্ট-দ্রোৎসের ভাষণ থেকে দাঁড়ায় এই যে শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রাম, পুঁজিবাদীদের সঙ্গে তার স্বতঃস্ফূর্ত সংঘাতগুলি হল মুখ্যতঃ নিছক এক রক্ষণাত্মক চরিত্রের এবং কমিউনিস্ট পার্টিগুলির তরফে এই সংগ্রামের নেতৃত্বটি কেবল সংস্কারপন্থী কায়েমী ট্রেড ইউনিয়নগুলির কাঠামোর মধ্যেই পরিচালনা করা উচিত।

এটা কি ঠিক? না, এটা ভুল। এটা জোর দিয়ে বলার অর্থ হল ঘটনার উদ্ভব হলে তার পেছনে টেনে-হিঁচড়ে চলা। হুম্বার্ট-দ্রোৎস ভুলে যান যে

শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রাম এখন এমন একটি স্থিতিভবনের ভিত্তিতে সংঘটিত হচ্ছে যা টলটলায়মান হয়ে পড়ছে, শ্রমিকশ্রেণীর অভিযানগুলি প্রায়শঃই পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে প্রত্যাভিযানের, প্রত্যাক্রমণের এবং এক প্রত্যক্ষ আক্রমণের চেহারা নিয়ে থাকে। হুম্বার্ট-ড্রোৎস বর্তমান সময়পর্বে শ্রমিকশ্রেণীর লড়াইগুলিতে নতুন কিছু দেখতে পান না। তিনি এইসব জিনিস দেখতে পান না যথা লন্ডন্ সাধারণ ধর্মঘট, উন্নততর শ্রমের পরিবেশের জন্য ফ্রান্স, জার্মানি ও চেকোশ্লোভাকিয়ায় অর্থনৈতিক ধর্মঘট, ধাতুশিল্পের শ্রমিকদের লক-আউটের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জার্মানিতে সর্বহারার শক্তিসমূহের বিরাট বিশাল জমায়েত, ইত্যাদি ইত্যাদি।

এইসব ও অনুরূপ ঘটনাগুলি কি দেখিয়ে দেয়, তারা কিসের নির্দেশ করে? নির্দেশ করে এই যে ধনতান্ত্রিক দেশগুলির ভেতরে গভীরে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের এক নতুন বৈপ্লবিক তরঙ্গে পূর্ব-পরিবেশ দানা বেঁধে উঠছে। আর ঠিক এই নতুন উপাদানটিই হুম্বার্ট ড্রোৎস ও সেরা দেখতে ব্যর্থ হন, লক্ষ্য করতে ব্যর্থ হন এবং যে-সব কমরেড সামনের দিকের বদলে পেছন দিকে তাকাতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন তাঁরা কখনই এটি লক্ষ্য করবেন না।

আর সামনের দিকের বদলে পেছন দিকে তাকানোর অর্থ কি? অর্থ এই যে বিকাশের ক্ষেত্রে যা নতুন তা দেখতে ব্যর্থ হয়ে এবং বিস্ময়ে আবিষ্ট হয়ে গিয়ে ঘটনা যেমন যেমন উদ্ভূত হবে তেমন তেমন তার পেছনে টেনে-হিঁচড়ে চলা। এর অর্থ শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনে কমিউনিস্ট পার্টিগুলির নেতৃত্বদায়ী ভূমিকা পরিবর্জন করা। ঠিক এই জিনিসটিই ১৯২৩-এর বিপ্লবে জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বকে বিপদে ফেলে দিয়েছিল। ফলতঃ, ১৯২৩ সালের ভ্রান্তির পুনরাবৃত্তি যে চায় না তাকে অবশ্যই কমিউনিস্টদের মনকে জাগিয়ে তুলতে হবে এবং তাদেরকে সামনের দিকে এগিয়ে দিতে হবে, আসন্ন লড়াইগুলির জন্য জনসাধারণকে অবশ্যই প্রস্তুত করতে হবে, ঘটনার বিকাশে কমিউনিস্ট পার্টি যাতে পেছনে না পড়ে যায় এবং শ্রমিকশ্রেণী যাতে বিস্ময়ে আবিষ্ট না হয়ে পড়ে তা সুনিশ্চিত করার জন্য অবশ্যই সমস্ত ব্যবস্থা নিতে হবে।

এটা খুবই অদ্ভুত যে হুম্বার্ট-ড্রোৎস এবং সেরা এসব জিনিস ভুলে যান।

রুঢ় লড়াইয়ের সময় জার্মান কমিউনিস্ট পার্টি এই ঘটনাটি লক্ষ্য করে যে সংগঠিত শ্রমিকদের চাইতে অসংগঠিত শ্রমিকরা অনেক বেশি বৈপ্লবিক বলে প্রমাণিত। হুম্বার্ট-ড্রোৎস এতে ক্ষিপ্ত এবং ঘোষণা করেছেন যে এরকম

হতেই পারে না। অদ্ভুত ব্যাপার! কেন এমন হতে পারে না! রূঢ়ে প্রায় দশ লক্ষ শ্রমিক আছে। তার মধ্যে দু'লক্ষের মতো শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়নে সংগঠিত। ট্রেড ইউনিয়নগুলি সেইসব সংস্কারপন্থী আমলাদের নেতৃত্বে পরিচালিত যারা সমস্ত রকমভাবেই ধনিকশ্রেণীর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। তাহলে অসংগঠিত শ্রমিকরা যদি সংগঠিতদের চাইতে বেশি বৈপ্লবিক বলে প্রমাণিত হয় তাতে বিস্ময়ের কি আছে? অন্যরকম কিছু কি হতে পারত?

রাশিয়ার বৈপ্লবিক আন্দোলনের ইতিহাস থেকে আমি আরও বেশি 'বিস্ময়কর' ঘটনা আপনাদের বলতে পারি। আমাদের ক্ষেত্রে প্রায়ই হয়েছে যে জনগণই তাদের (কয়েকজন) কমিউনিস্ট নেতা থেকে বেশি বৈপ্লবিক বলে প্রতিপন্ন হয়েছে। এটা সমস্ত রুশ বলশেভিকের কাছে সুবিদিত। লেনিন যখন বলেছিলেন যে আমাদের শুধু জনগণকে শেখালেই চলবে না, **জনগণের কাছ থেকে শিখতেও হবে** তখন তিনি এইটাই বোঝাতে চেয়েছিলেন। যেটা বিস্ময়কর তা এই ঘটনাগুলি নয়, তা হল এই যে বাস্তব বিপ্লবী অভিজ্ঞতার পরিধি থেকে গৃহীত এই সহজ বিষয়গুলি হুম্বার্ট-ড্রোৎস বুঝছেন না।

সেরার সম্বন্ধেও এই একই কথা অবশ্যই বলতে হবে। তিনি এই ঘটনাকে অনুমোদন করেন না যে জার্মান কমিউনিস্টরা লক-আউটকৃত ধাতুশিল্প শ্রমিকদের সংগঠিত করার জন্য তাদের সংগ্রামের ক্ষেত্রে কায়েমী ট্রেড ইউনিয়নগুলির কাঠামোর বাইরে চলে যান ও ঐ কাঠামোটিকে নাড়া দেন। তিনি একে প্রোফিনটার্নের চতুর্থ কংগ্রেসের প্রস্তাবের[৬১] এক লংঘন বলে গণ্য করেন। তিনি দাবি করেন যে প্রোফিনটার্ন কমিউনিস্টদের কেবল ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যেই কাজ করার নির্দেশ দিয়েছে। কমরেড, এটা বাজে কথা! প্রোফিনটার্ন এ-ধরনের কিছুর আহ্বান দেয়নি। সেটা বলার অর্থ হল সর্বহারাশ্রেণীর শ্রেণী-লড়াইয়ের ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট পার্টিকে এক নিষ্ক্রিয় দর্শকের ভূমিকা দিয়ে নিন্দিত করা। সেটা বলার অর্থ হল শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বদায়ী ভূমিকার আদর্শকে কবর দেওয়া।

জার্মান কমিউনিস্টদের গুণ ঠিক এই যে তারা 'ট্রেড ইউনিয়নের কাঠামোর' কথায় নিজেদেরকে আতংকিত হতে দেননি ও ট্রেড ইউনিয়ন আমলাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অ-সংগঠিত শ্রমিকদের সংগ্রামকে সংগঠিত করার মাধ্যমে এই কাঠামোর বাইরেও চলে গিয়েছিলেন। জার্মান কমিউনিস্টদের গুণ ঠিক এই যে তারা অ-সংগঠিত শ্রমিকদের লড়াইয়ের ও সংগঠনের নতুন পদ্ধতি

খুঁজেছিলেন ও তা পেয়েছিলেন। এটা সম্ভব যে তা করতে গিয়ে তাঁরা কতকগুলি ছোটখাট ভুল করে ফেলেছিলেন। কিন্তু কোনও নতুন উদ্যোগই তো বিনা ভুলে হয় না। আমাদের অবশ্যই সংস্কারবাদী ট্রেড ইউনিয়নগুলি, একমাত্র যদি সেগুলি গণ-সংগঠন হয় তাহলে সেগুলির ভেতরে কাজ করতে হবে— এ থেকে এরকম আদৌ দাঁড়ায় না যে আমাদের গণ-কার্যক্রমকে অবশ্যই সংস্কারবাদী ট্রেড ইউনিয়নগুলির ভেতর কাজ করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে হবে, ঐসব ইউনিয়নের মান ও দাবির কাছে আমাদের অবশ্যই ক্রীতদাসে পরিণত হতে হবে। সংস্কারবাদী নেতৃত্ব যদি পুঁজিবাদের সঙ্গে নিজেকে অভিন্ন করে তুলতে থাকে (কমিনটার্নের ষষ্ঠ কংগ্রেসের ও প্রোফিনটার্নের চতুর্থ কংগ্রেসের প্রস্তাবগুলি দেখুন) আর শ্রমিকশ্রেণী সেখানে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে একটি লড়াই চালাতে থাকে তাহলে এটা কি দৃঢ়ভাবে বলা যেতে পারে যে, কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে শ্রমিকশ্রেণীর ঐ লড়াই ট্রেড ইউনিয়নগুলির কায়েমী সংস্কারবাদী কাঠামোকে কিছুটা মাত্রায় ভেঙে ফেলা পরিহার করতে পারে? নিশ্চিতভাবেই সুবিধাবাদে উপনীত না হলে এ কথা দৃঢ়ভাবে বলা যায় না। সুতরাং এমন একটি পরিস্থিতির কথা বেশ অনুমান করা যায় যখন পুঁজিপতিদের কাছে নিজেদের যারা বেচে দিয়েছে সেই ট্রেড ইউনিয়ন পাণ্ডাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর সমান্তরাল গণ-সংগঠন গড়ে তোলা প্রয়োজন হতে পারে। এইরকম একটি পরিস্থিতি ইতিমধ্যেই আমেরিকাতে আমরা পেয়েছি। এটা খুবই সম্ভব যে জার্মানিতেও ব্যাপারটা সেই একই দিকে এগোচ্ছে।

৩। জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির সমস্যা

কমরেড, প্রশ্ন হল জার্মান কমিউনিস্ট পার্টিকে একটি লৌহদৃঢ় আভ্যন্তরীণ শৃংখলাসহ সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ করা হবে কি হবে না।—এটা কেবল দক্ষিণপন্থীদের বা আপোষকামীদের প্রশ্ন নয়, এটা হল জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির খোদ অস্তিত্বেরই প্রশ্ন। একটি জার্মান কমিউনিস্ট পার্টি আছে। কিন্তু তার পাশাপাশি ও জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির ভেতরেই দুটি শক্তি আছে যা পার্টিকে ভেতর থেকে ভেঙে ফেলছে ও পার্টির অস্তিত্বের প্রতি এক হুমকির সৃষ্টি করছে। সেগুলি হল প্রথমতঃ দক্ষিণপন্থী উপদল যারা কমিউনিস্ট পার্টির ভেতরেই একটি নতুন, লেনিনবাদ-বিরোধী পার্টিকে তার নিজস্ব কেন্দ্র ও তার

নিজস্ব সংবাদপত্র সমেত সংগঠিত করছে এবং প্রতিদিনই পার্টির শৃংখলা লংঘন করছে। দ্বিতীয়তঃ, রয়েছে আপোষকামীরা যাদের দোদুল্যমানতা ঐ দক্ষিণপন্থী উপদলকে শক্তিশালী করছে।

আমি শুধু এইটি দেখিয়ে থামব না যে দক্ষিণপন্থী উপদলটি মার্কসবাদ-লেনিনবাদ থেকে ভেঙে বেরিয়ে যাচ্ছে এবং কমিনটার্নের বিরুদ্ধে এক বেপরোয়া লড়াই চালাচ্ছে। এটা বহু পূর্বেই দেখানো হয়েছে। আবার এইটি দেখিয়ে থামব না যে আপোষকামীদের গোষ্ঠিটি দক্ষিণপন্থীদের বিরুদ্ধে এক ধারাবাহিক লড়াই চালানোর ব্যাপারে ষষ্ঠ কংগ্রেসের যে প্রস্তাবটি আছে তা লংঘন করছে। সেটাও বহু পূর্বেই দেখানো হয়েছে। ব্যাপার এই যে জার্মান কমিউনিস্ট পার্টিতে এই যে পরিস্থিতি তা আর বেশিদিন সহ্য করা যায় না। ব্যাপার এই যে দক্ষিণপন্থীরা যেখানে পরিবেশকে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক মতাদর্শের আবর্জনা দিয়ে বিষদুষ্ট করে ও পার্টি শৃংখলার মৌলিক নীতিগুলিকেও রীতিমাফিক লংঘন করে, আবার আপোষকামীরা দক্ষিণপন্থীদের লাভের উৎস হয় সেইরকম একটি ব্যবস্থা-'বিন্যাস'কে আর বেশিদিন সহ্য করার অর্থ হবে কমিনটার্নের বিরুদ্ধে যাওয়া ও মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রাথমিক দাবিগুলিকে লংঘন করা।

এমন একটি পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে যেটা ট্রট্স্কিবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের শেষ পর্বে সি. পি. এস. ইউ (বি)তে যেমন ছিল তারই সমান (তার থেকে আরও খারাপ যদি নাও হয়), সে-সময় পার্টি ও কমিনটার্ন ট্রট্স্কিপন্থীদের তাদের পদ থেকে বহিষ্কার করতে বাধ্য হয়েছিল। প্রত্যেকেই এখন তা দেখছেন। কিন্তু হুম্বার্ট-ড্রোৎস আর সেরা তা দেখছেন না বা না-দেখার ভান করছেন। অর্থাৎ তাঁরা জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির পুরোপুরি ভাঙনের বিনিময়েও দক্ষিণপন্থী ও আপোষকামী এই উভয়কেই সমর্থন করতে প্রস্তুত।

দক্ষিণপন্থীদের বহিষ্কারের বিরোধিতা করে হুম্বার্ট-ড্রোৎস ও সেরা ষষ্ঠ কংগ্রেসের প্রস্তাবের উল্লেখ করছেন যেখানে বলা হয়েছে যে দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতিকে অবশ্যই এক মতাদর্শগত সংগ্রামের মাধ্যমে অতিক্রম করতে হবে। এটা পুরোপুরিই সঠিক। কিন্তু এই কমরেডরা ভুলে যান যে ষষ্ঠ কংগ্রেসের প্রস্তাবগুলি কখনই দক্ষিণপন্থী বিপদের বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট পার্টিগুলির লড়াইকে একটি মতাদর্শগত ব্যবস্থার পদক্ষেপের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে না। লেনিনবাদী লাইন থেকে বিচ্যুতির বিরুদ্ধে মতাদর্শগত লড়াইয়ের পদ্ধতির কথা বলার সাথে

সাথে কমিনটার্নের ষষ্ঠ কংগ্রেস একই সঙ্গে বুখারিনের রিপোর্টের ওপর তার প্রস্তাবে ঘোষণা করে যে :

'নিবারণ করা তো দূরস্থান এখানে আগাম ধরে নেওয়া হয় **লৌহদৃঢ় অন্তঃপার্টি শৃংখলাকে চূড়ান্ত শক্তিশালী করা**, সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রতি সংখ্যালঘুর **নিঃশর্ত নতিস্বীকার, নেতৃস্থানীয় পার্টিকেন্দ্রগুলির প্রতি নিম্নতর সংস্থাগুলির** এবং অন্যান্য পার্টি-সংগঠনগুলির (পার্লামেণ্টের গোষ্ঠীগুলি, ট্রেড ইউনিয়নের গোষ্ঠীগুলি, সংবাদপত্র ইত্যাদি) **নিঃশর্ত নতিস্বীকার**।' (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন।)[৬২]

এটা অত্যন্ত বিস্ময়কর যে হুম্বার্ট-দ্রোৎস এবং সেরা কমিনটার্নের ষষ্ঠ কংগ্রেসের প্রস্তাবের এই তত্ত্বটি ভুলে যান। এটা খুবই বিস্ময়কর যে সমস্ত আপোষকামীই—যারা নিজেদের আপোষকামী গণ্য করে ও যারা এ নাম প্রত্যাখ্যান করে তারা উভয়েই ষষ্ঠ কংগ্রেসের প্রস্তাবটির পক্ষে ওকালতি করার সময় কমিনটার্নের এই গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বটি রীতিমাফিক ভুলে যায়।

জার্মান কমিউনিস্ট পার্টিতে যদি দক্ষিণপন্থী এবং কিছুটা মাত্রায় কয়েকজন আপোষকামীদের দ্বারাও সমস্ত শৃংখলার ডাহা লংঘনের উজ্জল সব দৃষ্টান্ত থাকে তাহলে লৌহদৃঢ় অন্তঃপার্টি শৃংখলাকে শক্তিশালী করা ছাড়া আর কি করা যায়? এরকম একটি পরিস্থিতিকে কি আর বেশিদিন সহ্য করা যায়?

জার্মান কমিউনিস্ট পার্টিতে যদি দক্ষিণপন্থী ও কিছুটা মাত্রায় কয়েকজন আপোষকামীদেরও হাতে কমিনটার্নের ষষ্ঠ কংগ্রেসের এই দাবিটির প্রচণ্ডতম লংঘনের উজ্জল সব দৃষ্টান্ত থাকে তাহলে নেতৃস্থানীয় পার্টিকেন্দ্রের প্রতি নিম্নতর সংস্থাগুলির, ট্রেড ইউনিয়নের গোষ্ঠীগুলির ও পার্টি-সংবাদপত্রের কিছু কিছু মুখপত্রের নিঃশর্ত নতিস্বীকারের পরিবর্তে আর কি করা যায়?

এরকম একটি পরিস্থিতি কি আর বেশিদিন সহ্য করা যায়?

দ্বিতীয় কংগ্রেস কর্তৃক অনুমোদিত কমিনটার্নে প্রবেশের শর্তগুলির[৬৩] সঙ্গে আপনারা পরিচিত। আমি একুশ দফার কথা উল্লেখ করছি। এই শর্তগুলির প্রথম ধারায় বলা হয়েছে যে, 'সাময়িকী এবং অ-সাময়িকী সংবাদপত্রগুলিকে ও সকল পার্টি প্রকাশনালয়কে অবশ্যই একটি বিশেষ মুহূর্তে পার্টি সামগ্রিকভাবে আইনী বা বে-আইনী যাই হোক না কেন **পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে পুরোপুরি অধীনস্থ থাকতে হবে**' (মোটা হরফ

আমার দেওয়া—জে. স্তালিন)। আপনারা জানেন যে দক্ষিণপন্থী উপদলটির নিজেদের দখলে দুটি সংবাদপত্র আছে। আপনারা জানেন যে এই সংবাদপত্র হাতিয়ারগুলি জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতি অধীনস্থ থাকার কথা শুনতেও অস্বীকার করে। প্রশ্ন ওঠে যে এই ধরনের জঘন্য অবস্থা আর বেশিদিন কি সহ্য করা চলে ?

একুশ দফা শর্তের দ্বাদশ ধারায় বলা হয়েছে যে পার্টিকে অবশ্যই 'অত্যন্ত কেন্দ্রীভূত লাইনের ভিত্তিতে সংগঠিত হতে হবে', তার মধ্যে অবশ্যই '**সামরিক শৃংখলার প্রায় অনুরূপ লৌহদৃঢ় শৃংখলা কায়েম থাকবে**' (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন)। আপনারা জানেন যে জার্মান কমিউনিস্ট পার্টিতে দক্ষিণপন্থীরা তাদের নিজেদের উপদলীয় শৃংখলা ছাড়া অন্য কোনও লৌহদৃঢ় শৃংখলা অথবা যে-কোনওরকমের শৃংখলাই মানতে অস্বীকার করে। প্রশ্ন ওঠে যে এই ধরনের জঘন্য অবস্থা কি আর বেশিদিন সহ্য করা চলে ?

অথবা এটাই আপনারা বোধহয় বলবেন যে কমিনটার্নের দ্বিতীয় কংগ্রেস কর্তৃক অনুমোদিত শর্তগুলি দক্ষিণপন্থীদের ওপর বাধ্যতামূলক নয় ?

কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সিদ্ধান্তগুলির কাল্পনিক লংঘনকারীদের সম্বন্ধে হুম্বার্ট-দ্রোৎস ও সেরা এখানে একটা সোরগোল তোলেন। বর্তমান সময়ে দক্ষিণপন্থীদের ভেতরেই আমরা কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের মৌলিক নীতি-গুলির বাস্তব (কাল্পনিক নয়) লংঘনকারীদের পেয়ে থাকি। তাহলে কেন তাঁরা চুপ করে আছেন ? এইজন্যই কি নয় যে তাঁরা কমিনটার্নের সিদ্ধান্ত-গুলিকে মৌখিকভাবে রক্ষা করার ভানের আড়ালে দক্ষিণপন্থীদেরই একটি প্রতিরক্ষা ও ঐ সিদ্ধান্তগুলির একটি সংশোধন গোপনে চালান করতে ইচ্ছুক ?

বিশেষ করে কৌতূহলোদ্দীপক হল সেরার বিবৃতি। তিনি এই মর্মে দিব্যি গেলেছেন ও শপথ করেছেন যে তিনি দক্ষিণপন্থীদের বিরুদ্ধে, আপোষ-কামীদের বিরুদ্ধে ইত্যাদি। কিন্তু এ থেকে কি সিদ্ধান্ত তিনি টানেন ? আপনারা কি ভাবছেন যে, দক্ষিণপন্থী ও আপোষকামীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রয়োজনীয়তা আছে ? ও-রকম কিছুই নয় ! এ থেকে তিনি এই অত্যন্ত অদ্ভুত সিদ্ধান্তই টানেন যে, তাঁর মতে, জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বর্তমান পলিটব্যুরোকে পুনর্গঠিত করতে হবে।

একবার শুধু ভাবুন ! জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পলিট-ব্যুরো দক্ষিণপন্থী বিপদের বিরুদ্ধে এবং আপোষকামীদের দোদুল্যমানতার

বিরুদ্ধে এক দৃঢ়পণ সংগ্রাম পরিচালনা করছে; দক্ষিণপন্থী ও আপোষকামীদের বিরুদ্ধে একটি লড়াইয়ের পক্ষেই সেরা আছেন; সুতরাং সেরা প্রস্তাব করছেন যে দক্ষিণপন্থী ও আপোষকামীদের একলা ছেড়ে দেওয়া হোক, দক্ষিণপন্থী ও আপোষকামীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ঢিলে দেওয়া হোক এবং এক আপোষমুখী ধারায় জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটব্যুরোর অন্তর্গঠনকে পালটানো হোক। কি অদ্ভুত 'সিদ্ধান্ত'!

সেরা আমায় ক্ষমা করবেন যদি আমি এখানে এই প্রশ্নে তাঁর অবস্থান-টিকে কোমলভাবে না বলে বলি যে তা সেই গ্রাম্য কাজে উকীলের কথা মনে করিয়ে দেয় যে সাদাকে কালো আর কালোকে সাদা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা চালায়। একেই আমরা সুবিধাবাদী শক্তির পক্ষে বাজে উকীলের মতো সওয়াল বলে থাকি।

সেরা প্রস্তাব করেন যে জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পলিট-ব্যুরোকে পুনর্গঠিত করতে হবে অর্থাৎ এর কয়েকজন সদস্যকে এখান থেকে সরিয়ে দিতে হবে এবং অন্যদের দাবি যে তাদের বদলে অন্যদের গ্রহণ করতে হবে। সেরা এটা কেন সরাসরি ও পরিষ্কার বলছেন না যে কাদের গ্রহণ করতে হবে? (সেরা: 'কমিনটার্নের ষষ্ঠ কংগ্রেস যাঁদের চেয়েছিল।') কিন্তু ষষ্ঠ কংগ্রেস নিশ্চয়ই আপোষকামীদের পুনর্বাসনের ইঙ্গিত করেনি। বরং তা আমাদের ওপর আপোষের বিরুদ্ধে এক রীতিবদ্ধ লড়াইয়ের দায়িত্ব অর্পণ করেছে। এবং ঠিক যেহেতু এই দায়িত্বটি আপোষকামীরা পালন করেনি তাই ষষ্ঠ কংগ্রেসের পর আমাদের সামনে এখন দক্ষিণপন্থী ও আপোষকামীদের সম্বন্ধে কমিনটার্নের কর্মপরিষদের সভাপতিমণ্ডলীর ৬ই অক্টোবর, ১৯২৮-এর সিদ্ধান্ত হাজির। সেরা চান যে তিনিই হবেন ষষ্ঠ কংগ্রেসের সিদ্ধান্তগুলির একমাত্র ব্যাখ্যাকর্তা। সেরার এই দাবিটি পুরোপুরি অপ্রতিশ্রুত। ষষ্ঠ কংগ্রেসের সিদ্ধান্তসমূহের ব্যাখ্যাকর্তা হল কমিনটার্নের কর্মপরিষদ ও তার সভাপতিমণ্ডলী। আমি দেখছি যে সেরা ৬ই অক্টোবর তারিখের কমিনটার্নের কর্মপরিষদের সভাপতিমণ্ডলীর সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত নন, যদিও তিনি পরিষ্কার সে-কথা বলছেন না।

সিদ্ধান্তটা কি দাঁড়ায়? সিদ্ধান্ত দাঁড়ায় একটাই যে: জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির প্রশ্নে হুবার্ট-গ্রোৎস এবং সেরার অবস্থান হল আত্মসমর্পণমূলক

ভীরুতার এবং তা হল জার্মান কমিউনিস্ট পার্টি ও কমিনটার্নের বিরুদ্ধে দক্ষিণপন্থীর পক্ষে বাজে উকীলের সমর্থন।

৪। সি. পি. জি. এবং সি. পি. এস. ইউ. (বি)তে দক্ষিণপন্থীরা

এখানে প্রদত্ত কয়েকটি ভাষণ থেকে আমি আজ জানলাম যে কয়েকজন জার্মান আপোষকামী তাদের নিজেদের বক্তব্যের ন্যায্যতা প্রতিপাদনের জন্য দক্ষিণপন্থী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের পদ্ধতি সম্পর্কে সি. পি. এস. ইউ. (বি)র কেন্দ্রীয় কমিটির নভেম্বর প্লেনামে আমি যে বক্তৃতা দিয়েছিলাম সেটাকে হাজির করছে। আপনারা জানেন আমি আমার ভাষণে (এটা ছাপা হয়েছে) বলেছিলাম যে সি. পি. এস. ইউ (বি)তে দক্ষিণপন্থী বিপদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের বিকাশের বর্তমান স্তরে সংগ্রামের প্রধান পদ্ধতি হল মতাদর্শগত সংগ্রাম যা ব্যক্তিগত কতকগুলি ঘটনায় সাংগঠনিক দণ্ড প্রয়োগকে বর্জন করে না। আমি এই তত্ত্বকে এই ঘটনার ভিত্তিতে তৈরী করেছিলাম যে সি. পি. এস. ইউ. (বি)তে দক্ষিণপন্থীরা এখনো দানা-বেঁধে ওঠেনি, এখনো একটি গোষ্ঠী বা উপদল গঠন করেনি এবং সি. পি. এস. ইউ. (বি)র কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্তগুলিকে লংঘন করার বা পূরণ না করার একটি একক দৃষ্টান্তও দেখায়নি। আমি আমার ভাষণে বলেছিলাম যে দক্ষিণপন্থীরা যদি একটি উপদলীয় লড়াইয়ে চলে যায় এবং সি. পি. এস. ইউ (বি)র কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্তগুলিকে লংঘন শুরু করে তাহলে ১৯২৭ সালে ট্রট্স্কিপন্থীদের সঙ্গে যেমন, আজ তাদের সঙ্গেও ঠিক তেমন আচরণই করা হবে। কেউ ভাবতে পারেন যে এটা স্পষ্ট। তাহলে কি জার্মানিতে দক্ষিণপন্থীদের পক্ষে আমার ভাষণকে একটি যুক্তি হিসেবে উল্লেখ করাটা মূর্খতা নয় যেখানে দক্ষিণপন্থীরা উপদলীয় পদ্ধতির লড়াইয়ে ইতিমধ্যেই চলে গেছে এবং ধারাবাহিকভাবে জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্তগুলি লংঘন করছে; অথবা আমার ভাষণকে জার্মানিতে সেই আপোষকামীদের অনুকূলের যুক্তি হিসেবে ব্যবহার করাও কি মূর্খতা নয় যারা দক্ষিণপন্থী উপদলের থেকে এখনো ভেঙে বেরিয়ে আসেনি এবং দেখা যাচ্ছে যে তারা ভেঙে বেরিয়ে আসতে অনিচ্ছুক? আমি মনে করি এই ধরনের একটি অজুহাত কল্পনা করার চাইতে আরও বেশি মূঢ়তা কিছু নেই। শুধু সেই লোকেরাই সি.পি.এস.ইউ(বি)র দক্ষিণপন্থীদের অবস্থান এবং

সি. পি. জি-র দক্ষিণপন্থীদের অবস্থানের মধ্যে বিরাট পার্থক্যটি বুঝতে ব্যর্থ হয় যারা সমস্ত রকমের যুক্তি বিসর্জন দিয়েছে।

আসলে সি. পি. এস. ইউ (বি)তে দক্ষিণপন্থীরা এখনো কোনও উপদল গঠন করেনি এবং এটা তর্কাতীত যে তারা সি. পি. এস. ইউ (বি)র কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্তগুলি আনুগত্য সহকারে মেনে চলছে। পক্ষান্তরে জার্মানিতে দক্ষিণপন্থীরা ইতিমধ্যেই একটি উপদলীয় কেন্দ্রের পরিচালনাধীনে একটি উপদল গড়ে তুলেছে এবং ধারাবাহিকভাবে তারা সি. পি. জি-র কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্তগুলি পদদলিত করছে। এটা কি নিশ্চিত নয় যে এই মুহূর্তে দক্ষিণ-পন্থীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের পদ্ধতিটি দুই পার্টিতে সমান হতে পারে না ?

পুনশ্চ। এখানে ইউ. এস. এস. আর-এ সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসি এমন একটি সংগঠিত ও গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হিসেবে বিরাজ করে না যা সি. পি. এস. ইউ (বি)র মধ্যে দক্ষিণপন্থী বিপদকে লালিত ও প্ররোচিত করতে সক্ষম। পক্ষান্তরে জার্মানিতে কমিউনিস্ট পার্টির পাশাপাশি এমন একটি অধিকতর শক্তিশালী ও ভালরকম দৃঢ়ভাবে সংগঠিত সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক পার্টি আছে যা জার্মান কমিউনিস্ট পার্টিতে দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতিকে লালন করে এবং এই বিচ্যুতিকে তার নিজের মুখপাত্রে বস্তুগতভাবে পরিবর্তিত করে। এটা কি নিশ্চিত নয় যে ইউ. এস. এস. আর এবং জার্মানির পরিস্থিতির মধ্যে বিশাল পার্থক্যটি অনুমান না করতে হলে অবশ্যই অন্ধ হতে হয় ?

পরিশেষে, আরেকটি পরিস্থিতি আছে। আমাদের পার্টি মেনশেভিকদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে বেড়ে উঠেছে ও শক্তি সঞ্চয় করেছে। তদুপরি কয়েক বছর ধরে ঐ লড়াইগুলি তাদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ গৃহযুদ্ধের আকার ধারণ করেছিল। এ কথা ভুলবেন না যে অক্টোবর বিপ্লবে আমরা বলশেভিকরা মেনশেভিকদের এবং সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিদের প্রতিবিপ্লবী সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াশ্রেণীর বাম বাহিনী হিসেবে উৎখাত করেছিলাম। প্রসঙ্গতঃ এটাই ব্যাখ্যা করে যে কেন দুনিয়ার কোনও কমিউনিস্ট পার্টিতে, কোনও স্থানেই প্রকাশ্য সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ঐতিহ্যটি সি. পি. এস. ইউ (বি)তে যেমন তেমনি শক্তিশালী নয়। আমাদের কেবল মস্কো সংগঠন, বিশেষ করে মস্কো কমিটির কথা স্মরণ করতে হবে যেখানে আপোষমুখী দোদুল্য-মানতার দৃষ্টান্ত ছিল ; আমাদের কেবল স্মরণ রাখতে হবে যে কিভাবে এক ধাক্কায় মস্কোর শ্রমিক-শ্রেণীর পার্টি-সদস্যরা অল্প দুয়েক মাসের মধ্যে মস্কো

কমিটির লাইনকে ঠিক করে দিয়েছিল—এইসব আমাদের কেবল স্মরণ করতে হবে এ কথা বুঝতে যে আমাদের পার্টিতে প্রকাশ্য সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ঐতিহ্যটি কত শক্তিশালী।

এই একই কথা কি জার্মান কমিউনিস্ট পার্টি সম্বন্ধে বলা যেতে পারে? আপনারা নিঃসন্দেহে আমার সঙ্গে একমত হবেন যে দুর্ভাগ্যবশতঃ তা বলা যেতে পারে না। তা ছাড়াও আমরা এটা অস্বীকার করতে পারি না যে জার্মানির কমিউনিস্ট পার্টি সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক ঐতিহ্য যা সি. পি. জি তে দক্ষিণপন্থী বিপদকে লালন করে তার থেকে নিজেকে মুক্ত করতে এখনো অনেক দূরেই আছে।

এখানে আপনারা জার্মানির পরিস্থিতি ও ইউ. এস. এস. আর-এর পরিস্থিতি পেলেন এবং এগুলি দেখিয়ে দেয় যে পরিস্থিতির পার্থক্যই সি. পি. এস. ইউ (বি)তে ও সি. পি. জি-তে দক্ষিণপন্থী বিপদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের পৃথক পৃথক পদ্ধতিগুলি নির্দেশ করে।

প্রাথমিক মার্কসবাদী ধারণা থেকে বঞ্চিত ব্যক্তিই এই সহজ ব্যাপারটা বুঝতে ব্যর্থ হয়।

সি. পি. এস. ইউ (বি)র কেন্দ্রীয় কমিটির নভেম্বর প্লেনামের প্রস্তাবটির খসড়া যে কমিশন তৈরী করেছিল[৬৪] সেখানে একদল কমরেড প্রস্তাব করেছিলেন যে প্রস্তাবের মূল বিধানগুলি কমিনটার্নের জার্মান অংশসহ অন্যান্য অংশের ক্ষেত্রেও প্রসারিত হোক। আমরা ঐ প্রস্তাব বাতিল করে দিই এই ঘোষণা করে যে সি. পি. জি-তে দক্ষিণপন্থী বিপদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের পরিবেশগুলি সি. পি. এস. ইউ (বি)র অনুরূপ পরিবেশ থেকে একেবারে পৃথক।

৫। খোলা এবং বন্ধ চিঠির খসড়া

কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কর্মপরিষদের কমিশনের উপস্থাপিত খসড়া প্রস্তাবগুলি সম্বন্ধে দু-চার কথা। কেউ কেউ মনে করেন যে এই খসড়াগুলি প্রাদেশিক প্রস্তাবের চরিত্রের আদলে রচিত। প্রশ্ন করা যায় যে—কেন? কারণ, দেখা যাচ্ছে যে খোলা চিঠির খসড়াটিতে সেই রাজনৈতিক পরিস্থিতির কোনও বিশ্লেষণ নেই যা দক্ষিণপন্থী বিপদের জন্ম দেয়।

কমরেড, এটা হাস্যকর। ষষ্ঠ কংগ্রেসের সিদ্ধান্তসমূহে আমাদের অনুরূপ বিশ্লেষণ আছে। ওটার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন কি? আমি মনে করি যে এর

পুনরাবৃত্তি করা ঠিক নয়। সেক্ষেত্রে আমরা দক্ষিণপন্থী যারা ধারাবাহিকভাবে ষষ্ঠ কংগ্রেসের সিদ্ধান্তগুলি লংঘন করে চলছে ও সেই কারণে বহিষ্কারের যোগ্য তাদের সম্বন্ধে এবং আপোষকামী যারা দক্ষিণপন্থীদের বিরুদ্ধে একটা লড়াই চালাচ্ছে না ও সেই কারণে অত্যন্ত গুরুতর সাবধানবাণী পাওয়ার যোগ্য তাদের সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত প্রস্তাবের মধ্যে নিজেদের সীমাবদ্ধ করে ফেলতাম।

যাই হোক, আমরা যদি একটি সংক্ষিপ্ত প্রস্তাবেই নিজেদেরকে সীমাবদ্ধ করে না থাকি তবে তার উদ্দেশ্য হল শ্রমিকদের কাছে দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির প্রকৃতি ব্যাখ্যা করা, তাদের কাছে ব্র্যাণ্ডলার ও থ্যালহিমারদের আসল চেহারা দেখানো, তাদেরকে দেখানো যে অতীতে তারা কি ছিল আর আজ তারা কি, এইটা দেখাতে যে তাদেরকে সংশোধন করার আশায় কমিনটার্ন কতকাল তাদের ছেড়ে দিয়েছে, কতকাল কমিউনিস্টরা তাদেরকে নিজেদের মধ্যে সহ্য করেছে এবং কেন আর এইসব লোকের উপস্থিতি কমিনটার্নে সহ্য করা যায় না।

সেই কারণেই প্রথম দর্শনে যেমন প্রত্যাশা করা যায় তার থেকে খসড়া প্রস্তাবটি দীর্ঘতর।

কমরেড মলোটভ ইতিমধ্যেই এখানে বলেছেন যে সি. পি. এস. ইউ. (বি)র প্রতিনিধিরা এই খসড়া প্রস্তাবগুলির সঙ্গে আছেন। আমি কেবল কমরেড মলোটভের বক্তব্যের পুনরাবৃত্তিই করতে পারি।

বলশেভিক, সংখ্যা ২৩-২৪

১৯২৮

কুশতিসেভকে জবাব

কমরেড কুশতিসেভ,

আমি আপনার ১১ই ডিসেম্বর, ১৯২৮-এর চিঠি পেয়েছি।

আপনার প্রশ্নটি প্রথম দর্শনে সঠিক বলে বোধ হতে পারে। বাস্তবে তা সামান্যতম সমালোচনাতেও টিঁকে থাকবে না। এটা বোঝা সহজ হওয়াই উচিত যে লেনিন যখন বলেছিলেন 'সোভিয়েত ক্ষমতা ও বৈদ্যুতিকরণের যোগফল হল সাম্যবাদ' তখন তিনি এটা বোঝাতে চাননি যে সাম্যবাদের অধীনে যে-কোনওরকম রাজনৈতিক ক্ষমতা হবে, এটাও তিনি বোঝাতে চাননি যে আমরা যদি গুরুত্ব দিয়ে দেশের বৈদ্যুতিকরণ শুরু করে থাকি তাহলে তদ্দ্বারা আমরা ইতিমধ্যেই সাম্যবাদ অর্জন করে ফেলেছি।

এই বক্তব্য রাখার সময় লেনিন কি বোঝাতে চেয়েছিলেন? আমার মতে, তিনি যা বোঝাতে চেয়েছিলেন তা ছিল এই যে সাম্যবাদের দিকে অগ্রগতির জন্য একা সোভিয়েত ক্ষমতাই যথেষ্ট নয়, সাম্যবাদের দিকে অগ্রসর হতে গেলে সোভিয়েত ক্ষমতাকে অবশ্যই দেশের বৈদ্যুতিকরণ করতে হবে এবং **গোটা জাতীয় অর্থনীতিকে বৃহদায়তন উৎপাদনে রূপান্তর** করতে হবে এবং সোভিয়েত ক্ষমতাও সাম্যবাদের দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য এই পথ নিতে প্রস্তুত। বৈদ্যুতিকরণের মাধ্যমে সাম্যবাদের দিকে অগ্রগতির জন্য সোভিয়েত ক্ষমতার **প্রস্তুত-মনস্কতা** ছাড়া লেনিনের উক্তিটি আর কিছু বোঝায় না।

আমরা অনেক সময় বলি যে আমাদের সাধারণতন্ত্র হল সমাজতান্ত্রিক। তার অর্থ কি এই যে আমরা ইতিমধ্যেই সমাজতন্ত্র অর্জন করেছি, শ্রেণীগুলি বিলোপ করেছি ও রাষ্ট্র বিলোপ করেছি (কারণ সমাজতন্ত্র অর্জনের অর্থ হল রাষ্ট্রের বিলুপ্তি)? অথবা এর অর্থ এমন যে সমাজতন্ত্রে শ্রেণী, রাষ্ট্র ইত্যাদি ইত্যাদি বহাল থেকেই যাবে? নিশ্চয়ই তা নয়। সেক্ষেত্রে আমাদের সাধারণতন্ত্রকে কি একটি সমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র আমরা বলতে পারি? অবশ্যই তা পারি। কোন্ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে? সমাজতন্ত্র অর্জনের জন্য, শ্রেণীসমূহ ইত্যাদি অপসারণের জন্য আমাদের **দৃঢ়পণ** ও আমাদের **প্রস্তুত-মনস্কতা** থেকে।

কমরেড কুশতিসেভ, আপনি সম্ভবতঃ এ বিষয়ে লেনিনের মত শুনতে রাজী হবেন। যদি হন, তবে শুনুন :

'আমি মনে করি না যে রাশিয়ার অর্থনীতির প্রশ্ন বিবেচনা করতে গিয়ে কেউই কখনো তার পরিবৃত্তিকালীন চারিত্র্যকে অস্বীকার করেছেন। আমি এটাও মনে করি না যে কোনও কমিউনিস্ট এটা অস্বীকার করেছেন যে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র এই কথাটি কখনই বোঝায়নি যে নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটি হল এক সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা, তা বুঝিয়েছে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ অর্জন করার জন্য সোভিয়েত ক্ষমতার দৃঢ়পণকে' (২২তম খণ্ড)।

আমি মনে করি যে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়েছে।

কমিউনিস্ট অভিনন্দনসহ,

২৮শে ডিসেম্বর, ১৯২৮

জে. স্তালিন

এই সর্বপ্রথম প্রকাশিত

তারা গভীরে ডুবেছে

ট্রট্স্কিপন্থী গোপন সংগঠনের প্রশ্নটিকে চূড়ান্ত তীক্ষ্ণতার সঙ্গে তুলে ধরার প্রয়োজনটি তার সকল সাম্প্রতিক কার্যাবলীর দ্বারাই নির্দেশিত হয়েছে, এইসব কাজ পার্টি ও সোভিয়েত সরকারকে ট্রট্স্কিপন্থীদের প্রতি পঞ্চদশ কংগ্রেসের পূর্বে পার্টির যে দৃষ্টিভঙ্গি ছিল তা থেকে **মূলগতভাবে পৃথক** এক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণে বাধ্য করেছে।

৭ই নভেম্বর, ১৯২৭-এ খোলা রাস্তায় ট্রট্স্কিপন্থীদের বিক্ষোভ ছিল একটা মোড়-পরিবর্তন, ট্রট্স্কিপন্থী সংগঠন তখন এটাই দেখিয়ে দিল যে **তা কেবল পার্টির থেকেই নয়, সোভিয়েত শাসন থেকেও ভেঙে বেরিয়ে যাচ্ছে।**

এই বিক্ষোভের আগে ঘটে গেছে পার্টি-বিরোধী ও সোভিয়েত-বিরোধী কাজের একটা ধারা: সভা অনুষ্ঠানের জন্য একটি সরকারী ভবনকে (মস্কো উচ্চতর কারিগরী বিদ্যালয়) জবরদখল, গোপন ছাপাখানা সংগঠিত করা ইত্যাদি। যাই হোক, পঞ্চদশ কংগ্রেসের আগে পার্টি তবুও ট্রট্স্কিপন্থী সংগঠন সম্বন্ধে এমন সব ব্যবস্থাই গ্রহণ করেছিল যা পার্টি-নেতৃত্বের এই ইচ্ছারই সাক্ষ্য বহন করে যাতে ট্রট্স্কিপন্থীদেরকে তাদের পথ সংশোধনে ব্রতী করা যায়, তাদের ভুলগুলি স্বীকার করে নিতে রাজী করানো যায়, পার্টির রাস্তায় তাদের ফিরতে রাজী করানো যায়। ১৯২৩ সালের আলোচনা থেকে শুরু করে কয়েক বছর ধরে পার্টি ধৈর্যের সঙ্গে এই কর্মপন্থাটিই—মুখ্যত: এক মতাদর্শগত লড়াইয়ের কর্মপন্থা অনুসরণ করেছে। এবং এমনকি পঞ্চদশ কংগ্রেসেও ঠিক এই ব্যবস্থাগুলিই ট্রট্স্কিপন্থী সংগঠনের বিরুদ্ধে ভাবা হয়েছে এই ঘটনা সত্ত্বেও যে ট্রট্স্কিপন্থীরা 'লেনিনের বক্তব্যের সংশোধন ঘটিয়ে ও মেনশেভিকবাদের অবস্থানে নিমজ্জিত হয়ে কৌশলগত মতানৈক্য থেকে এক **কর্মসূচীগত** চরিত্রের মতানৈক্যে পৌছেছে।' (পঞ্চদশ কংগ্রেসের প্রস্তাব।)[৬৫]

পঞ্চদশ কংগ্রেসের পর যে বছর কেটে গেছে তা দেখিয়ে দিয়েছে যে পঞ্চদশ কংগ্রেস পার্টি থেকে সক্রিয় ট্রট্স্কিপন্থীদের বহিষ্কার করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ঠিকই

করেছিল। ১৯২৮ সালের সময়পবে ট্রট্স্কিপন্থীরা একটি গোপন পার্টি-বিরোধী গোষ্ঠী থেকে একটি গোপন সোভিয়েত-বিরোধী সংগঠনে তাদের রূপান্তরটি সম্পূর্ণ করেছিল। ১৯২৮ সালে এই **নতুন ব্যাপারটিই** সোভিয়েত সরকারকে এই গোপন সোভিয়েত-বিরোধী সংগঠনের সক্রিয় সদস্যদের বিরুদ্ধে দমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য করেছিল।

সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্বের কর্তৃসংস্থাগুলি সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্বের দেশে এমন একটি গোপন সোভিয়েত-বিরোধী সংগঠন থাকতে দেওয়ার অনুমোদন দিতে পারে না, সদস্যসংখ্যার দিক থেকে নগণ্য হলেও যার নিজস্ব ছাপাখানা ও কমিটিসমূহ আছে, যা সোভিয়েত-বিরোধী ধর্মঘট সংগঠিত করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে এবং যা তার অনুগামীদেরকে সর্বহারাশ্রেণীর একাধিপত্যের হাতিয়ারগুলির বিরুদ্ধে গৃহযুদ্ধ চালানোর জন্য প্রস্তুত পর্যন্ত করে তুলছে। কিন্তু ঠিক এত গভীরেই ট্রট্স্কিপন্থীরা নিমজ্জিত হয়েছে—পার্টির মধ্যে এক সময়ে যারা ছিল একটি উপদল সেই তারাই আজ এক গোপন সোভিয়েত-বিরোধী সংগঠনে পরিণত হয়েছে।

স্বভাবতঃই দেশের যত সোভিয়েত-বিরোধী, মেনশেভিক শক্তি সবাই ট্রট্স্কিপন্থীদের প্রতি তাদের সহমর্মিতা প্রকাশ করছে ও ট্রট্স্কিপন্থীদের পাশে এখন গোষ্ঠীবদ্ধ হচ্ছে।

সি. পি. এস. ইউ (বি)র বিরুদ্ধে ট্রট্স্কিপন্থীদের যে লড়াই, তার পেছনে তার নিজস্ব একটা যুক্তি আছে আর এই যুক্তিই তাদেরকে সোভিয়েত-বিরোধী শিবিরে হাজির করেছে। ট্রট্স্কি ১৯২৮-এর জানুয়ারিতে তাঁর অনুগামীদের সি. পি. এস. ইউ (বি)র নেতৃত্বের বিরুদ্ধে আঘাত হানতে পরামর্শ দিয়ে শুরু করেন, তাদেরকে তখন ইউ. এস. এস. আর-এর বিরুদ্ধে খাড়া করা হয়নি। কিন্তু লড়াইয়ের যে যুক্তি তা ট্রট্স্কিকে এমন একটি স্থানে নিয়ে আসে যেখানে সি. পি. এস. ইউ (বি)র নেতৃত্বের বিরুদ্ধে, সর্বহারাশ্রেণীর একাধিপত্যের চালিকাশক্তির বিরুদ্ধে তার আঘাতগুলি অবধারিতভাবেই খোদ সর্বহারাশ্রেণীর একাধিপত্যের বিরুদ্ধেই, ইউ. এস. এস. আর-এর বিরুদ্ধেই, আমাদের গোটা সোভিয়েত সমাজের বিরুদ্ধেই পরিচালিত হয়।

দেশকে এবং সোভিয়েত সরকারের হাতিয়ারগুলিকে পরিচালনাকারী পার্টিকে ট্রট্স্কিপন্থীরা শ্রমিকশ্রেণীর চোখে হেয় করার জন্য সর্বপ্রকারে চেষ্টা

চালিয়েছে। ২১শে অক্টোবর, ১৯২৮-এ তাঁর নির্দেশাবলী সম্বলিত পত্র যা তিনি বিদেশে পাঠিয়েছিলেন এবং যা কেবল দলত্যাগী মাসলোর পত্রিকাতেই নয়, সেই সঙ্গে শ্বেতরক্ষী মুখপত্রগুলিতে (রূল্[৬৬] ইত্যাদি) প্রকাশিত হয়েছিল যেখানে ট্রট্স্কি এই কুৎসামূলক সোভিয়েত-বিরোধী অভিযোগ করেন যে ইউ. এস. এস. আর-এ যে জমানা কায়েম আছে তা হল 'ভিতর থেকে-উল্‌টে-বার-করে আনা কেরেন্‌স্কিবাদ', সেখানে তিনি ধর্মঘট সংগঠিত করার ও যৌথ চুক্তি অভিযানকে বানচাল করার আহ্বান দেন এবং বস্তুতঃ আরেকটি গৃহযুদ্ধের সম্ভাবনার জন্য তাঁর ক্যাডারদের প্রস্তুত করান।

অন্যান্য ট্রট্স্কিপন্থীরা সরাসরি বলে দেয় যে গৃহযুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি চালানোর ক্ষেত্রে 'আমরা কোনও কিছুতেই থামব না এবং কোনও লিখিত বা অলিখিত বিধিবিধানেই তা থেকে বিরত হব না।'

লালফৌজ ও তার নেতাদের বিরুদ্ধে ট্রট্স্কিপন্থীরা গোপন ও বিদেশী দলছুট সংবাদপত্রে এবং তন্মাধ্যমে বিদেশের শ্বেতরক্ষী সংবাদপত্রে যে-সব কুৎসা ছড়িয়েছে তা এইটাই দেখিয়ে দেয় যে ট্রট্‌স্কিপন্থীরা সোভিয়েত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক বুর্জোয়াশ্রেণীকে প্রত্যক্ষভাবে প্ররোচিত করেই থামেনি। এইসব নথিপত্রে লালফৌজ ও তার নেতাদের এক ভবিষ্যৎ বোনাপার্টীয় অভ্যুত্থানের ফৌজ হিসাবে চিত্রিত করা হয়েছে। তদুপরি ট্রট্‌স্কিবাদী সংগঠন একদিকে যেমন চেষ্টা করছে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের অংশগুলিতে ভাঙন ধরানোর, সর্বত্র তার উপদল সৃষ্টির মাধ্যমে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সাধারণ স্তরে বিচ্ছিন্নতা আনার, তেমন আবার অপরদিকে তা যে-সব শক্তি এমনিতেই সোভিয়েত রাষ্ট্রের প্রতি বৈরীভাবাপন্ন সেগুলিকে ইউ. এস. এস. আর-এর বিরুদ্ধে প্ররোচিত করছে।

ট্রট্‌স্কিপন্থীদের লেখা পত্রে যে-সব বিপ্লবী বুলি আছে তা আর ট্রট্‌স্কিপন্থী আবেদনগুলির প্রতিবিপ্লবী অন্তর্বস্তুকে গোপন করতে পারে না। ক্রোন্‌স্তাদ্ বিদ্রোহ প্রসঙ্গে দশম কংগ্রেসে লেনিন পার্টিকে এই বলে সতর্ক করে দেন যে, 'রাশিয়ার সর্বহারা বিপ্লবের দুর্গপ্রাকারকে একমাত্র দুর্বল ও উৎখাত করার উদ্দেশ্যেই শ্বেতরক্ষীরাও নিজেদেরকে কমিউনিস্ট বলে এবং এমনকি কমিউ-নিস্টদের চাইতেও "অধিকতর বামপন্থী" বলে ভান করার প্রয়াস পায় এবং তা করতে সক্ষমও হয়। লেনিন সে-সময় দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করেন যে কিভাবে মেনশেভিকরা বস্তুতঃপক্ষে ক্রোন্‌স্তাদ্ বিদ্রোহীদের, সোশ্যালিস্ট রিভলিউ-

শনারি ও শ্বেতরক্ষীদের উস্কানি দিতে এবং মদৎ দিতে আর. সি. পি. (বি)র আভ্যন্তরীণ মতানৈক্যগুলিকে ব্যবহার করেছিল এবং পাশাপাশি আবার বিদ্রোহ যদি ব্যর্থ হয় তাহলে সামান্যমাত্র সংশোধনী নিয়ে সোভিয়েত শাসনের সমর্থক হওয়ার ভান করছিল।[৬৭] ট্রট্স্কিপন্থী গোপন সংগঠনটি এ বিষয়ে পুরোপুরি প্রমাণ দিয়েছে যে সেটা হল এমন একটা ছদ্মবেশী সংগঠনের মতো যা বর্তমান মুহূর্তে নিজের চতুষ্পার্শে সর্বহারাশ্রেণীর একাধিপত্যের প্রতি সকল শত্রুভাবাপন্নকেই এককাট্টা করছে। সোভিয়েত শাসনের বিরুদ্ধে তার লড়াইয়ে মেনশেভিক পার্টি ইউ. এস. এস. আর-এ একদা যে ভূমিকা পালন করেছিল এখন ঠিক সেই একই ভূমিকা পালন করছে ট্রট্স্কিপন্থী সংগঠনটি।

ট্রট্স্কিপন্থী সংগঠনের **অন্তর্ঘাতী** কার্যকলাপের ফলে প্রয়োজন দেখা দিয়েছে যে সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ এই সোভিয়েত-বিরোধী সংগঠনের বিরুদ্ধে এক অপ্রশম্য লড়াই চালাক। এটাই ব্যাখ্যা করবে ও. জি. পি. ইউ কর্তৃক এই সোভিয়েত-বিরোধী সংগঠনের বিরুদ্ধে সম্প্রতি গৃহীত বিধানগুলিকে (গ্রেপ্তার ও নির্বাসন)।'

আপাতদৃষ্টিতে সব পার্টি-সদস্য কিছুতেই এটা স্পষ্ট উপলব্ধি করেন না যে সি. পি. এস. ইউ (বি)র ভেতরকার প্রাক্তন ট্রট্স্কিপন্থী বিরুদ্ধবাদীদের সঙ্গে সি. পি. এস. ইউ (বি)র বাইরের আজকের ট্রট্স্কিপন্থী সোভিয়েত-বিরোধী গোপন সংগঠনের **ইতিমধ্যেই একটা অলঙ্ঘ্য ফারাক বিদ্যমান।** কিন্তু এই নিশ্চিত সত্যটিকে বোঝার ও উপলব্ধি করার এই হল আসল সময়। সুতরাং ট্রট্স্কিপন্থী গোপন সংগঠনের সক্রিয় ব্যক্তিদের প্রতি কিছু কিছু পার্টি-সভ্য মাঝে মাঝে যে 'উদার' মনোভাব দেখান তা পুরোপুরি অননুমোদনীয়। সব পার্টি-সভ্যকেই এটা অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে। তাছাড়া গোটা দেশের কাছে, শ্রমিক ও কৃষকের ব্যাপক স্তরের কাছে এটা অবশ্যই ব্যাখ্যা করতে হবে যে বে-আইনী ট্রট্স্কিপন্থী সংগঠন হল এক সোভিয়েত-বিরোধী সংগঠন, সর্বহারার একনায়কত্বের প্রতি একটি বৈরী সংগঠন।

যে-সব ট্রট্স্কিপন্থী এখনো পুরোপুরি নিজেদেরকে দলভুক্ত করে ফেলেনি তারাও তাদের নেতাদের এবং ট্রট্স্কিপন্থী সোভিয়েত-বিরোধী সংগঠনের কার্যকলাপের দ্বারা সৃষ্ট এই নতুন পরিস্থিতির ওপর চিন্তা করে দেখুক।

হয় এটা বা অন্যটা: হয় সি. পি. এস. ইউ (বি)র বিরুদ্ধে এবং ইউ.

এস. এস. আর-এর সর্বহারার একনায়কত্বের বিরুদ্ধে ট্রট্স্কিপন্থী গোপন সোভিয়েত-বিরোধী সংগঠনের পক্ষে থাকা অথবা ট্রট্স্কিপন্থী সোভিয়েত-বিরোধী গোপন সংগঠনের সঙ্গে পুরোপুরি সম্পর্কচ্ছেদ করা ও এই সংগঠনের প্রতি যে-কোনওরকম সমর্থন প্রত্যাহার করে নেওয়া।

এই সর্বপ্রথম প্রকাশিত

বুখারিনের গোষ্ঠী এবং আমাদের পার্টিতে দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতি

[১৯২৯-এর জানুয়ারির শেষে ও ফেব্রুয়ারির গোড়ায় সি. পি. এস. ইউ. (বি)র পলিটব্যুরো এবং কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের সভাপতিমণ্ডলীর এক যুগ্ম সভায় প্রদত্ত বক্তৃতামালা থেকে (সংক্ষিপ্ত বিবরণ)]

কমরেডগণ, দুঃখের হলেও এই ঘটনাটি আমাদের নথিবদ্ধ করতে হবে যে আমাদের পার্টিতে একটি পৃথক বুখারিন গোষ্ঠী তৈরী হয়েছে, তাতে আছেন বুখারিন, তমস্কি এবং রাইকভ। পার্টি এর আগে কখনই এই গোষ্ঠীর অস্তিত্ব সম্বন্ধে কিছু জানেনি—বুখারিনপন্থীরা এর অস্তিত্বকে সযত্নে পার্টির কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছে। কিন্তু এখন ঘটনাটি জানা এবং স্পষ্টই প্রতীয়মান।

এদের বক্তব্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে এই গোষ্ঠীটির নিজস্ব পৃথক কর্মসূচী আছে যা পার্টির কর্মনীতির বিপরীত। পার্টির বর্তমান কর্মনীতির বিপরীতক্রমে এর দাবি হল প্রথমতঃ আমাদের শিল্পের ক্ষেত্রে এক মন্থর হারের বিকাশ, জোর দিয়ে এতে বলা হয়েছে যে শিল্পবিকাশের বর্তমান হারটি 'মারাত্মক'। এর দ্বিতীয় দাবি হল—এবারেও পার্টির নীতির বিপরীতক্রমেই—রাষ্ট্রীয় খামার ও যৌথ খামারগুলির গঠনে সংকোচন, জোর দিয়ে এতে বলা হয়েছে যে এগুলি আমাদের কৃষির অগ্রগতির ক্ষেত্রে কোনও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে না ও করতে পারে না। তৃতীয়তঃ, এর দাবি হল—এবারেও পার্টির নীতির বিপরীতক্রমেই—ব্যক্তিগত বাণিজ্যকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া ও বাণিজ্যক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিবর্জন করা, জোর দিয়ে এতে বলা হয়েছে যে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাণিজ্যের বিকাশকে অসম্ভব করে তোলে।

অন্যভাবে বলা যায় যে বুখারিনের গোষ্ঠীটি হল দক্ষিণপন্থী ভ্রষ্টাচারী ও আত্মসমর্পণবাদীদের একটি গোষ্ঠী যারা গ্রামে ও শহরে ধনতান্ত্রিক শক্তিসমূহের অপসরণকে নয়, বরং অবাধ বিকাশকেই সমর্থন করে।

একই সঙ্গে বুখারিনের গোষ্ঠী কুলাকদের বিরুদ্ধে জরুরী ব্যবস্থাগুলিকে ও কুলাকদের ওপর 'মাত্রাতিরিক্ত' কর আরোপের বিরোধিতা করে এবং পার্টির

বিরুদ্ধে শিষ্টাচার-বহির্ভূতভাবে এই অভিযোগ হাজির করে যে ঐসব ব্যবস্থা প্রয়োগের দ্বারা পার্টি আসলে 'কৃষকসমাজের ওপর সামরিক এবং সামন্তবাদী শোষণ'-এর একটি নীতিই কার্যকরী করছে। বুখারিনের তরফে এই হাস্যকর অভিযোগটি দায়ের করা প্রয়োজন ছিল যাতে কুলাকদের তার রক্ষণাধীনে আনা যায় এবং সেটা করতে গিয়ে তিনি বিভ্রান্ত হয়ে গেলেন ও শ্রমজীবী কৃষকদের সঙ্গে কুলাকদের তালগোল পাকিয়ে ফেললেন।

বুখারিনের গোষ্ঠী দাবি করে যে পার্টি এই গোষ্ঠীর কর্মনীতির লাইন অনুযায়ী তার কর্মনীতির আমূল পরিবর্তন করুক। তারা আরও ঘোষণা করে যে পার্টির কর্মনীতির পরিবর্তন না হলে বুখারিন, রাইকভ এবং তমস্কি পদত্যাগ করবেন।

কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটব্যুরো এবং কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের সভাপতি-মণ্ডলীর এই যুগ্ম সভায় আলোচনার ধারায় এইসব ঘটনাই সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

তা ছাড়া এটাও সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে এই গোষ্ঠীর নির্দেশক্রমে বুখারিন কামেনেভের সঙ্গে গোপন আলোচনা চালিয়েছেন এই উদ্দেশ্যে যাতে পার্টি ও তার কেন্দ্রীয় কমিটির বিরুদ্ধে বুখারিনপন্থী এবং ট্রটস্কিপন্থীদের একটি জোট গঠন করা যায়। স্পষ্টই প্রতীয়মান যে তাদের কর্মনীতিটি আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে জয়লাভ করবে এমন আশা না থাকায় বুখারিনপন্থীরা পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির আড়ালে এমন একটি জোট গঠন প্রয়োজন বোধ করেছিল।

আমাদের মধ্যে আগে কি মতবিরোধ ছিল? তা ছিল। প্রথম বিস্ফোরণটি ঘটেছিল কেন্দ্রীয় কমিটির জুলাই প্লেনাম (১৯২৮)-এর পূর্বে। মতবিরোধগুলি এই একই প্রশ্নগুলিকে নিয়েই ছিল: শিল্পবিকাশের হার, রাষ্ট্রীয় খামার ও যৌথ খামার, ব্যক্তিগত বাণিজ্যের অবাধ অধিকার, কুলাকদের বিরুদ্ধে জরুরী ব্যবস্থা। সে যাই হোক, প্লেনামে এইসব প্রশ্নের ওপর একটি ঐক্যবদ্ধ ও সাধারণ প্রস্তাব গ্রহণের পর ব্যাপারটি মিটে যায়। আমরা সকলেই সে-সময় বিশ্বাস করেছিলাম যে বুখারিন এবং তাঁর অনুগামীরা তাঁদের ভুলত্রুটি বর্জন করেছেন, এবং একটি সাধারণ প্রস্তাব গ্রহণের মাধ্যমে মতবিরোধগুলিও মীমাংসিত হয়েছে। এই ছিল ভিত্তি যার থেকে পলিটব্যুরোর ঐক্য এবং তার মধ্যে কোনও মতবিরোধের অনুপস্থিতি বিষয়ে বিবৃতিটির উদ্ভব হয় যা

পলিটব্যুরোর সকল সদস্য স্বাক্ষর করেছিলেন, (জুলাই ১৯২৮)।

আমাদের মধ্যে মতবিরোধগুলির এক দ্বিতীয় বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল কেন্দ্রীয় কমিটির নভেম্বর প্লেনামের প্রাক্কালে। বুখারিনের 'জনৈক অর্থনীতিবিদের টীকা' শীর্ষক নিবন্ধটি পরিষ্কার দেখিয়ে দেয় যে পলিটব্যুরোতে সবকিছু ঠিক মতো চলছে না, যাই হোক না কেন পলিটব্যুরোর একজন সদস্য কেন্দ্রীয় কমিটির লাইনকে সংশোধিত বা 'শুদ্ধ' করতে চেষ্টা চালাচ্ছেন। যে-কোনও অবস্থাতেই হোক পলিটব্যুরোর অধিকাংশ সদস্যদের—আমাদের এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ ছিল না যে 'জনৈক অর্থনীতিবিদের টীকা' হল শিল্পবিকাশের হারকে স্তিমিত করার জন্য ও ফ্রামকিনের সুবিদিত পত্রটির লাইন অনুযায়ী গ্রামাঞ্চলে আমাদের নীতিকে পরিবর্তন করার জন্য রচিত একটি বহু উৎসসঞ্জাত পার্টি-বিরোধী নিবন্ধ। এর সঙ্গে অবশ্যই যোগ করতে হবে রাইকভ, বুখারিন ও তমস্কির পদত্যাগের প্রশ্ন। ঘটনা এই যে, সেই সময় যে কমিশনটি নিয়ন্ত্রণ পরিসংখ্যানের ওপর প্রস্তাবের খসড়া প্রণয়ন করছিল তার সামনে রাইকভ, বুখারিন ও তমস্কি উপস্থিত হন ও ঘোষণা করেন যে তাঁরা পদত্যাগ করছেন। যাই হোক, নিয়ন্ত্রণ পরিসংখ্যানের ওপর কমিশনের কাজের পথে কোনও-না-কোনওভাবে সকল মতানৈক্য দূরীভূত হয়: শিল্প বিকাশের বর্তমান হারটি বজায় রাখা হয়, রাষ্ট্রীয় খামার ও যৌথ খামারগুলির আরও বিকাশ অনুমোদিত হয়, কুলাকদের ওপর সর্বোচ্চ কর আরোপ বজায় রাখা হয়, বাণিজ্যের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নিয়ামক কার্যক্রমও অক্ষুণ্ণ থাকে, পার্টি 'কৃষকসমাজের ওপর সামরিক ও সামন্তবাদী শোষণ'-এর একটি নীতি চালাচ্ছে এই হাস্যকর অভিযোগটি কমিশনের সদস্যদের সকলের হাস্যধ্বনির মধ্যে প্রত্যাখ্যাত হয় এবং ঐ তিনজন তাঁদের পদত্যাগ প্রত্যাহার করে নেন। ফলতঃ, নিয়ন্ত্রণ পরিসংখ্যান বিষয়ে আমরা পলিটব্যুরোর সকল সদস্যদের গৃহীত একটি সাধারণ প্রস্তাব পাই। ফলতঃ, আমরা পলিটব্যুরোর কাছ থেকে এই মর্মে সিদ্ধান্ত পাই যে তার সকল সদস্য কেন্দ্রীয় কমিটির নভেম্বর প্লেনামে এবং তার বাইরেও ঘোষণা করবে যে পলিটব্যুরো ঐক্যবদ্ধ ও তার মধ্যে কোনওরকম মতানৈক্য নেই।

আমরা কি সে-সময় জানতে পেরেছিলাম যে বুখারিন, রাইকভ আর তমস্কি কেবল লোক-দেখানোর জন্যই যৌথ প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিচ্ছিলেন, তাঁরা পার্টির সঙ্গে তাঁদের পার্থক্যের বিশেষ বিশেষ বিষয় নিজেদের কাছে রেখেই দিচ্ছেন, বুখারিন ও তমস্কি কার্যক্ষেত্রে যা করবেন সেটা হবে এ. ইউ. সি. সি.

টি. ইউ-এ, কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকে এবং প্রাভদায় কাজ করার ক্ষেত্রে অস্বীকৃতিরই সমান, কামেনেভের কাছে তাঁর ব্যক্তিগত নথিপত্রের মধ্যে একটা 'স্মারকপত্রের' মতো ব্যাপার আছে যা পরিষ্কার করে দেখিয়ে দেয় যে আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটির ভেতর নিজস্ব আলাদা কর্মসূচীসহ একটি পৃথক গোষ্ঠী আছে যে গোষ্ঠীটি পার্টির বিরুদ্ধে ট্রট্স্কিপন্থীদের সঙ্গে একটি জোট গড়বার চেষ্টা চালাচ্ছে ?

নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে আমরা তা জানতে পারতাম না।

এখন এটা সকলের কাছে পরিষ্কার যে মতানৈক্য আছে, আর সেগুলি গুরুতর ধরনের। বুখারিন বোধহয় ফ্রাম্‌কিনের জয়পত্রে ঈর্ষান্বিত। লেনিন হাজারবার সঠিক ছিলেন যখন সেই সুদূর ১৯১৬ সালে শ্লায়াপনিকভের কাছে লেখা একটি চিঠিতে বলেছিলেন যে বুখারিন হলেন 'রাজনীতির ক্ষেত্রে অত্যন্ত অস্থির'।[৬৮] এই অস্থিরতাটি এখন বুখারিনের মারফৎ তাঁর গোষ্ঠীর অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে।

বুখারিনপন্থীদের প্রধান দুর্ভাগ্য এই যে তাদের এইরকম একটি বিশ্বাস, একটি প্রত্যয় আছে যে আমাদের শস্য সংক্রান্ত ও অন্যান্য সমস্যা সমাধানের পথ হল কুলাকদের পক্ষে ব্যাপারগুলিকে সহজ করে দেওয়া ও তাদের হাতের বাঁধন খুলে দেওয়া। তারা মনে করে যে আমরা যদি কুলাকদের কাছে জিনিসগুলিকে সহজতর করে তুলি, আমরা যদি তার শোষক প্রবৃত্তিকে সংকুচিত না করি, আমরা যদি তাকে তার নিজের রাস্তা ধরতে ছেড়ে দিই, ইত্যাদি ইত্যাদি, তাহলে প্রতিবন্ধকগুলি দূর হয়ে যাবে এবং দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির উন্নতি হবে। বলা বাহুল্য যে, কুলাকদের রক্ষণাত্মক ক্ষমতায় বুখারিনপন্থীদের এই সরল বিশ্বাস এমন হাস্যকর বাজে ব্যাপার যা সমালোচনারও যোগ্য নয়। বুখারিনপন্থীদের দুর্ভাগ্য এই যে তারা শ্রেণী-সংগ্রামের কৌশল বোঝে না, বোঝে না যে কুলাকরা হল শ্রমজীবী মানুষের এক বদ্ধমূল শত্রু, আমাদের গোটা ব্যবস্থারই এক বদ্ধমূল শত্রু। তারা বোঝে না যে কুলাকদের কাছে জিনিসগুলিকে সহজ করে তোলার ও তাদের হাতের বাঁধন খুলে দেওয়ার একটি নীতি দেশের গোটা রাজনৈতিক অবস্থাকে আরও খারাপ করে তুলবে, দেশের মধ্যেকার পুঁজিবাদী শক্তিগুলির সুযোগকে সমৃদ্ধ করবে, দরিদ্র কৃষকদেরকে আমাদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেবে, মধ্য কৃষকদের নিরুৎসাহ করবে এবং আমাদের দেশের শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে এক ভাঙন নিয়ে আসবে। তারা বোঝে

না যে কুলাকদের হাতকে কোনওভাবে মুক্ত করলেই আমাদের শস্য সংক্রান্ত সমস্যাগুলি কোনওমতেই সহজ হয়ে উঠতে পারে না কারণ যতক্ষণ পর্যন্ত সংগ্রহ-মূল্যের নীতি এবং শস্য-বাজারের ওপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের নীতি বজায় থাকছে ততক্ষণ পর্যন্ত কুলাকরা কোনওমতেই স্বেচ্ছায় আমাদের শস্য সরবরাহ করবে না—আর আমরাও সোভিয়েত ব্যবস্থাকে, সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্বকে যদি হেয় না করতে চাই তাহলে বাণিজ্যের ওপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের নীতি বর্জন করতে পারি না। বুখারিনপন্থীদের দুর্ভাগ্য এই যে তারা এই সহজ ও প্রাথমিক বিষয়-গুলি বোঝে না। এটা হল এই ঘটনা ছাড়াও যে ধনতান্ত্রিক শক্তিসমূহের হাতকে মুক্ত করে দেওয়ার নীতিটি লেনিনের কর্মনীতির এবং লেনিনবাদের নীতিগুলির সঙ্গে তত্ত্বগত ও রাজনীতিগতভাবে চূড়ান্ত সামঞ্জস্যহীন।

কমরেডরা বলতে পারেন যে এসবই তো বেশ ভাল, কিন্তু বেরোনোর রাস্তাটা কি, বুখারিনের গোষ্ঠী যে রঙ্গমঞ্চে দেখা দিয়েছে সে ব্যাপারে অবশ্য-কর্তব্য কি? পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার পথ সম্বন্ধে অধিকাংশ কমরেডই ইতিমধ্যেই তাঁদের মত প্রকাশ করেছেন। অধিকাংশ কমরেডেরই দাবি যে, এই সভাকে দৃঢ় হতে হবে এবং বুখারিন ও তমস্কির পদত্যাগকে সোজাসুজি বাতিল করতে হবে (রাইকভ ইতিমধ্যেই তাঁর নিজেরটা প্রত্যাহার করে নিয়েছেন)। অধিকাংশ কমরেডের দাবি যে কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটব্যুরো এবং কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের সভাপতিমণ্ডলীর এই যৌথ সভার উচিত বুখারিন, তমস্কি ও রাইকভের দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদী, আত্মসমর্পণমূলক কর্ম-সূচীকে নিন্দা করা, ট্রট্স্কিপন্থীদের সঙ্গে বুখারিন ও তাঁর গোষ্ঠীর একটি পার্টি-বিরোধী জোট গঠনের প্রয়াসকে নিন্দা করা। আমি এই প্রস্তাবগুলিকে পুরোপুরি সমর্থন করি।

বুখারিনপন্থীরা এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে ভিন্নমত। তারা চায় যে তাদেরকে পার্টির নিয়মকানুন অমান্য করে উপদলীয় গোষ্ঠী গঠনের স্বাধীনতা দেওয়া হোক। তারা চায় যে তাদেরকে পার্টির মৌলিক স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করে পার্টির ও কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্তগুলিকে লংঘনের স্বাধীনতা দেওয়া হোক। কিসের ভিত্তিতে, তা কি প্রশ্ন করা যায়?

তাদের মতে পার্টির সাধারণ স্তরের সদস্যরা যদি কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত না মানে তাহলে অবশ্যই তাদেরকে পার্টি-বিধির সমস্ত কঠোরতা নিয়ে শাস্তি দিতে হবে; কিন্তু ধরা যাক যে তথাকথিত নেতারা, পলিটব্যুরোর সদস্যরা যদি

কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্তগুলি লংঘন করেন তাহলে শুধু যে তাঁদেরকে নিশ্চয়ই শাস্তি দেওয়া চলবে না তাই নয়, এমনকি তাঁদের নিছক সমালোচনাও করা অবশ্যই চলবে না কারণ এইরকম কোনও ক্ষেত্রে সমালোচনা করাকে তাঁরা 'শিক্ষানবিশরূপে যন্ত্রণা ভোগ করানো' বলে চিহ্নিত করে থাকেন।

পার্টি নিশ্চিতভাবেই এই ভ্রান্ত ধারণাকে গ্রহণ করতে পারে না। পার্টিতে আমাদের যদি নেতাদের জন্য একটি এবং 'সাধারণ লোকদের' জন্য আরেকটি আইন ঘোষণা করতে হয় তাহলে পার্টির অথবা পার্টি-শৃংখলার কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।

তারা 'শিক্ষানবিশরূপে যন্ত্রণা ভোগ করানো'র অভিযোগ তোলে। কিন্তু এই অভিযোগের শূন্যগর্ভতা স্পষ্টই প্রতীয়মান। বুখারিনের যদি ও-রকম ডাহা পার্টি-বিরোধী একটি নিবন্ধ 'জনৈক অর্থনীতিবিদের টীকা' লেখার অধিকার থাকে তাহলে পার্টি-সদস্যদের ততোধিক অধিকার আছে ঐরকম একটি নিবন্ধের সমালোচনা করার। যেসব পদের দায়িত্ব তাঁদের ওপর অর্পিত হয়েছে তাতে কাজ করতে অবাধাভাবে অস্বীকৃতির মাধ্যমে কেন্দ্রীয় কমিটির একটি সিদ্ধান্ত-লংঘনের অধিকার যদি বুখারিন ও তমস্কি নিজেদেরকে দিয়ে থাকেন তাহলে পার্টি-সদস্যদের ততোধিক অধিকার আছে এই ধরনের আচরণের জন্য তাঁদের সমালোচনা করার। যদি এটাকেই তাঁরা 'শিক্ষানবিশরূপে যন্ত্রণা ভোগ করানো' আখ্যা দেন তবে তাঁরা এটা ব্যাখ্যা করুন যে আত্ম-সমালোচনার শ্লোগান, অন্তঃপার্টি গণতন্ত্র ইত্যাদি বলতে তাঁরা কি বুঝে থাকেন?

বলা হয় যে কেন্দ্রীয় কমিটি এখন যেভাবে তমস্কি ও বুখারিনের প্রতি আচরণ করছে লেনিন নিশ্চয়ই এ থেকে অনেক নরমভাবে আচরণ করতেন। এটা পুরোপুরি অসত্য। পরিস্থিতি এখন এই যে পলিটব্যুরোর দুজন সদস্য ধারাবাহিকভাবে কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্তগুলি লংঘন করছেন, পার্টি তাঁদের যে পদের দায়িত্ব দিয়েছে সেখানে থাকতে দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করছেন, তথাপি তাঁদের শাস্তিবিধান করার পরিবর্তে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ইতিমধ্যেই দুমাস ধরে তাঁদেরকে নিজেদের পদে বজায় থাকতে বোঝানোর চেষ্টা চালাচ্ছে। এবং —শুধু একবার স্মরণ করুন—লেনিন এইসব ক্ষেত্রে কিভাবে চলতেন? আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে যে তমস্কির মাত্র একটা ছোট্ট ত্রুটির জন্য লেনিন তাঁকে তুর্কিস্তানে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

তমস্কি। জিনোভিয়েভের উদার সহায়তা ও অংশতঃ আপনার সহায়তার জোরে।

স্তালিন। যদি এটাই আপনি বোঝাতে চান যে লেনিন নিজে যে ব্যাপারে নিশ্চিত নন তাঁকে দিয়ে সেটা বুঝিয়ে-শুনিয়ে করানো যেত তাহলে এটা কেবল হাসিরই খোরাক হতে পারে।...উদাহরণস্বরূপ আরেকটি ঘটনা মনে করুন—শ্লায়াপনিকভের ঘটনা, তিনি জাতীয় অর্থনীতির সর্বোচ্চ পরিষদের কিছু খসড়া সিদ্ধান্তের ওপর ঐ সংস্থার পার্টি-শাখাতে সমালোচনা করেছিলেন বলে লেনিন কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে তাঁর বহিষ্কারের সুপারিশ করেন।

এটা কে অস্বীকার করতে পারে যে উল্লিখিত ঘটনাগুলিতে তমস্কি ও শ্লায়াপনিকভ যে অপরাধ করেছিলেন তার চাইতে কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত-সমূহকে পুরোপুরি লংঘন করে ও পার্টির বিরুদ্ধে খোলাখুলি এক নতুন সুবিধা-বাদী মঞ্চ তৈরী করে বুখারিন ও তমস্কি আজ যে অপরাধ সংঘটিত করছেন তা অনেক বেশি গুরুতর? তথাপি, কেন্দ্রীয় কমিটি শুধু যে তাঁদের কাউকেই কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে অপসারণ করার বা তুর্কিস্তানের কোথাও মোতায়েন করার দাবি করছে না তাই নয়, সেই সঙ্গে কেন্দ্রীয় কমিটি তাঁদেরকে বুঝিয়ে-শুনিয়ে যাতে নিজেদের পদে বজায় রাখা যায় তার মধ্যেই তার সকল প্রয়াসকে নিবদ্ধ রাখছে, অবশ্য একই সঙ্গে আবার তাঁদের অ-পার্টি ও কখনো-কখনো পুরোপুরি পার্টি-বিরোধী লাইনকে প্রকাশ্যে প্রকট করেও দিচ্ছে। আর অধিকতর কি নমনীয়তা আপনারা চান?

এটা বলাই কি অধিকতর সত্য হবে না যে আমরা—কেন্দ্রীয় কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠরা বুখারিনপন্থীদের সঙ্গে বড় বেশি উদারতা ও সহনশীলতা নিয়ে আচরণ করছি এবং তদ্দ্বারা আমরা সম্ভবতঃ অজান্তেই তাঁদের উপদলীয় পার্টি-বিরোধী 'কাজকে' উৎসাহিত করছি?

এই ধরনের উদারনৈতিকতা বন্ধ করার সময় কি আসেনি?

আমি সুপারিশ করছি যে এই সভার অধিকাংশ সদস্যের প্রস্তাবটি অনু-মোদিত হোক এবং এবার আমরা পরবর্তী বিষয়ে আলোচনা শুরু করি।

এই সর্বপ্রথম প্রকাশিত

বিল্‌-বেলোৎসের্কোভস্কিকে জবাব

কমরেড বিল্‌-বেলোৎসের্কোভস্কি,

উত্তর দিতে আমার খুব দেরী হয়ে গেল। কিন্তু মোটে না দেওয়ার থেকে দেরী করে দেওয়াও তো ভাল।

(১) আমি মনে করি যে সাহিত্যে 'দক্ষিণপন্থী' এবং 'বামপন্থী'দের প্রশ্নটি উত্থাপন করা (এবং, সুতরাং নাটকের ক্ষেত্রে) এমনিতেই ভুল। আমাদের দেশে আজ 'দক্ষিণপন্থী' অথবা 'বামপন্থীর' ধারণাটি একটি পার্টি-বিষয়ক ধারণা, সঠিকভাবে বলতে গেলে একটি অন্তঃপার্টি ধারণা। 'দক্ষিণপন্থী' বা 'বামপন্থীরা' হল সেইসব লোক যারা অকৃত্রিমভাবে পার্টি-লাইন থেকে একদিকে বা অন্যদিকে বিচ্যুত হয়। সেই কারণে সাহিত্য, নাটক ইত্যাদির মতো ঐরকম একটি অ-পার্টি এবং অতুলনীয়ভাবে প্রশস্ততর ক্ষেত্রে এই ধারণাগুলিকে প্রয়োগ করাটা হবে অস্বাভাবিক। এগুলিকে এক নাগাড়ে সাহিত্যক্ষেত্রে কিছু পার্টি (কমিউনিস্ট) মহলে প্রয়োগ করা যেতে পারে। এই ধরনের একটি মহলে 'দক্ষিণপন্থী' ও 'বামপন্থীরা' থাকতে পারে। কিন্তু সেগুলিকে সাহিত্যের ক্ষেত্রে তার বিকাশের বর্তমান পর্যায়ে, যেখানে প্রত্যেক ধরনের প্রবণতাই এমনকি সোভিয়েত-বিরোধী ও সরাসরি প্রতিবিপ্লবী প্রবণতাও আছে, সেখানে প্রয়োগ করাটা হবে সমস্ত ধারণাকেই একেবারে আস্ত উল্টে-পাল্টে দেওয়া। সাহিত্যের ক্ষেত্রে অধিকতর সত্য হবে শ্রেণী-পরিভাষাগুলি অথবা এমনকি 'সোভিয়েত', 'সোভিয়েত-বিরোধী', 'বিপ্লবী', 'প্রতিবিপ্লবী' ইত্যাদি শব্দগুলিও ব্যবহার করা।

(২) এ থেকে দাঁড়ায় যে আমি 'গোলোভানোভবাদ'কে[৮৯] 'দক্ষিণপন্থী' বা 'বামপন্থী' এরকম কোনও বিপদ বলেই গণ্য করি না—এটা পার্টি-প্রবণতার সীমানার বাইরেই অবস্থিত। 'গোলোভানোভবাদ' হল একটি সোভিয়েত-বিরোধী ব্যবস্থার ব্যাপার বিশেষ। অবশ্য এ থেকে এরকম অনুমিত হয় না যে গোলোভানোভ স্বয়ং হলেন অসহনীয়, তিনি তাঁর দোষত্রুটি থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারেন না, যখন তিনি তাঁর ত্রুটিগুলি পরিবর্জনের জন্য প্রস্তুত তখনো

তাঁকে তাড়া করে বেড়াতে হবে ও নিকেশ করতে হবে, এইভাবেই তাঁকে বাধ্য করতে হবে দেশ ছেড়ে চলে যেতে।

অথবা দৃষ্টান্তস্বরূপ বুলগাকোভের 'পলায়ন'-এর কথা ধরা যাক যেটা অনুরূপভাবে 'বামপন্থী' বা 'দক্ষিণপন্থী' এরকম কোনও বিপদের একটি বহিঃপ্রকাশ বলে গণ্য করা যায় না। 'পলায়ন' হল সোভিয়েত-বিরোধী দেশান্তরীদের কিছু অংশের জন্য সহানুভূতি যদি না-ও হয় তবু করুণা উদ্রেকের প্রয়াস—অতএব শ্বেতরক্ষীবাদকে বৈধ বা আধা-বৈধকরণের একটি প্রয়াসের প্রতিফলন। তার বর্তমান রূপে 'পলায়ন' হল একটি সোভিয়েত-বিরোধী ব্যাপার।

সে যাই হোক, 'পলায়ন'কে মঞ্চস্থ করার বিরুদ্ধে আমার বলার কিছু থাকা উচিত নয় যদি বুলগাকোভ তাঁর আটটি স্বপ্নের সঙ্গে দুয়েকটা আরও জুড়তে চান, যেখানে তিনি ইউ.এস.এস.আর-এ গৃহযুদ্ধের আভ্যন্তরীণ মুখ্য উদ্দেশ্যকে চিত্রিত করেছেন, যাতে দর্শকরা এটা বুঝতে পারে যে এইসব উচ্চমার্গের দেবদূত এবং সর্বরূপের বিশ্ববিদ্যালয়-অধ্যাপকবৃন্দ, যাঁরা তাঁদের নিজেদের মতো করে 'সৎ', তাঁদেরকে রাশিয়া থেকে বলশেভিকদের খেয়ালে বিতাড়িত করা হয়নি, বিতাড়িত করা হয়েছে এই কারণে যে (তাঁদের সততা সত্ত্বেও) তাঁরা জনসাধারণের ঘাড়ের ওপর বসেছিলেন, শোষণের এইসব 'সৎ' সমর্থকদের বহিষ্কার করে বলশেভিকরা শ্রমিক ও কৃষকের ইচ্ছাই পূরণ করছে এবং সেই কারণে একেবারে সঠিক কাজই করছে।

(৩) বুলগাকোভের নাটকগুলি এত প্রায়শঃই কেন মঞ্চস্থ করা হয়? সম্ভবতঃ এই কারণে যে মঞ্চস্থ করার উপযোগী এমন আমাদের নিজস্ব নাটক যথেষ্ট হাতে নেই। নির্ভেজাল নিবন্ধের অভাবে তার পরিবর্তে এমনকি 'টুরবিনের দিনগুলিও' গৃহীত হয়। অবশ্য অ-সর্বহারা সাহিত্যের 'সমালোচনা' করা ও সেগুলিকে নিষেধ করে দেওয়ার দাবিটা তোলা খুব সহজ। কিন্তু যেটা সহজতম তাকে সর্বোত্তম বলে গণ্য করা চলবে না। এটা নিষেধ করার ব্যাপার নয়, ব্যাপার হল ধীরে ধীরে পুরানো আর নতুন অ-সর্বহারা জঞ্জালগুলির বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতা করে, সেগুলির জায়গায় কায়েম করার মতো উপযোগী খাঁটি, চিত্তাকর্ষক, শিল্পসম্মত সোভিয়েত নাটক তৈরী করে সেগুলিকে দূর করে দেওয়া। প্রতিযোগিতা হল একটি বিরাট ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কারণ একমাত্র প্রতিযোগিতার পরিবেশেই আমরা আমাদের সর্বহারার সাহিত্য গঠনে ও দানা-বেঁধে তোলায় পৌঁছাতে পারি।

আর খোদ 'টুরবিনের দিনগুলি' সম্বন্ধে বলা যায় যে এটা সেরকম কোনও খারাপ নাটক নয় কারণ তা ক্ষতির থেকে ভালই বেশি করেছে। ভুলে যাবেন না যে দর্শকের ওপর যে প্রধান ছাপটা তা ফেলে যায় সেটা বলশেভিকদেরই অনুকূল: 'টুরবিনের মতো লোকও যদি তাদের হাতিয়ার পরিত্যাগ করতে এবং জনগণের ইচ্ছার কাছে মাথা নোয়াতে বাধ্য হয় কারণ তারা বুঝেছে যে তাদের উদ্দেশ্য নিশ্চিতভাবেই বিসর্জিত হয়েছে তাহলে বলশেভিকরা অবশ্যই অজেয় হবে এবং এ ব্যাপারে কিছুই করার নেই।' 'টুরবিনের দিনগুলি' হল বলশেভিকবাদের সর্বজয়ী শক্তির এক প্রকাশ।

অবশ্য লেখক এই প্রকাশ সম্বন্ধে সম্পূর্ণই 'অজ্ঞ'। কিন্তু সেটা আমাদের ব্যাপার নয়।

(৪) এটা সত্য যে কমরেড স্বিদাবৃস্কি প্রায়শঃই অত্যন্ত অবিশ্বাস্য সব ভুল আর বিকৃতি করে থাকেন। কিন্তু এটাও সত্য যে অভিনেতৃ কমিটি তার কাজে অন্ততঃ ততগুলি ভুলই করেছে যদিও সেগুলি হল বিপরীত প্রকৃতির। মনে করুন 'রক্তবর্ণ দ্বীপ', 'সমানদের ষড়যন্ত্র' এবং অনুরূপ জঘন্যগুলিকে যা কোনও-না-কোনও কারণে সত্যকারের বুর্জোয়া কামেনি থিয়েটারের জন্য এত চট্‌পট্‌ মঞ্জুর করে দেওয়া হয়েছে।

(৫) 'উদারনৈতিকতা' সম্বন্ধে 'গুজব' প্রসঙ্গে বরং আমাদের কোনও কথা না বলাই ঠিক—ভাল হবে যদি গুজবগুলিকে আপনি মস্কোর ব্যবসাদারদের গপ্পিয়ে গৃহিণীদের মধ্যে ছেড়ে দেন।

২রা ফেব্রুয়ারি, ১৯২৯ জে. স্তালিন

এই সর্বপ্রথম প্রকাশিত

ক্র্যাস্নি ত্রেয়ুগোল্নিক কারখানার শ্রমজীবী পুরুষ ও নারীদের প্রতি

প্রিয় কমরেডগণ, ক্র্যাস্নি ত্রেয়ুগোল্নিকের শ্রমজীবী পুরুষ ও নারীবৃন্দ, ক্র্যাস্নি ত্রেয়ুগোল্নিক কারখানায় সাত ঘণ্টার শ্রমদিবস প্রবর্তন উপলক্ষে আপনারা আমার বন্ধুতাসূচক অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

পুঁজিবাদী দেশগুলিতে আপনাদের ভাইবোনেরা প্রতিদিন দশ-বারো এবং চোদ্দ ঘণ্টা করেও খাটে। আমরা, শ্রমিক ও কৃষকের রাষ্ট্রের শ্রমজীবী পুরুষ ও নারীরা এখন থেকে দিনে সাত ঘণ্টা খাটব।

সকলে জানুক যে ইউ. এস. এস. আর-এর শ্রমিকরা দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর সর্বাগ্রগণ্য সারিতে বিরাজমান!

আমাদের নিশান—সমাজতন্ত্র গঠনের নিশান সকল দেশের শ্রমিকদের নিশান হয়ে উঠুক!

আপনাদের উৎসব অনুষ্ঠানে ব্যক্তিগতভাবে হাজির থাকতে সক্ষম না হওয়ার জন্য আমার ত্রুটি মার্জনা করবেন।

২রা ফেব্রুয়ারি, ১৯২৯ জে. স্তালিন

লেনিনগ্রাদস্কায়া প্রাভদা, সংখ্যা ২৮
৩রা ফেব্রুয়ারি, ১৯২৯

প্রোসকুরোভস্থিত প্রথম লাল কশাক রেজিমেণ্টের লালফৌজ সদস্য, কম্যাণ্ডার ও রাজনৈতিক অফিসারদেরকে তারবার্তা[10]

লাল অশ্বারোহী ডিভিশনের প্রথম লাল কশাক রেজিমেণ্টের লালফৌজ সদস্য, কম্যাণ্ডার ও রাজনৈতিক অফিসারদেরকে ভ্রাতৃপ্রতিম অভিনন্দন। শ্রমিক ও কৃষকের শত্রুদের ওপর আপনাদের বিজয়লাভের এবং আপনাদের কাজে সাফল্যের জন্য কামনা করি।

স্তালিন

২২শে ফেব্রুয়ারি, ১৯২৯

এই সর্বপ্রথম প্রকাশিত

'সেল্‌স্‌কোখোজিয়াইস্ত্‌ভেন্নায়া গ্যাজেতা'কে অভিনন্দন

'সেল্‌স্‌কোখোজিয়াইস্ত্‌ভেন্নায়া গ্যাজেতা-কে'[১] অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই। মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বের ভিত্তিতে কৃষির বিকাশের প্রশ্নগুলির অনুসন্ধান ও ব্যাখ্যার কাজে তার সাহায্য কামনা করি।

আশা করা যাক যে এটি সেই সক্রিয় নির্মাতাদের এক সংগঠনী কেন্দ্রতে পরিণত হবে যারা আমাদের কৃষির সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের কঠোর কাজকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন।

জে. স্তালিন

সেল্‌স্‌কোখোজিয়াইস্ত্‌ভেন্নায়া গ্যাজেতা, সংখ্যা ১
১লা মার্চ, ১৯২৯

জাতিগত প্রশ্ন ও লেনিনবাদ

(কমরেড মেশ্‌কভ, কমরেড কোভালচাক এবং
অন্যান্যদের চিঠির জবাবে)

আমি আপনাদের চিঠিগুলি পেয়েছি। এই একই বিষয়ের ওপরে গত কয় মাসে অন্যান্য কমরেডদের কাছ থেকে আমি যেসব চিঠি পেয়েছি সেগুলির সঙ্গে আপনাদের চিঠিগুলির মিল রয়েছে। আমি কিন্তু বিশেষ করে আপনাদের চিঠিগুলির জবাব দেব বলে ঠিক করেছি, কারণ আপনারা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আপনাদের বক্তব্য রেখেছেন এবং তাতে করে সমস্যাবিচারে স্পষ্টতা আনতে সাহায্য করেছেন। উত্থাপিত প্রশ্নাবলীর আপনারা যে সমাধান করেছেন তা ভ্রান্তিপূর্ণ, কিন্তু সেটা হল অন্য প্রসঙ্গ—সে-সম্পর্কে পরে বক্তব্য রাখছি।

কাজের কথায় আসা যাক।

১। 'জাতি' বিষয়ক প্রত্যয়

জাতি সম্পর্কে অনেকদিন ধরে রুশ মার্কসবাদীদের নিজস্ব তত্ত্ব আছে। এই তত্ত্ব অনুযায়ী ঐতিহাসিক নিয়মে সংবদ্ধ এবং চারটি প্রধান বৈশিষ্ট্যের যুগপৎ অবস্থানের ভিত্তিতে গঠিত যে-কোন স্থায়ী মানব গোষ্ঠীই জাতিপদবাচ্য। সেই চারটি বৈশিষ্ট্য হল : একটি সাধারণ ভাষা, একটি সাধারণ এলাকায় অধিকার, একটি সাধারণ অর্থনৈতিক জীবন এবং জাতীয় সংস্কৃতির সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে প্রকাশিত একটি সাধারণ মানসিক কাঠামো। এ কথা আমরা সবাই জানি যে এই তত্ত্বটি আমাদের পার্টিতে সাধারণভাবে স্বীকৃত।

আপনাদের চিঠিগুলি থেকে এটি স্পষ্ট যে আপনারা এই তত্ত্বটিকে অসম্পূর্ণ মনে করেন। আপনারা সেজন্য প্রস্তাব করেছেন যে জাতির ঐ চারটি বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে একটি পঞ্চম বৈশিষ্ট্যকেও যোগ করা হোক, যথা জাতির একটি নিজস্ব এবং স্বতন্ত্র জাতীয় রাষ্ট্র থাকে। আপনারা মনে করেন যে এই পঞ্চম বৈশিষ্ট্যটি ছাড়া কোন জাতি হয় না এবং হতে পারে না।

আমার বিবেচনায়, 'জাতি' বিষয়ক প্রত্যয়ের এই নতুন, পঞ্চম বৈশিষ্ট্যসহ আপনারা যে ধারণাসমষ্টি রাখছেন, তা সুগভীর ভ্রান্তিযুক্ত এবং তাকে তত্ত্ব বা প্রয়োগ কোন দিক থেকেই ঠিক বলা যায় না।

আপনাদের হিসেব অনুযায়ী কেবল সেইসব জাতিকেই জাতি হিসেবে ধরা যেতে পারে যাদের অপরাপর রাষ্ট্র থেকে স্বতন্ত্র নিজস্ব রাষ্ট্র আছে; আর অন্যপক্ষে সমস্ত নির্যাতিত জাতি যাদের স্বাধীন রাষ্ট্রসত্তা নেই তাদের নাম জাতির পংক্তি থেকে মুছে দিতে হবে; উপরন্তু জাতিভিত্তিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে অত্যাচারিত জাতিসমূহের সংগ্রাম আর সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ঔপনিবেশিক জাতিসমূহের সংগ্রামগুলিকে 'জাতীয় আন্দোলন' তথা 'জাতীয় মুক্তি-আন্দোলন'—এই ব্যাপার থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে হবে।

শুধু তাই নয়। আপনাদের হিসেব অনুযায়ী আমাদের সোচ্চারে বলতে হবে:

(ক) আয়র্ল্যাণ্ডবাসীরা একটি জাতি হল শুধুমাত্র 'স্বাধীন আইরিশ রাষ্ট্র' গঠনের পর এবং তার আগে তারা কোন জাতিপদবাচ্য ছিল না;

(খ) সুইডেন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আসার আগে নরওয়েবাসীরা কোন জাতি ছিল না এবং তারা জাতির পর্যায়ে উঠল মাত্র ঐ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পর;

(গ) যখন ইউক্রেন জারশাসিত রাশিয়ার অন্তর্গত ছিল, তখন ইউক্রেনীরা কোন জাতি ছিল না; তারা জাতি হল তখনই যখন তারা কেন্দ্রীয় রাদা এবং হেত্‌ম্যান স্কোরোপাদ্‌স্কির নেতৃত্বে সোভিয়েত রাশিয়া থেকে বেরিয়ে গেল; কিন্তু আবার তাদের জাতিত্ব ঘুচে গেল যখন তারা তাদের ইউক্রেনীয় সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রকে অন্যান্য সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রের সঙ্গে মেলাল সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রসমূহের যুক্তরাষ্ট্র তৈরী করার জন্য।

এইরকম আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

স্পষ্টতঃই যে তত্ত্বকাঠামো থেকে এই ধরনের সব উদ্ভট সিদ্ধান্তে আসতে হয় তাকে একটা বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকাঠামো মনে করা যায় না।

কার্যতঃ রাজনীতির দিক থেকে আপনাদের তত্ত্ব সমর্থন যোগায় জাতিভিত্তিক সাম্রাজ্যবাদী অত্যাচারের, যার প্রবক্তারা নিজস্ব স্বতন্ত্র জাতীয় রাষ্ট্র নেই এমন সব অত্যাচারিত, দুর্বলতর জাতিকে জাতি হিসেবে মেনে নিতে ঘোরতর আপত্তি তোলে এবং মনে করে যে এই বিশেষ অবস্থাটি তাদের অধিকার দিচ্ছে এইসব জাতিকে নিপীড়ন করার।

এরও বাইরে এই কথা থেকে যাচ্ছে যে আপনাদের তত্ত্ব সমর্থন যোগাচ্ছে আমাদের সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রগুলির ভিতরের বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীদের

যারা যুক্তি দেখায় যে সোভিয়েত জাতিগুলি আর জাতি রইল না যখন তারা তাদের সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রগুলিকে ঐক্যবন্ধনে এনে সংযুক্ত সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রসমূহের যুক্তরাষ্ট্র গঠন করতে রাজী হয়ে গেল।

জাতি বিষয়ে রুশ মার্কসবাদীদের তত্ত্বটির 'সম্পূরণ' এবং 'সংশোধন'-এর ব্যাপারটি ঠিক এই রকমের।

একটাই পথ খোলা আছে এবং তা হচ্ছে রুশ মার্কসবাদীদের জাতি বিষয়ক তত্ত্বকে একমাত্র সঠিক তত্ত্ব বলে মেনে নেওয়া।

২। জাতিসমূহের উত্থান এবং বিকাশ

আপনারা যেসব গুরুতর ভুল করেছেন তার একটি হল এই যে, সমস্ত বর্তমান জাতিকে আপনারা একটি নির্বিশেষ সমষ্টি হিসেবে দেখছেন এবং তাদের মধ্যে কোন মৌলিক পার্থক্য দেখতে পাচ্ছেন না।

জাতি রয়েছে বিভিন্ন ধরনের। এমন সব জাতি আছে যারা বিকাশলাভ করেছিল ধনতন্ত্রের উত্থানের যুগে, সে যুগে বুর্জোয়াশ্রেণী সামন্তবাদ এবং সামন্ত-তান্ত্রিক অনৈক্যকে ধ্বংস করে জাতির টুকরোগুলিকে একত্র করে এবং তাদের অচ্ছেদ্যভাবে বেঁধে দেয়। এরাই হচ্ছে তথাকথিত 'আধুনিক' জাতি।

আপনারা বলছেন যে, ধনতন্ত্র আসার আগেই জাতিসমূহের উত্থান হয়েছিল এবং অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু প্রাক-ধনতন্ত্রী সামন্তবাদী যুগে জাতির উত্থান এবং অস্তিত্ব কি করে সম্ভব যে যুগে দেশগুলি বিভক্ত ছিল বহু পৃথক এবং স্বাধীন ক্ষুদ্ররাজ্যে; এবং জাতীয় বন্ধনসূত্রে যুক্ত থাকা দূরে থাক, সেই রাজ্যগুলি এইসব বন্ধনের প্রয়োজন পর্যন্ত অস্বীকার করত? আপনাদের ভ্রান্ত ঘোষণা সত্ত্বেও প্রাক-ধনতন্ত্রী যুগে কোন জাতি ছিল না বা থাকা সম্ভবও ছিল না, কেননা তখনো পর্যন্ত কোন জাতীয় বাজার, তথা জাতীয় অর্থনৈতিক বা সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ছিল না; এবং ফলতঃ, এমন কোন কারণই উপস্থিত ছিল না যা জাতিবিশেষের অর্থনৈতিক অনৈক্যকে ঘুচিয়ে দিয়ে তার বিক্ষিপ্ত অংশগুলিকে একটি জাতীয় সংহতির মধ্যে টেনে আনতে পারে।

অবশ্য জাতিত্বের উপাদানগুলি, যথা ভাষা, এলাকা, সাধারণ সংস্কৃতি ইত্যাদি, এরা আকাশ থেকে নেমে আসেনি, বরং এরা ধীরে ধীরে রূপ লাভ করেছে, এমনকি প্রাক-ধনতন্ত্র যুগেও। কিন্তু এই উপাদানগুলি ছিল অত্যন্ত অপরিণত অবস্থায়, এবং বড়জোর তারা সূচিত করত একটি প্রচ্ছন্ন শক্তিকে,

অর্থাৎ অনুকূল অবস্থা পেলে ভবিষ্যতে একটি জাতির উৎপত্তির সম্ভাবনা নিহিত ছিল তাদের মধ্যে। এই সম্ভাবনা বাস্তব সত্যের আকার নিল মাত্র উঠ্তি ধনতন্ত্রের যুগে, যখন এল জাতীয় বাজার এবং জাতীয় অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলি।

এই প্রসঙ্গে জাতিসমূহের উত্থান সম্পর্কে লেনিন তাঁর '**জনগণের বন্ধুদের পরিচয় কি এবং তারা কিভাবে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যায়** নামক পুস্তিকাতে যে অসাধারণ কথাগুলি বলেছিলেন, সেগুলি স্মরণ করা যেতে পারে। নারদনিকপন্থী মিখাইলভস্কি, যিনি জাতীয় বন্ধনসূত্র এবং জাতীয় ঐক্যের উৎপত্তি আবিষ্কার করেছেন গণগোত্রীয় (gentile) বন্ধনগুলির বিকাশের মধ্যে, তাঁকে খণ্ডন করে লেনিন বলছেন :

'এবং তাহলে জাতীয় বন্ধনগুলি হল গণগোত্রীয় বন্ধনসমূহের অনুসৃতি এবং ব্যাপক রূপায়ণ মাত্র! স্পষ্টতঃই, স্কুলের ছেলেদের যে জাতীয় রূপকথা শেখানো হয়ে থাকে, তার থেকেই মিঃ মিখাইলভস্কি পেয়েছেন তাঁর সমাজেতিহাস সম্পর্কীয় ধারণাগুলি। ধরাবাঁধা কেতাবী শিক্ষায় বলছে, সমাজের ইতিহাস হল এই যে, প্রথমে ছিল সকল সমাজের কোষ-কেন্দ্রস্বরূপ পরিবার··তারপর পরিবার থেকে এল উপজাতি (tribe), এবং এই উপজাতিই পরিণতি পেল রাষ্ট্রে। মিঃ মিখাইলভস্কি যে যথোচিত গাম্ভীর্যের সঙ্গে এই বালসুলভ বাজেকথা আউড়ে যাচ্ছেন, তাতে আর সবকিছু বাদ দিয়ে এটাই প্রমাণিত হচ্ছে যে রুশ ইতিহাসের গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁর সামান্যতম ধারণাও নেই। প্রাচীন রুশের গণগোত্রীয় জীবন সম্বন্ধে যদিও-বা কিছু বলা যায়, এ কথা নিঃসন্দেহ যে মধ্যযুগে, মস্কোবাসী জারদের কালে, এইসব গণগোত্রীয় বন্ধনের কোন অস্তিত্ব ছিল না; অর্থাৎ সেই সময়ে গণগোত্রীয় সংগঠনসমূহের সমবায়ের উপর রাষ্ট্র আদৌ প্রতিষ্ঠিত ছিল না, বরং তা ছিল এলাকাভিত্তিক সমন্বয়ের ওপর: ভূস্বামীবৃন্দ এবং মঠগুলি তাদের কৃষককুল সংগ্রহ করত বিভিন্ন এলাকা থেকে, এবং এইভাবে গঠিত গ্রামীণ সম্প্রদায়গুলি ছিল একান্তভাবে এলাকাভিত্তিক ইউনিয়নস্বরূপ। কিন্তু সেই যুগে ভাষার যথার্থ তাৎপর্যে জাতীয় বন্ধনের কথা বলাও ছিল অতি দুষ্কর কাজ: রাষ্ট্র বিভক্ত ছিল ভিন্ন ভিন্ন ভূখণ্ডে, কখনো কখনো এমনকি ক্ষুদ্ররাজ্যে, যাদের মধ্যে থেকে গিয়েছিল পূর্বের স্বায়ত্তশাসনের শক্তিশালী চিহ্নগুলি, প্রশাসনিক স্বকীয়তা, কখনো-বা নিজস্ব সেনাদল

(স্থানীয় ধনুর্ধরেরা তাদের নিজস্ব সেনানী নিয়ে লড়াইয়ে যেত), তাদের নিজস্ব শুল্কসীমানা ইত্যাদি ইত্যাদি। রুশ ইতিহাসের মাত্র আধুনিক কালটি (যার শুরু মোটামুটি সপ্তদশ শতাব্দীতে) এইসব অঞ্চল, ভূখণ্ড এবং ক্ষুদ্ররাজ্যের একটি সমগ্রের মধ্যে প্রকৃত বিলুপ্তির দ্বারা চিহ্নিত। হে শ্রদ্ধেয় মিঃ মিখাইলভস্কি, এই অবলুপ্তি গণগোত্রীয় বন্ধনগুলি, অথবা এমনকি তাদের অনুসৃতি এবং ব্যাপক রূপায়ণের দ্বারাও সাধিত হয়নি; এটি সংঘটিত হয়েছিল অঞ্চলে অঞ্চলে বিনিময়ের বৃদ্ধিতে, পণ্য সঞ্চালনের ক্রমিক বিকাশে, এবং সমস্ত ক্ষুদ্র স্থানীয় বাজারের একটি একক, নিখিল-রুশ বাজারে এককেন্দ্রিক রূপ পাওয়ায়। যেহেতু এই ক্রিয়াকলাপের নায়ক এবং নিয়ন্তা ছিল বণিক পুঁজিপতিরা, সেজন্য এইজাতীয় বন্ধনগুলির সৃষ্টি বুর্জোয়া বন্ধনাবলীর সৃষ্টি ভিন্ন আর কিছু নয়' (লেনিন: **রচনাবলী**, প্রথম খণ্ড[৭২])।

তথাকথিত 'আধুনিক' জাতিসমূহের উত্থানের ব্যাপারটি ঠিক এই রকমের। গোটা এই যুগটি ধরে বুর্জোয়াশ্রেণী এবং তার জাতীয়তাবাদী দলগুলি ছিল এইসব জাতির প্রধান চালিকাশক্তি। 'জাতীয় ঐক্যের' স্বার্থে জাতির মধ্যে শ্রেণীতে শ্রেণীতে অবৈরিতা; অপরের জাতীয় অঞ্চল অধিকার করে নিজের জাতির এলাকাকে বাড়ানো; অন্যান্য জাতির প্রতি অবিশ্বাস ও ঘৃণা; জাতীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি অবদমন নীতি; সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে যুক্ত মোর্চা—এইরকমই হল এই জাতিগুলির ভাবাদর্শগত, সামাজিক এবং রাজনৈতিক উপজীব্য।

এই ধরনের জাতিগুলিকে বুর্জোয়া জাতি বলে নির্দিষ্ট করতেই হবে। এদের উদাহরণ হল ফরাসী, ব্রিটিশ, ইতালীয়, উত্তর আমেরিকা এবং এইরকমের অন্য জাতিসমূহ। ঠিক এইভাবে আমাদের দেশে সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্ব এবং সোভিয়েত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আগে রুশ, ইউক্রেনীয়, তাতার, আর্মেনীয়, জর্জীয় এবং রুশভূমির অন্যান্য জাতিগুলিও ছিল বুর্জোয়া জাতি।

স্বভাবতঃই, এইসব জাতির ভাগ্য জড়িত ধনতন্ত্রের ভাগ্যের সঙ্গে; ধনতন্ত্রের পতনের সাথে সাথে রঙ্গমঞ্চ থেকে সরে যাবে এইসব জাতি।

স্তালিন রচিত **মার্কসবাদ এবং জাতিগত প্রশ্ন** নামক পুস্তিকাতে ঠিক এইরকমের বুর্জোয়া জাতিগুলির কথা মনে করেই বলা হয়েছে যে 'একটি জাতি কেবল এক ঐতিহাসিক বর্গ (category) নয়, নির্দিষ্ট যুগের ঐতিহাসিক

বর্গ, সে যুগ পুঁজিবাদের অভ্যুত্থানের যুগ', 'জাতীয় আন্দোলন—যা মূলতঃ হচ্ছে বুর্জোয়া আন্দোলন, স্বভাবতঃই বুর্জোয়াশ্রেণীর ভাগ্যের সঙ্গে তার ভাগ্যও জড়িত', 'বুর্জোয়াশ্রেণীর পতন হলে তবেই জাতীয় আন্দোলনের চূড়ান্ত অবসান ঘটতে পারে', এবং 'কেবল সমাজতন্ত্রের আমলেই পূর্ণ শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।'[৭৩]

বুর্জোয়া জাতিসমূহের ব্যাপারটি ঠিক এইরকম।

কিন্তু অন্য রকমের জাতিও আছে। এগুলি ছিল নতুন, সোভিয়েত জাতি-সমূহ, পুরানো, বুর্জোয়া জাতিসমূহের বনিয়াদের ওপরই এদের বিকাশ এবং আকারলাভ ঘটল রুশদেশে ধনতন্ত্র উচ্ছেদ, বুর্জোয়াশ্রেণী ও তার জাতীয়তাবাদী দলগুলির অবলুপ্তিসাধন এবং সোভিয়েত ব্যবস্থা প্রবর্তনের পর।

শ্রমিকশ্রেণী এবং তার আন্তর্জাতিকতাবাদী দলই হল সেই শক্তি যা এই জাতিগুলিকে দৃঢ়সংবদ্ধ করেছে এবং নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছে। সমাজবাদের চূড়ান্ত বিজয় গড়ে তোলার স্বার্থে ধনতন্ত্রের শেষ চিহ্নগুলি নির্মূল করার জন্য জাতির অভ্যন্তরে শ্রমিকশ্রেণী এবং কর্মরত কৃষককুলের মধ্যে ঐক্যবন্ধন; জাতিগুলি এবং সংখ্যালঘু জাতিসম্প্রদায়গুলি যাতে সমান হয় এবং অবাধে বিকাশলাভ করে সেই উদ্দেশ্যে জাতীয়তাবাদী নিপীড়নের অবশেষগুলির বিলোপসাধন; যাতে জাতিসমূহের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে তোলা যায় এবং আন্তর্জাতিকতাবাদ দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় সেই উদ্দেশ্যে জাতীয়তাবাদের শেষ রেশটুকুর অবলুপ্তিসাধন; অপরের এলাকাকে গ্রাস করার নীতি ও তৎপ্রসূত যুদ্ধবিগ্রহ এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সকল নির্যাতিত ও অসম জাতি-সমূহের সঙ্গে যুক্ত মোর্চা—এইসব নিয়ে গঠিত এই জাতিগুলির ভাবাদর্শগত, সামাজিক এবং রাজনৈতিক চরিত্র।

এইরকমের জাতিগুলিকে সমাজবাদী জাতি হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে।

ধনতন্ত্রের উচ্ছেদের ফলে—সমাজবাদী পথে মৌলিক রূপান্তরের মধ্য দিয়ে, এই নতুন জাতিগুলির উদ্ভব ও বিকাশলাভ ঘটে পুরানো, বুর্জোয়া জাতিসমূহের বনিয়াদের উপর। কেউই অস্বীকার করতে পারে না যে সোভিয়েত ইউনিয়নভুক্ত আজকের সমাজবাদী জাতিগুলি—রুশ, ইউক্রেনীয়, বিয়েলোরুশীয়, তাতার, বাশ্‌কির, উজবেক, কাজাক, আজারবাইজানীয়, জর্জীয়, আর্মেনীয় এবং অন্যান্য জাতিসমূহ—অতীত রুশভূমির অনুরূপ পুরানো, বুর্জোয়া জাতিসমূহ থেকে শ্রেণী-কাঠামো, ভাবাদর্শগত চরিত্র, এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বার্থে ও অভীপ্সায় মূলগতভাবে পৃথক প্রকৃতির।

ইতিহাসে এই দুই ধরনের জাতির পরিচয় পাই।

জাতিসমূহের ভাগ্য, এক্ষেত্রে পুরানো বুর্জোয়া জাতিগুলির ভাগ্যকে ধনতন্ত্রের ভাগ্যের সঙ্গে যুক্ত করার ব্যাপারটি আপনারা মেনে নিচ্ছেন না। আপনারা এই তত্ত্বের সঙ্গেও একমত নন যে ধনতন্ত্রের উচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে পুরানো বুর্জোয়া জাতিগুলিরও অবলুপ্তি ঘটবে। কিন্তু যদি ধনতন্ত্রের ভাগ্যের সঙ্গে না হয় তবে কিসের সঙ্গে এই জাতিগুলির ভাগ্যকে জড়িত করা যায়? এটা বোঝা কি খুবই কঠিন যে ধনতন্ত্র চলে যাওয়ার সাথে সাথে যে বুর্জোয়া জাতিগুলির তা জন্ম দিয়েছিল সেই বুর্জোয়া জাতিগুলিও লোপ পেয়ে যায়? আপনারা নিশ্চয়ই মনে করেন না যে সোভিয়েত ব্যবস্থায়, সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্বে পুরানো বুর্জোয়া জাতিসমূহ টিঁকে থাকবে এবং বিকাশলাভ করবে? সেটা তো হবে গল্পে বর্ণিত শেষ খড়কুটোর মতো।...

আপনারা আশংকা করছেন, পুঁজিবাদের অবস্থায় জাতিগুলির অবলুপ্তি সাধারণভাবে জাতির, সকল জাতির অবলুপ্তির সদৃশ। কেন, কোন্ যুক্তিতে? আপনারা কি এ কথা জানেন না যে বুর্জোয়া জাতিসমূহ ছাড়াও অন্যান্য জাতি, সমাজবাদী জাতি রয়েছে, যেগুলি যে-কোন বুর্জোয়া জাতি থেকে অনেক দৃঢ়ভাবে ঐক্যবদ্ধ এবং টিঁকে থাকার উপযুক্ত?

আপনাদের ভুলটি ঠিক এইখানেই যে আপনারা বুর্জোয়া জাতিসমূহ ছাড়া আর কোন জাতির অস্তিত্ব দেখছেন না, এবং তারই ফলে, আপনাদের নজর এড়িয়ে গেছে পুরানো বুর্জোয়া জাতিগুলির ধ্বংসস্তূপের ওপর সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজবাদী জাতিসমূহ গড়ে ওঠার গোটা যুগটা।

আসল ব্যাপার এই যে, বুর্জোয়া জাতিগুলির উচ্ছেদ বললে সাধারণভাবে জাতিসমূহের অবলুপ্তি বোঝায় না, বোঝায় শুধু বুর্জোয়া জাতিগুলিরই অবলুপ্তি। পুরানো, বুর্জোয়া জাতিগুলির ধ্বংসস্তূপের ওপর মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে এবং বিকাশলাভ করছে নতুন, সমাজবাদী জাতিসমূহ, আর এরা যে-কোন বুর্জোয়া জাতির চেয়ে অনেক বেশি দৃঢ়ভাবে ঐক্যবদ্ধ, কেননা যে অপ্রশম্য শ্রেণী-বিরোধ বুর্জোয়া জাতিগুলিকে ঝাঁঝরা করে দেয় তার থেকে এরা মুক্ত এবং যে-কোন বুর্জোয়া জাতির থেকে এরা সমগ্র জনগণের অনেক বেশি প্রতিনিধি-স্থানীয়।

৩। জাতিসমূহ এবং জাতীয় ভাষাগুলির ভবিষ্যৎ

আপনাদের গুরুতর ভুল এইখানে—আপনারা একটি দেশে সমাজবাদের বিজয়ের যুগ এবং বিশ্ব জুড় সমাজবাদের বিজয়ের যুগকে সমান করে দেখছেন; আপনারা সোচ্চারে বলছেন যে, জাতিতে জাতিতে পার্থক্যের ও জাতীয় ভাষাসমূহের অবলুপ্তি, জাতিসমূহের এক সত্তায় লীন হয়ে যাওয়া এবং একটি সার্বজনীন ভাষার উদ্ভব, এগুলি শুধু বিশ্বজোড়া সমাজবাদী বিজয়ের পরেই নয়, এমনকি একটি দেশে সমাজবাদী বিজয়ের পরও সম্ভব এবং প্রয়োজন। উপরন্তু আপনারা সম্পূর্ণ আলাদা সব জিনিসকে গুলিয়ে ফেলছেন: 'জাতিতে জাতিতে পার্থক্যসমূহের উচ্ছেদ' এর সঙ্গে 'জাতিগত নিপীড়নের উচ্ছেদ'কে, 'জাতিসমূহের এক সত্তায় লীন হয়ে যাওয়ার' সঙ্গে 'জাতিসমূহের লয়প্রাপ্তির' ফলে 'জাতীয় রাষ্ট্র-সীমানার উচ্ছেদ'কে।

এ কথা বলতেই হবে যে মার্কসবাদীদের পক্ষে এইসব ভিন্ন ভিন্ন ধারণাকে গুলিয়ে ফেলা একেবারেই অমার্জনীয়। আমাদের দেশে জাতিগত অত্যাচার বহুকাল আগেই উচ্ছেদ হয়েছে, কিন্তু তার থেকে কোনমতেই এই সিদ্ধান্তে আসা যায় না যে জাতিতে জাতিতে পার্থক্য ঘুচে গেছে এবং আমাদের দেশের জাতিসমূহের বিলোপ ঘটানো হয়েছে। জাতীয় রাষ্ট্র সীমানা তথা সীমান্ত প্রহরা এবং সীমান্ত শুল্ক ব্যবস্থা আমাদের দেশে বহুকাল আগেই উচ্ছেদ হয়েছে, কিন্তু তার থেকে কোনমতেই এই সিদ্ধান্তে আসা যায় না যে জাতিসমূহ ইতি-মধ্যেই এক সত্তায় লীন হয়েছে এবং জাতীয় ভাষাগুলি বিলুপ্ত হয়েছে, আর এই ভাষাগুলির জায়গায় এসেছে আমাদের সকল জাতির পক্ষে সাধারণ কোন ভাষা।

প্রাচ্যের জনগণের কমিউনিস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯২৫ সালে আমি যে বক্তৃতা দিয়েছিলাম[৭৪], যাতে আমি **একটি দেশে**, যেমন আমাদের দেশে, সমাজবাদী বিজয়ের সাথে সাথেই জাতীয় ভাষাগুলি বিলুপ্ত হবে, জাতিসমূহ এক সত্তায় লীন হবে, এবং জাতীয় ভাষাসমূহের স্থলে একটি সাধারণ ভাষা এসে যাবে, এই তত্ত্বকে খণ্ডন করি—সেই বক্তৃতায় আপনারা ক্ষুণ্ণ হয়েছেন।

আপনারা মনে করেন যে, আমার এই উক্তি লেনিনের সুবিখ্যাত তত্ত্বের বিরুদ্ধাচরণ, যে তত্ত্ব অনুযায়ী শুধু মানবজাতির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভাজন ও জাতিসমূহের সকল ধরনের 'বিচ্ছিন্নতাকে দূর করা নয়, শুধু জাতিগুলিকে আরও কাছাকাছি টেনে আনা নয়, বরং তাদের এক সত্তায় মিলিয়ে দেওয়াই সমাজবাদের লক্ষ্য।

আপনারা আরও মনে করেন যে, আমার এই উক্তি লেনিনের আরও একটি তত্ত্বের বিরুদ্ধে যায়—যে তত্ত্ব অনুযায়ী বিশ্বজোড়া সমাজবাদী বিজয়ের সাথে সাথে জাতিতে জাতিতে পার্থক্য ও জাতীয় ভাষাসমূহ বিলোপের দিকে যেতে থাকবে, এবং এই বিজয়ের পর জাতীয় ভাষাগুলির জায়গায় একটি সাধারণ ভাষার প্রতিষ্ঠা শুরু হয়ে যাবে।

কমরেডগণ, এটি সম্পূর্ণ ভুল। এটি একটি সুগভীর ভ্রান্তি।

আমি ইতিমধ্যেই বলেছি 'একদেশে সমাজবাদের বিজয়' এবং 'বিশ্ব জুড়ে সমাজবাদের বিজয়' এইরকমের সব বিভিন্ন ধরনের ব্যাপারকে গুলিয়ে এক করে ফেলা মার্কসবাদীর পক্ষে অমার্জনীয়। এ কথা ভুললে চলবে না যে এই ধরনের ভিন্নরূপী ঘটনা দুটি একেবারে আলাদা যুগের প্রতিফলন করছে, যারা পরস্পর থেকে শুধু কালের দিক থেকে নয় (এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ), একেবারে তাদের চরিত্রের দিক থেকেও ভিন্ন রকমের।

জাতিতে জাতিতে অবিশ্বাস, জাতির বিচ্ছিন্নতা, জাতিবৈরিতা এবং জাতিতে জাতিতে সংঘর্ষ—এগুলি অবশ্যই কোন 'সহজাত' জাতিবৈরিতার আবেগ থেকে উদ্ভূত নয়; এগুলিকে জাগিয়ে তোলা এবং জীইয়ে রাখার মূলে আছে অপরাপর জাতিকে পদানত করার সাম্রাজ্যবাদী প্রচেষ্টা এবং এইসব জাতির মনে জাতীয় দাসত্বের ভীতিজনিত আতংক। নিঃসন্দেহে, যতদিন বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ আছে, এই প্রচেষ্টা ও এই ভীতিও থাকবে এবং তার ফলে, জাতিতে জাতিতে অবিশ্বাস, জাতির বিচ্ছিন্নতা, জাতিবৈরিতা এবং জাতিতে জাতিতে সংঘর্ষ—এগুলিও বেশির ভাগ দেশে টিঁকে থাকবে। এ কথা কি বলা যায় যে এক দেশে সমাজবাদের বিজয় এবং সাম্রাজ্যবাদের পরাভবের অর্থ বেশির ভাগ দেশে সাম্রাজ্যবাদ এবং জাতীয় নিপীড়নের অবসান? স্পষ্টতঃই, না। কিন্তু এর থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদকে দারুণভাবে দুর্বল করা সত্ত্বেও, একদেশে সমাজবাদের বিজয়, জাতিসমূহের এক সত্তায় লীন হয়ে যাওয়া এবং জাতীয় ভাষাসমূহের এক অখণ্ড সত্তায় উন্নীত হওয়ার প্রয়োজনীয় অবস্থাবলী সৃষ্টি করে না ও করতে পারে না।

একটি দেশে সমাজবাদের বিজয়ের যুগ থেকে বিশ্বজোড়া সমাজবাদী বিজয়ের যুগে মুখ্য তফাৎ এইখানে যে সেই বিশ্বজোড়া বিজয় সকল দেশেই সাম্রাজ্যবাদের অবসান ঘটাবে, অপরাপর জাতিকে পদানত করার প্রচেষ্টা এবং জাতীয় দাসত্বের ভীতিজনক আতংক এই উভয়েরই অবসান ঘটাবে, জাতিতে জাতিতে

অবিশ্বাস এবং জাতিবৈরিতা—এদের সমূলে দূর করবে, জাতিসমূহকে এক বিশ্বজোড়া সমাজবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ করবে, এবং এইভাবে সকল জাতির এক সত্তায় লীন হয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় বাস্তব অবস্থাবলী সৃষ্টি করবে।

এইখানেই এই দুই যুগের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য।

কিন্তু এর থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, এই দুটি ভিন্ন যুগকে গুলিয়ে ফেলা এবং তাদের একটা সমষ্টি হিসেবে দেখা হল একটি অমার্জনীয় ত্রুটি। প্রাচ্যের শ্রমজীবী জনগণের কমিউনিস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি যে বক্তৃতা দিয়েছিলাম, একবার সেটিকে দেখুন। সেখানে আমি বলেছিলাম:

'কিছু লোক (যেমন, কাউট্‌স্কি) সমাজতন্ত্রের যুগে একক একটি সার্বজনীন ভাষা সৃষ্টির এবং অন্য সমস্ত ভাষার ক্রমে ক্রমে নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার কথা বলে থাকেন। একটি একক, সর্বব্যাপ্ত ভাষার তত্ত্বে আমার কোনই আস্থা নেই। অভিজ্ঞতা কিন্তু এ ধরনের একটি তত্ত্বের বিরুদ্ধেই সাক্ষ্য দিচ্ছে। এখনো পর্যন্ত যা ঘটেছে তা হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ভাষার সংখ্যা কমায়নি বরং বাড়িয়েই দিয়েছে; কারণ মানব সমাজের নিম্নতর স্তরের মধ্যে জাগরণের সৃষ্টি করে, তাদের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে এনে হাজির করে তা এযাবৎ অজ্ঞাত বা অল্প-জ্ঞাত জাতিসত্তাসমূহকে নতুন জীবনে জাগিয়ে তুলেছে। কে ভাবতে পেরেছিলেন যে প্রাচীন, জারের রাশিয়াতে কমপক্ষে পঞ্চাশটি জাতি এবং জাতিসত্তা বর্তমান ছিল? কিন্তু অক্টোবর বিপ্লব পুরাতন শৃংখল ছিন্ন করে দিয়ে বহু বিস্মৃত জাতি ও জাতিসত্তাকে মঞ্চে এনে হাজির করে তাদের নূতন জীবন এবং নূতন বিকাশের পথে এগিয়ে দিয়েছে।'[৭৫]

এই উদ্ধৃতি থেকে এটাই স্পষ্ট হয় যে আমি বিরোধিতা করছিলাম কাউট্‌স্কি ধরনের লোকের, যিনি জাতিগত প্রশ্নে সব সময়েই ছিলেন এবং এখনো রয়েছেন একজন সৌখীন পল্লবগ্রাহী, যিনি জাতীয় বিকাশের গতিপ্রকৃতি বোঝেন না, যাঁর কোন ধারণাই নেই যে জাতিসমূহের দৃঢ় সংবদ্ধ হওয়ার কি প্রচণ্ড ক্ষমতা আছে, যিনি মনে করেন যে সমাজতন্ত্রের বিজয়ের অনেক আগেই, এই বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যেই, জাতিসমূহের এক সত্তায় লীন হয়ে যাওয়া সম্ভব, এবং যিনি দাসসুলভ ভঙ্গীতে বোহেমিয়া প্রদেশে জার্মানদের

আত্তীকরণ কাজকে প্রশংসা করে চাপল্যের সঙ্গে বলে যান যে চেক্‌রা প্রায় জার্মান হয়ে গেছে এবং জাতি হিসেবে চেক্‌দের কোন ভবিষ্যৎই নেই।

উদ্ধৃত অংশ থেকে এটাও স্পষ্ট যে আমার মনে যা ছিল তা **বিশ্বজোড়া** সমাজতন্ত্রের বিজয়ের যুগ নয়, তা হল **একটি দেশে** সমাজতন্ত্রের বিজয়ের যুগ। এবং আমি দৃঢ়ভাবে বলেছিলাম (এবং এখনো বলে যাই) যে একটি দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয়ের যুগ জাতিসমূহের এবং জাতীয় ভাষাসমূহের এক সত্তায় লীন হয়ে যাওয়ার অবস্থা সৃষ্ট করে না; বরং উল্টোপক্ষে, যারা পূর্বে জার সাম্রাজ্যবাদের হাতে নিপীড়িত হতো এবং বর্তমানে সোভিয়েত বিপ্লবের ফলে জাতিগত অত্যাচার থেকে মুক্তি পেয়েছে, সেইসব জাতিরই নবজাগরণ ও সমৃদ্ধির অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে এই যুগে।

সর্বশেষে, উদ্ধৃত অংশ থেকে এটি স্পষ্ট যে দুটি ভিন্নধর্মী ঐতিহাসিক যুগের মধ্যেকার দুস্তর পার্থক্য আপনাদের নজর এড়িয়ে গেছে; এবং সেইজন্য আপনারা স্তালিনের বক্তৃতার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে ব্যর্থ হয়েছেন, আর তার ফলে, নিজেদের ভ্রান্তির জালে অসহায়ভাবে জড়িয়ে পড়েছেন।

বিশ্বজোড়া সমাজবাদী বিজয়ের পর জাতিসমূহ লয় পেয়ে যাওয়া এবং এক সত্তায় লীন হয়ে যাওয়ার বিষয়ে লেনিনের তত্ত্বে আসা যাক।

এখানে ১৯১৬ সালে প্রকাশিত লেনিনের প্রবন্ধ 'সমাজবাদী বিপ্লব এবং জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার' থেকে উদ্ধৃত তাঁরই অন্যতম তত্ত্বটি দেওয়া হল। কোন কারণে তাঁর এই বক্তব্যগুলি আপনাদের চিঠিসমূহের মধ্যে পূর্ণ উদ্ধৃতি পায়নি।

> 'সমাজবাদের লক্ষ্য শুধু মানবজাতির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভাজন এবং জাতিসমূহের সকল বিচ্ছিন্নতাকে দূর করা নয়, জাতিগুলিকে শুধু আরও কাছাকাছি টেনে আনা নয়, বরং তাদের এক সত্তায় মিলিয়ে দেওয়াই সমাজবাদের লক্ষ্য।...মানবজাতি যেমন নিপীড়িত শ্রেণীর একনায়কত্বের অন্তর্বর্তীকালের মধ্য দিয়েই শুধু শ্রেণীবিলোপের অবস্থায় পৌছাতে পারে, সেইরকম জাতিসমূহের অনিবার্য একীভবনের অবস্থাতেও মানুষ পৌছাতে পারে কেবল নিপাতিত জাতিসমূহের সম্পূর্ণ মুক্তি, অর্থাৎ তাদের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার স্বাধীনতার, অন্তর্বর্তীকালের মধ্য দিয়ে' (১৯তম খণ্ড৭৩)।

এবং নীচে লেনিনের আর একটি তত্ত্ব দেওয়া হল। আর সেটিরও পূর্ণ উদ্ধৃতি আপনারা দেননি :

'যতদিন জনগণ এবং দেশগুলির মধ্যে জাতীয় এবং রাষ্ট্রীয় পার্থক্য থাকছে—আর, এমনকি পৃথিবী জুড়ে সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও বহু, বহু দিন ধরে এইসব পার্থক্য থেকে যাবে—ততদিন সকল দেশের সাম্যবাদী শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের আন্তর্জাতিক রণ-কৌশলের ঐক্যের জন্য প্রয়োজন বৈচিত্র্যের বিলোপসাধন নয়, জাতীয় পার্থক্যসমূহের বিলোপসাধন নয় (বর্তমান মুহূর্তে তা তো একটা মূঢ়ের স্বপ্নস্বরূপ); তার জন্য প্রয়োজন কমিউনিজমের নীতিগুলির (সোভিয়েত শক্তি এবং সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্ব) এমন প্রয়োগ, যা এই নীতি-গুলিকে কতকগুলি বিশেষ ক্ষেত্রে পরিবর্তিত করবে, সেগুলিকে জাতীয় ও জাতিগত-রাষ্ট্রীয় পার্থক্যের সঙ্গে সঠিকভাবে মানিয়ে নেবে ও সেখানে সেগুলির প্রয়োগ করবে' (২৫তম খণ্ড)।

লক্ষণীয় যে এই অনুচ্ছেদটি দেওয়া হয়েছে লেনিনের পুস্তিকা **'বামপন্থী' কমিউনিজম্, একটি শিশুসুলভ বিশৃংখলা** থেকে যা ১৯২০ সালে অর্থাৎ একটি দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়ের **পরে**, আমাদের দেশে সমাজ-তান্ত্রিক বিজয়ের **পরে** প্রকাশিত হয়েছিল।

এই অনুচ্ছেদগুলি থেকে স্পষ্ট যে জাতিগত পার্থক্যের বিলুপ্তি ও জাতিগুলির মিলনের এই প্রক্রিয়াটিকে লেনিন একটি দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয়ের সময়পর্বে নির্দিষ্ট করে দেননি, নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন সম্পূর্ণতঃ এক বিশ্বজোড়া পরিসরে সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্বের প্রতিষ্ঠার **পরবর্তী** সময়পর্বে অর্থাৎ সকল দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয়ের সময়পর্বে যখন একটি বিশ্ব সমাজ-তান্ত্রিক অর্থনীতির বনিয়াদ ইতিমধ্যেই স্থাপিত হয়েছে।

অধিকন্তু, এই অনুচ্ছেদগুলি থেকে এটাও স্পষ্ট যে জাতিগত পার্থক্যগুলির অবলুপ্তির প্রক্রিয়াকে একটি দেশে, আমাদের দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয়ের সময়পর্বে নির্দিষ্ট করে দেওয়ার প্রয়াসকে লেনিন একটি 'মূঢ় স্বপ্ন' হিসেবে বিশেষিত করেছেন।

তাছাড়া, এই অনুচ্ছেদগুলি থেকে এটাও স্পষ্ট যে স্তালিন সম্পূর্ণ ঠিক ছিলেন যখন তিনি প্রাচ্যের শ্রমজীবী জনগণের কমিউনিস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর প্রদত্ত

ভাষণে অস্বীকার করেন যে একটি দেশে, আমাদের দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয়ের সময়পর্বে জাতিগত পার্থক্য ও জাতীয় ভাষাগুলির অবলুপ্তি সম্ভব এবং আপনারা স্তালিনের তত্ত্বের একেবারে প্রত্যক্ষ বিপরীত কিছু একটা তুলে ধরতে গিয়ে চূড়ান্ত ভুলই করেছেন।

এই অনুচ্ছেদগুলি থেকে পরিশেষে এটা স্পষ্ট যে সমাজতন্ত্রের বিজয়ের দুটি পৃথক সময়পর্বকে একে অপরের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলে আপনারা লেনিনকেই অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়েছেন, জাতিগত প্রশ্নের ওপর লেনিনের লাইনকে বিকৃত করেছেন এবং ফলতঃ অজান্তেই লেনিনবাদ থেকে একটি বিচ্যুতির দিকে এগিয়ে গেছেন।

এটা মনে করা ভুল হবে যে বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের পরাজয়ের পরে এক আঘাতে, বলতে কি ওপরতলা থেকে এক আইনের জোরেই তৎক্ষণাৎ জাতিগত পার্থক্যগুলি বিলুপ্ত হবে ও জাতীয় ভাষাগুলি অবলুপ্ত হয়ে যাবে। এই দৃষ্টি-ভঙ্গির থেকে অধিকতর ভ্রান্ত আর কিছু নেই। ওপরতলা থেকে আইনের জোরে, বাধ্যবাধকতা দিয়ে জাতিগুলির মিলন সম্ভব করার প্রয়াস হবে সাম্রাজ্যবাদীদেরই সুবিধা করে দেওয়ার কাজ, তা জাতিগুলির মুক্তির লক্ষ্যের ক্ষেত্রে অবশ্যম্ভাবী বিপর্যয় নিয়ে আসবে এবং জাতিগুলির মধ্যে সহযোগিতা ও সৌভ্রাত্র সংগঠিত করার উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে বিপজ্জনক হবে। এরকম একটি কর্মনীতি হবে আত্তীকরণের একটি কর্মনীতির সমতুল।

আপনারা অবশ্যই জানেন যে, আত্তীকরণের কর্মনীতি মার্কসবাদ-লেনিন-বাদের অস্ত্রাগার থেকে একেবারে বহির্ভূত কারণ তা হল জনবিরোধী ও প্রতিবিপ্লবী কর্মনীতি, একটি বিপজ্জনক কর্মনীতি।

তদুপরি, আমরা জানি যে জাতিগুলির ও জাতীয় ভাষাগুলির এক অসাধারণ স্থায়িত্ব আছে ও আত্তীকরণের নীতির বিরুদ্ধে প্রচণ্ড প্রতিরোধের ক্ষমতা আছে। সকল আত্তীকরণকারীদের মধ্যে সবচেয়ে বর্বর তুর্ক আত্তীকরণকারীরা শত শত বছর ধরে বলকান জাতিগুলিকে খণ্ডবিখণ্ড ও ক্ষতবিক্ষত করেছিল, তথাপি তারা তাদের ধ্বংস করতেই যে শুধু সক্ষম হয়নি তাই নয়, সেই সঙ্গে শেষ পর্যন্ত নতিস্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল। জারতন্ত্রী রুশ রুশীকরণকারী ও জার্মান-প্রুশীয় জার্মানিকরণকারী যারা বর্বরতায় তুর্ক আত্তীকরণকারীদের কাছে সামান্যই মাথা নোয়ায় তারা শতাব্দীরও দীর্ঘকাল ধরে পোল জাতিকে বিদীর্ণ ও খণ্ডবিখণ্ড করেছিল, ঠিক যেমন পারসীয় ও তুর্ক আত্তীকরণকারীরা

শতাব্দীর পর শতাব্দীকাল ধরে আর্মেনীয় ও জর্জীয় জাতিগুলিকে বিদীর্ণ ও খণ্ডবিখণ্ড এবং ব্যাপক হত্যা করেছিল, তবু তারা এইসব জাতিকে বিনষ্ট করা দুরস্থান, শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়েছিল আত্মসমর্পণ করতে।

বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের ঠিক পরে জাতিগুলির বিকাশের বিষয়ে সম্ভাব্য ঘটনা-ধারাকে সঠিকভাবে পূর্বানুমান করার জন্ম এই সমস্ত পরিস্থিতিকে অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে।

এটা মনে করা ভুল হবে যে সর্বহারাশ্রেণীর বিশ্ব একনায়কত্বের সময়পর্বের প্রথম স্তরটিই জাতিসমূহ ও জাতীয় ভাষাগুলির অবলুপ্তির সূচনাকে, একটি সাধারণ ভাষা গঠনের সূচনাকে চিহ্নিত করবে। পক্ষান্তরে প্রথম স্তরটি—যখন জাতিগত নিপীড়ন সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হবে—সেই স্তরটি হবে পূর্বতন নিপীড়িত জাতিসমূহ ও জাতীয় ভাষাগুলির জাগরণ ও বিকাশ, জাতিগুলির মধ্যে ক্ষমতাকে সংহত করা, পারস্পরিক জাতিগত অবিশ্বাসের অবলুপ্তি এবং জাতিগুলির মধ্যে আন্তর্জাতিক বন্ধন প্রতিষ্ঠা ও শক্তিশালী করার দ্বারা চিহ্নিত একটি স্তর।

বিশ্ব পুঁজিবাদী অর্থনীতির জায়গায় একটি একক বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতি তৈরী হয়েছে এই মাত্রায় সর্বহারাশ্রেণীর বিশ্ব একনায়কত্বের সময়-পর্বের দ্বিতীয় স্তরেই মাত্র—কেবল এই স্তরেই একটি সাধারণ ভাষার প্রকৃতি-বিশিষ্ট একটা কিছু দানা-বেঁধে উঠতে শুরু করবে; কারণ একমাত্র এই স্তরেই জাতিগুলি তাদের নিজেদের জাতীয় ভাষা ছাড়াও যোগাযোগের এবং অর্থ-নৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সহযোগিতার সুবিধার জন্ম একটি সাধারণ আন্তর্জাতিক ভাষা থাকার প্রয়োজন অনুভব করবে। ফলতঃ, এই স্তরে জাতীয় ভাষাগুলি এবং একটি সাধারণ আন্তর্জাতিক ভাষা পাশাপাশি বিদ্যমান থাকবে। এটা সম্ভব যে প্রথমে সমস্ত জাতির পক্ষে সার্বজনীন এবং একটি সাধারণ ভাষা থাকবে এমন কোনও একটি বিশ্ব অর্থনৈতিক কেন্দ্র তৈরী হবে না, বরং তৈরী হবে আলাদা আলাদা জাতিগোষ্ঠীর জন্ম, প্রত্যেক জাতিগোষ্ঠীর এক আলাদা সাধারণ ভাষাবিশিষ্ট কতকগুলি আঞ্চলিক অর্থনৈতিক কেন্দ্র। কেবল পরবর্তী-কালেই এইসব কেন্দ্রগুলি একটি সাধারণ বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক কেন্দ্রে মিলিত হবে যেখানে সমস্ত জাতির পক্ষে সার্বজনীন একটি ভাষা থাকবে।

সর্বহারাশ্রেণীর বিশ্ব একনায়কত্বের সময়পর্বের পরবর্তী স্তরে—যখন বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যথেষ্ট সংহত হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং সমাজতন্ত্র

হয়ে দাঁড়িয়েছে জনগণের জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ এবং যখন জাতীয় ভাষাগুলির চাইতে একটি সাধারণ ভাষার সুবিধা সম্বন্ধে জাতিগুলি বাস্তবতার মাধ্যমে সুনিশ্চিত হয়েছে—তখন জাতিগত পার্থক্য ও ভাষাগুলি অবলুপ্ত হতে শুরু করবে এবং সকল জাতির পক্ষে সার্বজনীন একটি বিশ্ব ভাষার জন্য জায়গা করে দেবে।

আমার মতে এইরকমই হল জাতিসমূহের ভবিষ্যতের একটি আনুমানিক চিত্র, ভবিষ্যতে তাদের এক সত্তায় লীন হয়ে যাওয়ার পথে জাতিগুলির বিকাশের একটি চিত্র।

৪। জাতিগত প্রশ্নে পার্টির কর্মনীতি

আপনাদের একটি ভুল এই যে আপনারা জাতিগত প্রশ্নটিকে সমাজের সামাজিক ও রাজনৈতিক বিকাশের সাধারণ প্রশ্নের অধীন সেই সাধারণ প্রশ্নেরই একটি অংশ হিসেবে গণ্য করেন না, পক্ষান্তরে তাকে কিছু একটা স্বয়ং-সম্পূর্ণ ও ধ্রুব ব্যাপার যার গতিপথ ও চারিত্র্য ইতিহাসের সমগ্র ধারাব্যাপী মূলগতভাবে অপরিবর্তনীয় থাকে সেইরকম হিসেবে গণ্য করেন। সেই কারণে প্রত্যেক মার্কসবাদী যা দেখতে পায় সেই জিনিসটা আপনারা দেখতে ব্যর্থ হন, যেমন জাতিগত প্রশ্নটি সর্বদাই একই এবং সমান চরিত্র ধারণ করে না, জাতীয় আন্দোলনের চারিত্র্য এবং কর্তব্যগুলি বিপ্লবের বিকাশের বিভিন্ন স্তরের পরি-প্রেক্ষিতে পরিবর্তিত হয়ে থাকে।

যুক্তি অনুযায়ী এইটাই সেই দুঃখজনক ঘটনাকে ব্যাখ্যা করে যে আপনারা এত হাল্‌কাভাবে বিপ্লবের বিকাশের বিভিন্ন স্তরগুলিকে গুলিয়ে ফেলেন ও সেগুলিকে একত্রে তালগোল পাকিয়ে দেন, আর এটা বুঝতে ব্যর্থ হন যে বিপ্লবের বিকাশের বিভিন্ন স্তরে বিপ্লবের চারিত্র্য ও কর্তব্যের পরিবর্তনগুলি জাতিগত প্রশ্নের চারিত্র্য ও লক্ষ্যেও অনুরূপ সব পরিবর্তনের উদ্ভব ঘটায়, এতদনুসারে জাতিগত প্রশ্নে পার্টির কর্মনীতিও পাল্টায় এবং ফলতঃ বিপ্লবের বিকাশের একটি পর্বের জাতিগত প্রশ্নে পার্টির কর্মনীতিকে সেই সময়পর্ব থেকে জোর করে বিচ্ছিন্ন করা এবং অন্য সময়পর্বে তা মর্জিমাফিক স্থানান্তর করা যেতে পারে না।

রুশ মার্কসবাদীরা সর্বদাই এই বক্তব্য থেকে শুরু করেছে যে জাতিগত প্রশ্নটি হল বিপ্লবের বিকাশের সাধারণ প্রশ্নেরই একটি অংশ, বিপ্লবের বিভিন্ন পর্যায়ে

প্রত্যেকটি নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক মুহূর্তে বিপ্লবের চারিত্র্য অনুসারে জাতিগত প্রশ্নের বিভিন্ন লক্ষ্য বর্তমান এবং পার্টির জাতিগত প্রশ্নে কর্মনীতিটিও তদনুসারে পরিবর্তিত হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ববর্তীকালে যখন ইতিহাস রাশিয়ার তাৎক্ষণিক কর্তব্য হিসেবে একটি **বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক** বিপ্লবকে নির্দিষ্ট করেছিল তখন রুশ মার্কসবাদীরা রাশিয়ার গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ভবিষ্যতের সঙ্গে জাতিগত প্রশ্নের মীমাংসাটি সংযুক্ত করেছিলেন। আমাদের পার্টি বলেছিল যে, জারতন্ত্রের উৎখাত, সামন্তবাদের অবশেষগুলির বিলুপ্তি এবং দেশের পূর্ণ গণতন্ত্রীকরণ জাতিগত প্রশ্নের সেই সর্বোত্তম মীমাংসা এনে দেয় ধনতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে তা যতটা সম্ভব।

সেই সময়পর্বে পার্টির কর্মনীতি ছিল এইরূপ।

এই সময়পর্বেই জাতিগত প্রশ্নে লেনিনের সুবিদিত নিবন্ধগুলি পড়ছে—এর মধ্যে 'জাতিগত প্রশ্নে সমালোচনামূলক মন্তব্যসমূহ' নিবন্ধটিও আছে যেখানে লেনিন বলেছেন যে :

> '...আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বলছি যে, জাতিগত প্রশ্নের একটিমাত্র সমাধানই আছে, তা আছে ঠিক ততটা পরিমাণে, ধনতান্ত্রিক বিশ্বে আদৌ যতটা সম্ভব—আর সে সমাধানটি হল অবিচল গণতন্ত্রীকরণ। প্রমাণস্বরূপ আমি অন্যান্যদের সঙ্গে সুইজারল্যাণ্ডের উল্লেখ করব' (২৭তম খণ্ড)।[৭৭]

ঐ একই সময়পর্বে পড়ছে স্তালিনের পুস্তিকা **মার্কসবাদ** এবং জাতিগত প্রশ্ন যেখানে অন্যান্য অনেক কিছুর সঙ্গে বলা হয়েছে যে :

> 'বুর্জোয়াশ্রেণীর পতন হলে তবেই জাতীয় আন্দোলনের চূড়ান্ত অবসান ঘটতে পারে। কেবল সমাজতন্ত্রের আমলেই পূর্ণ শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এমনকি পুঁজিবাদের কাঠামোর মধ্যেও জাতীয় আন্দোলনকে ন্যূনতম মাত্রায় নামিয়ে আনা যায়, গোড়াতেই তাকে খর্ব করা এবং শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে যথাসম্ভব কম ক্ষতিকারক করা যায়। সুইজারল্যাণ্ড ও আমেরিকার দৃষ্টান্ত তা দেখিয়ে দিয়েছে। এর জন্য প্রয়োজন দেশের গণতন্ত্রীকরণ এবং জাতিগুলিকে অবাধ বিকাশের সুযোগদান।'[৭৮]

পরবর্তী সময়পর্বে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়পর্বে যখন দুটি সাম্রাজ্যবাদী মোর্চার ভেতর দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের শক্তিকে হেয় করেছিল, যখন

বিশ্ব ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সংকট একটি চূড়ান্ত মাত্রায় পৌছিয়েছিল, যখন 'নগরসমৃদ্ধ দেশগুলি'র শ্রমিকশ্রেণীর পাশাপাশি উপনিবেশ ও পরনির্ভর দেশগুলিও মুক্তির জন্য আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল, যখন জাতিগত প্রশ্নটি জাতিগত ও ঔপনিবেশিক প্রশ্নে বিকশিত হয়েছিল, যখন ফলতঃ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হয়ে দাঁড়িয়েছিল সেই মুহূর্তের প্রশ্ন, যখন অগ্রসর ধনতান্ত্রিক দেশগুলির শ্রমিকশ্রেণীর এবং উপনিবেশ ও পরনির্ভর দেশগুলির নিপীড়িত জনগণের যুক্তফ্রন্টটি একটি সত্যকারের শক্তি হয়ে উঠতে শুরু করেছিল তখন রুশ মার্কসবাদীরা পূর্বতন সময়পর্বের কর্মনীতিতেই নিজেদের আর পরিতৃপ্ত রাখতে পারেনি এবং জাতিগত ও ঔপনিবেশিক প্রশ্নের সমাধানকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ভবিষ্যতের সঙ্গে সংযুক্ত করাটা প্রয়োজনীয় বলে তারা দেখেছিল।

পার্টি মনে করেছিল যে পুঁজির ক্ষমতার উৎসাদন ও সর্বহারাশ্রেণীর একাধিপত্যের সংগঠন, উপনিবেশ ও পরনির্ভর দেশগুলি থেকে সাম্রাজ্যবাদী ফৌজকে বহিষ্কার এবং এই দেশগুলির বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার ও তাদের নিজেদের জাতীয় রাষ্ট্র গঠন করার অধিকার অর্জন, জাতিগত বৈরিতা ও জাতীয়তাবাদের অপসারণ এবং জনগণের পরস্পরের মধ্যে আন্তর্জাতিক বন্ধনকে শক্তিশালী করা, একটি একক সমাজতান্ত্রিক জাতীয় অর্থনীতির সংগঠন এবং তার ভিত্তিতে জনগণের পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্বমূলক সহযোগিতার প্রতিষ্ঠা—প্রদত্ত পরিবেশে এইসবই জাতিগত ও ঔপনিবেশিক প্রশ্নের সর্বোত্তম সমাধানকে গঠন করে।

সেই সময়ে পার্টির কর্মনীতি ছিল এইরকম।

সেই সময়পর্বটা এখনো পুরোদমে চালু হওয়া থেকে দূরে রয়েছে, কারণ এটা সবেমাত্র শুরু হয়েছে, কিন্তু এ-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে তথাপি তার নির্ণায়ক বক্তব্যই বলার মতো থাকবে।···

একটি পৃথক প্রশ্ন হল আমাদের দেশে বিপ্লবের বিকাশের বর্তমান সময়পর্ব এবং পার্টির বর্তমান কর্মনীতি।

এটা লক্ষণীয় যে এখনো পর্যন্ত আমাদের দেশই একমাত্র দেশ হিসেবে প্রতিপন্ন যা ধনতন্ত্রের উৎসাদনে প্রস্তুত। এবং সত্যসত্যই তা ধনতন্ত্রকে উৎখাত করেছে ও সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্বকে সংগঠিত করেছে।

ফলতঃ, একটি বিশ্বব্যাপী পরিসরে সর্বহারাশ্রেণীর একাধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের এখনো অনেক দূরের পথ অতিক্রম করতে হবে এবং

সকল দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয়ের জন্য আরও বেশি পথ চলতে হবে।

আরও লক্ষণীয় যে, বুর্জোয়াশ্রেণীর শাসন যা অনেক পূর্বেই তার পুরানো গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যগুলিকে বর্জন করেছে তার অবসান ঘটাতে গিয়ে আমরা ইত্যবসরে 'দেশের পূর্ণ গণতন্ত্রীকরণ'-এর সমস্যার সমাধান করেছি, জাতীয় নিপীড়নের প্রথা বিলুপ্ত করেছি এবং আমাদের দেশে জাতিগুলির ভেতর সাম্য প্রতিষ্ঠা করেছি।

আমরা জানি যে, জাতীয়তাবাদ ও জাতিগত বৈরিতা দূর করার জন্য এবং জনগণের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস কায়েম করার জন্য এই ব্যবস্থাগুলিই সর্বোত্তম বলে প্রতিপন্ন হয়েছে।

সর্বশেষে, এটা লক্ষণীয় যে জাতিগত নিপীড়নের বিলুপ্তি আমাদের দেশের পূর্বতন নিপীড়িত জাতিগুলির জাতিগত পুনরুত্থানে, তাদের জাতীয় সংস্কৃতির বিকাশে, আমাদের দেশের জনগণের মধ্যে আন্তর্জাতিক বন্ধন শক্তিশালী করায় এবং সমাজতন্ত্র গঠনের কাজে তাদের পারস্পরিক সহযোগিতায় পরিণত হয়েছে।

মনে রাখতে হবে যে, এই পুনর্জাত জাতিগুলি বুর্জোয়াশ্রেণীর নেতৃত্বাধীন পুরানো বুর্জোয়া জাতি নয়, এগুলি হল নতুন সমাজতান্ত্রিক জাতি যা পুরানো জাতিগুলির ধ্বংসাবশেষের ওপর জেগে উঠেছে এবং যা শ্রমজীবী জনগণের আন্তর্জাতিক পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত।

এই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের দেশের পুনর্জাত জাতিগুলি যাতে তাদের নিজেদের পায়ে দাঁড়ায় এবং তাদের পূর্ণ স্বাভাবিক আকার পায়, তাদের জাতীয় সংস্কৃতির পুনর্জাগরণ ও তার বিকাশসাধন করে, ব্যাপকভাবে স্থানীয় ভাষায় পরিচালিত বিদ্যালয়, নাট্যমঞ্চ ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে বিকশিত করে, পার্টি, ট্রেড ইউনিয়ন, সমবায়, রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক সংস্থাগুলিকে জাতীয়করণ করে অর্থাৎ নির্দিষ্ট জাতির সদস্যদের দিয়েই সেগুলির পদ পূরণ করে এবং পার্টির এই নীতিকে যারা ব্যাহত করে—নিঃসংশয়ে তারা কমসংখ্যক—তবু সেই সমস্ত শক্তিকে দমন করে সেই উদ্দেশ্যে তাদেরকে সাহায্য করা পার্টি প্রয়োজনীয় বলে মনে করে।

এর অর্থ এই যে পার্টি আমাদের দেশের জনগণের জাতিগত সংস্কৃতির বিকাশ ও উন্নয়নকে সাহায্য করে ও ভবিষ্যতেও সেই সাহায্য অব্যাহত থাকবে, আমাদের নতুন, সমাজতান্ত্রিত জাতিগুলির শক্তিশালী হয়ে ওঠাকে তা

অনুপ্রাণিত করবে, এই ব্যাপারটিকে তা যে-কোনও ধরনের লেনিনবাদ-বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে নিজের আশ্রয়ে ও অভিভাবকত্বাধীনে রাখে।

আপনাদের চিঠি থেকে স্পষ্ট যে আপনারা আমাদের পার্টির এই কর্ম-নীতিকে সমর্থন করেন না। তার কারণ হল প্রথমতঃ আপনারা নতুন, সমাজ-তান্ত্রিক জাতিগুলিকে পুরানো, বুর্জোয়া জাতিগুলির সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেন এবং বোঝেন না যে আমাদের নতুন, সোভিয়েত জাতিগুলির জাতীয় সংস্কৃতি হল সারবস্তুর দিক থেকে সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি। দ্বিতীয়তঃ,—আমার স্পষ্ট বলাকে মাপ করবেন—এর আরেকটি কারণ এই যে লেনিনবাদের ওপর আপনাদের দখল খুবই সামান্য এবং জাতিগত প্রশ্ন নিয়ে আপনাদের অবস্থা খুব খারাপ।

উদাহরণ হিসেবে এই মৌলিক বিষয়টি বিবেচনা করুন। আমরা সবাই বলি যে আমাদের দেশে একটি সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রয়োজন আছে। আমরা যদি এটা গুরুত্ব দিয়েই মনে করি এবং নিছক অলস গালগল্পে নিজেদের প্রশ্রয় না দিই তাহলে এইদিকে অন্ততঃ প্রথম পদক্ষেপটি গ্রহণ করতেই হবে; যথা জাতিসত্তানির্বিশেষে দেশের সকল নাগরিকের জন্য আমাদের প্রথমে প্রাথমিক এবং পরে মাধ্যমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে। এটা নিশ্চিত যে এটা ছাড়া আমাদের দেশে, কথাকথিত সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কথা ছেড়েই দিলাম, কোনওরকম সাংস্কৃতিক বিকাশই সম্ভব নয়। তদুপরি এটা ছাড়া আমাদের শিল্প ও কার্যক্ষেত্রে কোনও সত্যকারের অগ্রগতি হবে না, আমাদের দেশের কোনও বিশ্বস্ত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাও গড়ে উঠবে না।

কিন্তু আমাদের দেশে নিরক্ষরতার শতকরা হার এখনো খুব উঁচু, আমাদের দেশের কতকগুলি জাতির মধ্যে ৮০-৯০ শতাংশ নিরক্ষর আছে—এ কথা মনে রেখে কিভাবে এটা সম্ভব হবে?

যেটা দরকার তা হল স্থানীয় ভাষার মাধ্যমে পরিচালিত বিদ্যালয়গুলির এক বিরাট প্রশস্ত জালে গোটা দেশকে অন্তর্ভুক্ত করা এবং সেগুলিকে এমন সব শিক্ষক যোগানো যাঁরা স্থানীয় ভাষা জানেন।

যেটা দরকার তা হল জাতীয়করণ করা অর্থাৎ পার্টি ও ট্রেড ইউনিয়ন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক সমস্ত প্রশাসনিক হাতিয়ারগুলির কর্মীপদকে নির্দিষ্ট জাতিগুলির লোকদের দ্বারা পূরণ করা।

যেটা দরকার তা হল স্থানীয় ভাষায় পরিচালিত ছাপাখানা, নাট্য-নাটমঞ্চ,

চলচ্চিত্র ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলির বিকাশসাধন করা।

প্রশ্ন করা যেতে পারে—এসব স্থানীয় ভাষায় কেন? কারণ একমাত্র তাদের স্থানীয়, জাতীয় ভাষার মাধ্যমেই জনসাধারণ সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিকাশে সফল হবে।

যা কিছু বলা হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে আমি মনে করি যে এটা বোঝা ততটা দুঃসাধ্য হবে না যে জাতিগত প্রশ্নে আমাদের দেশে যে-ধরনের কর্মনীতি এখন অনুসৃত হচ্ছে সেটা ছাড়া এই প্রশ্নে লেনিনবাদীরা অন্য কোনও কর্মনীতি অনুসরণ করতে পারেন না—অবশ্য যদি তাঁরা লেনিনবাদী থাকতে চান।

তাই নয় কি?

বেশ, তাহলে এখানেই ব্যাপারটি শেষ করা যাক।

আমার মনে হয় যে আপনাদের সব প্রশ্নের ও সংশয়ের জবাবই আমি দিয়েছি।

কমিউনিস্ট অভিনন্দনসহ,

১৮ই মে, ১৯২৯ জে. স্তালিন

এই সর্বপ্রথম প্রকাশিত

টীকা

১। ১৯২৮ সালের ১৫ই জানুয়ারি থেকে ৬ই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তাঁর সাইবেরিয়া সফরকালে জে. ভি. স্তালিন প্রধান প্রধান শস্য-উৎপাদক এলাকাগুলি পরিদর্শন করেন। তিনি সে-সময় নভোসিবির্স্কে সি. পি. এস. ইউ (বি)র সাইবেরীয় আঞ্চলিক কমিটির ব্যুরোর একটি সভা, সি. পি. এস. ইউ (বি)র ওক্রুগ কমিটিগুলির ব্যুরোর সভা এবং বারনৌল, বীস্ক, রুব্ৎসোভস্ক ও ওম্স্ক ওক্রুগ পার্টি-সংগঠনগুলির সক্রিয় কর্মীদের সম্মেলনগুলিতে সোভিয়েতসমূহ ও সংগ্রাহক সংস্থাগুলির প্রতিনিধিদের সঙ্গে একত্রে উপস্থিত থাকেন। জে. ভি. স্তালিনের পরিচালিত রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক ব্যবস্থাগুলির কল্যাণে সাইবেরীয় পার্টি-সংগঠনগুলি শস্য-সংগ্রহ পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা পূরণ সুনিশ্চিত করতে সক্ষম হয়।

২। ভি. আই. লেনিন, **রচনাবলী**, ৪র্থ রুশ সং, ২৪তম খণ্ড, পৃঃ ৫১ দ্রষ্টব্য।

৩। ঐ, পৃঃ ৪৬৫ দ্রষ্টব্য।

৪। সি. পি. এস. ইউ (বি)র পঞ্চদশ কংগ্রেস মস্কোতে ২রা-১৯শে ডিসেম্বর, ১৯২৭ অনুষ্ঠিত হয়। কংগ্রেসে কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক রিপোর্টগুলি, কেন্দ্রীয় হিসেব পরীক্ষা কমিশনের, কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশন ও শ্রমিক-কৃষকের পরিদর্শক সংস্থার এবং কমিনটার্নের কর্মপরিষদে সি. পি. এস. ইউ (বি)র প্রতিনিধিবৃন্দের রিপোর্টগুলি আলোচিত হয়; এখানে আরও আলোচিত হয় জাতীয় অর্থনীতির বিকাশের জন্য একটি পাঁচসালা পরিকল্পনা প্রণয়নের নির্দেশনামা এবং গ্রামাঞ্চলে কাজের ওপর একটি রিপোর্ট; এখানে বিরোধীপক্ষের প্রশ্নে কংগ্রেস কমিশনের রিপোর্টটি শোনা হয় ও পার্টির কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলি নির্বাচিত হয়। ৩রা ডিসেম্বর জে. ভি. স্তালিন সি. পি. এস. ইউ (বি)র কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক রিপোর্ট পেশ করেন এবং ৭ই ডিসেম্বর তিনি আলোচনার জবাব দেন। ১২ই ডিসেম্বর কংগ্রেস কমিনটার্নের কর্মপরিষদের সি. পি. এস. ইউ (বি) প্রতিনিধিবৃন্দের কাজ সম্বন্ধে রিপোর্টের ওপর প্রস্তাব প্রণয়নের কমিশনে জে. ভি. স্তালিনকে একজন সদস্য হিসেবে নির্বাচিত করে। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক লাইনকে কংগ্রেস

অনুমোদন করে এবং তাকে শান্তির ও ইউ. এস. এস. আর-এর প্রতিরক্ষা সামর্থ্যকে শক্তিশালী করার, দেশের সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়নকে অপ্রশম্য উৎসাহে অব্যাহতভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার, শহর ও গ্রামাঞ্চলে সমাজতান্ত্রিক ক্ষেত্রকে প্রসারিত ও শক্তিশালী করার এবং জাতীয় অর্থনীতি থেকে পুঁজিবাদী শক্তিগুলিকে দূর করার জন্য একটি কর্মধারা পরিচালনার একটি নীতি অনুসরণ করে যাওয়ার নির্দেশ দেয়। ইউ. এস. এস. আর-এর জাতীয় অর্থনীতির বিকাশের উদ্দেশ্যে প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য কংগ্রেস নির্দেশ দেয়। কৃষির যৌথীকরণের পূর্ণতম বিকাশের আহ্বান জানিয়ে কংগ্রেস একটি প্রস্তাব নেয়, যৌথ খামার ও রাষ্ট্রীয় খামারগুলির প্রসারের একটি পরিকল্পনার রূপরেখা প্রণয়ন করে এবং কৃষির যৌথীকরণের জন্য লড়াইয়ের পদ্ধতি নির্দেশ করে। পার্টির ইতিহাসে পঞ্চদশ কংগ্রেস কৃষির যৌথীকরণ কংগ্রেস হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। ট্রট্স্কি-জিনোভিয়েভ জোটকে উৎখাত করার মর্মে বিরোধীপক্ষ সম্বন্ধে তার সিদ্ধান্তে কংগ্রেস লক্ষ্য করেছে যে পার্টি এবং বিরোধীপক্ষের মধ্যে মতানৈক্যগুলি কর্মসূচীগত মতানৈক্যে পরিণত হয়েছে, ট্রট্স্কিপন্থী বিরোধীপক্ষ সোভিয়েত-বিরোধী লড়াইয়ের পথ গ্রহণ করেছে; এবং কংগ্রেস এই ঘোষণা করেছে যে ট্রট্স্কিপন্থী বিরোধীপক্ষদের সঙ্গে থাকা ও তাদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রচার করা হল বলশেভিক পার্টির সদস্যপদের পক্ষে সঙ্গতিবিহীন। সি. পি. এস. ইউ (বি)র কেন্দ্রীয় কমিটি ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের নভেম্বর, ১৯২৭-এর যুগ্ম সভা কর্তৃক পার্টি থেকে ট্রট্স্কি ও জিনোভিয়েভের বহিষ্কারের সিদ্ধান্তটি কংগ্রেস অনুমোদন করেছে এবং পার্টি থেকে ট্রট্স্কি-জিনোভিয়েভ জোটের সকল সক্রিয় সদস্যকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। (সি. পি. এস. ইউ (বি)র পঞ্চদশ কংগ্রেস সম্বন্ধে 'সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট (বলশেভিক) পার্টির ইতিহাস, সংক্ষিপ্ত পাঠ', এন. বি. এ. সং, পৃঃ ৩০৪-৩১০ দেখুন। ঐ কংগ্রেসের প্রস্তাব ও সিদ্ধান্তসমূহ প্রসঙ্গে 'সি. পি. এস. ইউ-র কংগ্রেস, কনফারেন্স ও কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামসমূহের প্রস্তাব ও সিদ্ধান্তসমূহ', ২য় ভাগ, ১৯৫৩ দ্রষ্টব্য।)

৫। 'সি. পি. এস. ইউ-র কংগ্রেস, কনফারেন্স ও কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামসমূহের প্রস্তাব ও সিদ্ধান্তসমূহ', ২য় ভাগ, ১৯৫৩ দ্রষ্টব্য।

৬। এখানে ট্রট্স্কি-জিনোভিয়েভ জোট কর্তৃক পার্টির ওপর জবরদস্তি-করে চাপানো আলোচনার উল্লেখ করা হয়েছে। সি. পি. এস. ইউ (বি)র

পঞ্চদশ কংগ্রেসের ছ'মাস আগে অক্টোবর, ১৯২৭-এ কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক পার্টিতে আলোচনার ঘোষণা হয়। এই আলোচনার জন্য 'সো. ই. ক (ব) পার্টির ইতিহাস, সংক্ষিপ্ত পাঠ', এন. বি. এ. সং, পৃঃ ৩০১-৩০৩ দ্রষ্টব্য।

৭। 'সি. পি. এস. ইউ-র কংগ্রেস, কনফারেন্স ও কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনাম-সমূহের প্রস্তাব ও সিদ্ধান্তসমূহ', ২য় ভাগ, ১৯৫৩ দ্রষ্টব্য।

৮। কেন্দ্রীয় হিসেব পরীক্ষা কমিশনের সদস্যদের উপস্থিতিতে সি. পি. এস. ইউ (বি)র কে. ক. এবং কে. নি. ক-র যুগ্ম প্লেনামটি ৬ই-১১ই এপ্রিল, ১৯২৮ অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে ঐ বৎসরের শস্য-সংগ্রহ ও ১৯২৮-২৯ সালের শস্য-সংগ্রহ অভিযানের সংগঠন, শাখ্‌তি ঘটনায় উদ্‌ঘাটিত ক্রটিগুলি দূরীকরণের জন্য বাস্তব ব্যবস্থা সম্বন্ধে পলিটব্যুরোর তৈরী একটি কমিশনের রিপোর্ট এবং ১৯২৮ সালের জন্য সি. পি. এস. ইউ (বি)র কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামের ও পলিটব্যুরোর কাজের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হয়। ১০ই এপ্রিল তারিখে প্লেনামের একটি সভায় জে. ভি. স্তালিন পলিটব্যুরো কমিশনের রিপোর্টের ওপর ভাষণ দেন এবং শাখ্‌তি ঘটনা বিষয়ে ও অর্থনৈতিক নির্মাণ-কার্যে ক্রটিগুলির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের বাস্তব কর্তব্য বিষয়ে প্রস্তাবের চূড়ান্ত খসড়া প্রণয়নের জন্য গঠিত একটি কমিশনে তাঁকে নির্বাচিত করা হয়। আঞ্চলিক কাজের ক্ষেত্রে ক্রটিগুলির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য ও কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির দেওয়া ব্যবহারিক নির্দেশকে উন্নত করার জন্য প্রত্যেক বছর কেন্দ্রীয় কমিটির ও কে. নি. ক-র সভাপতিমণ্ডলীর সদস্যদের এবং অন্যান্য নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের এলাকাগুলিতে পাঠানোর ব্যবস্থা করে কংগ্রেসে একটি বিশেষ প্রস্তাব গৃহীত হয় (সি. পি. এস. ইউ (বি)র কে. ক. এবং কে. নি. ক-র প্লেনামের প্রস্তাব-গুলির জন্য 'সি. পি. এস. ইউ-র কংগ্রেস, কনফারেন্স ও কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামসমূহের প্রস্তাব ও সিদ্ধান্তসমূহ', ২য় ভাগ, ১৯৫৩ দ্রষ্টব্য)।

৯। শাখ্‌তি এবং অন্যান্য ডনবাস এলাকায় বুর্জোয়া-বিশেষজ্ঞদের একটি প্রতিবিপ্লবী সংগঠনের অন্তর্ঘাতমূলক কার্যাবলী যা ১৯২৮ সালের গোড়ার দিকে উদ্‌ঘাটিত হয় এখানে সেগুলির উল্লেখ করা হয়েছে। শাখ্‌তি ঘটনার জন্য এই খণ্ডের পৃঃ ৪৫ ও ৬০ এবং 'সো. ই. ক (ব) পার্টির ইতিহাস, সংক্ষিপ্ত পাঠ', এন. বি. এ. সং, পৃঃ ৩১১ দেখুন।

১০। ১৫ই মার্চ, ১৯২৮ থেকে ২৮শে নভেম্বর, ১৯৩৩ পর্যন্ত প্রাভ্‌দাতে 'শ্রমিক ও কৃষকের পরিদর্শন বিষয়ক পুস্তিকা'টি নির্দিষ্ট সময় অন্তর-

অন্তর প্রকাশিত হয়েছিল। এর লক্ষ্য ছিল আমলাতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে শ্রমজীবী জনগণের ব্যাপক সাধারণের সহযোগিতা অর্জন।

১১। **কমসোমোলস্কায়া প্রাভদা** (যু. ক. লী. সত্য)—২৪শে মে, ১৯২৫ থেকে প্রকাশিত সারা-ইউনিয়ন লেনিনবাদী যুব কমিউনিস্ট লীগের কেন্দ্রীয় কমিটি ও মস্কো কমিটির দৈনিক মুখপত্র।

১২। একাদশ পার্টি কংগ্রেসে রাজনৈতিক রিপোর্টের একটি পরিকল্পনা বিষয়ে ভি. এম. মলোটভকে লেখা ভি. আই. লেনিনের একটি চিঠি। (**রচনাবলী**, ৪র্থ রুশ সং, ৩৩তম খণ্ড দ্রষ্টব্য।)

১৩। ১৮ই-২৩শে মার্চ, ১৯১৯ মস্কোতে অনুষ্ঠিত রু. ক. পা (ব)র অষ্টম কংগ্রেস মধ্য কৃষকের প্রতি পার্টির নতুন কর্মনীতিকে—মধ্য কৃষকের সঙ্গে দৃঢ় মৈত্রীর একটি কর্মনীতিকে—গ্রামাঞ্চলে কাজের বিষয়ে লেনিন তাঁর রিপোর্টে যে নীতিগুলির রূপরেখা দিয়েছিলেন সেগুলিকে নির্দিষ্ট করে। (ভি. আই. লেনিন, **রচনাবলী**, ৪র্থ রুশ সং, ২৯তম খণ্ড, এবং 'সো. ই. ক (ব) পার্টির ইতিহাস, সংক্ষিপ্ত পাঠ', এন. বি. এ. সং, পৃঃ ২৪৭-৫১ দ্রষ্টব্য।)

১৪। এখানে 'শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালনার সংগঠন' ও তৎসহ 'ধাতু-শিল্পের ও বৈদ্যুতী-কারিগরী শিল্পগুলির কারখানাসমূহের কারিগরী পরিচালক-বর্গের অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে সাধারণ বিধিবিধান বিষয়ে ইউ. এস. এস. আর-এর জাতীয় অর্থনীতির সর্বোচ্চ পরিষদের ২৯শে মার্চ, ১৯২৬-এর ৩৩নং সার্কুলারের উল্লেখ করা হয়েছে।

১৫। সারা-ইউনিয়ন লেনিনবাদী যুব কমিউনিস্ট লীগের অষ্টম কংগ্রেস মস্কোতে ৫ই-১৬ই মে, ১৯২৮ অনুষ্ঠিত হয়। এখানে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণ-কাণ্ডের ফলাফল ও সম্ভাবনা এবং তরুণদের কমিউনিস্ট শিক্ষার কর্মসূচী, যু.ক.লী-র কেন্দ্রীয় কমিটি ও কেন্দ্রীয় হিসেব পরীক্ষা কমিটির রিপোর্ট; কমিউনিস্ট যুব আন্তর্জাতিকে যু.ক.লী প্রতিনিধিবৃন্দের রিপোর্ট; জাতীয় অর্থনীতির অগ্রগতির পাঁচসালা পরিকল্পনা সম্পর্কে তরুণদের কাজ ও শিক্ষা; শিশুদের মধ্যে যু.ক.লী-র কাজ এবং অন্যান্য প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা হয়। ১৬ই মে কংগ্রেসের চূড়ান্ত সভায় জে. ভি. স্তালিন একটি ভাষণ দেন।

১৬। এখানে সকল জাতীয় কমিউনিস্ট পার্টিগুলির কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে, সি.পি.এস.ইউ (বি)র কে.ক-র ব্যুরোর কাছে এবং সি.পি.এস.ইউ (বি)র আঞ্চলিক (territorial), স্থানীয় (regional), গুবের্নিয়া, ওকরুগ ও উয়েজদ

কমিটিগুলির কাছে প্রদত্ত সি.পি.এস.ইউ(বি)র কে.ক-র গ্রামাঞ্চলে সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের জন্য (গ্রামাঞ্চলে কাজের জন্য দপ্তরগুলির মুখ্য দায়িত্ব)' শীর্ষক বাণীটির উল্লেখ করা হয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সচিব হিসেবে এম. ভি. মলোটভ বাণীটিতে স্বাক্ষর করেন এবং প্রাভদায় ১৬ই মে, ১৯২৮ তারিখে প্রকাশিত হয়।

১৭। ১৯১৮ সালে ওয়াই. এম. স্বের্দলভের উদ্যোগে সারা-রুশ কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের আয়োজনে সংক্ষিপ্ত সময়ের বিক্ষোভ ও প্রচার-অভিযানের পাঠক্রম সংগঠিত হয়। ১৯১৯-এর জানুয়ারিতে এর নতুন নামকরণ হয় সোভিয়েত কাজের বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়টিই আর. সি. পি (বি)র সিদ্ধান্তক্রমে প্রতিষ্ঠিত সোভিয়েত ও পার্টি কাজের কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের বনিয়াদ গঠন করে। ১৯১৯-এর শেষার্ধে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়টিকে ওয়াই. এম. স্বের্দলভ বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা হয়। স্বের্দলভ বিশ্ববিদ্যালয়ের দশম বার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয় ২৮শে মে, ১৯২৮ তারিখে।

১৮। ১৮ই-৩১শে ডিসেম্বর, ১৯২৫-এ মস্কোতে সি. পি. এস. ইউ (বি)র চতুর্দশ কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। জে. ভি. স্তালিন কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক রিপোর্টটি পেশ করেন। কংগ্রেস পার্টির কেন্দ্রীয় কর্তব্য হিসেবে নির্দিষ্ট করে দেশের সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়ন—সেটাই হবে ইউ. এস. এস. আর-এ সমাজতন্ত্র গঠনের বনিয়াদ। কংগ্রেস তার প্রস্তাবসমূহে কুলাকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে দরিদ্র কৃষকদের ওপর আস্থা রাখার পাশাপাশি শ্রমিকশ্রেণী ও মাঝারি কৃষকের মধ্যে মৈত্রীকে আরও শক্তিশালী করার গুরুত্বের ওপর জোর দেয়। কংগ্রেস অধিকতর দক্ষ আবাদ পদ্ধতির সাহায্যে এবং সমবায়গুলির মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণধারায় আরও বৃহত্তর সংখ্যক কৃষক খামারকে সামিল করে কৃষির বিকাশকে প্রসারিত করার ও তাকে সাহায্য করার প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ করে। (কংগ্রেসের প্রস্তাব ও সিদ্ধান্তসমূহের জন্য 'সি. পি. এস. ইউ-এর কংগ্রেস, কনফারেন্স ও কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামসমূহের প্রস্তাব ও সিদ্ধান্তসমূহ', ২য় ভাগ, ১৯৫৩ দ্রষ্টব্য। চতুর্দশ কংগ্রেসের জন্য 'সো. ইউ. ক (ব) পার্টির ইতিহাস, সংক্ষিপ্ত পাঠ', এন. বি. এ. সং, পৃঃ ২৩৯-৯৬ দ্রষ্টব্য।)

১৯। এখানে ৫ই নভেম্বর থেকে ৫ই ডিসেম্বর, ১৯২২-এ অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের চতুর্থ কংগ্রেসে 'রুশ বিপ্লবের পাঁচ বছর ও বিশ্ব-বিপ্লবের সম্ভাবনা' বিষয়ে ভি. আই. লেনিনের রিপোর্টটির উল্লেখ করা হয়েছে। (ভি.

আই. লেনিন, **রচনাবলী**, ৪র্থ রুশ সং, ৩৩তম খণ্ড দ্রষ্টব্য।)

২০। এখানে ২২শে জুন থেকে ১২ই জুলাই, ১৯২১-এ অনুষ্ঠিত কমিনটার্নের তৃতীয় কংগ্রেসে 'রু. ক. পা-র কৌশল' সম্বন্ধে ভি. আই. লেনিনের রিপোর্টটির উল্লেখ করা হয়েছে। (ভি. আই. লেনিন, **রচনাবলী**, ৪র্থ রুশ সং, ৩২তম খণ্ড দ্রষ্টব্য।)

২১। এখানে **প্রাভদা**, ১২৮ নং, ৩রা জুন, ১৯২৮-এ প্রকাশিত সি. পি. এস. ইউ (বি)র কেন্দ্রীয় কমিটির আবেদন 'সকল পার্টি-সদস্য, সকল শ্রমিকের প্রতি'-র উল্লেখ করা হয়েছে।

২২। ভি. আই. লেনিন, 'পিতিরিম সোরোকিনের মূল্যবান স্বীকারোক্তি' (**রচনাবলী**, ৪র্থ রুশ সং, ২৮তম খণ্ড দ্রষ্টব্য)।

২৩। 'সি. পি. এস. ইউ-র কংগ্রেস, কনফারেন্স ও কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামসমূহের প্রস্তাব ও সিদ্ধান্তসমূহ', ১ম ভাগ, ১৯৫৩ দ্রষ্টব্য।

২৪। ভি. আই. লেনিন, **রচনাবলী**, ৪র্থ রুশ সং, ২৯তম খণ্ড, পৃঃ ১৮৩ দ্রষ্টব্য।

২৫। ঐ, পৃঃ ১৩৯ দ্রষ্টব্য।

২৬। ঐ, পৃঃ ১৯৩ দ্রষ্টব্য।

২৭। সি. পি. এস. ইউ (বি)র ষোড়শ মস্কো গুবের্নিয়া সম্মেলন ২০ থেকে ২৮শে নভেম্বর, ১৯২৭ অনুষ্ঠিত হয়। ২৩শে নভেম্বর প্রাতঃকালীন অধিবেশনে জে. ভি. স্তালিন 'পার্টি এবং বিরোধীশক্তি' সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। (**রচনাবলী**, নবজাতক সং, ১০ম খণ্ড, পৃঃ ২৩৬-৫০ দ্রষ্টব্য।)

২৮। **পুঁজির** প্রথম জার্মান সংস্করণের মুখবন্ধে নীতিবাক্য হিসেবে দান্তের **ডিভাইন কমেডি** থেকে এই কথাটি মার্কস উদ্ধৃত করেছিলেন। (মার্কস ও এঙ্গেলস, **নির্বাচিত রচনাবলী**, ১ম খণ্ড, মস্কো, ১৯৫১, পৃঃ ৪১০ দ্রষ্টব্য।)

২৯। 'সি. পি. এস. ইউ-র কংগ্রেস, কনফারেন্স ও কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামসমূহের প্রস্তাব ও সিদ্ধান্তসমূহ', ২য় ভাগ, ১৯৫৩, পৃঃ ৩১৫ দ্রষ্টব্য।

৩০। ঐ, পৃঃ ৩৭২-৮০ দ্রষ্টব্য।

৩১। ঐ, পৃঃ ৩৫২ দ্রষ্টব্য।

৩২। ঐ, পৃঃ ৩৫৫ দ্রষ্টব্য।

৩৩। ঐ, পৃঃ ৩৪২ দ্রষ্টব্য।

৩৪। ঐ, ১ম ভাগ, ১৯৫৩, পৃঃ ৪৪৭-৪৮ দ্রষ্টব্য।

৩৫। মার্কস, 'লুই বোনাপার্টের অষ্টাদশ ব্রুমেয়ার' (মার্কস ও এঙ্গেলস, নির্বাচিত রচনাবলী, ১ম খণ্ড, মস্কো, ১৯৫১, পৃঃ ২২৮ দ্রষ্টব্য)।

৩৬। ভি. আই. লেনিন, রচনাবলী, ৪র্থ রুশ সং, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ১৯০ দ্রষ্টব্য।

৩৭। 'সি. পি. এস. ইউ-র কংগ্রেস, কনফারেন্স ও কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামসমূহের প্রস্তাব ও সিদ্ধান্তসমূহ', ২য় ভাগ, ১৯৫৩, পৃঃ ৩৯০ দ্রষ্টব্য।

৩৮। বীরঝোভ্‌কা (বীরঝেভিয়ে ভেদোমস্তি—স্টক এক্সচেঞ্জ সংবাদ) —১৮৮০ সালে সেণ্ট পিটার্সবুর্গে প্রতিষ্ঠিত একটি বুর্জোয়া সংবাদপত্র। এর বিবেকহীনতা ও ন্যায়-অন্যায়বোধহীন পেশাদারিত্ব এর নামকে একটি প্রসঙ্গ করে তোলে। ১৯১৭র অক্টোবরে পেত্রোগ্রাদ সোভিয়েতের বিপ্লবী সামরিক কমিটি একে বন্ধ করে দেয়।

৩৯। সি. পি. এস. ইউ (বি)র কে. ক-র ৪ঠা-১২ই জুলাই, ১৮২৮-এ অনুষ্ঠিত প্লেনাম কমিনটার্নের ষষ্ঠ কংগ্রেসে আলোচ্য প্রশ্নগুলির ওপর রচিত একটি তথ্য-রিপোর্ট শোনে ও প্রণিধান করে এবং কমিনটার্নের খসড়া কর্মসূচী-টিকে নীতিগতভাবে অনুমোদন করে। সাধারণ অর্থনৈতিক পরিস্থিতির পরি-প্রেক্ষিতে শস্য-সংগ্রহ নীতি বিষয়ে নতুন (শস্য) রাষ্ট্রীয় খামার সংগঠিত করা বিষয়ে এবং নতুন বিশেষজ্ঞদের প্রশিক্ষণকে উন্নত করা বিষয়ে এখানে প্রস্তাব গৃহীত হয়। ৫ই, ৯ই ও ১১ই জুলাইয়ের অধিবেশনে জে. ভি. স্তালিন ভাষণ দেন—এগুলি বর্তমান খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। (প্লেনামের প্রস্তাবাবলীর জন্য 'সি. পি. এস. ইউ-র কংগ্রেস, কনফারেন্স ও কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামসমূহের প্রস্তাব ও সিদ্ধান্তসমূহ', ২য় ভাগ, ১৯৫৩, পৃঃ ৩৯১-৪০৪ দ্রষ্টব্য।)

৪০। জুলাই, ১৯২৮-এ সি. পি. এস. ইউ (বি)র কে. ক-র প্লেনামে আলোচিত কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের খসড়া কর্মসূচীটি কমিনটার্নের পঞ্চম কংগ্রেস (জুন-জুলাই, ১৯২৪)-এর নিযুক্ত কর্মসূচী কমিশন কর্তৃক তৈরী করা হয়। জে. ভি. স্তালিন ছিলেন এই কমিশনের সদস্য এবং তিনি কর্মসূচীটির খসড়া রূপায়ণে নির্দেশ দেন। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কর্মপরিষদের কর্মসূচী কমিশনের ২৫শে মে, ১৯২৮-এ গৃহীত এবং সি. পি. এস. ইউ (বি)র কে. ক-র জুলাই প্লেনামে অনুমোদিত খসড়াটি কমিনটার্নের ষষ্ঠ কংগ্রেসে (জুলাই-সেপ্টেম্বর, ১৯২৮)-এ স্বীকৃত কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কর্মসূচীটির ভিত্তি তৈরী করেছিল। খসড়া কর্মসূচী বিষয়ে এই খণ্ডের পৃঃ ১৯৪ দ্রষ্টব্য।

৪১। ভি. আই. লেনিন, **রচনাবলী**, ৪র্থ রুশ সং, ২৭তম খণ্ড, পৃঃ ২০৭-৪৬ দ্রষ্টব্য।

৪২। ২১শে মার্চ, ১৯১৯-এ হাঙ্গেরিতে একটি সোভিয়েত সাধারণতন্ত্র ঘোষিত হয়। একেবারে প্রথম থেকেই এর অবস্থাটি ছিল খুব কঠিন। দেশ ছিল এক প্রচণ্ড আর্থিক ও খাদ্য সংকটের যন্ত্রণাবিদ্ধ এবং তাকে আভ্যন্তরীণ প্রতিবিপ্লব ও সেই আঁতাত শক্তির বিরুদ্ধে লড়াতে হয়েছিল যা সোভিয়েত হাঙ্গেরির বিরুদ্ধে এক অর্থনৈতিক অবরোধ ও সশস্ত্র হস্তক্ষেপ সংগঠিত করেছিল। হাঙ্গেরীয় সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটরা, যারা হাঙ্গেরি সাধারণতন্ত্রের সরকারে যোগ দিয়েছিল, তারা পশ্চাৎ ও সম্মুখ উভয় রণাঙ্গনেই রাষ্ট্রদ্রোহমূলক হীন কাজকর্ম চালিয়েছিল এবং সোভিয়েত ক্ষমতার উৎখাতের জন্য আঁতাত শক্তিবর্গের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আপোষ মীমাংসা করেছিল। ১৯১৯-এর আগস্টে আভ্যন্তরীণ প্রতিবিপ্লব ও হস্তক্ষেপকারী শক্তিদের যৌথ প্রচেষ্টায় হাঙ্গেরির বিপ্লব ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

৪৩। এখানে ১৯২৩-এর শরৎকালে জার্মানির গভীর বৈপ্লবিক সংকটের উল্লেখ করা হয়েছে যখন একটি শক্তিশালী বৈপ্লবিক আন্দোলনের ফলস্বরূপ স্যাক্সনি এবং থুরিঙ্গিয়ায় শ্রমিকদের সরকার স্থাপিত হয় ও হামবুর্গে শ্রমিকদের এক সশস্ত্র অভ্যুত্থান সংগঠিত হয়। যাই হোক, জার্মানির ১৯২৩-এর বিপ্লব পরাজিত হয়েছিল।

৪৪। ভি. আই. লেনিন, 'ভূমি সংক্রান্ত প্রশ্নে তত্ত্বাবলীর প্রাথমিক খসড়া' (**রচনাবলী**, ৪র্থ রুশ সং, ৩১তম খণ্ড, পৃঃ ১১৯-৪১ দ্রষ্টব্য)।

৪৫। 'কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের খসড়া কর্মসূচী', মস্কো এবং লেনিনগ্রাদ, ১৯২৮, পৃঃ ৫২ এবং ভি. আই. লেনিন, **রচনাবলী**, ৪র্থ রুশ সং, ৩০তম খণ্ড, পৃঃ ৭৫-৭৬ ও ৩১তম খণ্ড, পৃঃ ২৭ দ্রষ্টব্য।

৪৬। ১৯২৮ সালের ১৭ই জুলাই থেকে ১লা সেপ্টেম্বর মস্কোতে কমিনটার্নের ষষ্ঠ কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে ই. সি. সি. আই-এর কাজের ওপর একটি রিপোর্ট, কমিউনিস্ট যুব আন্তর্জাতিকের কর্মপরিষদের ও আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ কমিশনের রিপোর্ট, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিপদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ব্যবস্থাদি, কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কর্মসূচী, উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশগুলির বৈপ্লবিক আন্দোলন, ইউ. এস. এস. আর-এর অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং সি. পি. এস. ইউ (বি)র অবস্থা আলোচিত হয় ও কমিনটার্নের বিধিগুলি

অনুমোদিত হয়। কংগ্রেস ধনতন্ত্রের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের বিকাশের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে যে দ্বন্দ্ব অবশ্যম্ভাবীরূপে ধনতান্ত্রিক স্থিতিভবনকে আরও অস্থির করে তোলার দিকে যাবে এবং ধনতন্ত্রের সাধারণ সংকটে এক তীক্ষ্ণ তীব্রভাব এনে দেবে। কংগ্রেস শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের নতুন পরিস্থিতি থেকে উত্থিত কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কর্তব্যগুলি নির্দিষ্ট করে। সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রসমূহের যুক্তরাষ্ট্রের এবং সি. পি. এস. ইউ (বি)র পরিস্থিতির ওপর তার প্রস্তাবে কংগ্রেস ইউ. এস. এস. আর-এ সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকার্যের সাফল্য এবং আন্তর্জাতিক সর্বহারাশ্রেণীর বৈপ্লবিক অবস্থানকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে তাদের গুরুত্বকে প্রণিধান করে এবং দুনিয়ার শ্রমজীবী জনগণের কাছে সোভিয়েত ইউনিয়নকে রক্ষার আহ্বান জানায়। জে. ভি. স্তালিনকে কংগ্রেসের সভাপতিমণ্ডলীতে, কর্মসূচী কমিশনে এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ও কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কর্তব্যসমূহের ওপর তত্ত্বাবলীর খসড়া প্রণয়নের জন্য স্থাপিত রাজনৈতিক কমিশনে নির্বাচিত করা হয়।

৪৭। 'আর. এস. এফ. এস. আর-এর সোভিয়েতসমূহের কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত ও প্রস্তাবসমূহ', মস্কো, ১৯৩৯, পৃঃ ২২৫ দ্রষ্টব্য।

৪৮। ভি. আই. লেনিন, **রচনাবলী**, ৪র্থ রুশ সং, ৩৩তম খণ্ড, পৃঃ ২৯৩ দ্রষ্টব্য।

৪৯। **বেদনোতা** (দরিদ্র)—১৯১৮র মার্চ থেকে ১৯৩১-এর জানুয়ারি পর্যন্ত মস্কোতে প্রকাশিত সি. পি. এস. ইউ. (বি)র কে. ক-র একটি দৈনিক মুখপত্র।

৫০। ভি. আই. লেনিন, **রচনাবলী**, ৪র্থ রুশ সং, ৩৩তম খণ্ড, পৃঃ ২১২ দ্রষ্টব্য।

৫১। **ক্র্যাসনায়া গ্যাজেতা** (লাল সংবাদপত্র)—১৯১৮র জানুয়ারি থেকে ১৯৩৯-এর ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত শ্রমিক, কৃষক ও লালফৌজ সদস্যদের প্রতিনিধিদের লেনিনগ্রাদ সোভিয়েতের দ্বারা প্রকাশিত একটি দৈনিক সংবাদপত্র।

৫২। এখানে আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সম্মেলনগুলির উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলি ১৯২১-২৩ সালে সোভিয়েতসমূহের কর্মপরিষদগুলির অধীনে বর্তমান ছিল।

৫৩। **নিঝনি পোভোলঝাই** (নীচের ভোল্গা)—১৯২৪ সাল থেকে লোয়ার ভোল্গা আঞ্চলিক ও সারাতোভ গুবের্নিয়া পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক

এবং ১৯২৬ সাল থেকে সারাতোভ গুবের্নিয়া ও আঞ্চলিক যোজনা কমিশন কর্তৃক সারাতোভে প্রকাশিত একটি মাসিক পত্রিকা। আগস্ট, ১৯৩২ থেকে ১৯৩৩ পর্যন্ত এটি স্তালিনগ্রাদে আঞ্চলিক যোজনা কমিশন কর্তৃক প্রকাশিত হয়।

৫৪। খ্লেবৎসেন্ত্র—খাদ্যশস্য ও তৈলবীজের উৎপাদন, বিশেষ প্রণালী প্রয়োগ ও বিক্রয়ের জন্য কৃষিসমবায়গুলির সারা-রুশ কেন্দ্রীয় ইউনিয়ন। ১৯২৬ থেকে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত এর অস্তিত্ব ছিল।

৫৫। গিল্ড সোশ্যালিজম্—১৯০০-এর দশকে গ্রেট ব্রিটেনে উদ্ভূত মার্কসবাদের প্রতি গভীর বৈরীভাবাপন্ন একটি সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক সংস্কারবাদী ঝোঁক। এতে রাষ্ট্রের শ্রেণী-চরিত্রকে অস্বীকার করা হয়, শ্রেণী সংগ্রাম ও শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বকে বর্জন করা হয় এবং শ্রমিক, বুদ্ধিজীবী ও প্রকৌশলীদেরকে জাতীয় শিল্প গিল্ডগুলির একটি ফেডারেশনে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য এবং ঐ গিল্ডগুলিকে বুর্জোয়া রাষ্ট্রের কাঠামোর মধ্যে শিল্পের প্রশাসনের হাতিয়ারে রূপান্তরিত করার জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়। সংগ্রামের বৈপ্লবিক পদ্ধতিকে বর্জন করে গিল্ড সমাজতন্ত্র শ্রমিকশ্রেণীকে নিষ্ক্রিয়তায় ও বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রতি পূর্ণ বশ্যতাস্বীকারে দণ্ডিত করে।

৫৬। সোভিয়েত ইউনিয়নে ১৫ই-২২শে জুলাই, ১৯২৮-এ অনুষ্ঠিত প্রতিরক্ষা সপ্তাহের পরিপ্রেক্ষিতে জে. ভি. স্তালিন এই বাণীটি লেখেন।

৫৭। নারী শ্রমিক ও নারী কৃষকদের রাজনৈতিক শিক্ষা সংগঠনের জন্য ও সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকার্যে সক্রিয় ভূমিকায় তাদেরকে সামিল করার জন্য ১৬ই-২১শে নভেম্বর, ১৯২৮ মস্কোতে রু. ক. পা(ব)র কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক নারী শ্রমিক ও নারী কৃষকদের প্রথম সারা-রুশ কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। কংগ্রেসে ১,১৪৭ জন প্রতিনিধি আসেন। ১৯শে নভেম্বর কংগ্রেসে ভি. আই. লেনিন ভাষণ দেন। (কংগ্রেস ও তার গুরুত্ব বিষয়ে ভি. আই. লেনিন, **রচনাবলী**, ৪র্থ রুশ সং, ২৮তম খণ্ড, পৃঃ ১৬০-৬২ এবং জে. ভি. স্তালিন, **রচনাবলী**, নবজাতক সং, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩২১-২৩ দ্রষ্টব্য।)

৫৮। কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশন এবং কেন্দ্রীয় হিসেব পরীক্ষা কমিশনের সদস্যদের সঙ্গে একযোগে সি. পি. এস. ইউ (বি)র কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামটি ১৬ই-২৪শে নভেম্বর, ১৯২৮ অনুষ্ঠিত হয়। এখানে ১৯২৮-২৯ সালের জাতীয় অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণ-পরিসংখ্যানগুলি এবং নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি পরীক্ষা করে দেখা

হয়: সাত ঘণ্টার শ্রম দিবসের প্রথম ফলাফল ও ব্যাপকতর প্রবর্তন; পার্টিতে শ্রমিকদের নিযুক্তি এবং পার্টির বিকাশের নিয়ামন; গ্রামাঞ্চলে কাজের ওপর সি. পি. এস. ইউ (বি)র উত্তর ককেশীয় আঞ্চলিক কমিটির একটি রিপোর্ট; এবং কৃষির অগ্রগতির ব্যবস্থাসমূহ। আলোচ্যসূচীর প্রথম বিষয়টির ওপর জে. ভি. স্তালিনের—**দেশের শিল্পায়ন এবং সি. পি. এস. ইউ. (বি)তে দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতি**—ভাষণটি ১৯শে নভেম্বর প্রদত্ত হয়। প্লেনাম কর্তৃক গঠিত ১৯২৮-২৯ সালের জাতীয় অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণ পরিসংখ্যানবিষয়ক প্রস্তাবটির খসড়া প্রণয়নকারী কমিশনে জে. ভি. স্তালিনকে ২০শে নভেম্বর তারিখে নির্বাচিত করা হয়। (সি. পি. এস. ইউ (বি)র কে. ক-র প্লেনামের প্রস্তাবাবলীর জন্য 'সি. পি. এস. ইউ-র কংগ্রেস, কনফারেন্স ও কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামসমূহের প্রস্তাব ও সিদ্ধান্তসমূহ', ২য় ভাগ, ১৯৫৩, পৃঃ ৪০৫-২৮ দ্রষ্টব্য।)

৫৯। স্মলেনস্ক্ গুবের্নিয়ায় সোভিয়েতসমূহের নির্বাচনগুলিকে আদর্শরূপ পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলক মানোন্নয়ন সংগঠিত করার জন্য ২১শে নভেম্বর, ১৯২৮-এ স্মলেনস্কের 'কাতুস্কা' পোশাক কারখানায় একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় শ্রমিকরা সোভিয়েতসমূহের নির্বাচনগুলিতে শ্রমিকদের ও তাদের পরিবার-সদস্যদের ১০০ শতাংশ অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করার, সংবাদপত্রের মাধ্যমে ভ্রাতৃত্বমূলক প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বান বিনিময়ের নির্বাচনপূর্ব ব্যবস্থা করার এবং স্মলেনস্ক্, ব্রিয়ানস্ক্ ও কালুগা গুবের্নিয়ায় ইয়ার্ৎসেভো বয়ন কারখানা ও অন্যান্য কারখানায় শ্রমিকদের প্রতি একটি চ্যালেঞ্জ প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত নেয়। সংবাদপত্রে পারস্পরিক আদান-প্রদানের বিষয়ে সাম্মানিক সভাপতি হিসেবে জে. ভি. স্তালিন ও এম. আই. কালিনিনের নির্বাচিত হওয়ার কথা জানিয়ে শ্রমিকরা তাদের একটি চিঠি দেয় এবং সোভিয়েতসমূহের নির্বাচনগুলিকে আদর্শরূপ পরিচালনার ক্ষেত্রে ভ্রাতৃত্বমূলক প্রতিযোগিতা সংগঠিত করার ব্যাপারে তাদের পরামর্শ দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানায়।

৬০। 'কমিনটার্নের ষষ্ঠ কংগ্রেসের আক্ষরিক রিপোর্ট, ৬ষ্ঠ ভাগ। তত্ত্বাবলী, প্রস্তাব, সিদ্ধান্ত ও আবেদনসমূহ', মস্কো ও লেনিনগ্রাদ, ১৯২৯, পৃঃ ৫৭ দ্রষ্টব্য।

৬১। শ্রমিক ইউনিয়নসমূহের লাল আন্তর্জাতিক (প্রোফিনটার্ন)-এর চতুর্থ কংগ্রেসটি মস্কোতে ১৭ই মার্চ থেকে ৩রা এপ্রিল, ১৯২৮ অনুষ্ঠিত হয়। অন্যান্য প্রশ্ন ছাড়াও এতে এই বিষয়গুলি আলোচিত হয়: আন্তর্জাতিক ট্রেড

ইউনিয়ন আন্দোলনের ফলাফল ও আশু কর্তব্য; ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে তরুণ শ্রমিক; সাংগঠনিক প্রশ্ন; ফ্যাসিবাদ ও পীত ট্রেড ইউনিয়নের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ব্যবস্থা; উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশগুলিতে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন। কংগ্রেস তার প্রস্তাবাবলীতে দৃঢ়ভাবে বলে যে পুঁজি-বাদী স্থিতিভবন আরও বেশি বেশি টলটলায়মান হওয়ার সাথে সাথে শ্রেণী-সংগ্রাম বাড়ছে ও আরও তীব্র হয়ে উঠছে এবং প্রোফিনটার্নের সমস্ত কার্য-ধারাকে কেন্দ্রীভূত করতে হবে জনসাধারণকে সপক্ষে জয় করে নিয়ে আসার জন্য ও পুঁজির বিরুদ্ধে তাদের লড়াইতে পরিচালনা করার জন্য। কংগ্রেস এইরূপ নির্দিষ্ট করেছিল যে প্রোফিনটার্নের কেন্দ্রীয় কর্তব্য হল সংস্কারপন্থী ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে সপক্ষে জিতে নিয়ে আসা ও সংস্কারপন্থী নেতাদের প্রতিরোধ সত্ত্বেও ধর্মঘটগুলির নেতৃত্ব দেওয়া। সাংগঠনিক প্রশ্নাবলীর ওপর তার প্রস্তাবে কংগ্রেস দৃঢ়ভাবে বলেছিল যে সর্বহারাশ্রেণীর ব্যাপক অংশকে ট্রেড ইউনিয়নগুলিতে সামিল করার জন্য বিপ্লবী ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে তাদের দৈনন্দিন কাজ চালিয়ে যেতেই হবে।

৬২। 'কমিনটার্নের ষষ্ঠ কংগ্রেসের আক্ষরিক রিপোর্ট', ৬ষ্ঠ ভাগ। তত্ত্বাবলী, প্রস্তাব, সিদ্ধান্ত ও আবেদনসমূহ', মস্কো ও লেনিনগ্রাদ, ১৯২৯, পৃঃ ৮০ দ্রষ্টব্য।

৬৩। এখানে 'কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সদস্যভুক্তির শর্তাবলীর ওপর ৬ই আগস্ট, ১৯২০-এ কমিনটার্নের দ্বিতীয় কংগ্রেসের অনুমোদিত প্রস্তাবের উল্লেখ করা হয়েছে। একটি বিশেষ কমিশনের দ্বারা আলোচিত ও কংগ্রেসের কাছে উপস্থাপিত এই প্রস্তাবের তত্ত্বগুলি ভি. আই. লেনিন লিখেছিলেন। (ভি. আই. লেনিন, **রচনাবলী**, ৪র্থ রুশ সং, ৩১তম খণ্ড, পৃঃ ১৮১-৮৭ দ্রষ্টব্য।)

৬৪। এখানে '১৯২৮-২৯-এর জাতীয় অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণ-পরিসংখ্যান' বিষয়ক সেই প্রস্তাবটির উল্লেখ করা হয়েছে যেটির খসড়া প্রণীত হয়েছিল জে. ভি. স্তালিনের নির্দেশাধীনে সি. পি. এস. ইউ (বি)র কেন্দ্রীয় কমিটির নভেম্বর প্লেনাম কর্তৃক স্থাপিত কমিশনের দ্বারা এবং যেটি ২৪শে নভেম্বর, ১৯২৮ তারিখে প্লেনাম কর্তৃক গৃহীত হয়েছিল। প্লেনামে প্রস্তাবটির উপসংহার অংশে দুই রণাঙ্গনেই একটি লড়াই চালানোর প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ করা হয়েছিল এবং সি. পি. এস. ইউ (বি)তে প্রধান বিপদ হিসেবে দক্ষিণপন্থী বিপদের বিরুদ্ধে

লড়াইয়ের পদ্ধতি নির্দিষ্ট হয়েছিল। ('সি. পি. এস. ইউ-র কংগ্রেস, কনফারেন্স ও কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামসমূহের প্রস্তাব ও সিদ্ধান্তসমূহ', ২য় ভাগ, ১৯৫৩, পৃঃ ৪১৮-২০ দ্রষ্টব্য।)

৬৫। 'বিরোধীশক্তি'র ওপর পঞ্চদশ পার্টি কংগ্রেসের প্রস্তাবের জন্য 'সি. পি. এস. ইউ-র কংগ্রেস, কনফারেন্স ও কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামসমূহের প্রস্তাব ও সিদ্ধান্তসমূহ,' ২য় ভাগ, ১৯৫৩, পৃঃ ৩৬৮-৭০ দ্রষ্টব্য।

৬৬। **রুল্** (হাল)—নভেম্বর, ১৯২০ থেকে অক্টোবর, ১৯৩১ পর্যন্ত বার্লিনে প্রকাশিত একটি ক্যাডেট শ্বেতরক্ষী প্রবাসী সংবাদপত্র।

৬৭। ভি. আই. লেনিনের 'পার্টি ঐক্য সম্পর্কে রু. ক. পা-র দশম কংগ্রেসের প্রস্তাবের প্রাথমিক খসড়া', **রচনাবলী**, ৪র্থ রুশ সং, ৩২তম খণ্ড, পৃঃ ২১৭-১৯ দ্রষ্টব্য।

৬৮। ভি. আই. লেনিন, **রচনাবলী**, ৪র্থ রুশ সং, ৩৫তম খণ্ড, পৃঃ ১৬৮ দ্রষ্টব্য।

৬৯। নাট্যমঞ্চ-পেশাভুক্ত একটি গোষ্ঠীর তরফে সোভিয়েত থিয়েটারে পুরানো, বুর্জোয়া অভ্যাস ও কর্মপদ্ধতি প্রবর্তনের প্রচেষ্টার মধ্যে 'গোলোভানোভবাদ' প্রকট হয়ে উঠেছিল। ১৯২৬-২৮ সালে অর্কেস্ট্রা পরিচালক গোলোভানোভের নেতৃত্বে বলশয় থিয়েটারের একদল অভিনেতা শ্রমজীবী মানুষের ব্যাপক সাধারণের উন্নততর মান ও চাহিদা এবং সমাজবাদী বিকাশের কর্তব্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে থিয়েটারের অভিনেতৃদলের সংস্কারের বিরোধিতা করেছিল। এই গোষ্ঠী থিয়েটারের সাধারণ স্তরের বিরুদ্ধে এক বৈরীভাব গ্রহণ করে ও নতুন প্রতিভাকে তুলে ধরতে গররাজী হয়। সোভিয়েত নাট্যমঞ্চের কার্যাবলীর পুনর্গঠনের জন্য পার্টির গৃহীত ব্যবস্থাগুলির ফলে 'গোলোভানোভবাদকে' অতিক্রম করা যায়।

৭০। প্রোস্কুরোভে মোতায়েন লাল অশ্বারোহী ডিভিশনের প্রথম লাল কশাক রেজিমেন্টের লালফৌজ সদস্য, কম্যাণ্ডার ও রাজনৈতিক অফিসারদের কাছে জে. ভি. স্তালিনের তারবার্তাটি লালফৌজের একাদশ বার্ষিকী উপলক্ষে প্রেরিত হয়।

৭১। **সেল্‌স্‌কোখোজিয়াইস্ত্‌ভেন্নায়া গ্যাজেতা** (কৃষি বিষয়ক সংবাদপত্র)—ইউ. এস. এস. আর-এর গণ-কমিশারদের কাউন্সিলের মুখপত্র একটি দৈনিক সংবাদপত্র। ১লা মার্চ, ১৯২৯ থেকে ২৯শে জানুয়ারি ১৯৩০

পর্যন্ত প্রকাশিত হয়। ২৯শে জানুয়ারি, ১৯৩০-এ এটি সৎসিয়ালিস্তি-চেস্কোয়ি জেম্‌লেদেলিয়ে (সমাজবাদী কৃষি) সংবাদপত্রে রূপান্তরিত হয়।

৭২। ভি. আই. লেনিন, **রচনাবলী**, ৪র্থ রুশ সং, ১মখণ্ড, পৃঃ ১৩৭-৩৮ দ্রষ্টব্য।

৭৩। জে. ভি. স্তালিন, **রচনাবলী**, ২য় খণ্ড, নবজাতক সং, পৃঃ ২৯০ দ্রষ্টব্য।

৭৪। জে. ভি. স্তালিন, 'প্রাচ্যের জনগণের বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনৈতিক কর্তব্যসমূহ' (**রচনাবলী**, ৭ম খণ্ড, নবজাতক সং, পৃঃ ১৫৩-৬৮ দ্রষ্টব্য)।

৭৫। জে. ভি. স্তালিন, **রচনাবলী**, ৭ম খণ্ড, নবজাতক সং, পৃঃ ১৫৮ দ্রষ্টব্য।

৭৬। ভি. আই. লেনিন, **রচনাবলী**, ৪র্থ রুশ সং, ২২তম খণ্ড, পৃঃ ১৩৫-৩৬ দ্রষ্টব্য।

৭৭। ঐ, ২০তম খণ্ড, পৃঃ ২৩ দ্রষ্টব্য।

৭৮। জে. ভি. স্তালিন, **রচনাবলী**, ২য় খণ্ড, নবজাতক সং, পৃঃ ২৯০ দ্রষ্টব্য।